ÒBmgvCj †nv‡mb wmivRxÕi mvwn‡Z¨ Aviex k‡ãi c‡qvM I Bmjvgx fveavi v”

(The Application of Arabic words in Ismail Hossain Siraji’s literature and Islamic attitude)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আরবী বিভাগের এম.ফিল. ডিগ্রি অর্জনের জন্য

উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

W. †gvt Ave‘j Kw‘i
অধ্যাপক
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

nvQbvBb Avn‡g‘
রেজিঃ নম্বর ও শিক্ষাবর্ষ:
ক.জ/৮/২০১৪-২০১৫
এম.ফিল.
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০

wW‡m¤i 2019 wL÷vã

Dhaka University Institutional Repository

cZ¨qbcÎ

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, হাছনাইন আহমেদ, রেজিঃ নম্বর ও শিক্ষাবর্ষ কবি জসীমউদ্‌দীন হল ক.জ/৮/২০১৪-২০১৫ এম.ফিল. আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক উপস্থাপিত ÒBmgvCj †nv‡mb wmivRxÓi mvwn‡Z¨ Aviex k‡ãi c‡qvM I Bmjvgx fveavivÓ (The Application of Arabic words in Ismail Hossain Siraji's literature and Islamic attitude) শীর্ষক অভিসন্ধর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে প্রণীত হয়েছে। এটি একটি মৌলিক গবেষণাকর্ম। আমার জানামতে ইতোপূর্বে এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র সম্পাদিত হয়নি। আমি অভিসন্দর্ভটি আদ্যপান্ত পাঠ করেছি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের অন্তর্ভুক্ত আরবী বিভাগের অধীন এম.ফিল. ডিগ্রি অর্জনের জন্য উপস্থাপনের সুপারিশ করছি।

আমি গবেষকের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনা করছি।

W. †gvt Ave‘j Kvw‘i
অধ্যাপক
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

†NvlYvcÎ

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, "ইসমাঈল হোসেন সিরাজী'র সাহিত্যে আরবী শব্দের প্রয়োগ ও ইসলামী ভাবধারা" (The Application of Arabic words in Islamil Hossain Siraji's literature and Islamic attitude) শীর্ষক আমার বক্ষমান অভিসন্দর্ভটি পূর্ণ অথবা আংশিকভাবে আমি অন্য কোথাও প্রকাশ করিনি। এটি কোন যুগ্মকর্ম নয় বরং আমার মৌলিক ও একক গবেষণাকর্ম।

nvQbvBb Avn‡g`
রেজিঃ নং ও শিক্ষাবর্ষ: ক. জ. ৮/২০১৪-২০১৫
এম.ফিল গবেষক
আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০

KZÁZv ¯^xKvi

বিসমিলণ্টাহির রাহমানির রাহীম

পরম করুণাময় আলণ্টাহ তাআলার প্রতি অসংখ্য শুকরিয়া, যিনি সমস্ত প্রশংসার মালিক। যাঁর অনুগ্রহে আমার এ গবেষণাকর্মটি আলোর মুখ দেখছে। অতঃপর তাঁর প্রেরিত রাসূল সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব, মানবতার মুক্তিদূত মহান সংস্কারক ও পথ প্রদর্শক হযরত মুহাম্মদ (সাঃ), তাঁর বংশধর ও সাহাবীগণের প্রতি শ্রদ্ধাভরে প্রেরণ করছি শত কোটি দরূদ ও সালাম, যাদের অবদান কালজয়ী ও সার্বজনীন। সৃষ্টির ঊষালগ্ন থেকেই মানুষ অন্যের সহায়তায় অসাধ্যকে সাধন করছে আর পেয়েছে সঠিক পথের দিক নির্দেশনা। বহু গুণীজনের আন্তরিক সহায়তায় ও মূল্যবান পরামর্শে আমার এ গবেষণাকর্ম পূর্ণতা লাভ করেছে। মানুষের কর্মের উপযুক্ত মূল্যায়নের বহিঃপ্রকাশ ঘটে কৃতজ্ঞতা স্বীকারের মাধ্যমে। এক্ষেত্রে আল-কুরআনের বিধান অনুসরণীয়। যার একান্ত সহযোগিতায় ও অনুপ্রেরণায় আমার গবেষণাকর্মটি তথ্যবহুল ও সমৃদ্ধশালী হয়ে পূর্ণতা পেয়েছে তিনি হচ্ছেন আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক ড. মোঃ আবদুল কাদির। আমি অকৃত্রিমভাবে তাঁর অবদান স্মরণ করছি। সকল ব্যস্ততার মাঝেও তিনি আমাকে তাঁর মূল্যবান সময় দিয়ে আমার এ গবেষণাকর্মটির শ্রীবৃদ্ধিতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

আমার আরেকজন শ্রদ্ধেয় শিক্ষক যিনি আমার এ গবেষণাকর্মটি সম্পাদনে বিশেষভাবে সহায়তা করেছেন তিনি হচ্ছেন বর্তমান বিভাগীয় চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ইউছুফ। তাঁর উৎসাহ ও উদ্দীপনা আমাকে আভিভূত করেছে। এ গবেষণাকর্ম সম্পন্ন করতে গবেষণা সহায়ক দিক নির্দেশনা ও গুরুত্বপূর্ণ উৎসের সন্ধান দিয়ে তিনি আমাকে আন্তরিকভাবে সহায়তা করেছেন। আমি তাঁর কাছেও চিরকৃতজ্ঞ ও ঋণী।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দের নিকট আমি কৃতজ্ঞ। বিশেষ করে অধ্যাপক ড. মোঃ আবু বকর সিদ্দিক, অধ্যাপক ড. ফজলুর রহমান, অধ্যাপক ড. যুবাইর মুহাম্মদ এহসানুল হক, অধ্যাপক ড. আ.জ.ম. কুতুবুল ইসলাম নোমানী, অধ্যাপক মোঃ মিজানুর রহমান, অধ্যাপক মোঃ শহীদুল ইসলাম, সহযোগী অধ্যাপক ড. মোঃ রফিকুল ইসলাম, মোঃ নূরে আলম স্যারদের থেকে আমি যথেষ্ঠ সাহায্য ও প্রেরণা পেয়েছি। তাঁদের সহ বিভাগের সকল শিক্ষকদের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা রইল।

আরো কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের অধ্যাপক ড. মোঃ আনিসুজ্জামান, বাংলা বিভাগের অধ্যাপক গিয়াস শামীম ও বিশ্বধর্মতত্ত্ব ও সংস্কৃতি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ও প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান মোঃ ইলিয়াছ ও ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন এন্ড সিস্টেম বিভাগের অধ্যাপক ড. আকরাম হোসেন স্যারের প্রতি, যাঁরা অতি ব্যস্ততার মাঝেও আমাকে আন্তরিক সহযোগিতা প্রদান করেছেন, যা আমার গবেষণাকর্মকে সমৃদ্ধশালী করেছে। তাদের মহানুভবতা ও উদারতা আমার চলার পথের পাথেয় হয়ে থাকবে।

অভিসন্দর্ভটি সম্পাদনে বহু তথ্য ও উপকরণ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন বিভিন্ন জ্ঞানী গুণীজন। যাঁদের কথা স্মরণ না করলেই নয়, এক্ষেত্রে ড. মোহাম্মদ ওয়ালীউলণ্ঢাহ, অধ্যাপক, দাওয়া এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া, মোঃ ফিরোজ আলম, সহকারী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, লালমোহন ইসলামিয়া কামিল (এম.এ) মাদরাসা, ভোলা, হোসেন মাহমুদ, কবি ও সাংবাদিক, দৈনিক ইনকিলাব, এস.এম. সফিউল্যাহ, ডেপুটি রেজিস্ট্রার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, মোঃ আবুল বাশার, প্রভাষক, আরবী বিভাগ, ডাওরী হাট ইসলামিয়া ফাজিল (বি.এ.) মাদরাসা, লালমোহন, ভোলা, মোঃ মাহমুদুল হাসান, জি.এম, আইসো টেক গ্র"প, মোঃ আবু আবদুলণ্ঢাহ, প্রভাষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, বার্থী ডিগ্রী কলেজ, গৌরনদী, বরিশাল, মোঃ শরীয়তুলণ্ঢাহ, Coordinator, Cultural Exchange between Japan and Bangladesh Center-সহ প্রমুখের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অনেক সহযোগিতা পেয়েছি। তাদের প্রতি আমি সবিনয় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

বন্ধুবর্গের মধ্যে কারো নাম বলতে গেলেই শুর"তেই বলতে হবে আতাউর রহমান শাহান, অধ্যক্ষ, জাবাল-ই নূর বালিকা মাদরাসা, সাভার, ঢাকা। যাঁর সার্বিক সহযোগিতায় আমি মুগ্ধ। অভিসন্ধর্ভটির পা"ুলিপি রচনায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক বই-পত্র ও কাগজের যোগান দিয়েছেন মোঃ মনির"ল ইসলাম। অন্যদের মধ্যে বিশেষভাবে সহযোগিতা করেছেন রায়হান, জাবের, মাসুম, মামুন, বেলাল, আশরাফসহ অন্যান্য বন্ধুবর্গ। আমাকে তাদের ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে অনেক দু"প্রাপ্য পুস্তক দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। তাদের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

গবেষণাকর্মে রাত-দিন পরিশ্রম করে কম্পোজ, বাইন্ডিংসহ নানা কাজে আবু আইয়ুব আনসারী সহযোগিতা করেন। তাকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

গবেষণাকর্মের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের জন্য আমি বিভিন্ন লাইব্রেরিতে গিয়েছি। আরবী বিভাগ সেমিনার লাইব্রেরি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি, জাতীয় গ্রন্থাগার (পাবলিক লাইব্রেরি), ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ লাইব্রেরি, গণগ্রন্থাগার লাইব্রেরি, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লাইব্রেরি, সৈয়দ ইসমাঈল হোসেন সিরাজী পাঠাগার, সিরাজগঞ্জ থেকে প্রয়োজনীয় উপাত্ত সংগ্রহ করেছি। যেসব ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান আমাকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রতি আমার ঋণ স্বীকারসহ ধন্যবাদ রইল।

বিশেষ করে আমার বড় ভাই মোহাম্মদ কামর“ল হাছান মাকছুদ খান ফার্স্ট এ.ভি.পি. ও ব্যবস্থাপক, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, কলাপাড়া শাখা, পটুয়াখালী ও মোহাম্মদ জাকির হোসেন বাচ্চু খান, এ.ডি.সি., মাদারীপুর, যাদের প্রেরণা ছিল আমার গবেষণাকর্মের গতিবর্ধক এবং গবেষণাকর্ম সম্পাদনের সাহসিকতা প্রদানকারী। এদের সাহায্য ও সহযোগিতাকে আমার জীবন কল্যাণের সহায়ক জ্ঞান করি। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে যাদের অবদান উলেণ্ঢখ করতে হয় তাঁরা হলেন আমার পিতা আলহাজ্জ আবদুল মালেক খান ও মাতা হোসনেয়ারা বেগম। আমার জীবনের সফলতার প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাঁদের স্নেহ দু'আ ও প্রদেয় নির্দেশনা আমার অগ্রযাত্রার পথে আলোকবর্তিকা হিসেবে দীপ্যমান। আলণ্ঢাহ তাঁদের দীর্ঘ হায়াত দান কর“ন এবং তাঁদের সকল নেককর্মের জন্য উত্তম প্রতিদান প্রদান কর“ন।

পরিশেষে এ গবেষণাকর্মটি সম্পাদনের পথে শুর“ থেকে শেষ পর্যন্ত যারা অনুপ্রেরণা, উৎসাহ, তথ্য-উপাত্ত দিয়ে সহযোগিতা করেছেন তাদেরকে আলণ্ঢাহ রাব্বুল আলামীন উত্তম জাযা দান কর“ক। এ গবেষণাকর্মটি দেশ ও জাতির কল্যাণে আলোকবর্তিকা হিসেবে কাজ কর“ক, এ প্রার্থনা জানিয়ে শেষ করছি। আমীন।

কৃতজ্ঞতায়
হাছনাইন আহমেদ

Aviex eYgvjv Gi cwZ eYvq‡bi †¶‡Î AÎ m›‘‡f AbmZ wbqg

eY	cwZeY	eY	cwZeY	eY	cwZeY
ا	’ (উর্ধ্ব কমা) অ/া	ز	য	ق	ক/ক্ব
ب	ব	س	স	ك	ক
ت	ত	ش	শ/স	ل	ল
ث	ছ/স	ص	ছ/স	م	ম
ج	জ	ض	দ, দ্ব	ن	ন
ح	হ	ط	ত, ত্ব	و	ও/ব
خ	খ	ظ	জ/য	ة/ه	ও/হ
د	দ	ع	‘ (উল্টা কমা)	ء	’ (উর্ধ্ব কমা) অ
ذ	জ/য	غ	গ	ى	ই/য়
ر	র	ف	ফ	ي	ইয়ে/য়ে

(উপরোক্ত পদ্ধতি অনুসৃত হলেও কোন কোন ক্ষেত্রে এ পদ্ধতির ব্যতিক্রমও হয়েছে। সাধারণতঃ প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ও গ্রন্থের ক্ষেত্রে বিষয়টি ঘটেছে। তাছাড়া যেসব আরবী শব্দ দীর্ঘদিনের ব্যবহারে বাংলা ভাষার অংশ হিসেবে পরিণত হয়েছে, সেগুলোর বানানে প্রচলিত নিয়ম রক্ষা করা হয়েছে।)

Dhaka University Institutional Repository

ms‡KZ cwiwPwZ

আল কুরআন	:	মহাগ্রন্থ আল কুরআনুল কারীম।
হাদীস	:	আল-হাদীস।
বু	:	বুখারী শরীফ।
(সাঃ)	:	সালণ্ঢালণ্ঢাহু আলাইহি ওয়াসালণ্ঢাম (তাঁর উপর রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন)।
(রা.)	:	রাদ্বিআলণ্ঢাহু আনহু (আলণ্ঢাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট থাকুন)।
(রহ.)	:	রাহমাতুলণ্ঢাহি আলাইহি (আলণ্ঢাহ তাঁর উপর রহমত বর্ষণ করুন)।
(আ.)	:	আলাইহিস সালাম (তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক)।
ড.	:	ডক্টর।
মাও.	:	মাওলানা (কামিল পাশ)।
মোঃ	:	মোহাম্মাদ।
মুহা	:	মুহাম্মাদ।
হি./হিঃ	:	হিজরী সাল।
ইং	:	ইংরেজি সাল।
বা.	:	বাংলা সন।
খ্রি.	:	খ্রিস্টাব্দ।
পূর্বোক্ত	:	পূর্বোলিণ্ঢখিত।
ই.ফা.বা	:	ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।
ইএসো	:	ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি।
খ.	:	খন্ড।
পৃ.	:	পৃষ্ঠা।
ই.বি.	:	ইসলামী বিশ্বকোষ।
বা.এ	:	বাংলা একাডেমী।
সম্পা	:	সম্পাদক/ সম্পাদনা/ সম্পাদিত।
ঢা.বি	:	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

উপরে উলেণ্ঢখিত শব্দ সংকেতগুলো অভিসন্দর্ভটির বিভিন্ন স্থানে ব্যবহার করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

mPxcÎ

ভূমিকা	:		১০
c_g Aa¨vq	:	BmgvCj †nv‡mb wmivRxi RxebK_v	16-54
প্রথম পরিচ্ছেদ	:	জন্ম ও বংশ পরিচয়	১৬
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	:	বাল্যজীবন ও শিক্ষাজীবন	১৮
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	:	পরিবার ও পারিবারিক জীবন	২৩
চতুর্থ পরিচ্ছেদ	:	কর্মজীবন	২৬
পঞ্চম পরিচ্ছেদ	:	জাগরণমূলক কর্মকা™ ও বাগ্মীতা	৪০
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ	:	নারী ও মুসলিম পুনর্জাগরণে সিরাজীর ভূমিকা	৪৭
সপ্তম পরিচ্ছেদ	:	ইন্তিকাল ও দাফন কাফন	৫৩
wØZxq Aa¨vq	:	BmgvCj †nv‡mb wmivRxi mvwnZ¨Kg	55-84
প্রথম পরিচ্ছেদ	:	কাব্যসাহিত্য	৫৬
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	:	উপন্যাসসমূহ	৬৩
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	:	প্রবন্ধসমূহ	৭৩
চতুর্থ পরিচ্ছেদ	:	গীতিকাব্য ও সঙ্গীত গ্রন্থসমূহ	৭৯
ZZxq Aa¨vq	:	BmgvCj †nv‡mb wmivRxi mvwn‡Z¨ Avievx k‡ãi c‡qvM	85-170
প্রথম পরিচ্ছেদ	:	সিরাজীর কাব্যে আরবী শব্দের প্রয়োগ	৮৬
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	:	সিরাজীর উপন্যাসে আরবী শব্দের প্রয়োগ	১১৪
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	:	সিরাজীর প্রবন্ধে আরবী শব্দের প্রয়োগ	১৩৭
চতুর্থ পরিচ্ছেদ	:	সিরাজীর গজল ও গানে আরবী শব্দের প্রয়োগ	১৬৯
PZ_ Aa¨vq		BmgvCj †nv‡mb wmivRxi mvwn‡Z¨ Bmjvgx fveaviv	171-190
প্রথম পরিচ্ছেদ	:	ইসলামী ভাবধারার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ	১৭২
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	:	সিরাজীর কাব্যে ইসলামী ভাবধারা	১৭৭
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	:	সিরাজীর উপন্যাসে ইসলামী ভাবধারা	১৮৩
চতুর্থ পরিচ্ছেদ	:	সিরাজীর প্রবন্ধে ইসলামী ভাবধারা	১৮৭
উপসংহার	:		১৯১
গ্রন্থপঞ্জি	:		১৯৩

f~gKv

১৭৫৭ সালের ২৩ জুন পলাশী যুদ্ধের পর বাঙালি মুসলিম সমাজের উপর চরম দুর্দশা নেমে আসে। হিন্দু সমাজ ইংরেজ শাসনকে মেনে নেয় এবং তাদের সার্বিক সহযোগিতা করতে থাকে। পলাশী যুদ্ধের পরবর্তী সময় উপমহাদেশের মুসলিম সমাজের দুর্ভাগ্যের কাল। অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উভয়দিক থেকেই এ সময়ে বাঙালি মুসলমানদের উপর চরম দুর্দশা নেমে আসে, যা প্রতিবেশি হিন্দুদের উপর এতটা দুঃসহ হয়ে নামে নি বরং ইংরেজ আগমনকে প্রভুবদল মাত্র বলে তারা মনে করে। তারা নির্বিকারচিত্তে ইংরেজ প্রশাসনকে সহযোগীতা করতে থাকে। ফলে অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাক্ষেত্রে তারা ইংরেজ প্রশাসনের আনুকুল্য পায় এবং উপযুক্ত ক্ষেত্রে চরম উন্নতি লাভ করে। এ অবস্থায় মুসলিম সমাজ যে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয় প্রথমে তারা তা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় নি। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে তাদের চেতনায় সেই উপলব্ধির সৃষ্টি হয়। তখন তারা দেখতে পায় যে, বিজ্ঞান শিক্ষিত আধুনিক সমাজ থেকে তারা অনেক দূর পিছিয়ে গেছে। এ প্রতিকূল অবস্থা কাটিয়ে উঠার জন্য তারা প্রাণান্ত চেষ্টা চালায়। চতুর্দিকে জাগরণের অদ্ভুত সাড়া জাগে। বাংলাদেশের সমাজ, সংস্কৃতি ও সাহিত্যে এমনি একটি মুহূর্তে ইসমাঈল হোসেন সিরাজী আবির্ভূত হন।

ইসমাঈল হোসেন সিরাজীর সাহিত্য সাধনার প্রধান উপজীব্য বিষয় ছিল ধর্মীয় আবেগ আর ইসলামের বিস্ময়কর ইতিহাসের গৌরবদীপ্ত ঐতিহ্য। তিনি মুসলমানদের জাতীয় জীবন ও সাহিত্যের আদর্শ সম্পর্কে জোরালো বক্তব্য রেখেছেন। নিছক সাহিত্য প্রীতির জন্য সিরাজী সাহিত্য সাধনায় অগ্রসর হননি। মুসলিম বাংলার সামগ্রিক কল্যাণ, সামাজিক উন্নয়ন এবং জাতি হিসেবে মুসলমানদের নব জাগরণ ছিল তার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য।

সিরাজীর উপন্যাসকে প্রতিক্রিয়ার ফসল এবং বঙ্কিমচন্দ্র ও অন্যান্য হিন্দু লেখকের রচনায় প্রকাশিত মুসলিম বিদ্বেষের জবাব বলে মনে করা হয়। রায়নন্দিনী উপন্যাসটি দুর্গেশনন্দিনীর প্রত্যুত্তর এ ধারণাটি অত্যন্ত জোরালো। কোন কোন হিন্দু ঔপন্যাসিকের মুসলিম বিদ্বেষমূলক উপন্যাসের দাঁত-ভাঙ্গা জবাব হিসেবে তার উপন্যাসগুলো লিখিত।

সিরাজী অনেক কবিতা রচনা করেছেন। আখ্যান কাব্যের প্রতি অধিকতর আগ্রহ প্রকাশ করলেও আখ্যানকাব্য রচনা করেছেন মাত্র দু'টি। উপন্যাস, আখ্যানকাব্য, গীতি কবিতা, প্রবন্ধকে সামাজিক ও রাজনৈতিক আদর্শের বাহন করে তুলেন। এসব আদর্শ সমকালীন পটভূমিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

তিনি তাঁর রচনাকে বাস্তব সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রয়োজনের সঙ্গে সম্পর্ক করে দেন। উনিশ শতকের শেষ ভাগে হিন্দু কবি সাহিত্যিকদের প্রয়াস যেমন হিন্দুর ঐতিহ্য, উন্নতি ও জাগরণের লক্ষ্যে নিবন্ধ ছিল, সিরাজীও স্বকালের স্ব সমাজের জাগরণ ও উন্নতির লক্ষ্যে লেখনী ধারণ করেন। এ সূত্রে তিনি প্যান-ইসলামী ভাবধারার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সাহিত্যে মুসলিম জাগরণকে প্রাধান্য দিলেও সমন্বিত জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে স্বাধীন ভারতবর্ষই তার কাম্য ছিল। প্রবন্ধের ক্ষেত্রেও একই বক্তব্য তিনি পুনরাবৃত্তি করেছেন। তার সকল শ্রেণীর রচনায়, বক্তব্যে ধর্মতা বেশি। তিনি বাংলার মুসলমানদের প্রতি গুর"ত্ব দিয়েছেন। কিন্তু বাংলা ও ভারতে হিন্দু মুসলমানের সম্মিলিত জীবনকে উপেক্ষা করেন নি। পরিবেশ ও পরিস্থিতির প্রয়োজনে মুসলমানদের জন্য আন্তরিক প্রীতি প্রদর্শন করতে গিয়ে প্রতিবেশি সমাজের প্রতি উষ্মাও প্রকাশ করেছেন কখনো কখনো। কর্মে ও চিন্তায় এরূপ অসঙ্গতি সেকালের লেখক বা রাজনীতিকদের মধ্যে দুর্বল ছিল না।

সিরাজী ছিলেন স্বপ্নাতুর কবি। কিন্তু বাগ্মী ও সমাজ সংস্কারক হিসেবে তিনি ছিলেন অনেক বড়। তিনি নিজেদের মধ্যে অতীত শৌর্য-বীর্য ফিরিয়ে আনার উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন। তার মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছিল বৈপণ্ঢবিক চিন্তাধারা। তিনি চেয়েছিলেন মুসলিম ভারতের পুনর্জাগরণ ও বিশ্ব মুসলিমের একাত্মতা, জাতীয় মনীষী শিবলী নোমানী, আলণ্ঢামা ইকবাল প্রমুখের ভাবাদর্শবাহী এবং সর্বোপরি ইসলামী জীবনাদর্শনের স্মরণীয় ব্যাখ্যাকার। তিনি এ উপমহাদেশের মুসলমান জাতির পরবর্তী অভূতপূর্ব রেনেসার স্বার্থক সূচনা করেন তিনি।

বাঙালী মুসলমানরা শিক্ষা, সংস্কৃতি, রাজনীতি, শিল্প, সাহিত্যসমাজ সঙ্গীতে পশ্চাৎপদ তো ছিলই, তাছাড়া তারা ছিল প্রতিবেশী হিন্দুদের অবজ্ঞা, উপেক্ষা এবং আক্রমণের শিকার। প্রতিবেশী মনীষীরা মুসলমানদের অবহেলা ও উপেক্ষা করেই ক্ষান্ত হননি, তাদের সাহিত্য দ্বারাও মুসলমানদের নির্মমভাবে আক্রমণ করেছেন। চেষ্টা করেছেন তাদের এদেশের অধিবাসী হিসেবে স্বীকৃতি না দিতে। সে সময় এই দার"ণ অবজ্ঞার অবসানের প্রয়োজন ছিল। কায়কোবাদ, কবি মোজাম্মেল হক, মুন্সী মেহের"লণ্ঢাহ প্রমুখ সাহিত্যিক ও সমাজসেবীরা এ ব্যাপারে মুসলিম সমাজকে জাগিয়ে তেলার চেষ্টা করেছেন কিন্তু তাদের প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরে পাল্টা আঘাত হানার বলিষ্ঠতা লক্ষ্য করা যায়নি। সাহিত্যকর্মী হিসেবে সিরাজী অতি কুশলী শিল্পী না হলেও, কবি হিসেবে ছান্দনিক না হলেও অন্ততঃ তার লেখনীর মাধ্যমে এই পাল্টা আঘাত তিনি অনেকখানি জোরে হানতে সক্ষম হয়েছেন।

সিরাজী রাজনীতিতে কংগ্রেস করতেন। রাজনীতিতে এমনকি সামাজিক জীবনেও হিন্দু-মুসলমানের মিলন প্রয়াসী ছিলেন। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এ ধারণা থেকে তিনি বিচ্যুত হননি। সে কারণে

কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও সাম্প্রদায়িক হিন্দুর মত সমমনা মুসলমানদের প্রতিও তিনি একই প্রকার নির্মম ছিলেন।

রবীন্দ্রযুগেই সর্বাধিক কবি সাহিত্যিকদের আবির্ভাব ঘটে। এদের মধ্যে 'গাজী ইসমাঈল হোসেন সিরাজী (১৮৮০-১৯৩১) ছিলেন অন্যতম। রবীন্দ্রনাথের ভাব কল্পনায় প্রভাবিত হয়েও সিরাজী স্বকীয়তায় ও স্বমহিমায় ছিলেন সমুজ্জ্বল। কবি সাহিত্যিকদের কাছে তিনি বাগ্মী হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন।

আরবী ভাষা একটি বিশ্বজনীন ভাষা। বাংলা ভাষার সাথে আরবী ভাষার সম্পর্ক অতি প্রাচীন। বাংলাদেশে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বহু পূর্বে আরবী ভাষা বাংলায় বিভিন্নভাবে প্রবেশ করে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, বাংলা ভাষা জন্মেরও বহু আগে থেকে বাঙ্গালীদের কথাবার্তায় আরবী শব্দমালা ব্যবহৃত হয়ে আসছে। আরবী শব্দমালা বাংলা ভাষায় অনুপ্রবেশের প্রধান মাধ্যমটি ছিল বাণিজ্য উপলক্ষ্যে আরব বণিকদের আগমন। সুদৃর আরব থেকে আগত বণিকদের সাথে পারস্পরিক সংমিশ্রণের ফলেই এমনটি হয়েছে বলে ভাষাবিদগণ মনে করেন।

প্রখ্যাত পরিব্রাজক ইবনে বতুতা, চীনা লেখকগণও আবুল ফজলের মতে, চট্টগ্রাম গঙ্গার মোহনার সন্নিকটে অবস্থিত ছিল। গঙ্গার ব-দ্বীপ অঞ্চলে এর অবস্থানের দরুণ আরব বণিকগণ চট্টগ্রামের নাম দিয়েছিল 'সাত-আল-গঙ্গা' যা কালক্রমে চাঁটগাও বা চট্টগ্রামে রূপান্তরিত হয়।[1] Robertson-এর Ancient India নামক গ্রন্থে বলেন, "Arabian language was understood and spoken in almost every seaport of any rote". প্রতিটি উলেণ্ডখযোগ্য সামুদ্রিক বন্দরেই আরবী ভাষা বুঝত ও বলত। চট্টগ্রাম অঞ্চলের বর্তমান আঞ্চলিক ভাষার ক্রিয়াপদে 'না' সূচক শব্দের ব্যবহার আরবী ভাষারই অনুকৃতি, অধুনা চট্টগ্রামের বহু পরিবার নিজেদেরকে আরব বংশোদ্ভুত বলে দাবী করেছে। তাছাড়া চট্টগ্রামের কয়েকটি এলাকার নাম যেমন– সুলুকবহর, বাকলিয়া ইত্যাদি ঐতিহাসিক তথ্যেরই প্রমাণ বহন করে।

ভাষাতাত্ত্বিকগণের মতে, "বাংলার অন্যান্য অঞ্চল অপেক্ষা চট্টগ্রাম ও নোয়াখালীর উপকূল এলাকা অধিকতর আরবীয় প্রভাব যুক্ত। চট্টগ্রাম ও নোয়াখালীর স্থানীয় উপভাষায় বহু আরবী শব্দ, বাগধারা ও ভাষা প্রয়োগ পদ্ধতির সংমিশ্রণ রয়েছে। এমনকি চট্টগ্রাম অঞ্চলের চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতকের বাঙ্গালী

[1] W. gn¤§' Ave'i inxg, evsjvi mvgwRK mvs¯‹wZK BwZnvm, Abev' †gvnv¤§' Avmv'¾vgvb (XvKv: evsjv GKv‡Wgx, 1982), c. 30|

Dhaka University Institutional Repository

কবিদের লেখায়ও আবরী শব্দমালা বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হতো। আজো অনেক আরবীয় প্রথা: এমনকি বহু আরব খেলাধূলা পর্যন্ত সেখানে প্রচলিত আছে।"[২]

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে আরবী শব্দের অনুপ্রবেশের আরেকটি মাধ্যম ছিল ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে অলী আলণ্ডাহ ও দরবেশগণের অবাধ আগমন। খ্রিস্টাব্দ সপ্তম শতাব্দীর গোড়ার দিকে বিশ্বনবী, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স) দুনিয়ার দিকে দিকে ইসলামের সুমহান বাণী প্রচার শুর― করেন। তিনি ছিলেন আলণ্ডাহ প্রদত্ত সত্য, সুন্দর ও সংস্কারমুক্ত জীবন ও সমাজ ব্যবস্থার রূপকার। দুনিয়ার সমস্ত জাহেলী, শিরকবাদী চিন্তা-চেতনার বিলুপ্তি ঘটিয়ে একমাত্র আলণ্ডাহ প্রদত্ত ইসলামের সত্য, সুন্দর ও ইনসাফপূর্ণ সমাজ ব্যবস্থা কায়েমের যে গুর―দায়িত্ব তার উপর অর্পিত হয়েছিল, তার জীবদ্দশাতেই তিনি তা সমগ্র আরবে কায়েম করতে সক্ষম হয়েছেন।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে আরবী শব্দের প্রবেশ যাদের অবদান সর্বোতভাবে স্বীকার্য, তারা হলেন মুসলিম স্বাধীন সুলতানগণ। ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজীর বঙ্গ বিজয় থেকে শুর― করে ইংরেজ আমলের প্রায় অর্ধেক পর্যন্ত (১২০৪-১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দ) দীর্ঘ ছয় শতাধিক কাল ব্যাপি এদেশের স্বাধীন সুলতানগণ বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চার পাশাপাশি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে আরবী শব্দের প্রবেশের সূক্ষ্ম কাজটি সম্পন্ন করেন। ১২০০ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে ভারতবর্ষের পাঞ্জাব সীমান্তে তুর্কী ও ইরানীরা হানা দেয়। ১২০২ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ বহিরাগত তুর্কী সেনাদের দ্বারা বাংলাদেশ বিজিত হয়। সেমেটিক রক্তের বিজয়ী তুর্কী শাসক ও তাদের অনুগামী আরব ও ইরানের বণিক, ধর্ম প্রচারক, আলেম ওলামা ও সুফীগণ, আরবী-ফার্সী ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

উলেণ্ডখিত অসংখ্য উদাহরণ থেকে জানা যায় যে, যেখান থেকে বাংলা সাহিত্যের প্রকৃত যাত্রা শুর―, সেখান থেকেই আরবীর উপস্থিতি। ফলে এ সুদীর্ঘ পথ -পরিক্রমায় বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত অজু-গোসল, আদব-কায়দা, আশরাফ-আতরাফ, আসল-নকল, আনসার ইনসাফ, ইনসান, ইজ্জত, ইবাদত, ঈমান, হুদ, ওয়াসিস, উযীর, নাযীর, উকিল-মোক্তার, হাকিম-মুনসেফ, এজলাস, কলম, কিতাব, কানুন, খবর, খাস, গরহাজির, গরীব, সালাম-কালাম, জবাব, জায়েজ, জাহের-বাতেন, নিকাহ-তালাক, তমীয, তাযিম, মসজিদ, মাদ্রাসা, মাযার, দোকান, নগদ-বাকী ইত্যকার শব্দগুলো যে আরবী ভাষার শব্দ এ কথাটিই যেন আজ আমরা ভুলে গেছি। ভাষা ও সংস্কৃতির সুদূর প্রসারী প্রভাব আজ সুস্পষ্ট।

[2] c\/¸ ³, c. 31|

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে ইসমাঈল হোসেন সিরাজীর হাতে আরবী শব্দের ব্যবহারের নৈপুণ্য আমরা দেখেছি। তার এসব শব্দ ব্যবহারের মূলে ছিল একান্ত ব্যক্তিগত আগ্রহ। কিন্তু মুসলিম অনুষঙ্গ চিত্রায়ণে এবং আরবী শব্দ ও ইসলামী পরিভাষা ব্যবহারে তিনি সাফল্যের অধিকারী। সিরাজীর হাতে আরবী শব্দের ব্যবহার অধিকতর প্রমিত, বিপুল ব্যঞ্জনাময়, গভীর তাৎপর্যবাহী এবং বহুলাংশে সঠিক ও সমাগম হয়েছে। সিরাজী কাব্যের এক বিস্তীর্ণ অংশজুড়ে আছে আরবী শব্দের সুষম ব্যবহার।

Dhaka University Institutional Repository

c_g Aa¨vq

BmgvCj †nv‡mb wmivRxi RxebK_v

c_g cwi‡”Q‘: Rb¨ I esk cwiPq

বিংশ শতাব্দীর শুর“তে যে সব মহাপুর“ষ জন্মগ্রহণ করে ধর্ম-কর্ম, শিক্ষা-দীক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষি, শিল্প, রাজনীতি, সাহিত্য, স্বাতন্ত্র্য সমাজ সংস্কার ও যুদ্ধ প্রগতির পথে বাংলাদেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করে গেছেন মরহুম সৈয়দ ইসমাঈল হোসেন সিরাজী তন্মধ্যে অন্যতম।

Rb¨

“ইসমাঈল হোসেন সিরাজী ২রা শ্রাবণ ১২৮৬ বঙ্গাব্দ, ৫ আগস্ট ১৮৭৯/১৩ই জুলাই ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দ, ১৮ই রমজান শুক্রবার পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জে (বর্তমান জেলা) সিরাজীর বাসভবন বাণীকুঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন।”[৩]

তাঁহার পিতা মৌলভী শাহ সৈয়দ আবদুল করিম অত্যন্ত পরহেজগার, অমায়িক উদার ও সরল তেজস্বী এবং পরোপকারী লোক ছিলেন। তাহার পূর্ব পুর“ষগণ সুদূর পারস্য হইতে ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে এদেশে আসেন। মোগল দরবারে তাঁদের বিশেষ প্রতিপত্তি ও খ্যাতি ছিল। সিরাজী বংশের ঊর্ধ্বতন অষ্টম পুর“ষ সৈয়দ আলী আজম সাহেব নদীয়া জেলার আমলা বাড়ি অঞ্চলে বাড়িঘর নির্মাণ করতঃ বসবাস করতে থাকেন। কালের বিবর্তনে অবস্থা ক্রমশঃ হীন হতে থাকায় এ বংশের অনেকে হাকিমী বা ইউনানী চিকিৎসা আরম্ভ করিয়া বেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

সিরাজীর পিতা তৎকালীন পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর হযরত বাবুখানের সুশিক্ষিতা কন্যা মুসাম্মৎ নূরজাহান খানমের সাথে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন এবং শ্বশুরালয়েই বাস করতে থাকেন। সিরাজীর পিতৃবংশ সৈয়দ এবং মাতৃবংশ পাঠান।

bvgKiY

সিরাজীর জন্মের পর বাড়ির সকলেই আনন্দিত হন। তার নানা বাবুখান সিরাজগঞ্জে অত্যন্ত প্রতিপত্তিশালী ও প্রতিভাবান লোক ছিলেন। তার ঘরে প্রথম নাতি জন্মেছে বলে শহরের সমস্ত লোকই আনন্দ প্রকাশ করে। সিরাজী খুব হৃষ্টপুষ্টভাবে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলে বাবুখান তার নাম রাখেন ‘রোস্তম’, তার নানী গোলাম বানু নাম রাখেন ‘সেরাজুদ্দিন’ কেহ লালমিয়া কেহ গোলাপ মিয়া প্রভৃতি নাম রাখেন। তার নানী ‘সেরাজুদ্দিন’ নাম রাখার সঙ্গে সঙ্গে বলেছিলেন– ‘উত্তরকালে এই নামেই সর্বত্র অভিহিত হইবে।’ তার উক্তি সম্পূর্ণভাবে সফল না হলেও এই শিশু ‘সিরাজী’ রূপেই পৃথিবীতে

[3] Avãj Kw‘i m¤úw‘Z, wmivRx iPbvejx, XvKv, evsjv GKv‡Wgx, †cŠl, 1374 wW‡m¤i 1967, c. 329|

খ্যাত হয়ে তার উক্তির আংশিক সফলতা সাধন করেছিল তাতে সন্দেহ নেই। সিরাজীর এক এক নাম একেকজন রাখলেও তার মাতা নূরজাহান খানমকে জিজ্ঞাসা করলে তদুত্তরে তিনি বলেন আমিতো ইহার নাম রাখতে চাই 'ইসমাঈল হোসেন', ইসমাঈল যেমন আলণ্ঢাহর নামে জবেহ হইতে, 'হোসেন' যেমন ধর্মের নামে, জন্মভূমির স্বাধীনতা রক্ষার জন্য নিজের স্বগোষ্ঠীকে বিসর্জন দিয়া কীর্ত্তি রেখে গিয়াছে– আমিও আমার পুত্রকে সেইরূপ দেখতে চাই। নানা বাবু খান সাহেব ও অন্যান্য সকলে আনন্দিত হয়ে সে নাম অনুমোদন করেন। সে দিন থেকেই শিশু সিরাজী 'ইসমাঈল মিয়া', 'ইসমাঈল হোসেন মিয়া' নামে অভিহিত হয়ে আসছেন।

Dhaka University Institutional Repository

wØZxq cwi‡"Q`: evj¨Rxeb I wk¶vRxeb

ইসমাঈল হোসেন সিরাজীর বাল্যজীবন তার মাতাপিতার বাড়িতে কাটে। সিরাজী দেখতে খুব সুন্দর সুশ্রী সুঠাম দেহবিশিষ্ট ছিলেন। সুদর্শন হওয়ার কারণে প্রতিবেশি হিন্দু রমনীরাও তাকে কোলে নিতেন। বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী ব্যক্তিরা শিশুকে দেখেই সৌভাগ্যশালী বলে নির্দেশ করতেন। শিশু দিনদিন যত্নসহকারে বড় হতে লাগল। শিশু পিতার একমাত্র সন্তান। নানার একমাত্র নাতি এবং পরিবারবর্গের একমাত্র সন্ততি বলে সিরাজী খুব বেশি পরিমাণে 'আলালের ঘরের দুলাল'রূপে লালিত পালিত হতে লাগল। নানা শ্রেণির মানুষ সিরাজীকে নানা প্রকার জিনিস খেতে দিত। বাড়িতেও সিরাজীর জন্য বিভিন্ন প্রকার মিষ্টান্ন ও খাবারের ব্যবস্থা ছিল।

শিশু বয়সে খাদ্যবস্তুর প্রতি তার কোন মমতা ছিল না, এই ফেলিয়া ছাড়িয়া দিবার প্রবৃত্তি উত্তরকালেও সিরাজীর জীবনে বিশেষ কার্যকরী হয়েছিল। এই প্রকৃতিই তাকে দান দাক্ষিণায় যেমন চরমভাবে মুক্তহস্ত করেছিল, তেমনি ক্রুদ্ধ বা বিরক্ত হলে ঘরের জিনিসপত্র ভাংচুর করার অভ্যাসও জুগিয়েছিল। বাল্যকালে সভ্যতার প্রতি তার যেন একটা প্রকৃতিগত অনুরাগ ছিল। তাঁর ভয়ে হাঁটুর উপরে কাপড় তোলার সাহস হত না। কোন ব্যক্তি হাঁটুর উপরে কাপড় তুললে তিনি ঘৃণায় থুথু নিক্ষেপ করতেন। এ স্বভাবের ফলে তার পরিণত বয়সে কোন ব্যক্তি হাঁটুর উপর কাপড় তুললে তিনি রেগে যেতেন। অন্যদিকে সিরাজী আবদার করে কোন কিছু পেতে দেরি হলে ধুলায় গড়াগড়ি দিতেও পটু ছিল। কোন কারণে পড়ে গেলে নিজের বুক মুখ আচড়িয়ে রক্তাক্ত করতেও কুণ্ঠিত হত না। ক্রুদ্ধ হলে চড়-চাপড় দিতে বা লাঠিসোটা নিয়ে যেমন চাকর চাকরাণীকে প্রহার করত, তেমনি খুশি হলে হাতের মিঠাই মন্ডাও বাঁশি চুষী যে কাউকেও দিয়ে ফেলত। ক্রোধ এবং দয়া বাল্যকাল থেকেই ফুটে উঠেছিল। পরবর্তীলে এই ক্রোধ অদমনীয় তেজস্বীয়তা এবং এই দয়া নারীসুলভ কোমলতা এবং অসাধারণ ত্যাগ স্বীকারে বা স্বার্থ ত্যাগে পরিণত হয়েছিল।

১২৯১ বঙ্গাব্দে, ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে ৫ বছর অথবা ৫ বছর ৬ মাস বয়সে তাঁকে বিদ্যালয়ে পাঠানো হয়। এ সময় সাহেব উদ্দিন প‌িত নামক একজন ভদ্রলোক বাবুখান সাহেবের বাসা বাড়ির অনতিদূরেই পাঠশালা খুলেছিলেন। সে সময় তিনিই বিখ্যাত শিক্ষাগুর‌ ছিলেন। শিশুকে মখমলের বেশভূষায় সজ্জিত করে খেদমতগারের কোলে দিয়ে প‌িত সাহেবের পাঠশালায় পাঠানো হতো। শিশু সিরাজী সুবোধ বালকের মতো পাঠশালায় যেতে যেতে মাঝেমধ্যে অবোধ বালকের মত বিগড়ে যেত। সামান্য কারণে পাঠশালা ছেড়ে বাড়ি ফিরে আসত। কিন্তু তার শিক্ষিকা মাতা ভূত্য সঙ্গে দিয়ে শিশুকে পুনরায়

না পাঠিয়ে কিছুতেই ক্ষান্ত হতেন না। মাতা নূরজাহান খানম তাকে যত্ন করে পড়াতেন। শিশু যেন ভালভাবে পড়ালেখা করে, তা তার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল। মাতৃসুলভ স্নেহবশতঃ তিনি একবারের স্থলে দশবার বলে দিতেও আনন্দ পেতেন।

বালক সিরাজী যখন মদনমোহন তর্কালঙ্কারের 'শিশু শিক্ষা' দ্বিতীয় ভাগ পাঠ করেন তখন থেকেই 'শিশুবোধক' এবং অন্যান্য সহজ সহজ পুঁথি পুস্তক পাঠ করতে ধীরে ধীরে অভ্যস্ত হন। ক্রমশঃ তাঁর এই পাঠ পিপাসা এত বেড়ে যায় যে তার সঙ্গী ছাত্ররা ছুটির পর যখন খেলাধুলায় ব্যস্ত থাকত তখন তিনি বাড়িতে এসে পুস্তক পাঠে রত থাকতেন। এই অতিরিক্ত অধ্যয়নপ্রিয়তার জন্য অনেক সময় পাঠশালায় যেতে বেলা হয়ে যেত। পাঠশালার পড়া শেষ করে যখন তিনি বিখ্যাত তানদায়িনী মধ্য ইরেজি স্কুলে (১৮৮৮ খৃ.) ভর্তি হন সে সময় থেকে 'সুধাকর' সাপ্তাহিক পত্রিকা পাঠ করতে থাকেন। তিনি বলেছেন– 'পত্রিকার অনেক কথাই তিনি বুঝতেন না– তথাপিও তা যত্নসহকারে পড়তেন।'[৪] এই বাল্যবয়স হতেই তিনি পত্রিকা পাঠে রত হন– তার ফলেই ভাবী জীবনে আধুনিক জগতের যাবতীয় ঘটনা ও তত্ত্ব সম্পর্কে একজন বিশিষ্ট অভিজ্ঞ ব্যক্তি বলে পরিচিত হন।

Kwe‡Zi cv_wgK wеKvk

যখন তিনি জ্ঞানদায়িনী মধ্য ইংরেজী স্কুলের ৪র্থ শ্রেণিতে (Class IV) পড়েন, তখন যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় সংকলিত 'পদ্য পাঠ' প্রথম ভাগের কৃষ্ণকুমার মজুমদার রচিত 'স্বভাবের শোভা' শীর্ষক:

'আহা কিবা শোভাময় এ ভব ভুবন
যখন যেদিকে চাই জুড়ায় নয়ন'।[৫]

প্রভৃতি চরণ দেখে যখন তিনি হাতের লেখা লিখছিলেন, সে সময় হঠাৎ তার মনে কবিত্বের উদয় হয়। সেই কবিতার অনুকরণে তিনি তখনই হস্তলিপির খাতায় নিচের কবিতাটি লিখে ফেলেন:

'মরি! মরি! কি সুন্দর এ পৃথিবী চার—
গড়িয়াছে নিরজনে কোন্ বিধি কার—!
পাহাড় পর্বত নদীমরি কিবা শোভা!
'যে দেখেছে সে বুঝেছে কত মনোলোভা'![৬]

এই ধরনের পনের ষোল লাইন রচনা করেছিলেন।

---

4 cv¸³ c.-333|
5 cv¸³ c.-333|
6 cv¸³ c.-333|

KweZv †jLvq ci®vi

এক বছর পর তিনি পঞ্চম শ্রেণিতে (Class V)-এ উত্তীর্ণ হন। সে সময় স্কুলের প্রধান শিক্ষক নগেন্দ্রনাথ মহাশয় Longman's Royal Readers 2nd part বইতে The wasp and Bees অর্থাৎ 'বোলতা ও মৌমাছি' শীর্ষক কবিতাটি বাংলায় অনুবাদ করতঃ কবিতায় ছাত্রদেরকে আহ্বান করত পুরষ্কার ঘোষণা করেন। এর ফলে ৫ জন কবিতা লেখেন। বলা বাহুল্য যে বালক কবি সিরাজী পুরষ্কার লাভ করেন। পুরষ্কার প্রদান অনুষ্ঠানে অনেক লোক উপস্থিত ছিলেন। কবিতা শুনে অনেকেই এই কবি যে কালে মহাকবি হবে, তা নির্দেশ করেন। তার কবিতাটি সূচনা এরূপ ছিল–

'একদা একটি অলি গুন গুন রব তুলি
বোলতার নিকট দিয়া যায়
দেখে বোল্‌তা তার কয় শুন অলি মহাশয়
লোকে নাকি আদরে তোমায়!
আমার এ পৃষ্ঠ দেশ ঝক্ ঝক্ করে বেশ
ঠিক যেন সোনার বরণ!
তথাপি আমার তরে কেহ না আদর করে
বল দেখি ইহার কারণ?'[৭]

cvV wccvmv

সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস ও ভূগোল এই চারটি বিষয়ে তার বেশ আগ্রহ ছিল। কবিতা পড়তে তিনি অনেক আনন্দ পেতেন। এ সময় যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় সংকলিত 'পদ্যপাঠ' 'সদ্ভাব শতক' কবি আনন্দ চন্দ্র মিত্রের 'হেলেনা উদ্ধার' 'ভারত মঙ্গল' এবং মাইকেল মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ' ভারতচন্দ্রের 'অন্নদা মঙ্গল' 'বিদ্যাসুন্দর' এবং হেমচন্দ্রের 'বৃত্তসংহার' পুনঃ পুনঃ পাঠ করেন। এর মধ্যে 'সদ্ভাব শতক' ও 'মেঘনাদবধ' তাকে বিশেষ রূপে মুগ্ধ করে। এই দুটি গ্রন্থ প্রায় মুখস্থ ছিল। প্রাপ্ত বয়সে তিনি বলেছেন এই দুটি কাব্য পাঠে তিনি যত আনন্দ, শান্তি ও আরাম পেতেন অন্য কোন গ্রন্থে নাকি তা পান নি। গদ্য লেখকদের মধ্যে পন্ডিত রেয়াজুদ্দিন মাশহাদী, পন্ডিত যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, 'নব্য ভারত' সম্পাদক দেবী প্রসন্ন রায় চৌধুরী, ঠাকুর দাস বন্দোপাধ্যায়, কালী প্রসন্ন কাব্য-বিশারদ, অক্ষয় কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এদের লেখাই পছন্দ করতেন। তিনি মরেস ও সরেগ ভাষার স্বাভাবিক অনুরক্ত ছিলেন। কিন্তু তাই বলে কোন গ্রন্থ পাঠেই অবহেলা করতেন না।

[7] cv, ³ c. 334|

এমনকি বটতলার পুঁতি সাহিত্য, হিন্দুয়ানী ও মুসলমানী কিতাব ও এই সময়ে শেষ করেছিলেন। তাঁর অধ্যয়নুরাগ এত বেশি ছিল যে 'আমির হামজা', 'শহীদে কারবালা' ও 'রামায়ণ' 'মহাভারতের' মত বড় গ্রন্থও ২/৩ দিনেই শেষ করতেন। এ সময় তিনি স্কুল ফাঁকি দিয়ে ঘরের কোণে লুকিয়ে অথবা অন্য বাড়িতে যেয়ে অন্য বই পড়তেন।

সাহিত্যে তাঁর অগাধ প্রতিভা ছিল। তিনি যখন চতুর্থ শ্রেণি হতে ৫ম শ্রেণিতে উঠেন, তখন তার সাহিত্যের জ্ঞান ৬ষ্ঠ ও ৭ম শ্রেণির ছাত্রদের চেয়ে বেশি ছিল।

পৃথিবীতে যারা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন, শৈশবেই তাদের ভবিষ্যৎ জীবনের পূর্ব্ব লক্ষণ সূচিত হতে দেখা যায়। নেপোলিয়ান, মিল, মেকলে, অক্ষয়দত্ত, বঙ্কিম, ইশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন প্রভৃতির জীবনেও এ সকল নিদর্শন দেখা গেছে, বালক সিরাজীর জীবনেও তা দেখা যায়। তিনি এ সময় একদিন তার শিক্ষককে বলেন, মাস্টার মহাশয়! আমরা পরাধীন কেন? শিক্ষক তা শুনে অবাক! তিনি ভূগোল পাঠের সঙ্গে সঙ্গে মানচিত্র দেখতেন, একদিন মানচিত্রের উপরের অংশে বার বার দেখছেন, তাই দেখে তার সতীর্থ শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্রপাল বলেছেন, তুমি খাওয়ার সময় পাশের দিকে বারংবার কি দেখছ? তদুত্তরে বালক সিরাজী বলল, 'ইউরোপে যেতে কোন রাস্তায় যেতে হবে তাই দেখছি'। ছাত্র এবং শিক্ষকমন্ডলী তা শুনে বিস্মিত হলেন। অধিকন্তু মহাবীর উমর ফারুক (রা.) মত তাঁর ধারণা ছিল, সমস্ত পৃথিবী জয় করে সমগ্র জাতিকে ইসলামের সাম্যে দীক্ষিত করবেন, এই জন্য তিনি পৃথিবীর কোথায় কোন দূর্গ, কোথায় কোন কলেজ, কোথায় কোন শহর, তাহা নির্দেশ করার জন্য যখন তখন ম্যাপ দেখতেন ও ভূগোল ঘাঁটতেন।

gv‡qi †Kv‡j wk¶v MnY

শিশুকাল থেকেই তার মায়ের কাছে, পুঁথি পুস্তক এবং কথিত কেচ্ছাকাহিনীতে মুসলমানদের সম্বন্ধে তার ধারণা জন্মেছিল যে, তারাই এই দুনিয়ার মালিক। এ সকল বিষয় সবসময় বাড়িতে আলোচনা হত। তিনি এসব মনযোগ সহকারে শুনতেন।

বীর বৃন্দের জীবন-চরিত এবং যুদ্ধকাহিনী পড়তে তিনি যারপর নাই আনন্দ পেতেন। মধ্য ইংরেজি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সিরাজগঞ্জ বি.এল হাই স্কুলের ৭ম শ্রেণি (Class VII)-তে ভর্তি হন, সে সময় হতে তিনি গ্যারিবলডি, ম্যাটসিনী, উইলিয়মটেল, ওয়ালেস, ওয়াশিংটন, রবার্ট ব্রুস, তাইমুরলঙ্গ, খালেদ, নেপোলিয়ান, মোহাম্মদ আলী পাশা, জুলিয়াস সিজার, প্রভৃতির জীবনী পাঠ করতে করতে বীরত্বের ভাবে উন্মত্ত হয়ে উঠেন।

mwnZ¨ †mev

সিরাজী বি.এল. হাই স্কুলের নবম শ্রেণিতে অধ্যয়নের সময় বাহিরের চিন্তাধারা ও কবিতা, প্রবন্ধ লেখায় বিশেষ জোর দেন এবং তৎকালীন সাময়িক পত্র পত্রিকা বিশেষ করে 'মিহির', 'সুধাকর', 'ছোলতান', ও 'ইসলাম প্রচার' প্রভৃতি কাগজে লেখা শুর" করেন।

এই শুভ মুহূর্তে বঙ্গগৌরব যশোরের মুনশী মোহাম্মদ মেহের"লণ্ঢাহ সিরাজঞ্জে আসেন। সিরাজগঞ্জের বড়ইতলী মাঠে এক জনসভা হয়। উক্ত সভায় সিরাজী তার বক্তৃতার সঙ্গে একটি মূল্যবান কবিতা পাঠ করেন। তাতে মুনশী মেহের"লণ্ঢাহ প্রীত ও মুগ্ধ হয়ে কবিতাটি ১৩০৬ বঙ্গাব্দে পুস্তিকাকারে প্রকাশ করেন। ইহাই সিরাজীর বিখ্যাত 'অনল প্রবাহের প্রথম সংস্করণ'।

১৩০৭ বঙ্গাব্দের ৩০শে বৈশাখ ১১/১২শ সংখ্যা 'ইসলাম প্রচারকে' 'অনলপ্রবাহের' সমালোচনা নিম্নোদ্ধৃতাংশ বের হয়– "ইসলাম প্রচারকের পাঠকগণের নিকট সিরাজীর কবিতামালা অপরিচিত নহে। সমালোচ্য কবিতা পুস্তকখানি তাহারই কল্পনা নিঃসৃত। কবিতাগুলি মহা ওজঃস্বিনী ভাষায় লিখিত। মুসলমানদের অতীত গৌরব কাহিনী জ্বলন্ত ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। কবিতাগুলি বড়ই লালিত্যময়, পাঠ করলে বিমুগ্ধ হতে হয়।"[৮] তৎপর উক্ত 'অনলপ্রবাহের' উলেণ্ঢখ করিয়া ১৩০৯ বঙ্গাব্দের ৪র্থ বর্ষের বৈশাখ ও জৈষ্ঠ্য সংখ্যা ইসলাম প্রচারকে 'মেদেনিপুর কর্নেল গোলার শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রলাল বসু মহাশয় লিখেন– 'অনলপ্রবাহ' একখানা উত্তেজনামূলক কবিতা পুস্তক। স্বজাতিকে সুলক্ষ্যে পরিচালিত করাই ইহার উদ্দেশ্য। রচয়িতা মুসলমান যুবক সৈয়দ আবু মোহাম্মদ ইসমাঈল হোসেন সিরাজী। সিরাজী শুনেছি খুব অল্প বয়স হতেই কবিতা লিখেন। কবিতাগুলো পড়তে পড়তে কিশোর কবির আকৃতি ভাবিলে মনে হয়, মুসলমান কবিত্ব যুগের অমীয় গৌরব পুনর"দ্দীপ্ত করতে কোন আলোকসামান্য প্রতিভাবান জন্মিয়াছেন। বড়ই আক্ষেপ যে, সমাজের অধোগতিবশত, কবিত্ব বিকাশের অনুকূল অবস্থান না পাইয়া এই স্বভাব কবির কবিত্ব শক্তি ক্ষয় পাইয়াছে। উন্নতির আশ্রয় অর্থশালীগণ যত্নশীল হইয়া, এই নবীন কবির অর্থাভাব এবং শিক্ষাভাব নাশ করিলে; মুসলমান সমাজ চিরভোগ্য গৌরব পাইবে সন্দেহ নাই।"[৯]

হিন্দু মুসলমান জাতি ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে এ সময় 'অনলপ্রবাহ' পাঠক প্রিয়তা অর্জন করে। ১৩১৫ বঙ্গাব্দে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

---

[8] cv, ³, c. 343|
[9] cv, ³, c. 343|

ZZxq cwi‡”Q‘: cwievi I cwiewiK Rxeb

সিরাজী ছিলেন একজন পূর্ণ সংসারী ও সাধক। সংসারের মায়া আপদ, বিপদ, ঝঞ্ঝাট কিছুমাত্র তাকে, তার জীবনের লক্ষ্য ও সাধনা হতে বিচ্যুৎ করতে পারে নি।

উচ্চাভিলাষই মহত্বের ভিত্তি। উচ্চাকাঙ্ক্ষা ব্যতীত কোন কখনোই শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করা যায় না। মানুষ পিতৃমাতৃহীন হলে এবং দাম্পত্য প্রেমে আবদ্ধ হয়ে অনেক সময় তার সাধনার ক্ষেত্র হতে পিছিয়ে পড়ে। কিন্তু সিরাজীকে এসব কিছুমাত্র দমাতে পারে নাই। এ সময় তার পরম বাবুখান ইন্তেকাল করেন, ইহাতেও তিনি থেমে গেলেন না। আত্মনির্ভরতা ও দৃঢ় খোদাভক্তি তাকে কাঙ্ক্ষিত পথে পরিচালিত করতে লাগল। অনন্ত খরচপত্র, অসংখ্য লোকজনের সেবা, অতিথি, মুসাফিরদের খেদমত ইত্যাদি তাহার উপর নির্ভর করত।

সংসার ক্ষেত্রে যেমন কটুবুদ্ধি পরায়ণ ও সুচতুর হওয়া প্রয়োজন, স্বামী স্ত্রী উভয়েই তেমন ছিলেন না। সংসারের খুঁটিনাটি কাজ, বাগবাগিচা তৈরি করা, গাছপালা রোপন করা, মেহমানদের মেহমানদারী করা, প্রতিবেশি ও নিজ পরিবারের সেবা করা, ঔষধপত্রের ব্যবস্থা, আত্মীয়, বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা এদিক দিয়ে কোন ত্র“টি তার জীবনে পরিলক্ষিত হয়নি।

সিরাজগঞ্জের একদল লোক বরাবরই সিরাজীকে নিয়ে হিংসা করত। কিন্তু তাতে তার কিছুই ক্ষতি হয় নি। তিনি সংসারে থেকে ঋষির মতো সেবা ব্রতে নিয়োজিত ছিলেন। সংসারে অভাবের তীব্র তাড়না কিছুমাত্র তাকে কর্মস্পৃহা থেকে ব্যহত করতে পারে নি। দুঃখ কষ্টের মাঝে তিনি দিনাতিপাত করতেন।

পারিবারিক জীবনে তিনি অনেক জ্বালা যন্ত্রণার মধ্যে ছিলেন। তার মধ্য দিয়েও তিনি আনন্দ উৎফুলণ্ঢতার সাথে কবিতা, প্রবন্ধ লিখতেন। তিনি বলতেন– “দুঃখের ভিতর থাক, অথচ দুঃখ যেন তোমাকে স্পশ্ করতে না পারে। অভাবে থাক, কিন্তু অভাবকে অনুভব করিও না। সুখের ভিতর দিয়া আনন্দ করায় কোন পৌর“ষ নাই। বিপদে, অভাবে, দুঃখ, দারিদ্র্যে, মুছরিয়া এবং দমিয়া যাওয়া দুর্বলতা, দুর্বল হৃদয় মনুষ্যত্ব লাভে অক্ষম।”[১০]

তিনি যদি সংসার সম্বন্ধে উদাসীন বা বেখেয়াল না হয়ে মনোযোগী হতেন তাহলে তার সংসার বা পরিবার কতদূর উন্নতি হতো বা না হতো, তবে দেশ ও জাতি যে তার ইতিহাস ও ঐতিহ্য থেকে বঞ্চিত হতো তাতে কোন সন্দেহ নেই।

---

[10] cv, ³, 390|

সিরাজীর পারিবারিক জীবনের আগা-গোড়া পুরোটাই ছিল অপটু, অগোছালো এবং বেখেয়ালী। জীবনের শুর"তেই তিনি বৃটিশদের প্রলোভনকে পায়ে ঠেলে দিয়ে আত্মমর্যাদাকে উর্ধ্বে তুলে ধরে জেলে গিয়েছিলেন এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি এভাবেই পদতলে পৃষ্ঠ করে সামনে এগিয়ে গেছেন। রূপোর শিকল কোনদিন তার পা জড়িয়ে ধরতে পারেনি। জীবনে টাকাকে সিরাজী অতি তুচ্ছ জ্ঞান করেছেন এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এর ভার মুক্ত হতে চেয়েছেন।

সিরাজীর হাতে টাকা আসার সাথে সাথেই তা শেষ হয়ে যেত। তিনি পরিবারের জন্য কোন জমা রাখতেন না। কখনো খাদ্যাদির ব্যবস্থা, বা কখনো কোন সাহায্যপ্রার্থীর প্রার্থনা পূর্ণ করেছেন। টাকার জন্য তিনি কখনো হা-হুতাশ করেননি। বরং টাকার অভাবে যখন পরিবার নিয়ে দুঃখ-কষ্টের মধ্যে কাটিয়েছেন, তখনো তার মুখে কোন গণ্ঢানি বা যন্ত্রণার ছাপ পড়েনি। তখন তিনি পরিবারের ছেলে-মেয়েদেরকে নিয়ে নানারকম আমোদ-প্রমোদ, খোশ-গল্প করেছেন। বিশেষ করে স্ব-রচিত গান বাজনায় বিভোর হয়ে থাকতেন। তিনি দুঃখ দরিদ্রতায় মুষড়ে পড়তেন না এবং যে কোন নিম্নমানের খাদ্য সানন্দে পরম তৃপ্তির সাথে আহার করতেন। অপরদিকে যখন হাতে টাকা থাকতো, তখন উচ্চমানের শাহী খাদ্য নিজে খেতেন এবং অপরকে খাইয়ে আনন্দ লাভ করতেন।

weevn

সিরাজগঞ্জের অন্তর্গত পাকশিয়া নিবাসী প্রসিদ্ধ তালুকদার মুন্সি মোহাম্মদ আলাবখশ তালুকদার সাহেবের সুদর্শনা ও সুলক্ষণা সুন্দরী কন্যা মোছাম্মৎ ওয়াজেদুন নেছার সঙ্গে ১৩১০ বঙ্গাব্দে ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে ২৪ বছর বয়সে তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।

mšÍvb

১৩১৫ বঙ্গাব্দে তাহার জ্যেষ্ঠপুত্র সৈয়দ আসাদউদ্দৌলা সিরাজীর জন্ম হয়। তার আকিকায় বিশেষ অনুষ্ঠান হয়েছিল। তার জ্যেষ্ঠা কন্যা ফেরদৌসমহল ও মধ্যমা কন্যা নূরমহল বেগমের বিবাহের সময় বিশেষ আমোদ প্রমোদ ও হিন্দু মুসলমানের বিরাট ভোজের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। পারিবারিক আনন্দ উৎসাহ বন্ধনার্থে মাঝে মাঝে মিলাদ মাহফিল, ওয়াজের জলসা ও বিভিন্ন অনুষ্ঠান করা হতো।

১৩২৩ বঙ্গাব্দে তার এক মেয়ে ও ভাতিজা জলে ডুবে মারা যায়। তিনি তখন যোহরের নামায পড়ছিলেন। ইতিমধ্যে মেয়েকে খোঁজা হয়। কর‍ুণ ক্রন্দনের মাঝেও তিনি অতি ধৈর্য্য সহকারে নামায সমাপ্ত করেন। পরে মেয়ের মৃত্যুর সংবাদ শুনে আলণ্ডাহর শোকর গোজারী করেন। এই মৃত্যুতে তিনি তেমন বিচলিত হননি।

cfve

মাতৃভূমি সিরাজগঞ্জে সিরাজীর অত্যন্ত প্রভাব ও বিপুল প্রতিষ্ঠা ছিল। অনেক স্থলে দেখা যায়, "গাঁয়ে মানে না, আর মায়ে মানে না",[11] কিন্তু তার বেলায় এ নীতি খাটে না। তিনি অনেক জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন।

---

[11] cv¸ ³, c. 391|

Dhaka University Institutional Repository

PZ_ cwi‡”Q‘: KgRxeb

দুনিয়াতে জ্ঞান-পিপাসায় আকুল এবং অধীর আগ্রহ না হলে কোন বিষয়েই সম্যক পরিপুষ্টতা ও অভিজ্ঞতা লাভ সম্ভব নয়। আবার অভিজ্ঞতা লাভ ব্যতীত প্রতিষ্ঠা লাভ অসম্ভব।

gnvKve¨

মাইকেল মধুসূদন দত্ত, হেমচন্দ্র ও নবীন সেনের পরে বাংলা সাহিত্যে আর কোন মহাকবির আবির্ভাব হয়নি। রবীন্দ্রনাথও মহাকবি নহেন, গীতি কবি মাত্র। মহাকাব্যই জাতীয় অভ্যুত্থানের মূলে রস সিঞ্চন করে থাকে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের কথা বাদ দিলেও একমাত্র বাংলাদেশে 'মেঘনাদবধ' কাব্য যে জীবন সঞ্চার করেছে তা অভাবনীয়।

মহাকাব্য হিমাচলের মত জিনিস। যতদিন মানবসমাজ থাকবে ততদিন উহার আদর থাকবে। ইসমাঈল হোসেন সিরাজী 'কারবালার' কাহিনী অবলম্বনে 'মহাশিক্ষা' কাব্য লিখে গেছেন। গ্রন্থাকারে তাহা প্রকাশনা না হলেও 'ইসলাম প্রচারক', 'আল এছলাম' ও 'নূরে' কিছু অংশ প্রকাশ হয়েছিল।

এই কাব্যের যেরূপ নতুন নতুন শব্দ-বিন্যাস, রচনাভঙ্গি, ভাব সম্পদ, রসরচনা, বীর, কর"ণ ও র"দ্রভাবের অবতারণা করা হয়েছে এবং নব নব চরিত্র সৃষ্টি, নতুন ছন্দ, উচ্ছ্বাস ও উদ্দীপনার যে বৈদ্যুতিক তরঙ্গ প্রবাহিত হয়েছে তাহা অভাবনীয়। এই কাব্য বাংলা ভাষার বীর রসভাষী অমিত্র ও মিত্র ছন্দের একখানা অমূল্য ও অতুল্য সম্পদ। বাস্তবিকই মহাশিক্ষা– মানুষকে 'মহাশিক্ষা' দিবার জন্যই যে কোন অদৃশ্য শক্তির ইঙ্গিতে লিখিত। 'মহাশিক্ষা' কাব্যের ভিতরে বত্রিশ প্রকার নতুন ছন্দ সন্নিবিষ্ট হয়েছে। নানা প্রকার ভাব ও নবীন চরিত্র সৃষ্টির যে সমাবেশ প্রকটিত হয়েছে তাহা সম্পূর্ণ অদ্বিতীয়।

'মহাশিক্ষা' কাব্যের দুই খ" প্রায় পঞ্চাশসর্গে সমাপ্ত। এ কাব্য বহু দুঃখ কষ্টের ভিতর দিয়ে লিখিত হয়। ইহাতে শক্তির গভীর গবেষণার পরিচয় পাওয়া যায়। কবি এ মহাকাব্য আঠার বছর বয়সে আরম্ভ করেন এবং ত্রিশ বছর বয়সে সমাপ্ত করেন। এ সুদীর্ঘকালের সাধনার ফল দ্বারা জনসাধারণকে তিনি জীবিত অবস্থায় পরিতৃপ্ত করার প্রয়াস পেয়েও সফলতার পথে অগ্রসর হতে পারেন নি।

এই না পারার প্রধান ও মুখ্য কারণ হইতেছে অর্থাভাব। প্রতিভাশালী মহাজনদের পাছে শক্তিশালী অর্থ সাহায্যকারী না থাকলে তার প্রতিভামূর্ত্ত হয়ে ফুটে উঠতে পারে না এবং পূর্ণে পরিণত হওয়াও সম্ভবপর নয়। কবি, কর্ম্মি ও প্রতিভার যে সমাজে আদর নাই, সে সমাজ ঘৃণিত পশু সমাজ। প্রতিভার মূলে ধনবানদের গুপ্তহস্তের প্রয়োজন।

mwnZ¨ mvabv

পৃথিবীর যাবতীয় উন্নতশীল প্রাচীন এবং আধুনিক জাতির ইতিহাস পাঠ করলে জানা যায় যে, পতিত জাতিকে জাগ্রত, জীবন্ত এবং মহিম িত করার মূলে সাহিত্য শক্তিরই অপ্রতিহত প্রভাব দেখা যায়। এই সত্যের ভিত্তিতে দ ায়মান হতেই সিরাজী সাহিত্য ও সাহিত্যসেবায় মনোনিবেশ করেন। তিনি অনেক বড় আশা নিয়া ১৩২৬ বঙ্গাব্দে স্ব-সম্পাদকতায় 'নূর' নামক একখানা সচিত্র আদর্শ মাসিক প্রকাশ করেন। কিন্তু কয়েকজন স্বার্থপরের বিশ্বাসঘাতকতায় অচিরেই 'নূরের' আলো নিভিয়া যায়। নূর যে ভাবের জাগরণ ও চিন্তার স্ফুরণ আনিয়াছে, তাহা সত্যই আশাপ্রদ। তৎপর ১৩৩০ বঙ্গাব্দে 'ছোলতান' প্রকাশ হলে মাওলানা এছলামাবাদী সহযোগে তিনিও তার পরিচালন ভার গ্রহণ করেন।

সিরাজী 'আল এছলাম', 'ইসলাম প্রচারক', 'কোহিনূর', 'নবনূর', 'বাসনা', 'সন্ধ্যা',' প্রচারক', 'নূর ল ইমান', 'আরতি', 'যুগান্তর', 'মসজিদ', 'উপাসনা', 'সহচর', 'মোছলেম জগৎ', 'মোহাম্মদী', 'প্রবাসী' প্রভৃতি মাসিক ও সাময়িকপত্র পত্রিকায় অসংখ্য প্রবন্ধ, কবিতা লিখে এক নবজাগরণের চিন্তা আনয়ন করে। 'সন্ধা' সম্পাদক ব্রহ্মব্রান্ধব উপাধ্যায়, 'নব্যভারত' সম্পাদক দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী সাদরে ও সাগ্রহে সিরাজীর লেখা প্রকাশ করতো। ইসলাম নীতিমূলক প্রবন্ধ–

ক. এছলাম ও ধনবল খ. এছলাম ও আত্মোৎসর্গ, গ. এছলামের মূল শক্তি ঘ. এছলামের ভবিষ্যৎ ঙ. এছলাম ও মুসলমান চ. এছলাম ও জেহাদ ছ. এছলামের শিক্ষা জ. এছলামের আদর্শ ঝ. এছলাম ও ঐক্যশক্তি ঞ. এছলাম ও এশায়াৎ ট. এছলাম ও আমল ঠ. এছলাম ও জ্ঞান চর্চা প্রভৃতি মৌলিক প্রবন্ধে এছলামের শিক্ষা, সৌন্দর্য, মহিমা গৌরব ও মাহাত্ম্য এবং এছলামের জোশ, জাতীয়তা, হিম্মৎ ও হামদার্দ বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে। তা দেখিয়া মাওলানা এছলামাবাদী বলেন– 'এছলাম সম্বন্ধে বিজাতির কাছে কিছু বলিবার ও লিখিবার সিরাজী ছাড়া আর কেউ নাই।'[১২]

এতদ্ব্যতীত ১. সাহিত্যচর্চা ও জাতীয় জীবন ২. মাতৃভাষা ও মুসলমান ৩. সাহিত্য শক্তি ৪. সাধনা ও সিদ্ধি ৫. সাহিত্যের ধারা ও উপান্যাসের গতি ৬. শক্তির প্রতিযোগিতা ৭. সাহিত্যের প্রভাব ও প্রেরণা ৮. সাহিত্যের উদ্দেশ্য ও গতি ৯. সমাজ ও সাহিত্য ১০. সাড়া ১১. জাগরণ ১২. আর্ত্তনাদ ১৩. আত্মবিশ্বাস ১৪. আত্মপরিচয় ১৫. সম্ভাষণ ১৬. জাতীয় জীবনে নারীশক্তি ১৭. শিক্ষার পরিণাম ১৮. বেদনা ১৯. ইতিহাসচর্চার আবশ্যকতা ২০. জীবনপ্রবাহ প্রভৃতি নীতিমূলক নিবন্ধনগুলি কত ভীষণ! কত গভীর ভাবব্যঞ্জক ও উৎসাহদায়ক! জাতীয় জীবনে কি তীব্র মূর্ছনা এবং প্রেরণা দান করতঃ কর্মশক্তি জাগিয়ে দিয়েছে। তার লেখার ভাষা ও ঘটনা সমস্তই যেন বীরোচিত। তিনি বীর ভাবাপন্নই ছিলেন। তাই তার লেখা পাঠ করতে নিস্তেজ প্রাণেও যেন শক্তির সঞ্চার হয়।

---

[12] Ave'j Kv'i m¤úv'Z, wmivRx iPbvejx, XvKv, evsjv GKv‡Wwg, †cŠl- 1374, wW‡m¤i, 1967, c. 372|

Dcb¨vm

তিনি উপন্যাসের পক্ষপাতি ছিলেন না। তবে বঙ্কিম প্রমুখ লেখকগণ আক্রমণমূলক ও বিদ্বেষাত্মক যে সকল উপন্যাস লিখেন, তার প্রত্যুত্তর ও জবাবমূলক এবং হিন্দু মুসলমান সম্প্রীতি ও মিলনদায়ক ঐতিহাসিক উপন্যাসের পক্ষপাতি ছিলেন। তাই তিনি উপন্যাস লেখার ভেতর দিয়ে বিদ্বেষাত্মক ও আক্রমণমূলক উপন্যাসগুলোর জবাব দিয়েছেন। তিনি ৪টি উপন্যাস লেখেন। ক. রায়নন্দিনী (১৯১৫), খ. তারাবাঈ (১৯১৬), গ. ফিরোজা বেগম (১৯১৮) ও ঘ. নূরউদ্দিন (১৯১৯)।

রায়নন্দিনী তখন লিখিত হয়, যখন বাংলা সাহিত্যে মোসলেম বিদ্বেষীদের আড্ডায় পরিণত হয়ে জাতীয় কলঙ্ক কাহিনী প্রচারিত হচ্ছিল। সে সময় তিনি তাঁর দাঁতভাঙা জবাব দিয়ে মাতৃভাষা চর্চায় ও সাহিত্যরাজ্যে এক নব অধ্যায়ের সূচনা করেন।

Kve¨MÖš'

তিনি উপন্যাসের মত কাব্যের মাধ্যমে ইসলাম বিদ্বেষী ও আক্রমণমূলক ও বিদ্বেষাত্মক লেখকদের লেখনীর জবাব দিয়েছেন। তিনি মুসলিম জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য বহু কবিতা লেখেন। তিনি ৮টি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন:

ক. অনলপ্রবাহ (১৩০৬) খ. উচ্ছ্বাস (১৯১৪), গ. নব উদ্দীপনা (১৩১৪), ঘ. উদ্বোধন, (১৯০৪), ঙ. স্পেনবিজয় কাব্য (১৯১৪) চ. সঙ্গীত সঞ্জীবনী (১৯১৬), ছ. প্রেমাঞ্জলি (১৯২৩), ঝ. মহাশিক্ষা কাব্য ১ম খণ্ড (১৯৬৬) ও মহাশিক্ষা কাব্য ২য় খণ্ড (১৯৭১)।

BwZnvmPPv

যে জাতির ইতিহাস অতীতের সহস্র গৌরব কাহিনীতে পূর্ণ সে জাতির যদি ইতিহাসের সাথে পরিচয় থাকে, তবে সে জাতি অধঃপতিত বা পর প্রত্যাশী হতে পারে, কিন্তু মরতে পারে না। তার জাতীয় প্রাণ হতে মনুষ্যত্ব ও প্রভুত্ব লাভের আশা-আকাঙ্ক্ষা কখনও অসম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হতে পারে না।

এই সত্য মর্মে মর্মে প্রাণে প্রাণে উপলব্দি করে ইসমাঈল হোসেন সিরাজী ইতিহাসের চর্চা ও আলোচনায় একান্তভাবে মন দিয়েছেন এবং যুবক ও ছাত্রবর্গকে ইতিহাস পাঠের জন্য অতিশয় তাগিদ করতেন। 'প্রবাসী', ভারতবর্ষ, 'বসুমতি' Statesman, Bengalee, Advance, Liberty প্রভৃতি কাগজ তিনি রাখতেন। তাঁর ঐতিহাসিক প্রবন্ধগুলোই সর্বাগ্রে পাঠ করতেন। তাঁর পারিবারিক লাইব্রেরিতে পৃথিবীর যাবতীয় জাতির উত্থান-পতনের বহু সংখ্যক ইতিহাস ছিল।

ইতিহাসের ভেতর দিয়ে জাতিকে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত করার জন্যই তিনি 'স্পেনীয় মুসলমান সভ্যতা' ঐতিহাসিক গ্রন্থ 'স্পেন বিজয় কাব্য', 'তুর্কী নারী জীবন' প্রভৃতি লিখেন। 'আল এছলাম ও ছোলতান', 'ইতিহাস চর্চার আবশ্যকতা', 'জ্ঞানসাধনায় এসলাম' ও 'মুসলমানদের জ্ঞানচর্চা' প্রবন্ধ কত গবেষণাদায়ক। তিনি ছিলেন Father of history।

m½xZ I mwnZ¨vbivM

তিনি একজন উচ্চ শ্রেণির সাধক ও প্রেমিক ছিলেন। সাধকেরা সঙ্গীত,গজল, গান পছন্দ করেন। সঙ্গীত আত্মার খাদ্য। এ ভাবে অভিসিক্ত হয়ে দূরদর্শী সিরাজী সঙ্গীত সাধনা ও চর্চায় তৎপর ছিলেন। তিনি সঙ্গীত সাহিত্য 'সঙ্গীত সঞ্জীবনী' পুস্তক প্রকাশ করেন এবং অসংখ্য গান গজল লিখেন। সঙ্গীত পুস্তকটি নব্য সমাজে বেশ সমাদৃত হয়েছিল।

নব জাগ্রত প্রতিবেশি হিন্দু সমাজ ডি.এল.রায় ও রবীন্দ্রনাথের জাতীয় সঙ্গীত, হেমচন্দ্র, নবীন সেন, রঙ্গলাল ও গুপ্ত কবির স্বদেশ প্রেমোদ্দীপক কবিতার ভেতর দিয়ে আজ জীবনের পথে পা দিয়েছে। প্রচীন গ্রীক ও রোমক জাতির অভ্যুত্থান হয়েছিল সঙ্গীতের ভেতর দিয়ে। আরব জাতির নব জীবন লাভের মূলেই ছিল আরবী 'কাসিদা', 'গজল', 'গান' ও 'সমর সঙ্গীত'। ফলতঃ অধপতিত মুসলমানদের প্রাণ জাগানোর জন্য জাতীয় গজল, গান ও মাদকতাপূর্ণ তেজোদ্দীপক র ্দ্রসঙ্গীত, নাটক, নাটিকা, প্রহসনের আবশ্যকতা অপরিহার্য।

cKwkZ AcKwkZ Mšmgn

সিরাজীর সর্বমোট প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা নিয়ে মতপার্থক্য আছে। ড. মুহম্মদ এনামুল হক, মুহাম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান প্রমুখের মতে, সিরাজীর সর্বমোট গ্রন্থের সংখ্যা ৩১টি। তার মধ্যে প্রকাশিত ১৯টি। বাকীগুলো অপ্রকাশিত। কারো মতে সিরাজীর সর্বমোট প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ২২টি। সিরাজীর গ্রন্থের বিবরণ:

Kve¨

১. অনল প্রবাহ: ১ম সংস্করণ যশোর, মুহম্মদ মেহের ্লণ্ঢাহ, ১৩০৬, ২য় সংস্করণ- কলিকাতা, শ্রীভূতনাথ পালিত, ১৩১৫, বাজেয়াপ্ত ১৩১৭ থেকে ১৩৫৮ পর্যন্ত, ৩য় সংস্করণ- সিরাজগঞ্জ, পাবনা, সৈয়দ আসাদ-উদদ্দৌলা সিরাজী, ১৩৬০।

২. উচ্ছ্বাস: ১ম সংস্করণ কলিকাতা, শ্রী ভূতনাথ পালিত, ১৩১৪ (১৯০৭ইং) উৎসর্গ-মাতামহ মরহুম বাবু খান সাহেব।

৩. নব উদ্দীপনা: ১ম সংস্করণ কলিকাতা, শ্রী ভূতনাথ পালিত ১৩১৪ (১৯০৭), উৎসর্গ- দেশের তর"ণদেরকে।

৪. মহাকাব্য শিক্ষা: প্র. খ". ১ম সংস্করণ, ঢাকা, কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ১৯৬৯, দ্বিতীয় খ", ১ম সংস্করণ, ঢাকা, কেন্দ্রিয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ১৯৭১।

ceÜ

১. মহানগরী কর্ডোভা: নব উদ্দীপনা: ১ম সংস্করণ কলিকাতা, মকবুল আহমদ, ১৯০৭, ২য় সংস্করণ- কলিকাতা, শাহজাহান কোমপানী, ১৩২০, স্পেনীয় মুসলমান সভ্যতা বা মহানগরী কর্ডোভা নামে প্রকাশিত। ৩য় সংস্করণ গ্রন্থকার ১৩২৩। স্পেনীয় মুসলমান সভ্যতা নামে প্রকাশিত।

২. স্ত্রী শিক্ষা: প্রসং কলিকাতা, ভূতনাথ পালিত, ১৩১৪। ২য় সংস্করণ-, কলিকাতা, নূর উদ্দিন আহমদ ১৩১৯, ৩য় বর্ধিত সং ত্রিপুরা, চিনাইর নিবাসী মুনসী বজলুর রহমান চৌধুরী, ১৩২৩।

৩. তুর্কী নারী জীবন: ১ম সংস্করণ, রংপুর, লীলাবাড়ী নিবাসী শ্রী মুন্সী মোহাম্মদ শাফায়েতুল্যা চৌধুরী, ১৩২০, ২য় সংস্করণ-, ত্রিপুরা, চিনাইর নিবাসী মুন্সী বজলুর রহমান চৌধুরী, ১৩২৫।

৪. উদ্বোধন: ১ম সংস্করণ, কলিকাতা, ভূতনাথ পালিত, ১৯০৮, ২য় সংস্করণ- ১৯২০।

৫. স্পেন বিজয় কাব্য: ১ম সংস্করণ, কলিকাতা, ১ম সংস্করণ, কলিকাতা, গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯১৪, ২য় সংস্করণ-, কলিকাতা, মখদুমী লাইব্রেরী, ১২০।

৬. আদব কায়দা শিক্ষা: ১ম সংস্করণ, সিরাজগঞ্জ, পাবনা, গ্রন্থাকার, ১৯১৪, ২য় সংস্করণ- কলিকাতা, মখদূমী লাইব্রেরী, ১৩২৬, বর্ধিত ২য় সংস্করণ-, গ্রন্থাকার ১৩২৭।

৭. মহাশিক্ষা- প্রথম খ", ১৯৬৯, ২য় খ", ১৯৭১।

ågYKwnbx

১. তুরস্ক ভ্রমণ; ১ম সংস্করণ, কলিকাতা, শাহজাহান কোম্পানী, ১৯১৩।

২. সূচিন্তা: ১ম সংস্করণ, কলিকাতা, মুন্সী নেজাম উদ্দিন আহমদ, ১৯১৬।

m½xZ MŠ

১. সঙ্গীত সঞ্জীবনী: ১ম সংস্করণ, সিরাজগঞ্জ, পাবনা গ্রন্থকার, ১৯১৬।

২. প্রেমাঞ্জলি: ১ম সংস্করণ, কলিকাতা, শেখ আবদুল গফুর জালালী, ১৩২৩।

Dcb¨vm

১. রায়নন্দিনী: ১ম সংস্করণ (ঈশা খাঁ ও রায়নন্দিনী নামে প্রকাশিত), কলিকাতা, ফজলের রহমান মিয়া, ১৩২২ (১৯১৫), ২য় সংস্করণ, কলিকাতা, করিম বক্স ব্রাদার্স, ১৩৩৫ (১৯২৮ইং)।

২. তারাবাঈ: ১ম সংস্করণ (১৯১৬), কলিকাতা, করিম বক্স ব্রাদার্স।

৩. ফিরোজ বেগম: ১ম সংস্করণ কলিকাতা, মুহম্মদ সুলেমান খান, ১৯১৮, ২য় সংস্করণ, কলিকাতা, করিম বক্স ব্রাদার্স (পাবলিশিং ডিপার্টমেন্ট), ১৩৩৪।

৪. নূর-উদ্দিন: ১ম সংস্করণ, কলিকাতা, মুহম্মদ সুলেমান খান, ১৩২৬ বঙ্গাব্দ, ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দ, ২য়-১৯২৮।

৫. জাহানারা: অসমাপ্ত (একটিমাত্র অধ্যায় লিখেন)।

সিরাজীর অপ্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা নিরূপণ করা কঠিন। ড. গোলাম সাকলায়েন ও ড. কাজী আবদুল মান্নান অপ্রকাশিত গ্রন্থের একটি তালিকা দিয়েছেন।

Kve¨ I KweZv

১. সুধাঞ্জলি, ২. গৌরব কাহিনী ৩. কুসুমাঞ্জলি, ৪. আবেহ হায়াৎ ৫. কাব্য কুসুমোদ্যান ৬. পুষ্পাঞ্জলি।

ceÜ

১. সূচিন্তা- ২য় খ- ২. কারাকাহিনী ৩. মুক্তির বাণী, ৪. বিবিধ প্রবন্ধ।

ågYKvwnbx

১. তুরস্ক ভ্রমণ, ২য় খ-, ১ম সংস্করণ ১৯১৩। ২. তুরস্কের ডায়েরী ৩. নব্য তুর্কী, ৪. সিরিয়া ভ্রমণ।

m½xZ MŠ/MxZ KweZv

১. সঙ্গীত সঞ্জীবনী, ১ম সংস্করণ, ১৯১৬, ২. প্রেমাঞ্জলি- ১৩২৩।

Amgvß Dcb¨vm

১. বঙ্গ ও বিহার বিজয় ২. জাহানারা।

evsjv M‡'¨i weKv‡k wmivRxi Ae'vb

বাঙ্গালী মুসলমানের সাহিত্য সাধনা দুটি বিশিষ্ট পথ ধরেই চলছিল। একটিতে দেখি ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াস। সুধাকর দল এর উদ্যোক্তা এবং অনুসারী। আর একটি নিছক সাহিত্যধর্মী দল। মুসলিম সাহিত্যকে বাংলা সাহিত্যের মাধ্যমে রূপায়িত করে বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধি সাধন করাই ছিল পরবর্তীকালের বিশেষ লক্ষ্য। এদের আদর্শ ছিলেন তদানীন্তন কালের হিন্দু লেখকরা। এরা বাংলা সাহিত্যের সেবা করেছেন যতটা সাহিত্য সৃষ্টি করার জন্য, মুসলিম জাতীয় জীবন রচনা করার জন্য ততটা নয়। এ দলে ছিলেন মীর মোশাররফ হোসেন, কায়কোবাদ ও মোজাম্মেল হক। ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পর থেকে ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ রদ হবার পূর্ব পর্যন্ত স্বতন্ত্রভাবে ইসলামী সাহিত্য রচনা করার প্রয়াস সত্ত্বেও মুসলমানদের দিক থেকে হিন্দুদের সঙ্গে মিলেমিশে একটা সমন্বয়ধর্মী সাহিত্য রচনার প্রয়াস চলছিল। বঙ্গভঙ্গ রদ করার জন্য বাংলার হিন্দুরা যে ভূমিকা অবলম্বন করলো তাতে এ প্রয়াসের ভিত্তিমূলে এ শতকের গোড়াতে প্রথমবারের জন্য প্রচণ্ড আঘাত লাগলো। মুসলমানদের মধ্যে তখন কেউ কেউ এ কথা বুঝতে পারলেন যে, হিন্দু মুসলমানের পথ, রজনীতিতেও যেমন, সাহিত্যেও তেমনি, এক নয়। মুসলমানকে বাঁচতে হলে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র পথ ধরেই এ দেশে এগিয়ে যেতে হবে। এ দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই এ শতকের প্রথম দশকে (১৯০৬) যেমন বাংলাদেশের ঢাকা নগরীতে মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা হয়, সাহিত্যেও তেমনি। এ সময় থেকেই স্বাতন্ত্র্য রক্ষার প্রচেষ্টা চলে।

বাংলা সাহিত্যে সিরাজীর মধ্যেই প্রথমবারের মতো এ দৃষ্টিভঙ্গির প্রবলতার আত্মকেন্দ্রিক প্রকাশ দেখতে পাই। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন উপলক্ষ্যে ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে তাঁকে ২ বছরের জন্য কারাবরণ করতে হয়। কারাবাসকালেই তার মতামত সুস্পষ্ট রূপ নেয়। এরপর তার বক্তৃতায়, কথায়, কাজে ও সাহিত্যে মুসলমানদের মনের উপর থেকে হিন্দু প্রভাবজনিত দুর্বলতা অপসারিত করে তার আত্মবিশ্বাস ফেরানোর আর সাড়া জাগানোর যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। বাঙালী মুসলমানদের সাহিত্য সাধনার এবং জাতীয় জীবনের ইতিহাসে সিরাজীর দাম কম নয়, তিনি এ যুগের সাহিত্যিকদের দৃষ্টিভঙ্গিতে যে পরিবর্তনের সূত্রপাত করেন– খেলাফত আন্দোলনের সমসাময়িককালে এবং অব্যবহিত পরে কাজী নজরুল ইসলাম এবং কাজী আবদুল ওদুদ প্রমুখ সাহিত্যিকের সমস্যাধর্মী সৃষ্টি সাধনাকে বাদ দিলে দেখা যায় সিরাজী প্রবর্তিত সে পথই পাকিস্তান আন্দোলনে যেমন সহায়তা করেছে, তেমনি পূর্ব পাকিস্তানের জাতীয় সাহিত্যের পথকেও করেছে সুগম।

ভারতীয় মুসলমানদের সংঘবদ্ধ করতে হলে তাদের অতীত শৌর্যবীর্য আবার ফিরিয়ে আনতে হবে এ পুনর্জাগরণবাদী চিন্তা পদ্ধতিও তার মধ্যে দেখা যায়। একদিকে ভারতীয় মুসলমানদের পুনর"জ্জীবনবাদ, অন্যদিকে নিখিল বিশ্ব মুসলিম সংঘবদ্ধতাজনিত প্যান ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি তার রাজনৈতিক ও সাহিত্যিক জীবনের গতিপথ নির্ধারিত করেছে। এদিক থেকে সিরাজী বাংলা সাহিত্যে হিন্দু বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশ দত্ত, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রেরই সহধর্মী। মুসলিম জাতীয়তার পরিকল্পনায় তিনি আলণ্ঢামা শিবলী নোমানী ও ইকবাল প্রমুখ মনীষীরই ভাবাদর্শবাহী এবং সাহিত্য সৃষ্টিতে ইসলামী জীবন দর্শনের ব্যাখ্যা করেন।

মুসলমানদের ঘুম ভাঙ্গানো ছিল তার জন্মগত সাধনা। নিপীড়িত মুসলমান জ্ঞানে, কর্মে, শিল্পে, সভ্যতায় সমুন্নত হোক, তার জীবনের এই ছিল ব্রত। এ মানসিকতাই সিরাজীর বিভিন্ন কাব্যে, উপন্যাসে, প্রবন্ধে ও অন্যান্য গ্রন্থে প্রকাশ পেয়েছে।

e½f‡½i Aw‡›'vjb

জেল, ধরপাকড়, অত্যাচার, নির্যাতন সহ্য করে বাঙ্গালী জাতি লক্ষ্যপথে অগ্রসর হতে লাগল। মুসলমান নেতাদের মধ্যে ইসমাঈল হোসেন সিরাজী, আবদুল হালিম গজনবী, এ রসুল, মৌলভী লিয়াকত হোসেন প্রবলভাবে ব্যানার্জীর পক্ষ সমর্থন করেন। উত্তর ও পূর্ববঙ্গের মফস্বল কর্মীদের ভিতর ইসমাঈল হোসেন সিরাজী বিপুল তরঙ্গ তুললেন।

১৩১৩ সালের ৩০ শে আশ্বিন শ্রীযুত ব্যানার্জীর সিরাজগঞ্জ আগমনে এক সভার আয়োজন করা হলে তিনি মিছিলসহ যাবেন, অপর দিকে বিরোধীরাও সভার আয়োজন করেছে। পুলিশ ও সৈন্যে শহর ছেয়ে গেছে। তাকে নিতে স্বেচ্ছাসেবকগণ হাজির। সিরাজীর নানাজান খান সাহেব বারবার নিষেধ করলেন, তথাপিও তিনি সভায় দাওয়াত স্থির করলেন। অতঃপর খান সাহেব স্বীয় কন্যাকে বললেন, 'নূরজাহান! তোমার ছেলে আজ সভায় গেলে গুলি খেয়ে মরবে; পিতৃ বাক্যের প্রত্যুত্তরে মহিয়সী মাতা বললেন– 'উহার নাম রেখেছি ইসমাঈল– ও জবিহ উলণ্ঢাহ হয়ে যাক, নিষেধ করতে পারব না।'[১৩] সিরাজী সভা করে মিছিলসহ বাড়ি ফিরতেছেন মনোহারী পট্টীর মধ্য দিয়ে, এদিকে অপর পক্ষের মিছিল আসতেছিল, হরিমোহন দত্তের দোকানের সম্মুখে তারা সিরাজীকে আক্রমণ করল। তিনি বিষমরূপে প্রহৃত ও রক্তাক্ত হয়ে বাড়ী ফিরে রাতে নিম্নোক্ত কবিতা লিখলেন– যাহা 'প্রহারে' কবিতা নামে প্রকাশিত হয়।

---

[13] cv, ³, c. 405|

"তোরা কি ভাবিস মনে ওরে ভ কাপুরষগণ!
অত্যাচার নির্যাতনে নত হবে সিরাজীর মন?
আমি কি করিনি পাঠ শত শত বীরেন্দ্র জীবনী
মূর্খদল শূল দ বাধিয়াছে যাদের পরাণী।
এ সংসারে জন্ম লাভ না সহিয়া মূর্খের প্রহার
মানুষ হয়েছে কেনা, বল এই পৃথিবী মাঝার?
সত্যের উজ্জ্বল জ্যোতি তীক্ষ্নতম মূর্খের নয়নে!
চিরকাল বোধ হয়, জানি আমি সবিশেষ মনে!
সহিতে পারিয়া তারা, চিরদিন করে কোলাহল
পাষ পশ্চাৎ হতে প্রকাশে তাহাতে পশুবল!
যুক্তি তর্ক ন্যায় জ্ঞানে পরাজিত যবে মূঢ়গন
তখনি জ্বলিয়া উঠে তাহার ক্রোধ হুতাশন!
সে অনল দগ্ধ হয়ে মহাজন হয় জ্যোতির্ময়!
স্বর্ণযথা অগ্নিতাপে হয় ক্রমে শুদ্ধ দীপ্তিময়,
নহি দুঃখী কিংবা ভীত তোমাদের শত নির্যাতনে
হে– কপট বন্ধুগণ! শুন কহি গভীর গর্জ্জনে!
সেইদিন হবে ধন্য এই তুচ্ছ জীবন আমার
যেদিন তোদের হস্তে হবে মম প্রাণের সংহার!
জাতীয় কল্যাণ হেতু স্বদেশের মঙ্গল বিধানে!
কার সাধ্য রোধে গতি? ব্রত যাহা আমার জীবনে
যতই করিবি তোরা শত অত্যাচার অবিচার
ততই যে তেজানল হবে ভীম প্রবল আকার!
সত্যব্রত উদযাপনে নাহি ডরি তুচ্ছ রাজদ!
রাজা যে হৃদয়ে মোর বিশ্বপতি মহান দোর্দ্দন্ড!
কর তোরা অত্যাচার জ্বাল মোর হৃদয়ে আগুন
শয়তানের শিষ্যদল সব তারা পূরে হবে চুণ!
বারে বারে বীর কণ্ঠে বলিতেছি শুনে লও আজি
আলণ্ডা ভিন্ন এ জগতে কাহারেও মানেনা সিরাজী।"[১৪]

[14] †nv‡mb gvng' m¤úv' Z, KweZv mgM, c. 25|

এর ভেতর দিয়ে কত বড় সৎসাহস, মনোবল, ঈমানের তেজ ও স্বদেশ প্রাণতা পরিলক্ষিত হয়েছে, তাহা অবশ্যই অনুধাবনের বিষয়। তিনি সত্যকে জয়যুক্ত করার জন্য এই নিগ্রহকে বরণ করে নিয়েছেন। এই প্রহৃত হওয়ার সংবাদ সংবাদপত্রসমূহে প্রকাশিত হলে নেতৃবৃন্দ তাঁকে অভিনন্দিত করেন। এই নিপীড়ন আশির্বাদে পরিণত হলো। বাংলার প্রত্যেক প্রান্ত হতে অসংখ্য রাজনৈতিক সভার দাওয়াত আসতে লাগল। চারদিকে সিরাজীর জয়জয়কার।

cRv Av‡›`vj‡b AskMnY

দেশের জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ ও মহাজনী শোষণ বন্ধ করার জন্য সিরাজী প্রজা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি মানিকগঞ্জ ও আসামের বড়পেটা অঞ্চলে মহাজন বিরোধী সংগঠন গড়ে তোলেন। ওয়াটসন কোম্পানি নদীয়া শিকারপুরে প্রজাদের উপর জুলুম আরম্ভ করলে সিরাজী তার নেতৃত্ব গ্রহণ করে তুমূল আন্দোলন গড়ে তুলেন। প্রজাতের দুঃখ বেদনায় অতি দরদের সাথে তিনি সাড়া দিয়েছেন। আজ যে দেশব্যাপী প্রজা আন্দোলন গড়ে উঠেছে, সে আন্দোলনের গোড়াপত্তন করেন সিরাজী।

KviveiY I gw³

সিরাজগঞ্জে সিরাজীর পক্ষ বিপক্ষের কারণ একইসঙ্গে রাজনৈতিক ও সামাজিক দুটো মিলে তার পক্ষ বিপক্ষের ধারণাকে তীব্র করে। সিরাজগঞ্জের হোসেনপুরের মুন্সী মেহের ুলণ্ঢাহ সিরাজীর অন্যতম প্রতিপক্ষ ছিলেন। তিনি মনে করেন, হিন্দুর অর্থে লালিত হয়েই সিরাজী বঙ্গভঙ্গের পক্ষ গ্রহণ করেন এবং মুসলমানদের বিরোধিতা করেন। মেহের ুলণ্ঢাহর সমর্থনের ফলে ১৯০৬ সালের ৩রা অক্টোবর সিরাজগঞ্জের আঞ্জুমানে এসলামিয়া সিরাজীর সঙ্গে সম্পর্ক অস্বীকার করে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে। তবে তাকে Paid agent হিসেবে মেনে নিতে কেউ সম্মত হননি। সম্ভবত স্থানীয় রাজনৈতিক, সামাজিক ঈর্ষা ও প্রতিপক্ষভাবের ফলে সিরাজীর পরিবারকে নিন্দিত করে তোলার প্রয়াস হয়, পূর্ব বাংলা ও আসাম সরকারের পাক্ষিক রিপোর্টে তার পরোক্ষ ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

আপত্তিকর রচনা প্রকাশের ও ইংরেজ রাজ্য সরকারের বির ুদ্ধে বিদ্বেষ ছড়ানোর অভিযোগে সিরাজী ২ বছরের জন্য কারাবরণ করেন। অনলপ্রবাহ গ্রন্থ সম্পর্কিত মামলাকে কেন্দ্র করে সিরাজীর যে সকল গ্রন্থ ২০১নং গ্রন্থ সম্পর্কিত মামলাকে কেন্দ্র করে সিরাজীর কর্মাওয়ালিশ স্ট্রীটে এবং ছোলতান এজেন্সীতে ছিলো পুলিশ সেগুলো খানা-তলণ্ঢাশী করে নিয়ে যায়। সিরাজগঞ্জ তার বাসভবন বাণীকুঞ্জ থেকেও নিয়ে যায়। সিরাজীর গ্রেফতারের আদেশ রদ করার জন্য কেউ কেউ নবাব সলিমুলণ্ঢাহর মাধ্যমে ছোটলাট হেয়ার সাহেবের নিকট চেষ্টা চালাতে উদ্যোগ নেন। কিন্তু সফল হননি, তিনি ফরাসী

অধিকৃত চন্দন নগরে আত্মগোপন করে থাকেন। ইসলামাবাদী তাকে চীন দেশে বা আফগানিস্তানে পালিয়ে যাবার পরামর্শ দেন, কিন্তু সিরাজী সে পরামর্শ গ্রহণ করেননি। তাকে গ্রেফতারের জন্য সরকার ৫০০ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করে, চন্দন নগরেও ডিটেকটিভ পুলিশের আগমন ঘটে। আত্মগোপন করে থাকা আর সম্ভব নয় উপলব্ধি করে তিনি সুইনহোর আদালতে আত্মসমর্পণ করেন। বেশ কয়েকজন বিখ্যাত আইনজীবী বিনা পারিশ্রমিকে মামলায় সিরাজীর পক্ষ অবলম্বন করেন। বিচারে সিরাজীর ২ বছরের সশ্রম কারাদন্ড হয়। অর্থাভাবে হাইকোর্টে আপীল করার সম্ভব হয়নি। ১৯১২ সালের ১৪ই মে তিনি কারাদন্ড থেকে মুক্তি পান।

Ks‡M‡m †hvM‘vb

সেবারে লালা লাজপতরায়ের সভাপতিত্বে কলকাতায় যে, ভারত রাষ্ট্রীয় মহাসভার অধিবেশন হয়, তাতে তিনি যোগদান করেন। সম্মেলনে যখন অহিংস অসহযোগের প্রস্তাব উন্নিত হয়, তখন ডা. এ্যানীবেশান্ত ও মি. বিপনচন্দ্র পাল উক্ত প্রস্তাবের বিরুদ্ধাচারণ করে বলেন, আরও একবার ইংল্যান্ডে Deputation পাঠিয়ে দেখা যাক। এ কথা বলা মাত্রই সিরাজী বারুদের ন্যায় জ্বলে উঠে বজ্রহুঙ্কারে বলেন– "I challenge you Mr. Paul? How many times to you wish to send deputation to England for India? Yourg generation donot like to hear you".[১৫] এই কথা বলা মাত্র মন্ডপে হৈচৈ পড়ে যায়। মি. পাল পুনরায় বলতে গেলে তিনি বলেন– "Mr. President! We do not wish to hear any single word from Mr. Poul"[১৬] মিসেস বেশান্ত বলতে চাইলেও তিনি তীব্র আপত্তি করেন। সভাশুদ্ধ লোক সিরাজীকেই সমর্থন করতঃ শেম! শেম! করে বেশান্তকে বসিয়ে দেন। অতঃপর মহাত্মাগান্ধী বক্তৃতা করেন। তার এই তেজস্বীতা সন্দর্শনে বাঙ্গালীমাত্রই বিশেষ উৎসাহিত হন।

†LjvdZ Av‡›`vjb

১৯২১ খ্রিস্টাব্দের খেলাফত ও অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে পূর্ণভাবে যোগদান করেন। তুর্কী সরকারকে সাহায্য করার জন্য প্রাদেশিক খেলাফত কমিটির সাধারন সম্পাদক মৌঃ মুজিবর রহমানের নিকট ৫০০ টাকা চাঁদা দিয়েছিলেন। তিলক স্বরাজ্য ভান্ডারেও তিনি ২০০ টাকা প্রদান করিয়াছেন।

[15] Ave‘j Kvw‘i m¤úvw‘Z, wmivRx iPbvejx, XvKv, evsjv GKv‡Wwg, †cšl- 1374, wW‡m¤i, 1967, c. 409|
[16] cv¸³, c. 409|

¯‡‘kx Av‡›‘vjb

অন্ধকূপ হত্যার কাহিনী ইংরেজদের তৈরী জলজ্যান্তমিথ্যা। এ আজাদীর আকাঙ্ক্ষা ও দরদের পরশে অনেক মুসলমানের মন স্বদেশী আন্দোলনের দিকে ঝুঁকে পড়ল। এদের মধ্যে মাওলানা মনির¯জ্জামান ইসলামাবাদী ছিলেন একজন। তার বিদ্যা ছিল, বুদ্ধি ছিল, সাহস ছিল, আদর্শবাদিতা ছিল, তারই মন্ত্র শিষ্য হিসেবে সিরাজী স্বদেশী আন্দোলনে মনপ্রাণ ঢেলে দিলেন। অনলপ্রবাহ নতুন করে লিখলেন। ইংরেজদের দাসত্ব শৃঙ্খলে ও গোলাম জীবনের প্রতিবাদ করে। অনলপ্রবাহ বাজেয়াপ্ত হলো। এদিকে বাংলার বাকি মুসলমান সমাজ নবাব সলিমুলণ্ঢাহর নেতৃত্বে স্বদেশী আন্দোলন হতে দূরে রইল; তারা বলল– পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশ সৃষ্টি হওয়ায় মুসলমানদের একটু সুবিধা হয়েছে, হিন্দুরা তা সইতে পারছে না। তাই স্বদেশী আন্দোলনের নামে তারা বঙ্গ-ভঙ্গ রদ করে মুসলমানদের এই সুবিধাটুকু কেড়ে নিতে উদগ্রীব। এ চিন্তাপন্থী মুসলমানরা 'স্বদেশী মুসলমান' বা জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের প্রীতির চোখে দেখতেন না।

c¨v±

হিন্দু মুসলিম প্যাক্ট তথা কথিত জাতীয়তাবাদী হিন্দুরা সমর্থন না করায় তিনি বিস্মিত ও বিরক্ত হন। এই প্যাক্ট যে নিছক রাজনৈতিক চালবাজী তাহা তিনি বুঝতে পারেন।

wmivRMÄ Kbdv‡iÝ

১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের অধিবেশনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি করা হয় মগরেট দলের মি. জে. চৌধুরীকে। এ ব্যাপারে শিক্ষিত ও চিন্তাশীল মুসলমানগণ বিশেষ ক্ষুণ্ন হন। সিরাজগঞ্জের বুকে কনফারেন্স হবে, আর তার অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শুধুমাত্র মুসলমান বলে ইসমাঈল হোসেন সিরাজীকে করা হবে না, এই মনোবৃত্তির পরিচয় পেয়ে মৌলভী কাজী মতিয়র রহমান, মৌলভী এজ্জত আলী তালুকদার, মৌলভী আফজাল আলীখান, মৌলভী সৈয়দ আকবর আলী, মৌলভী সৈয়দ আবদুল গফফার, প্রভৃতি সিরাজগঞ্জের মুসলমান সমাজ সেবকবৃন্দ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেন। যে সিরাজী সমস্ত জীবন দেশের জন্য বহু কষ্ট, দুঃখ, নির্যাতন ভোগ করেছেন, যাঁহার প্রতিভা, ত্যাগ, সেবা, চরিত্র, জ্ঞান, পা¯িত্য ও প্রসিদ্ধি বাংলাদেশকে ধন্য করেছে, তাকে অদূরদর্শী হিন্দু কর্মীগণ অন্যায়ভাবে উপেক্ষা করার ফলে সমস্ত মুসলমান একযোগে প্রাদেশিক কনফারেন্স বর্জন করেন। মাত্র ৭ দিনের ভিতর কর্মীগণ বঙ্গীয় মুসলিম মহাসভার আয়োজন করেন। জলপাইগুড়ির নওয়াব মোশাররফ হোসেন মুসলিম মহাসভার সভাপতিত্ব করেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে সিরাজী যে মর্মস্পর্শী গবেষণাপূর্ণ অভিভাষণ প্রদান করেন, মুসলিম বাংলার অভ্যুত্থানের ইতিহাসে

তাহা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। এই কনফারেন্স হতেই বাংলার মুসলমান সমাজে নতুন করে রাজনৈতিক চিন্তাধারা প্রবাহিত হয়। আত্মসম্মান জ্ঞানসম্পন্ন ও চিরদেশ ভক্ত সিরাজীর বির"দ্ধে স্বরাজ দলের অর্থপুষ্ট সংবাদপত্রসমূহ নানা প্রকার কুৎসা রটনা করেছিল। ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে ফরিদপুর প্রাদেশিক সম্মেলনে তার বক্তৃতা শুনে বির"দ্ধাবাদীদের ভ্রম সুচিয়া যায়।

সিরাজীর রাজনৈতিক জীবনের বিশেষত্ব এই যে, তিনি বরাবর এক মতাবলম্বী ছিলেন। শ্রী অরিবিন্দ ঘোষ, পরলোকগত বালগঙ্গাধর তিলক প্রভৃতির পূর্ব হতেই তিনি চরমপন্থী ছিলেন। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে দাদা ভাই– নৌরজীর সভাপতিত্বে কলিকাতায় কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয়, তাতে তিনি কংগ্রেসের আবেদন নীতি পরিত্যাগ করার জন্য এক প্রস্তাব উত্থাপন করেন, কিন্তু তখন তাঁহার প্রস্তাব সমর্থন করার দ্বিতীয় লোক কংগ্রেসে ছিল না।

gmwjg Zi"Y msN MVb

সেবা ধর্ম ও পরহিত ছিল তার জীবনের অন্যতম লক্ষ্য। তিনি এক সময় 'আঞ্জুমানে খাদেমুল ইসলাম' প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হন। এ প্রতিষ্ঠান সুন্দর রূপে পরিচালিত না হলেও বা কিছুদিন চলার পর বন্ধ হয়ে গেলে তিনি 'মুসলিম তর"ণ সংঘ' এবং বিয়াড়ার 'নূরনবী সেবা সংঘ' গঠন করেন এবং এর মাধ্যমে ইসলামের খেদমত করেন।

রীকের মহাসমরের সময় মোজাহেদিন বাহিনী প্রেরণ সম্পর্কে লিখেন– 'রীকে মোজাহেদীন বাহিনী পাঠানোর চেষ্টা করছি, টাকার অভাবে তীব্র আন্দোলন করতে পারি না, হৃদয়ের আগুনে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরছি'।[১৭] তবে টাকার অভাব না থাকলে বা যথেষ্ট ধন-সম্পদের অধিকারী হলে, জগতের অনেক কল্যাণ সাধন করতে পারতেন, তাহা বলাই বাহুল্য।

KvDwÝj wbevPb

১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে কাউন্সিল নির্বাচন করেন। অকৃতকার্য হয়ে নীরবে আছেন। কুচক্রিদল নানা খুঁটিনাটি ধরলে পাওনাদির জন্য মামলা র"জু করে। তৎপ্রসঙ্গে তিনি লিখেন– 'আমি নানারূপে একান্ত বিপন্ন। আমার বির"দ্ধে ৪/৫টি মিথ্যা মামলা দায়ের করিয়াছে। আমি যাহাতে সিরাজগঞ্জে বাস করতে না পারি তার চেষ্টা চলছে।' ধৈর্য্যের একটি সীমা আছে। আজীবন ত্যাগ সেবক, কর্মীর প্রতি যে জাতির এইরূপ ব্যবহার, তাহারা চিরকাল যে গোলামীর জিঞ্জিরে আবদ্ধ থাকবে; ইহা স্থির নিশ্চিত।"[১৮]

---

[17] W. ew'D¾vgvb, BmgvBj †nv‡mb wmivR Rxeb I mwnZ¨, B.dv.ev, A‡±vei, 1988, †m‡Þ¤i, 2005, c. 33|
[18] cv, ³, c. 34|

Kgx m‡¤§jb

১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে ১৫/১৬ আগস্ট কলিকাতা এ্যালবার্টহলে নিখিল বঙ্গ কর্মী সম্মেলনে তিনি সভাপতিত্ব করেন। তাতে যুবক ও কর্মীবৃন্দকে এক নতুন চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ করে তোলেন। তিনি বাংলার সমস্ত কর্ম প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশিণ্টষ্ট ও বরাবর স্থানীয় কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ছিলেন। নব্যবঙ্গের রাজনৈতিক কর্মীদের ভিতর অধিকাংশেরই দীক্ষাগুর" দিলেন তিনি।

Awfh³

শেষ বয়সে ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে আইন অমান্য আন্দোলন সম্পর্কে ১১৭.১৫৩ এবং ১২০ ধারায় অভিযুক্ত হয়ে তিন মাস সশ্রম কারাদ" দ"িত হন। তাহার জীবনে ৮২ বার ১৪৪ ধারা অর্থাৎ মুখবন্দের আদেশ হয়েছিল। মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্বেও সেনগুপ্তের সঙ্গে ফরিদপুর চৌদ্দরশী ও কলিকাতায় বক্তৃতা করেন।

ইসমাঈল হোসেন সিরাজীর রাজনৈতিক মত ছিল অতি উচ্চ উদার এবং অসাম্প্রদায়িক। তিনি একসঙ্গে মুসলমান ও ভারতবাসী ছিলেন। মুক্তিসেনানী তার নির্ভীক ও দৃঢ় মতবাদের বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে জীবন কাটাতে সক্ষম হয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

cÂg cwi‡”Q‘: RvMiYgjK KgKvÊ I evM¥xZv

জাগরণের তুর্য্য নিয়ে ঘুমন্ত দেশের বুকে আবিভূত হয়েছিলেন মাওলানা ইসমাঈল হোসেন সিরাজী। বঙ্গোপসাগরের উপকূল হতে হিমালয়ের পাদদেশ এবং অপরদিকে শৈলমালা পরিবেষ্টিত চট্টগ্রাম ও আসামের প্রান্ত পর্যন্ত ঘুমন্ত জাতির প্রাণের তারে মূর্ছনা জাগিয়াছিলেন তিনি। উৎসাহ ও আনন্দ কলরোলে আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে উঠেছিল। রাষ্ট্রে, সাহিত্যে, শিল্প, ব্যবসায়, সমাজে নব জীবনের পুলক প্রবাহ ছুটেছিল। অনলপ্রবাহের অগ্নিশিখায় এবং জ্বালাময়ী বক্তৃতায় নৈরাশ্য ম্লান জাতির সম্মুখে অতীতের কীর্তি কাহিনীর গৌরবগাঁথা জীবন্ত ও জ্বলন্ত হয়ে ফুটে উঠেছিল।

সিরাজী ছাত্রজীবন হতেই বক্তৃতা করার শক্তি অর্জন করেন। তিনি বি.এল. হাই স্কুলে প্রবেশ করে সাপ্তাহিক শনিবারীয় সভার (Debating club) প্রবর্তন করেন। তথায় নানা বিষয় তর্ক-বিতর্ক হতো। এতদসঙ্গে ‘সিরাজগঞ্জ ছাত্র সমিতি’ নামে একটি সমিতিও স্থাপিত হয়। তার উদ্দেশ্য ছিল তর্ক শিক্ষা ও প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা। সিরাজগঞ্জ ব্রাহ্মণ প্রচারকদের সভায় বক্তৃতার পরই খুব নাম পড়িয়া যায়। ১৩/১৪ বৎসরের বালক এত পা িত্যপূর্ণ বক্তৃতা করতে পারে তাহা লোকের চিন্তার অতীত।

এর মধ্যে ময়মনসিংহের পিংনা স্কুলে কোন এক বক্তাকে দাওয়াত দেয়া হয়। তিনি অসুস্থ থাকায় পিংনা সভায় আসতে পারবেন না জানালে, তথাকার ছাত্রগণ সিরাজগঞ্জে বক্তৃতার জন্য আসেন এবং তদানীনন্তন এছলামিয়া মাদরাসার চতুর্থ মোদারেস মৌলভী আবদুল গফুরকে তারা নিবেন বলে স্থির করেন। তখন শহরের মধ্যে শুনিতে পান যে, ইসমাইল হোসেন বলিয়া বি.এল স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীর একজন ছাত্র ভাল বক্তৃতা করতে পারে। তখন তারা আসিয়া অনুরোধ করলে, তিনি যাইতে স্বীকার করেন এবং তথায় গিয়ে ‘এই কি সেই’? শীর্ষক বিষয়ের উপর সুদীর্ঘ তিন ঘণ্টা ওজঃস্বিনী বক্তৃতায় জনসাধারণকে মুগ্ধ ও লুব্ধ করেন। যশোরের মুনশী মোহাম্মদ মেহের ল্লাহ মরহুম গফুর তাঁর স্বভাবজাত সুললিত বক্তৃতায় যে সঙ্গীত গেয়েছেন, তাতে নিন্দিত ও অলস বঙ্গীয় মুসলমান সমাজ কালনিদ্রা হতে চক্ষুর ম্মিলন করেছে, কিন্তু হায়! ঠিক এই সময় তিনি আমাদেরকে ফেলে অনন্তধানে চলে যান। তবে শুভক্ষণে আমরা অদ্বিতীয় তেজস্বী বাগমী সিরাজীকে পেলাম। মরহুম মুনশী সাহেবের সুললিত বক্তৃতা ঝঞ্জারে যে সমাজ নেত্র উন্মিলন করে মিটি মিটি চাহিয়াছিল, সিরাজীর বাগ্মীতার ফলে সে সমাজ শয্যা ছেড়ে কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হয়েছে।

হিন্দুদের ভিতর আনন্দমোহন বসু, কেশবচন্দ্র সেন, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, বিপিন চন্দ্র পাল প্রমুখ প্রসিদ্ধ বাগ্মী ছিলেন। এক সুরেন্দ্রনাথ ছাড়া সিরাজীর সঙ্গে আর কাহারও তুলনা হতে পারে না।

খেলাফত আন্দোলনের সময় ঢাকার করোনেশন পার্কের এক মহতী জনসভায় বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে সিরাজীর অপূর্ব বাগ্মীতা ও পাি ত্যের গুণ কীর্ত্তন করিয়াছেন।

'অনলপ্রবাহ' ও 'নবউদ্দীপনা' বই প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে কিশোর বয়সেই সিরাজীর যশো-সৌরভে চারদিক উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। বাহিরের চিন্তাধারা, পাঠ পিপাসা, প্রবন্ধ ও কবিতা লেখার শখ, সমাজ সেবার ঝোঁকে স্কুলের গি এড়িয়ে কর্মক্ষেত্রে নেমে পড়েন। চারদিক হতে অজস্র দাওয়াত হতে লাগল। তখন সারা সিরাজগঞ্জে রেলওয়ে হয় নাই। স্টিমার হয়ে বাংলার বিভিন্ন স্থানে যাতায়াত করতে হতো। বক্তৃতার পূর্ণ জোয়ারের সময় তিনি অনলপ্রবাহের মামলায় অভিযুক্ত হন এবং কারামুক্তির পর তুরস্কে গমন করেন।

তুরস্ক হতে প্রত্যাবর্তনের পর আবার বক্তৃতার ঢেউ উঠে। তদবধি প্রায় ২৫ বৎসর কাল বক্তৃতা, প্রচার ও সাহিত্য চর্চার দ্বারা তিনি জীবন কাটিয়ে যান। দেশের এমন শহর, বন্দর বা পলণ্টী নাই যে, সেখানে সিরাজী গমন করেন নাই।

e³Zvi we‡klZ/ ˆewkó¨

তাঁর বক্তৃতার ভিতর চিন্তাশীল জ্ঞানগর্ভ, ঐতিহাসিক অনুশীলন ও দার্শনিক গবেষণামূলক অনেক কিছু থাকতো। শিক্ষিত সমাজ না হলে তার সভা জমতই না। বলিবার সময় ভাষার ফোয়ারা ছুটিত, তরঙ্গের পর তরঙ্গ আসিয়া যেন শ্রোতার মন অভিভূত করিত; ক্ষণে উত্তেজনা, সময় উন্মাদনায় জনসাধারণকে বিভোর করিত। ইসলামের বিশেষত, বৈশিষ্ট্য এমনিভাবে ফুটিয়ে তোলতেন যে, তাতে শ্রোতার হৃদয় দ্রবীভূত না হয়ে পারত না। যে কোন বিষয়ের উপর তিনি ৫/৬ ঘণ্টা বক্তৃতা করতে পারতেন। রোজা, নামাজের দার্শনিক ব্যাখ্যা, কুরআন হাদীসের শিক্ষা, তাফসীর তরজমা এবং সূরাসমূহ এমন প্রাঞ্জল হৃদয়গ্রাহী এবং জ্বলন্ত ভাষায় পেশ করতেন, গরম-নরম, হাসি, কান্নায় সভাক্ষেত্র এক অপূর্বতার ধারণ করত। শ্রোতারা তন্ময় ও বিহ্বল হয়ে পড়তো।

সিরাজীর বক্তৃতার সম্বন্ধে 'ছোলতানে' যে রিপোর্ট বের হয়েছিল, তাহা এই– 'জনাব সিরাজী সাহেব সাদরে নিমন্ত্রিত হয়ে পাবনায় আগমন করেন। রাঘবপুর প্রথম সভা হয়, অনেক জনতা তার বক্তৃতা শোনার জন্য উপস্থিত ছিল। কুরআন শিক্ষা ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষা সম্বন্ধে তিনি বিশেষ জোর দেন। স্বাধীনভাবে কুরআন শরীফ বুঝার জন্য নব্য শিক্ষিত যুবকদেরকে অনুরোধ করেন। নারী শিক্ষা, ব্যায়ামচর্চা, ব্যবসা, বাণিজ্য ও শিল্প সম্বন্ধেও তিনি বিশেষ আলোচনা করেন।

মুসলমানদেরকে অর্থ সম্পদে শক্তিশালী হইতে হবে। অর্থবল ব্যতীত আজকালকার দিনে সাফল্য লাভের কোন আশা নাই। অথচ অর্থ সম্পদে বাংলার মুসলমানরা দিন দিন পাতালে ডুবিতেছে। মুসলমানদের চরিত্র ও ঐক্যবলের জন্য বিশেষ উপদেশ দেন। ইসলামে যে সচ্চরিত্রতাকেই শ্রেষ্ঠ স্থান দেয়া হয়েছে তা তিনি সাহাবাদের চরিত্র হতে প্রদর্শন করেন।"

বিখ্যাত সুফী আলেম মাওলানা সেকান্দর আলী সভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন– "সিরাজীর জন্ম হতে এ যাবৎ আমি সকল বিষয় লক্ষ্য করে আসছি। তিনি ইসলামের একনিষ্ঠ সেবক, সাধক ও মুসলমানদের একান্ত হিতৈষী। তিনি মুসলমানদের পতনে তীব্র বেদনা অনুভব করেন। এরূপ ব্যথা খুব কম লোকই অনুভব করেন। এক আধখানা পত্রিকা ঈর্ষান্বিত হয়ে তার বির""দ্ধে যে মিথ্যা ঘোষণা প্রচার করেন, তাহা পত্রিকা সম্পাদকদের হীনতাই সূচীত হয়। এরূপ মিথ্যা ও ঘৃণিত ব্যবহারে সিরাজী যে বিচলিত হন না বা প্রতিবাদ করেন না, তাতে তাঁর চরিত্রের মহত্ব ও বীরত্বের ভাবই প্রকাশ পায়।"[১৯]

চর রাধাকান্তপুরে এক সভা হয়। ১৭/১৮ মাইল দূর হতে বক্তৃতা শোনার জান্য অসংখ্য লোক জমায়েত হয়। মুসলমানদেরকে দুনিয়ার সকল জাতির উপরে যে প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতে হবে তা তিনি কুরআন, হাদীস ও ইতিহাস হতে প্রদর্শন করেন। মুসলমান জাতি দুনিয়ার সকল জাতির মধ্যে চরিত্রে, শিক্ষা দীক্ষায় এবং বলবীর্য্যে ও ধনৈশ্বর্য্যে যে শ্রেষ্ঠ হবে, তা বিশদরূপে বুঝিয়ে দেন। বর্তমানে ইসলাম সম্বন্ধে অনেক ভ্রমাত্মক শিক্ষা ও কুসংস্কার প্রচারিত হইতেছে তাহা ও মামলা মোকদ্দমার কুশল প্রদর্শন করেন। ৫/৬টি ছোট মসজিদ ও ঈদগাহ ভেঙ্গে বড় জামাতে পরিণত করতে বলেন। রাজনীতিক্ষেত্রে মুসলমানদেরকে বর্তমান জগৎ এবং নব অভ্যুত্থিত ইসলাম জগতের আদর্শ গ্রহণে অগ্রসর হতে হবে তাহাও বলেন।"[২০]

সিরাজী প্রচার ও বক্তৃতা সম্বন্ধে 'নায়ক' কাগজে মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছিল– "মাওলানা সিরাজী সাহেব বৃদ্ধ বয়সেও তর""ণের উৎসাহ ও উদ্যম নিয়ে জাতি ও দেশের সেবা করেন। তিনি ঠাকুরগাঁ গমন করেন, তথায় হিন্দু ও মুসলমান শাস্ত্রের সার্বজনীন সত্যের উপর বক্তৃতা করেন। হিন্দু মুসলমান ছাত্রদেরকে আরব ও প্রাচীন ভারতের গৌরব লাভ করতে বলেন। অন্ধকার যুগে মুসলমানরাই গ্রানাডা, কর্ডোভা, মালাগা, ভালেনসিয়া, সেভিল প্রভৃতি নগরে বহু কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করে বর্বর ইউরোপকে যে জ্ঞানদান করেছেন, ইউরোপ সেই জ্ঞানামৃত লাভ করিয়া নব জীবন লাভ করেছে।

---

[19] c¸ ³, c. 398|
[20] c¸ ³, c. 398|

জ্ঞানের সূর্য একদিন এশিয়ার ভারতবর্ষে উদিত হয়েছিল। তিনি নারী শিক্ষা, বীরমাতা ও বীরাঙ্গনা নারীর সম্বন্ধে সারগর্ভ উপদেশে বলেন– "বীর মাতা না হইলে বীর সন্তান লাভ হয় না, বীর সন্তান না হলে ভারতের মুক্তি অসম্ভব; সমস্ত দ্বন্দ্ব কলহ বিভেদ ভুলে হিন্দু মুসলমানকে এক পতাকার নীচে সমবেত হতে বলেন।[২১] তিনি জ্বালাময়ী ভাষায় প্রকাশ করেন– নিজ নিজ শরীরের দিকে যেমন দৃষ্টিপাত করলে দুই হাত, দুই চোখ, দুই নাক, দুই কান দেখতে পাই; তেমনি ভারত মাতার সর্বাঙ্গীন পূর্ণতার জন্য দয়াময় বিধাতা পুর ষ হিন্দু মুসলমান এই দুইটা ভাবপ্রবণ ও কর্ম-প্রাণ জাতিকে ভারতক্ষেত্রে সমবেত করেছে। এই দুই জাতির মহামিলন হতে এক অভিনব বিরাট জাতির উদ্ভভব হবে। তাদের শিক্ষা দীক্ষা ও বীর্য্য গৌরবে এবং যশঃ প্রতিভায় জগৎধন্য হবে।"[২২]

†f ' ˆelg¨

ইসমাঈল হোসেন সিরাজী বলেন– "আত্মোদ্বার না হলে দেশোদ্ধার হয় না, নিজে না জাগলে পরকে জাগান যায় না, নিজে জ্ঞানবান, জ্ঞানপুষ্ট না হলে অপরের হৃদয়ে জ্ঞান বর্তিকা জ্বালিয়া জ্ঞানালোক উদ্ভাসিত করা যায় না।[২৩] সামাজিক ভেদ বৈষম্যের দ্বারা আমরা ছারে খারে যাইতেছি, বিংশ শতাব্দীর প্রগতির যুগেও নানা প্রকার 'বাহাছ' 'মোনাজেরা' কলহ কোন্দলে সমাজের এক শ্রেণীর পরগাছা লোক লিপ্ত। ইহা সিরাজী আদৌ পছন্দ করতেন না। হানাফী, মোহাম্মদী, রাফেজী, কাদিয়ানী, শিয়া সুন্নির মতভেদজনিত ফের্কাবাজির তিনি ছিলেন পুরা দুশমন। 'মুসলমান পরস্পর ভাই ভাই"।[২৪] সর্বদা 'বৃহত্তর জামাতের অনুসরণ করার সত্য অবলম্বন করে, এমনভাবে তিনি এই সকল সমস্যা মীমাংসা করতেন, তাতে পরস্পর উভয় দলই প্রীতি ও সৌহার্দ্দ্যলাভ করত। দেশের বহুস্থানে তিনি অতিদক্ষতার সহিত হানাফী মোহাম্মদির বিবাদ নিষ্পত্তি করে দিয়েছেন।

তার বক্তৃতা সম্পর্কে ১৩০৯ সালের ফাল্গুন সংখ্যা 'ইসলাম প্রচারক' কাগজে এই রিপোর্টটি প্রকাশিত হয়েছিল–

"কুমিলণ্ডা নগরীতে এক জনসভায় সিরাজী বক্তৃতা করেন। মুসলমান ছাত্র ম লী মাতোয়ারা হয়ে উঠেন। সিরাজীর অপূর্ব বাগ্মীতা ও পা িত্যে বিমোহিত হয়ে হিন্দু মুসলমান জনসাধারণ ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধে আরো বক্তৃতা শোনার জন্য একটি সভার আয়োজন করেন। বক্তা সিরাজী ৩ ঘণ্টা অনর্গল 'ইসলাম ধর্ম ও তার শিক্ষা' সম্পর্কে গভীরভাবে পূর্ণ বক্তৃতা করেন। অসংখ্য শ্রোতা চিত্রপুত্তলিকতার

[21] cv¸³, c. 399|
[22] cv¸³, c. 399|
[23] cv¸³, c. 399|
[24] cv¸³, c. 399|

মত বক্তৃতা শুনে বিমুগ্ধ হয়েছিল। সভাপতি মহোদয় 'ইসলামই একমাত্র সার ধর্ম'[২৫] বলে স্বীকার করেন। তিনি সিরাজীকে স্বর্গীয় শক্তি সম্পন্নবলে অভিহিত করেন।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় জ্বলন্ত ভাষায় বক্তৃতা শুনে সভাপতি জনৈক উকিল বলেন– "ইনি এত অল্প বয়সে কিরূপে ঈদৃশ্য পান্ডিত্য অভিজ্ঞতা এবং বিরাট শক্তিলাভ করলেন, ইহা নিতান্তই আশ্বর্য্যের বিষয়ঃ আগড়তলার বার লাইব্রেরীর সভার পর সভাপতি আগড়তলার রাজমন্ত্রী শ্রীযুক্ত উমাকান্তরায় বাহাদুর বলেন– 'আমি এরূপ বক্তৃতা মুসলমান দূরে থাকুক, হিন্দুর মুখেও শুনিন নাই, বক্তার বক্তৃতার তুলনা নাই।'[২৬]

চট্টগ্রামের মাদ্রাসা স্কুল গৃহের বক্তৃতায় সভাপতি ডেপুটি স্কুল ইন্সপেক্টর মৌলভী মৎলুব আহমদ এম.এ. বলেন– 'এরূপ যোগ্য ও ক্ষমতাশালী বক্তার প্রশংসা করা বৃথা এবং বাহুল্য মাত্র।'[২৭] ফেনী হাইস্কুল প্রাঙ্গনে সভায় সভাপতি জনৈক মুন্সিফ বলেন– 'এতদিন মুসলমানদের ঘুম ভাঙিবে, সিরাজী অদ্বিতীয় বাগ্মী।'[২৮] এই সভায় বহু অসংখ্য আলেম উপস্থিত ছিলেন, আলেম সমাজের পক্ষ হতে সিরাজীকে দুইখানা উর্দু মানপত্র দেয়া হয়, তাতে উলেণ্ডখ ছিল– 'মওলানা সিরাজী ছবি আর্শতক হেলা দিয়া, মোর্দ্দা কওমকো কররহে জেন্দাকারকে উঠা দিয়া।"[২৯]

e'vb¨Zv

সংসার ও সামাজিক জীবনে তিনি উদার, বদান্য, পরোপকারী ও একান্ত সরল ছিলেন। বহু দরিদ্র মেধাবী ছাত্রকে জায়গীর ও নিজ হতে খরচপত্র দিয়ে বি.এ, এম.এ পর্যন্ত পড়িয়েছেন। অর্থের প্রতি তার বিন্দুমাত্র মমতা ছিল না। তিনি অনেক সময় টাকা গননা করিয়া দান করতেন না। এক মুষ্ঠিতে যা উঠিত তাহা দিয়া প্রার্থীকে বিদায় করতেন। যতক্ষণ পর্যন্ত কিছু হাতে থাকিত সকল কাজই ধুলি মুষ্ঠির ন্যায় টাকা ব্যয় করতেন। তারপর অর্থাভাব হলে ঋণের জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়তেন। নিজের সাংসারিক কাজে হয়ত কিছু ঋণ করিয়াছেন, এমন সময় কোন প্রার্থী এসে আবেদন করলে অমনিই নিজের অভাব অনটন সত্ত্বেও দিয়ে দিতেন। অনেক সময় উদারতাই দানশীলতার মাত্রাধিক হয়ে দাড়াত। তবে এ কথা সত্য যে, তিনি এদিক দিয়ে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর আদর্শ গ্রহণ করেছেন। বই-পুস্তকের মূল্য বাবদ ও সভা-সমিতিতে বহু টাকা পেতেন, কিন্তু তা মুক্ত হস্তে দান করে দিতেন। এককালীন ২০০ টাকা পর্যন্ত তিনি দান করেছেন। গোলাম আম্বিয়া লোহানী নামক এক

[25] cv¸³, c. 400|
[26] cv¸³, c. 400|
[27] cv¸³, c. 400|
[28] cv¸³, c. 400|
[29] cv¸³, c. 400|

Dhaka University Institutional Repository

উৎসাহী যুবককে তিনি Editorialship পড়তে বিলাত পাঠিয়েছিলেন। তিনি খৃস্টান নারীর মোহে পড়ে আর দেশে ফিরেন নাই। তবে কয়েক বছর পর তিনি লেখেন– "আপনার মনে থাকিতে পারে আমার ভারতবর্ষ ত্যাগের সময় আমাকে অনেক অর্থ সাহায্য করেন। এখন ভারতবর্ষ প্রত্যাগমনে আপনি কি সেইরূপ অর্থ সাহায্য করিতে পারেন? বঙ্গদেশে আপনার influence অনেক। আপনি ইচ্ছা করলে প্যারিস হতে কলকাতা ফেরার টাকা পাঠাতে পারেন। আপনি বৃহত্তর রাজনৈতিক জীবনের অভিজ্ঞতা রাখেন। কলিকাতার Forward কাগজে পড়লাম আপনি পূর্বের ন্যায় উৎসাহের সহিত কাজ করেন।"[৩০]

রাস্তাপথ দিয়ে চলতে ফকির মিসকিনকে অপর্যাপ্ত দান করতেন। একবার একজন ছাত্র পরীক্ষার ফিসের জন্য ৫ টাকা প্রার্থনা করে, নোট ভাঙানো না থাকায় ১০ টাকার নোটই তাকে দিয়েছেন। দিনাজপুরের এক সভায় প্রায় শতাধিক টাকা পাওয়া যায়, বাড়ী পর্যন্ত আসতে মাত্র ৩৫ টাকা ক্যাশ ছিল। একবার কোন ঋণগ্রস্থ ব্যক্তি ১২৮ টাকা ঋণের মামলায় পড়েছিল, এ সংবাদ শুনতে পেরে তার মহাজনকে ডেকে টাকা পরিশোধ করে দেন। অনেকের পীড়ার চিকিৎসা, বিবাহ, ফাতেহায় সাহায্যের টাকা তিনি দেন। একবার যশোর জেলার এক ব্রাক্ষ্মণ ভদ্রলোক কন্যাদায়গ্রস্থ হয়ে প্রার্থী হলে, স্ত্রীর গহনা বন্ধক রেখে তাকে ১৫০০০/- টাকা দেন। স্বর্গীয় অবনীকান্ত লাহিড়ী উকিল বিস্মিত হয়ে বলেন, 'দাতা কর্ণের নাম শুনেছি, কিন্তু আজ স্বচক্ষে দেখিলাম'।[৩১]

e³Zvi ivR‰bwZK w'K

তিনি বক্তৃতাক্ষেত্রে ঐতিহাসিক গবেষণা, মুক্তির পন্থা ও স্বাধীনতার যুক্তি দেখিয়ে লোককে সত্যের দিকে আহ্বান করতেন। একবার ময়মনসিংহের জামালপুরে কংগ্রেসের সভায় ইসলামে স্বাধীনতা– যে একান্ত অপরিহার্য্য, তাহা তিনি কুরআন-হাদীস হতে প্রদর্শন করলে একজন ধর্মপন্থী লোক তার প্রতিবাদ করে হট্টোগোলের সৃষ্টি করে। সিরাজী যুক্তি প্রমাণে স্বাধীনতার কথা প্রমাণ করেন যে, তাতে আর কাহারও টু-শব্দ করার কিছু ছিল না।

শ্রীযুক্ত সুভাসচন্দ্র বসু মহাশয়ের সভাপতিত্বে ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে পাবনা জেলা যুব সম্মেলনের অধিবেশন হয়, তাতে তিনি যুবকদেরকে লক্ষ্য করে বলেন– "যুবকের দল! তোমরাই দেশের আশা ভরসা! তোমাদের উপরই জাতির উত্থান পতন আশা করতেছে! নবীন জগতের নব আলোকে তোমরা জন্মগ্রহণ করেছ। দেশের জাতির ও সমাজের কল্যাণের জন্য তোমরা নব নব কর্মের পতাকা উড়িয়ে দাও।"[৩২]

---

30 cv¸³, c. 388|
31 cv¸³, c. 389|
32 cv¸³, c. 403|

Z¨vM

সিরাজীর ত্যাগ ছিল অসাধারন। বঙ্গ বিচ্ছেদ আন্দোলনের সময়, তিনি যখন সুরেন্দ্রনাথের পক্ষ সমর্থন করেন, তখন তাকে আন্দোলন হতে সরানোর জন্য বহু প্রলোভন দেয়া হয়েছিল। ঢাকার নবাব স্যার সলিমুলণ্ঢাহ ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদ নিয়ে দিবেন বলে আশ্বাস ও প্রস্তাব দেন। তিনি তাহা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেন। আরও বহুবার বহু প্রকার লোভ দেখান। চাকুরি ও টাকা-পয়সা এবং উপাধি দেয়ার প্রস্তাব দেয়া হয়েছে, তাহাও তিনি প্রত্যাখ্যান করেন।

১৩৩০ বঙ্গাব্দে ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে সিরাজগঞ্জে যে প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলন হয়, তাতে মতদ্বৈত হওয়ায় তিনি সরে দাঁড়ান এবং স্থানীয় মুসলমান কর্মীরা তাকে অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি করতঃ বঙ্গীয় মুসলিম সম্মেলন আহ্বান করেন। সিরাজী উক্ত সম্মেলনের নেতা জানিয়ে সম্মেলনের পূর্ব দিবস দেশবন্দু সি.আর.দাস সম্মেলন প⁻ করে দেয়ার জন্য দশ হাজার টাকা সাধেন, তাতে তিনি বলেন– 'আমি দেশদ্রোহী নই, কোন স্বার্থপ্রণোদিত হয়ে এই মুসলিম মহাসভা আহ্বান করি নাই। আমি আমার স্বাতন্ত্র্য এবং সত্তা ও আত্মসম্মান রক্ষার্থেই এই স্বতন্ত্র কনফারেন্সের আয়োজনে ব্যাপৃত হয়েছি'।[৩৩] তাঁর এই দৃঢ়তা, সৎসাহস ও ত্যাগের জন্য সি.আর. দাস ধন্যবাদ প্রদান করেন।

তার বিনয় নম্রতা ও সৌজন্যতা ছিল। এ গুনের জন্যই সকলে তাকে ভালোবাসতেন। অনেকেই তার নিকট হতে 'আপনি বা 'তুমি' এই সম্ভ্রমসূচক সম্বোধনের স্থলে 'তুই' এই স্নেহ ও প্রীতিমূলক সম্বোধনে সুখী ও আনন্দিত হতেন।

†ZRw¯qZv I †Kvgj Zv

স্বামী স্ত্রীর দাম্পত্য প্রণয় তাদের অতি গভীর ছিল। দাস-দাসী, ঝি, চাকরানীর সহিত অনেক সময় দ্বন্দ্বকলহের সূচনা হলে, তিনি অতি নরম মেজাজে উপদেশ দিতেন ও বিশেষ ধৈর্য্য সহকারে শান্তি স্থাপন করতেন।

একবার কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা হলে তাহা ক্রমে তর্কে পরিণত হয়ে বচশা আরম্ভ হয়, তাতে বিখ্যাত পীর মওলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগীসের উপর উত্তেজিত হয়ে তিনি মারতে উদ্যত হন। মওলানা সাহেব রাগ করে বাণীকুঞ্জ হতে ভারতী প্রেস পর্যন্ত চলে গেলে, তিনি ব্যাকুলভাবে তার নিকট উপস্থিত হয়ে ক্ষমাপ্রার্থী হন। মওলানাকে কোলে নিয়ে সান্ত্বনা দেন যে, 'বাবা রশিদ! আমি হয়তঃ উত্তেজনাবশতঃ তোর প্রতি রাগিয়াছি, আমার গালি যদি আশির্বাদরূপে গ্রহণ করতে না পারিস তবে উন্নতি করতে পারবি না'।[৩৪] তার এই কোমলতায় মওলানা রাগ করে থাকতে পারেন নাই। হঠাৎ কাহারও সঙ্গে রাগারাগি হলেও পরমুহূর্তেই তাহা ভুলে যেতেন।

[33] cv¸ ³, c. 389|
[34] cv¸ ³, c. 390|

Dhaka University Institutional Repository

lô cwi‡”Q‘: bvix I gmwjg cbRvMi‡Y wmivRxi fwgKv

ইসমাঈল হোসেন সিরাজী মুসলমান সমাজকে জাগিয়ে তোলার ক্ষেত্রে প্রাথমিক যে কাজকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন, তা হলো নারী সমাজকে শিক্ষিত করে গড়ে তোলা। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের শুর“তেই বাঙলার মুসলমান সমাজে নবজাগরণের সূত্রপাত হয়। শিক্ষা-সাহিত্য ও রাজনীতি ক্ষেত্রে নতুন চিন্তাধারার বিকাশ ঘটে। তবে মুসলমান পুর“ষগণ শিক্ষাক্ষেত্রে এগিয়ে এলেও মেয়েরা কিন্তু আবদ্ধ ছিল অবরোধের অন্ধকারেই। ফলে দ্বিতীয় দশকের মাঝামাঝি সময়ে শিক্ষাক্ষেত্রে মুসলিম মেয়েদের তেমন কোন সাড়া পাওয়া যায়নি। এ সময় 'আল এসলাম' পত্রিকায় একটি প্রবন্ধে স্ত্রী শিক্ষা ও নারী জাগরণের অগ্রনায়ক সৈয়দ ইসমাঈল হোসেন সিরাজী লিখেন: "এ পর্যন্ত মুসলমান বালিকাদের জন্য একটি করিয়া মাইনর স্কুল ও এক একটি জেলায় স্থাপিত হয় নাই।"[৩৫] প্রসিদ্ধ ব্যারিস্টার ও রাজনীতিবিদ জনাব আবদুলণ্ঢাহ রসুলের এক কন্যা ছাড়া কোন বাঙালী মুসলমান মেয়েই সেদিন পর্যন্ত ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পাশ করতে পারে নাই।

বর্তমান বাঙালি মুসলমান মেয়েরা শিক্ষা-সংস্কৃতি, রাজনীতি– এমনকি ব্যবসা-বাণিজ্যে যে অভূতপূর্ব উন্নতি লাভ করেছেন তার আলোকে যদি অতীতের নারী জাগরণের ইতিহাস পর্যালোচনা করা যায় তাহলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, সে জাগরণের মূলে একজন পুর“ষের অক্লান্ত সাধনা ও অপরিসীম দূরদৃষ্টি অবিরাম কাজ করেছে। মুক্তি আন্দোলনের সে অগ্রসেনানী বজ্রকণ্ঠ অনল নায়ক বাগ্মী সিরাজী বাঙলার বুকে সে ঝুঁকি নেন। সিরাজী মুসলিম নারী সমাজের আদর্শ বলে চিহ্নিত যেসব নারী ইতিহাসে স্থান লাভ করেছে তাদের জীবন চর্চা করার জন্য এ নারী সমাজের প্রতি আহ্বান জানান।

১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে সিরাজীর 'স্ত্রী শিক্ষা' নামক প্রসিদ্ধ প্রবন্ধ গ্রন্থ বের হয়। তৎকালীন অবরোধবাসিনী নারীর রাণী চিত্র এই পুস্তকে স্থান লাভ করে। কলিকাতায় অনুষ্ঠিত মুসলিম শিক্ষা সম্মেলনে প্রদত্ত বক্তৃতাটি কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করে 'স্ত্রী শিক্ষা' নামক পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়। মানুষের চেতনাজুড়ে সেটি এত প্রভাব বিস্তার করে যে, কয়েক বৎসরের মধ্যে স্ত্রী শিক্ষা পুস্তকের ৪টি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। পুস্তকের মর্মবাণীতে বাঙলার বুকে একটা জাগরণের মন্ত্র ও উদ্দীপনার হাওয়া বয়ে যায়। নারীর প্রতি মুসলমান পুর“ষদের অবমাননার মর্মন্তুদচিত্র বেগম রোকেয়ার অবরোধবাসিনীতে চিত্রায়িত হয়। কিন্তু তা সিরাজীর স্ত্রী শিক্ষার মত ততটা আন্দোলনমুখী ছিল না। বহু যুগের পুঞ্জীভূত অনৈসলামিক

[35] Lv‡j‘ Lv‡j‘i ingvb, †QvU‡‘i BmgvCj †nv‡mb wmivRx, B.dv.ev, c- Rvbqwi, 2000, †cŠl- 1406, ighvb, 1420, c. 15|

অবরোধ প্রথায় আঘাত করে নারীকে আলোকের সন্ধানে আহ্বান করা প্রয়োজন ছিল বটে কিন্তু সহজসাধ্য ছিল না। তাই হয়তো সমাজসেবীরা এদিকটাকে বরাবরের মত এড়িয়ে যাচ্ছিলেন। এমনি সময় অগ্নিপুর"ষ সিরাজী এলেন যুগের চাহিদা মিটাতে– সকল আঘাতকে হজম করার আত্মশক্তি নিয়ে। দৃঢ় কণ্ঠে তিনি ঘোষণা করেন–

"নারীকে পিছনে রাখিয়া অন্ধ অন্তপুরের শতাধিক মূর্খতা ও কুসংস্কারের জটিল ও কুটিল বেষ্টনে বেষ্টিত রাখিয়া যাহারা জাতীয় জাগরণের কল্যাণ ও মুক্তির কামনা করে, আমার বলিতে কুণ্ঠা নাই তাহারা মহামুর্খ। নারী শক্তি জাগাইতে না পারিলে সন্তানের শক্তি সন্তানের প্রাণ আসিবে কোথা হইতে?"[৩৬]

wmivRxi AvnŸvb

সিরাজী এ জ্ঞান অর্জন করেছিলেন তাঁর মাতৃভক্তি ও স্বীয় মাতার মাতৃত্বে থেকে। সিরাজীর জীবনে যে ব্যক্তিত্ব ও সংস্কারী মানসিকতার বীজ উপ্ত হয়েছিল তা রোপণ করে দিয়েছিলেন সিরাজীর মাতা নূর জাহান খানম। মাতার জ্ঞান ও ধৈর্য্যের মাধুর্য দেখে নারী জাতীর প্রতি তার শ্রদ্ধাবোধের উদয় হয়। নূর জাহান খানম ঐ যুগের একজন জ্ঞানতাপসী রমণী ছিলেন। তার মায়ের ন্যায় মাতা বাঙলার ঘরে ঘরে ইসমাঈল জন্ম দিতে পারতো অসংখ্য সিরাজী, আজ তাহলে সে দেশের সীমানা পরাধীনতায় আবদ্ধ থাকতে পারতো না। তাই প্রচার জীবনের প্রথম থেকেই সিরাজী নারী আন্দোলনের অভিযান চালিয়েছিলেন। সাহিত্য এবং বক্তৃতার মাধ্যমে তিনি মুসলিম বিশ্বের নানা আদল এবং কুরআন হাদীসের যুক্তি ও নজির প্রদর্শন করে বাঙালী মুসলমান মেয়েদেরকে শিক্ষাদান করার জন্য সমাজকে সচেতন করে তোলেন। সেকালের 'সোলতান', 'নূর', 'মোহাম্মদী', 'আল-এসলাম' প্রভৃতি পত্রিকাগুলোকে সিরাজী লিখে চলেন নারী শিক্ষামূলক তথ্যবহুল প্রবন্ধ ও কবিতা। দেশের উৎসাহী যুবক ও উৎসাহী বন্ধুবান্ধবকে প্রেরণা দিয়ে শিক্ষার আলোক বিহীন মহিলা মহলকে প্রথমেই শিক্ষিত করে তুলতে আহ্বান জানান।

bvix wk¶vi Av‡›`vjb

নারী শক্তির উদ্বোধন না হলে নারীর চোখে আলো ফুটাতে না পারলে জাতীয় মুক্তি ও কল্যাণ সম্ভব নয়। সেজন্য আজীবন তিনি নারী জাতির কল্যাণ কামনায় লিখেছেন। নারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বহু স্কুল কলেজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে নারী জাতির শিক্ষাকার্য্যে লোককে উৎসাহিত করেছেন, এমনকি 'স্ত্রী

[36] cv, ³, c. 15|

শিক্ষা' বই লিখে নিজের মেয়েদেরকে উচ্চশিক্ষিতা করতঃ নারী জাতির মুক্তির পথ প্রশস্ত করে গেছেন। বঙ্গদেশে তিনিই সর্বপ্রথম নারীশিক্ষা ও নারী স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্রদূত।

bvix RvMi‡Yi Rb¨ msMvg

১৯১৫ অথবা ১৯১৬-এর দিকে 'তুর্কী নারী জীবন' গ্রন্থে সিরাজী তুরস্কের প্রগতিশীল নারীর জীবনাদর্শ তুলে ধরেন বাঙলার মুসলিম সমাজের সামনে। পাশাপাশি আমাদের সমাজের মেয়েদের শিক্ষাক্ষেত্রে অনগ্রসরতার জন্য তিনি আফসোস করেন। স্ত্রী শিক্ষা ও নারী জাগরণের জন্য সিরাজীর সংগ্রাম দীর্ঘ ২ যুগের সংগ্রাম। তিনি বলেন– "যেমন করিয়া হোক আমাদিগকে আবার দুনিয়ার বুকে শুদ্ধ ও মুক্ত হয়ে দাঁড়াতে হবে। কিন্তু এই উত্থান, এই দাঁড়াবার জন্য নারী শিক্ষা, সহানুভূতি ও সাহস চাই। কিন্তু এ বিশাল দেশের নারী শিক্ষার জন্য নারীর স্বাধীনতার কোন চেষ্টা নাই। এই বিশাল বঙ্গে নারীর শিক্ষা ও স্বাধীনতার কথা প্রচার করে প্রাণের ভিতরে নারীর মূর্খতার জন্য যন্ত্রণাবোধ করে এ অধম ব্যতীত এমন আর একটি লোকও কি জন্মাইবে না?"[৩৭]

†g‡q‡'i wk¶v'v‡bi e¨e¯v

এক্ষেত্রে শিক্ষার আদর্শ সংস্থাপনের জন্য তিনি নিজ পরিবারের মেয়েদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন। পরিবারের মেয়েদেরকে তিনি রীতিমত গান-বাজনা, সাহিত্যচর্চা এবং জাতীয় আদর্শে অনুপ্রাণিত করেন। তার কন্যারা সেই আঁধারের যুগেও জনসভায় তেজদীপ্ত বক্তৃতা করতেন এবং শিকল ছেড়ার গান শোনাতেন। বিংশ শতাব্দীর সেই দিনে যে কোন অভিজাত ঘরের মেয়ের পক্ষে জনসভায় বক্তৃতা বা সঙ্গীত পরিবেশ করা কম দুঃসাহসের কাজ ছিল না। অবশ্য এর জন্য সিরাজীকে কম লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়নি। কিন্তু সমাজের এই রক্তচক্ষু ও ভয়-ভীতি তাকে দমাতে পারেনি কোন দিন। সিরাজী বলেন, নারীকে মূর্খ রেখে, অবর"দ্ধ রেখে কোন জাতি কোন দিন দুনিয়ার বুকে মাথা তুলতে পারে না। সে সময় তার মেয়ে সৈয়দা ফেরদৌসী মহল সিরাজীর একটি কবিতার অংশবিশেষ এরূপ–

"নারী যে রে বিশ্ব শক্তি
নারী যে রে জাতির প্রাণ
নারীরে ঘরে বন্দী করে
মুসলিম আজ হতমান।
নতুন যুগের নতুন বাতাস
নতুন আলোক বয়ে যায়
অবরোধে লাথি মেরে

[37] bvix kw³i D‡Øvab I RvZxq Rxeb- †mvjZvb, 23†k wW‡m¤i, 1923, c. 24|

বাইরে নারী চলে আয়।
জলণ্ঢা কর¯ক মোলণ্ঢা দলে
তাতে কি বা আসে যায়।
ওদের তুচ্ছ মসলার ঝুলি
এবার নারী দলবে পায়।"[৩৮]

c_g cwZôvb Rjcv B¸wo Mvjm †nvg cwZôv

বাঙালী মুসলমানদের প্রথম আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জলপাইগুড়ি গার্লস হোম প্রতিষ্ঠায় তার উৎসাহ ও প্রেরণা অপরিসীম। সিরাজীর মাতা সৈয়দা নূরজাহান খানম উক্ত হোমস-এর কুরআন, হাদীস শিক্ষার শিক্ষয়িত্রী ছিলেন। জলপাইগুড়ি গার্লস হোমে নূরজাহান খানমের শিক্ষার আদর্শে যাদের জীবন গঠিত হয় তাদের মাঝে মরহুমা বেগম ফজিলাতুন নেসা ও অধ্যাপিকা খোদেজা খাতুন প্রমুখের নাম উলেণ্ঢখ করা যায়। সিরাজী পরিবারে গড়ে উঠেছিল যে নারীরা, সমাজ পরিম¯লে তাদের একটি বিশেষ আদর্শ ছিল। আজও সিরাজী পরিবারের শাখা-প্রশাখায় নারীরা আছেন আলাদা বৈশিষ্ট্য নিয়ে, যা পরিবারকে করেছে বিশেষ মর্যাদায় ভূষিত।

m‘ l c‘vc_v

তথাকথিত এক শ্রেণীর আলেম সমাজের পশ্চাতমুখী শিক্ষা এবং উদ্দেশ্যমূলক প্রচারণার তীব্র সমালোচনা করতেন। ইসলামে পৌরহিত্য বা পীর প্রথা নেই। আলণ্ঢাহর সান্নিধ্য লাভের জন্য মুসলমানদের কোন মাধ্যমের প্রয়োজন হয় না। সিরাজীর এ ধরনের বক্তৃতার বিরোধী ছিলেন তথাকথিত এক শ্রেণীর আলেম সমাজ। কিন্তু কোনো সভাতেই তার বক্তব্যের প্রতিবাদ করার সাহস কেউ পায়নি। সিরাজী বলতেন–

"এদেশ মুসলিম শাসিত নয়। এখানে কোনো ইসলামী আইন কার্যকরী নয়। অমুসলমানগণ মুসলমানদের কাছে সুদ গ্রহণ করে। ইসলামে সুদ হারাম, এজন্য মুসলমানরা সুদ খেত না। অথচ বিশ্বনবী (স.) বলেন– সুদ দেওয়া ও খাওয়া সব অপরাধ। উভয়েই জাহান্নামে যাবে। হে মুসলমানগণ! তোমরা সুদ দিয়ে দুনিয়াতে জাহান্নামের যন্ত্রণা ভোগ করছো এবং আখেরাতেও সুদখোরদের মতো জাহান্নামে যাবে। তোমরা সুদ দিয়ে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে চরম দারিদ্রতা, দুঃখ-দৈন্যের মধ্যে নিপতিত হয়েছো। অতএব যে কোন দুঃখ কষ্টের বিনিময়ে তোমাদেরকে সুদ দেওয়া বন্ধ করতে হবে।"[৩৯]

---

[38] W±i ew‘D¾vgvb, BmgvCj †nv‡mb wmivRx Rxeb I mwnZ¨, B.dv.ev, c. 58|
[39] cv¸ ³, c. 58|

সে কালে মুসলিম সমাজে মহিলাদের জন্য কঠোর পর্দাপ্রথার নামে অবরোধ প্রথা চালু ছিলো। সিরাজী সভাসমিতিতে এ অবরোধ প্রথার সরাসরি বিরোধিতা করতেন। তিনি কুরআন হাদীস ও ইসলামের ইতিহাসের সাহায্যে প্রমাণ করতেন যে, পর্দা ইসলামের একটি অপরিহার্য অঙ্গ, কিন্তু বর্তমানে আমাদের সমাজে যে পর্দা ব্যবস্থা চালু আছে তা ইসলামের পর্দা নয়, বরং তা ইসলাম বিরোধী অবরোধ প্রথা। ইসলামের পর্দার মধ্যে থেকেও মহানবী (স.)-এর আমলে মহিলারা নামাযের জামাতেই যে শরীক হতেন তা নয়, বরং মুসলিম পুর ষ বীরদের সঙ্গে সমরক্ষেত্রে মহিলা বীরাঙ্গনাদেরকেও দেখা গেছে। শিক্ষাক্ষেত্রেও মহিলারা সমভাবে অংশগ্রহণ করতেন। মহিলাদের কাছে পুর ষ সাহাবাগণও শিক্ষা লাভ করতেন।

আল-কুরআনে মহিলাদের পর্দা মেনে চলার যে নির্দেশ রয়েছে তা কখনোই অবরোধ প্রথা নয়। এক শ্রেণীর মুসলিম বাদশাহ যখন ইসলাম বিরোধী আরাম আয়েশ ও কামনায় আসক্ত ও লিপ্ত হয়ে পড়ে এবং তাদের হেরেমে অসংখ্য দাসী-বাদী ভোগ-বিলাসের জন্য আমদানী করে, তখন তারা নিজেদের অসৎ কামনা ও বাসনার পরিপ্রেক্ষিতে হেরেম পাহারা দেয়ার জন্য খোজা ভৃত্যের আমদানী করে। হেরেমকে পরিণত করে অন্ধকূপে। বাদশাহী গিয়াছে কিন্তু মুসলিম মহিলাদের উপর থেকে হেরেমের অবরোধ ঘোচেনি।

wewe Zvjv‡Ki d‡Zvqv

সে সময়ে একশ্রেণীর তথাকথিত মোলণ্ডা সর্বক্ষেত্রেই বিবি তালাকের ফতোয়া আবিস্কার করতেন। 'গান শুনলে বিবি তালাক হয়ে যায়', ঢোলের বাজনা শুনলে বিবি তালাক হয়ে যায়: অর্থাৎ কথায় কথায় বিবি তালাক। সিরাজী সারা জীবন ফতোয়াবাজীর ঘোর বিরোধিতা করেছেন। বৈঠকী আলাপকালে তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে বলেন– 'আমিতো গান শুনি, বাজনা শুনি, তাহলে তো আমার স্ত্রীও তালাক হয়ে গেছে: দাও তো আমার স্ত্রীকে অন্য জায়গায় নিকাহ! কথায় কথায় তালাক! তালাক ছাড়া যেন ইসলামে আর কিছুই নেই; ফতোয়াবাজ মোলণ্ডারা যে, মুসলিম সমাজের কত বড় সর্বনাশের পথ প্রশস্ত করে তুলছে, তা সিরাজী মর্মে মর্মে অনুভব করেন।"[৪০] তাইতো তিনি ফতোয়ার কথা শুনলেই ক্ষেপে উঠতেন। বিদ্রোহী কবি কাজী নজর ল ইসলাম কত দুঃখেই না লিখেন–

"বিশ্ব যখন এগিয়ে চলেছে,
আমরা তখনো বসে
বিবি তালাকের ফতোয়া খুঁজেছি
ফেকাহ ও হাদীস চষে।"[৪১]

[40] cv¸³, c. 59|
[41] KvRx bRi“j Bmjvg, wRwÄi Kve¨MÖš', KwеZv: ÔLv‡j 'Ô|

†Kqvg‡Zi e¨vL¨v

সিরাজী বলেন, কেয়ামত শব্দের অর্থ 'বদল' বা 'পরিবর্তন'। কেননা, কোন জিনিসেরই লয় নেই, বদল বা রূপান্তরিত হয় মাত্র। যেমন– একটি ফুল ফোটে, ঝরে পড়ে, শুকিয়ে যায়, পঁচে যায়, তারপর মাটি হয়ে যায়। ফুলটি লয় হলো না, রূপান্তরিত হলো মাত্র। একটি মানুষ মরে যায়, তার রূহ আলমে বরযখে চলে যায়, দেহ রূপান্তরিত হয়ে মাটি বা অন্যকিছুতে পরিণত হয়, অর্থাৎ কিছুই লয়, বা বিলীন হয় না।

†mŠ›`h©PP©v I m½xZÁ

দুনিয়ার সকল সৌন্দর্য উপভোগ করার জন্য ইসলামের নির্দেশ রয়েছে। বলাবাহুল্য, ব্যক্তিজীবনে সৌন্দর্যবোধ ও রুচিবোধের শৈল্পিক বিকাশ ইসলামের মৌলিক নীতি-নিয়ম কর্তৃক স্পষ্ট ও বলিষ্ঠভাবে সমর্থিত।

সিরাজী ধর্মীয় আবেদনমূলক সঙ্গীত প্রচলনের জন্য আজীবন চেষ্টা করে গেছেন। তিনি শুধু সঙ্গীত প্রচলনের কথা মুখেই বলেননি, নিজেও বহু সঙ্গীত লিখেছেন। তার অনেকগুলো সঙ্গীতের বইও প্রকাশিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, নিজ কন্যা সৈয়দা ফেরদৌস মহল সিরাজীকেও তিনি সঙ্গীত বিদ্যা শিক্ষা দিয়েছেন এবং সিরাজগঞ্জে কোন কোন বড় সভায় তাকে দিয়ে উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করাতেন। অসংখ্য সামাজিক প্রতিকূলতা ডিঙ্গিয়ে তিনি কন্যাকে লেখাপড়া শেখার জন্য ঢাকা পাঠিয়েছেন। কোন কোন সভাতে তিনি স্বরচিত সঙ্গীত গেয়ে তার বক্তব্যের অনুকূলে শ্রোতাদের উত্তেজিত করে তুলতেন।

এসব কারণে সিরাজী তথাকথিত বহু আলেমের চক্ষুশূল হয়ে পড়েন। কিন্তু তিনি যা ন্যায় ও সত্য বলে মনে করতেন, অকুতোভয়ে তা করে যেতেন। কারো পরোয়া করতেন না। সিরাজী বিভিন্ন সঙ্গীতানুষ্ঠান ও যাত্রাভিনয়ে তার ইসলামী পোশাকে সজ্জিত হয়ে যোগদান করতেন। শ্রোতামন্ডলীর প্রথম সারিতেই শির উঁচু করে বসতেন অনেক সময় মঞ্চের কোণেও তাকে চেয়ার দেয়া হতো। তিনি সেখানে বসেই সঙ্গীতানুষ্ঠান বা যাত্রাভিনয় উপভোগ করতেন। তথাকথিত আলেম সমাজ কে কী বললেন, তার পরোয়া তিনি করতেন না। তবে ঐতিহাসিক নাটক ও যাত্রাভিনয়ে ইতিহাসের কোনরূপ বিকৃতি বা মুসলমানদের জাতীয় গৌরব হানিকর কোন কিছু থাকলে, সিরাজী সাথে সাথে তার প্রতিবাদ করতেন। শুধু তাই নয়, সেই মুহূর্তেই অভিনয় বন্ধ করে দিতেন। কোন রকম অনুরোধ–উপরোধই তিনি মানতেন না।

সিরাজী বিশ্বজনীন ইসলামী নীতিবাদে যেমন বিশ্বাসী ছিলেন, তেমনি তিনি বাঙালি জাতীয়তাবাদেও বিশ্বাসী ছিলেন। বাংলাদেশে যুগ যুগ ধরে প্রচলিত সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের মধ্যে যেগুলো ইসলামের মৌলিক নীতির পরিপন্থী নয়, সে ধরনের আনন্দ-উৎসবে যোগদান তিনি অন্যায় মনে করতেন না।

mßg cwi‡”Q‘: BwšÍKvj I ‘vdb Kvdb

BwšÍKvj

হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সকলের শ্রদ্ধা ভক্তি আকর্ষণ করে ৫১ বৎসরকাল সেবা কার্য্যে নিয়োজিত থেকে দেশবাসীকে শোক সাগরে ভাসিয়ে ভারতবন্ধু, বাঙালীর মুকুটমনি, ত্যাগ ও ধৈর্য্যের পূর্ণ প্রদীপ, ইসলামের সূর্য সন্তান আদর্শ চরিত্র মহাপুর“ষ মাওলানা ইসমাঈল হোসেন সিরাজী পাঁচ পুত্র, তিন কন্যা, মাতা, স্ত্রী, ভ্রাতা, ভগ্নি বহু আত্মীয়-স্বজন অসংখ্য বন্ধু-বান্ধব রেখে ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের ১৭ জুলাই ১৩৩৮ বঙ্গাব্দের ৩০ শে আষাঢ় বৃহস্পতিবার রাত ২ ঘটিকায় দূরারোগ্য পৃষ্ঠব্রন রোগে সিরাজগঞ্জের বাণীকুঞ্জে ইন্তেকাল করেন। ইন্নালিলণ্ডাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন।

Rvbvhv

বিখ্যাত আলেম কাজী মৌলভী মতিয়র রহমান তার জানাযা নামায পড়ান। জানাযার নামায এক স্মরণীয় ব্যাপার। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে অসংখ্য লোক উপস্থিত হয়েছিল। সুদূর পলণ্টী হতেও দলে দলে লোক যোগদান করেছিল।

†kvK Zi½

মৃত্যু সংবাদ ফ্রি প্রেস মারফত সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়া মাত্র, আবক্ষ আসাম পর্যন্ত যে শোক তরঙ্গ উত্থিত হয়েছিল তা প্রকাশ করার ভাষা নেই। মরহুমের পুত্র সৈয়দ আছাদ উদ্দৌলা সিরাজীর নিকট দেড়মাস যাবত অসংখ্য টেলিগ্রাম, চিঠিপত্র, সান্ত্বনাবানী, সাংবাদিকগণের সম্পাদকীয় নিবন্ধ, বহু লেখক ও কবির শোকগাঁথা, শোক সভার রেজুলেশন আসিয়াছিল। সে সমস্ত অনন্তঃ সহস্র পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ করলে তবে শেষ হতে পারে। সিরাজগঞ্জ কলিকাতায় একাধিকবার শোকসভা হয়েছিল। সাহিত্য সমিতির পক্ষ হতে যে শোক সভা আহুত হয়েছিল, তাহতে রায় জমেধর সেনবাহাদুর বলেন– “মৌলনা সিরাজী একজন খাঁটি মানুষ ছিলেন। তার জীবনব্যাপী রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা, তার বাগ্মীতা এবং সাহিত্য প্রতিভা এগুলোর জন্য তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন।”[৪২]

[42] Ave‘j Kvw‘i m¤úvw‘Z, wkivRx iPbvejx, XvKv, evsjv GKv‡Wgx, †cŠl- 1374, wW‡m¤i, 1967, c. 419|

বি.পি.সি.সি ও ছাত্র সমিতির পক্ষ হতে আহুত শোকসভার সভাপতি আচার্য্য স্যার পি.সি রায় বলেন– "That the late Moulana Shiraji was would versed in Arabic, persian, urdoo, bengali and sanskriti. He thoroughtly read also the vedanta philosophy. He was the author of several books which were well known for their literary excellence. He had to undergo two years imprisonment for the book 'anal probaha' on a charge of sedition. He thread himself heart and soul into the non-cooperation of 121. He was a genuine Bengalee who made no distinction between Hindus and Mohamedans.

Now a days most of young educated Mohammedans where of nationalist out look. Among the pioneers whose examples where responsible for mentality of young Mohammadans was the late Moulana Shirajee saheb."[43]

কর্মের দ্বারা জাতির হৃদয়ে প্রভাব করতে পেরেছিলেন বলেই বাঙালী জাতি শোকে মুহ্যমান হয়েছিল। তিনি বাংলা, ইংরেজি, সংস্কৃত, আরবী, ফার্সী, তুর্কি, হিন্দী, উর্দু ও কিছু কিছু আসামী ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন। বাংলা ভাষায় তিনি অদ্বিতীয় লেখক ছিলেন। একজন মনীষী বলেন– 'বাংলা ভাষায় সিরাজী, উর্দুতে মওলানা আজাদ ও ইংরেজীতে মওলানা মোহাম্মদ আলী শ্রেষ্ঠ লেখক।'[৪৪]

---

[43] cÖ¸³, c. 419|
[44] cÖ¸³, c. 419|

Dhaka University Institutional Repository

wØZxq Aa¨vq

BmgvCj †nv‡mb wmivRxi mvwnZ¨Kg

Dhaka University Institutional Repository

c_g cwi‡”Q‘: Kve¨ mwnZ¨

উনিশ শতকের শেষার্ধ মুসলমানদের জাতীয় জীবনের এক চরম সন্ধিক্ষণ। এ সময়েই ইসলাম ধর্মের প্রতি বাঙালী সাহিত্যিকদের একটা সজাগ মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। ১৮৭০ থেকে ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ইসলাম ধর্মীয় বিভিন্ন প্রকার গ্রন্থের অনুবাদ এবং প্রচার ঘটে। তখন একটা আশ্চর্য স্পৃহা জেগেছিল মুসলমান সমাজের মধ্যে ইসলামকে জানার এবং ইসলামের আদর্শকে অবলম্বন করার। এ সময়কার প্রভাবশালী গ্রন্থ মীর আমীর আলীর ‘Spirit of Islam’ গ্রন্থটি ইংরেজিতে রচিত হলেও শিক্ষিত বাঙালী মুসলমানদের উপর এ গ্রন্থের প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী। এরপর আমরা এই একই ধর্মীয় ধারায় এবং সমৃদ্ধমান ইসলামী ঐতিহ্যের ক্ষেত্রে ইসমাঈল হোসেন সিরাজী, মোজাম্মেল হক, মাওলানা মনির¯জ্জামান ইসলামাবাদী, শেখ আবদুর রহীম, প¯িত রিয়াজউদ্দিন মাশহাদী এসব সাহিত্য সাধকের পরিচয় পাই। এদের সাহিত্য সাধনার পশ্চাতে ধর্মের আবেগ ছিল এবং অনিবার্যভাবে ইসলামের ইতিহাস সক্রিয় ছিল। এদের সকলের মধ্যে সৈয়দ আবু মোহাম্মদ ইসমাঈল হোসেন সিরাজীর নামই বিশেষভাবে উলেণ্টখযোগ্য। তিনিই সর্বপ্রথম স্পষ্ট ভাষায় মুসলমানদের জাতীয় জীবন এবং সাহিত্যাদর্শ সম্পর্কে আপন মন্তব্য প্রকাশ করেন।

BmgvCj †nv‡mb wmivRxi Kve¨MŠ I KweZvmgn

1. Abj cevn : ১ম সংস্করণ যশোর, মূহম্মদ মেহের¯লণ্টাহ, পৌষ ১৩০৬, ২য় সংস্করণ- কলিকাতা শ্রীভূতনাথ পালিত, বৈশাখ ১৩১৫, ফেব্র¯য়ারী ১৯০৮। বাজেয়াপ্ত ১৩১৭ থেকে ১৩৫৮ পর্যন্ত, ৩য় সংস্করণ সিরাজগঞ্জ, পাবনা, সৈয়দ আসাদ-উদদ্দৌলা সিরাজী, বৈশাখ ১৩৬০।
2. D”Qvm : ১ম সংস্করণ কলিকাতা, শ্রীভূতনাথ পালিত ১৩১৪ বাং (১৯০৭ইং)
3. beDÏxcbv : ১ম সংস্করণ কলিকাতা, শ্রীভূতনাথ পালিত ১৩১৪ বাং (১৯০৭ইং)
4. †¯úb weRqKve¨ : ১ম সংস্করণ কলিকাতা, ১ম সংস্করণ কলিকাতা, গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত, সেপ্টেম্বর ১৯১৪ইং ২য় সংস্করণ- কলিকাতা, মখদুমী লাইব্রেরী।

5. gnwk¶v Kve¨ 1g LÊ : ১ম সংস্করণ জুন ১৯৬৯, আষাঢ় ১৩৭৬, প্রকাশক- আবদুল কাদির, কেন্দ্রিয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা, ১০ গ্রীন রোড (গ্রীন স্কয়ার), ঢাকা-২
6. gnwk¶v Kve¨ 2q LÊ : ১ম সংস্করণ ১৯৭১, কেন্দ্রিয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা
7. D‡Øvab (AcKvwkZ) :
8. mavÄwj (AcKvwkZ) :
9. †MŠie Kvwnbx (AcKvwkZ) :
10. KmgvÄwj (AcKvwkZ) :
11. Av‡e nvqvr (AcKvwkZ) :
12. Kve¨ Km‡gv‘¨vb (AcKvwkZ) :
13. c®úvÄwj (AcKvwkZ) :

Abj cevn

তিনি যখন বনোয়ারী লাল হাই স্কুলে ৯ম শ্রেণীর ছাত্র সে সময় যশোর ঘতিয়ানতলার স্বনামধন্য বক্তা মুনশী মোহাম্মদ মেহের‌্ল্লাহ সিরাজগঞ্জের বড়ইতলী মাঠে এক জনসভায় বক্তৃতা করেন। সে সভায় তর‌্ণ সিরাজী পাঠ করেন 'অনল প্রবাহ' নামে একটি উদ্দীপনাময়ী কবিতা। কবিতাটি শুনে মুনশী মেহের‌্ল্লাহ এতই মুগ্ধ হন যে, তিনি নিজ ব্যয়ে ১৩০৬ বঙ্গাব্দে তা পুস্তিকাকারে প্রকাশ করেন। ১৩০৭ বঙ্গাব্দে ১৯০০ সালে ১. অনলপ্রবাহ ২. তূর্যধ্বনি ৩. মূর্চ্ছনা ৪. বীরপূজা ৫. অভিভাষণ: ছাত্রদের প্রতি ৬. মরক্কো সঙ্কটে ৭. আমীর আগমনে ৮. দীপন ও ৯. আমীর অভ্যর্থনা– এই ৯ টি কবিতা নিয়ে 'অনল প্রবাহ' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।[৪৫]

45 †nv‡mb gvng‘ m¤úvw‘Z, ˆmq‘ BmgvCj †nv‡mb wmivRx, XvKv, Bmjvwg K dvD‡Ûkb evsjv‡‘k, c_g cKvk- Rb, 1996, wØZxq cKvk- Rb, 2003, c. 313; ˆmq‘ BmgvCj †nv‡mb wmivRx, BmgvCj †nv‡mb wmivRx iPbvejx, ¯‡‘k cKvk, 38/2K evsjvevRvi, XvKv, 2006, c. 20|

'অনলপ্রবাহে' কবি মুসলমানদের বর্তমান দূরাবস্থার কথা চিন্তা করেছেন এবং ক্ষমতাধিকারী ইংরেজদের বির"দ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। 'অনলপ্রবাহে' হেমচন্দের 'ভারত ভিক্ষা', 'ভারত বিলাপ' ইত্যাদি কবিতার ছাপ আছে। 'অনলপ্রবাহ' বক্তব্য প্রধান, আবেগবহুল কাব্য, তাই শব্দ ব্যবহারে শিল্পগত অচেতনতা অত্যন্ত বেশি পরিস্ফুট।

কাব্য ও উপন্যাস রচনায় শিরাজী স্বজাতির ও ঐতিহাসিক ধারার ঐতিহ্যবাহী। শিরাজীর 'অনলপ্রবাহ' এই ভাবধারার ধ্বনি ও প্রতিধ্বনিতে অনুরণিত। সিরাজীর কাব্যের অন্যতম প্রধান সুর কল্যাণ জিজ্ঞাসা। জাতীয় শৌর্য্য-বীর্য, আজাদী, শক্তি ও যৌবন ধর্মের গান তিনি এ কারণেই গেয়ে গেছেন। এজন্য তিনি তার কাব্য ও ভাবাবেগ, সে ভাষাকেই বেছে নিয়েছিল। বলিষ্ঠতা, ঋজুতা ও তেজস্বিতা তার ভাষার বৈশিষ্ট্য। 'অনলপ্রবাহ' তার রচনায় এসব বৈশিষ্ট্যই পরিচয় বহন করে। এক হিসেবে সিরাজীর 'অনলপ্রবাহ'-কে তার সকল কাব্য ও উপন্যাস এবং অন্যান্য রচনার চাবিকাঠি বলা যায়। এ কথাটি সম্প্রসারিত করে সারা জীবনটিই ক্ষুদ্রাকারে তার 'অনলপ্রবাহে' বিম্বিত হয়ে আছে। একটি ফুলের পাশে, সারাটি বসন্ত ভাসে কথাটি যেমন সত্য, তেমনি 'অনলপ্রবাহ' শিরাজী চরিত্রকে আমাদের নিকট বিশ্বস্তভাবে তুলে ধরতে পারে।

'অনলপ্রবাহ' অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণেই বিদেশী ও বিজাতীয় শাসক গোষ্ঠীর ক্রোধকে উদ্দীপ্ত করেছিল। এজন্য ইসমাঈল হোসেন সিরাজী কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন এবং 'অনলপ্রবাহ' বাজেয়াপ্ত হয়েছিল। বাংলা সাহিত্যে আজাদীর বাণী প্রচার করে সিরাজীই সর্ব প্রথম জেলে গিয়েছিলেন।

সিরাজী দেশের নব্য যুবকগণকে লক্ষ্য করে বলেন–

'আবার উত্থান লক্ষ্যে
বহাও জগৎ বক্ষে
নব জীবনের খর প্রবাহ পণ্ডাবন।
আবার জাতীয় কেতু
উড়াও মুক্তির হেতু,
উঠুক গগনে পুনঃ রক্তিম তপন'[৪৬]

[46] ^mq' BmgvBj †nv‡mb wkivRx, BmgvCj †nv‡mb wmivRx iPbvejx, ¯‡'k cKvk, c. 20 I Ave'j Kw'i m¤úw'Z wkivRx iPbvejx, XvKv, evsjv GKv‡Wgx, †cŠl- 1374, W‡m¤i, 1967, c. 303|

'অনলপ্রবাহ' কাব্যের এই অগ্নিবাণী ভাবের তীব্রতা ও ভাষার ওজস্বিতাগুণে সমাজের সর্বত্র এক অভূতপূর্ব আলোড়নের সৃষ্টি করে। মুসলমানদের অলস ও নির্লিপ্ত জীবন কবিকে পীড়িত করেছে এবং ইসলামের পুনর"জ্জীবনকামী সংস্কারকের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তাকে লিখতে বাধ্য করেছে। তিনি লিখেছেন–

'ইসলামের গৌরবের বিজয় কেতন
হে মোর আশার দীপ নব্য যুবকগণ!
মোসলেমের অভ্যুত্থানে
ইসলামের জয়গানে
আবার লভুক বিশ্ব নতুন জীবন।
জাগাতে অতীত স্মৃতি
জাগাতে জাতীয় প্রীতি
অনলপ্রবাহ খানি করিয়া রচন
বড় আশে বড় সাধে
কিন্তু তোমাদের ইঙ্গিত
হউক অনলময় অলস জীবন
আবার উত্থান লক্ষ্যে
বহাও জীবন বক্ষে
নব জীবনের খর প্রবাহ পণ্ডাবন।
আবার জাতীয় কেতু
উড়াতে মুক্তির হেতু
উঠুক গগনে পুনঃ রক্তিম তপন।[৪৭]

১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে পরিবর্ধিত ও পরিবর্তিত আকারে 'অনলপ্রবাহে'র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের ফেব্র"য়ারী মাসে সরকার গ্রন্থটি বাজেয়াপ্ত করে।

ঐতিহাসিক ইসলামের বিশ্বরূপ সিরাজীকে মুগ্ধ করেছিল। তার গৌরবময় উত্থান ও শোচনীয় পতনে তিনি আশাবাদী ও আশাহত হয়েছিলেন। তার হাসি কান্নাকে তিনি ভাষা দিয়েছিলেন কাব্যে। 'অনলপ্রবাহে' তারই জোরালো প্রকাশ রয়েছে।

---

[47] W. Ave' j Kvw' i m¤úvw' Z wkivRx iPbvejx, XvKv, evsjv GKv‡Wwg, †cŠl- 1374, ww‡m¤i, 1967, c. 348|

D”Qvm

ইসমাঈল হোসেন সিরাজীর ‘উচ্ছাস’ কাব্যগ্রন্থ ৮ সর্গে সমাপ্ত। এ কাব্যটি ১৩১৪ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। এটি ‘মুসাদ্দীসে হালী’র ধরনে রচিত জাতীয় কাব্য। তিনি জাতিকে তার অতীত ইতিহাস ও ঐতিহ্যের মহিমার মধ্যে জাগরিত হতে আহ্বান করেন। তিনি উপদেশ দেন জ্ঞানকে করতে শেষ্ঠ পাথেয়। তিনি বলেন–

জ্ঞানই শক্তি, জ্ঞানই ধরম,
জ্ঞানই বিশ্বাস, জ্ঞানই মরম,
জ্ঞানভক্তি মুক্তি, জ্ঞানই করম,
এই মহামন্ত্র কারহসার। (অষ্টম সর্গ)[৪৮]

†¯úb weRqKve¨

১৯১৩ খ্রিস্টাব্দের ১৫ই জুলাই তিনি ভূমধ্যসাগরের পথে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। দেশে ফিরে তিনি পূর্নোদ্যমে সমাজের ও সাহিত্যের সেবায় সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে তার স্পেন-বিজয়কাব্য প্রকাশিত হয়। এ কাব্যের মোট পৃষ্ঠা ১৪৬। তার কাব্যের ভাষা শুধু বলিষ্ঠ নয়, স্থানে স্থানে তেজোব্যঞ্জকও বটে। তিনি স্পেন বিজয়কাব্যের বন্দনায় লিখেছেন–

‘গাবো সে অতীত কথা, গৌরব কাহিনী,
নাচাইতে মোসলেমের নিস্পন্দ ধমনী।
গাবো সে দুর্মদ বীর্য দীপ্ত উন্মাদনা,
কৃপা করি, অগ্নিময়ী করো এ রসনা।[৪৯]

এই ‘স্পেন বিজয়’ কাব্যখানি মধুসূদনের ‘মেঘনাদবধ’ কাব্যের অনুসরণে রচিত। স্পেন রাজা রডরিকের অন্তপুরে ধর্ষিতা ফ্লোরিন্ডার বন্দিনী দশা, সমুদ্র পার হয়ে তারেকের স্পেন অভিযান, জুলিয়াসের মূল দলে যোগদান, যুদ্ধে যুবরাজ মহীলকের পতন, রাজসভায় সম্রাজ্ঞী ঈথিকার ভৎর্সনা, পুত্র শোকে রডরিকের বিলাপ, সুন্দরী সোভিয়ার খেদোক্তি, মহিলকের সমাধি, পুত্রশোকোন্মক্ত রডরিকের রণযাত্রা এ সমস্ত ঘটনা যথাক্রমে অপহৃতা সীতার লঙ্কায় অবস্থান, সমুদ্র পার হয়ে শ্রীরামের সিংহল আক্রমণ, বিভীষনের কপি দলে যোগদান, যুদ্ধে বীরবাহীর পতন, মন্দোদরীর গঞ্জনা, পুতশোকে রাবণের বিলাপ, প্রমীলার খেদ, মেঘনাদের চিতারোহণ, পুত্র শোকাতুর রাবণের যুদ্ধযাত্রা প্রভৃতি প্রসঙ্গে স্মরণ করিয়ে দেয়।

---

[48] ^mq‘ BmgvCj †nv‡mb wmivRx, BmgvCj †nv‡mb wmivRx iPbvejx, XvKv, ¯‡‘k cKvk, 38/2, evsjv evRvi, wW‡m¤i, 2006, c. 22; Ave‘j Kvw‘i m¤úvw‘Z, wkivRx iPbvejx, XvKv, evsjv GKv‡Wgx, †cŠl-1374, wW‡m¤i, 1967, c. 305|
[49] cv¸³, c. 26, c- 308|

gnwk¶v Kve¨

ইসমাঈল হোসেন সিরাজী গীতিকাব্য, উপন্যাস, প্রবন্ধ, ভ্রমণবৃত্তান্ত প্রভৃতি নানা শ্রেণীর গ্রন্থ রচনা করেছেন। সাহিত্য রচনা ছাড়াও তিনি রাজনীতি, সমাজসংস্কার, ধর্মপ্রচার, শিক্ষা আন্দোলন– এমনি ধরনের বিবিধ কর্মে আত্মনিয়োগ করেছেন। দেশের স্বাধীনতার জন্য, স্বজাতির কল্যাণ ও উন্নতি বিধানের জন্য বহু কষ্ট, পরিশ্রম ও ত্যাগ স্বীকার করেছেন। কিন্তু মহাকাব্য রচনাকেই তিনি তার সাহিত্যিক জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সাধনা বলে মান করেছেন। তার মতে 'সঙ্গীত, গাথা ও কবিতা বসন্তের ফুলের ন্যায়, উহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না।'[৫০]

কালজয়ী সৃষ্টি হচ্ছে মহাকাব্য। কারণ, 'মহাকাব্য হিমোচলের মত জিনিস, যতদিন মানব সমাজ থাকিবে, ততোদিন উহাও থাকিবে'।[৫১] আর এ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই তিনি তার সুবৃহৎ কাব্য 'মহাশিক্ষা' রচনা করেছেন। বিশালত্বের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিয়ে তিনি কাব্য রচনা করেন। তার জীবিতকালে 'মহাশিক্ষা' কাব্য গ্রন্থকারে প্রকাশিত হয়নি। অর্থাভাবের কারণে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না হলেও 'মহাশিক্ষা কাব্য' পত্রিকায় আংশিকভাবে ছাপানো হয়েছিল। মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ সম্পাদিত 'ইসলাম প্রচারক' পত্রিকায় ৬ষ্ঠ পর্ব বর্ষ ১ম ও ২য় সংখ্যায় (মে-জুন ১৯০৪ খ্রি.) কাব্যের বন্দনা ও প্রথম সর্গের সম্পূর্ণ অংশ ছাপা হয়। সর্গটিকে কবি মন্ত্রণা নাম প্রথম সর্গ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

"মহাশিক্ষা কাব্য দু'খন্ডে বিভক্ত। প্রথম খন্ডের নামকরণ করা হয়েছে 'শহিদ খন্ড'। খন্ডে মোট 'ত্রয়োবিংশ সর্গ'। দ্বিতীয় খন্ডের নামকরণ করা হয়েছে 'এজিদ বধ খন্ড', এতে মোট সর্গ সংখ্যা তের। কাব্যের শেষে কবি বলেছেন যে, 'চন্দন নগরে রাজদ্রোহ মোকদ্দমার পরামর্শ হেতু আত্মগোপনাবস্থায়', ২১শে আষাঢ়, বুধবার, ১৩১৭ সালে তিনি কাব্য রচনা সমাপ্ত করেন।"[৫২] কাব্যের শেষ চারটি চরণে তিনি বলেনঃ

'অভাগা বঙ্গের কবি শোকার্ত সিরাজী
অনাহারে অনিদ্রায় সহি নানা ক্লেশ
সুদীর্ঘ দ্বাদশ বর্ষে, বিধি কৃপা বশে
এইখানে মহাশিক্ষা করিলেক শেষ।'[৫৩]

---

[50] †nv‡mb gvng' m¤úvw'Z, ^mq' BmgvCj †nv‡mb wmivRx, XvKv, Bmjvg dvD‡Ûkb evsjv‡'k, c_g cKvk- Rb 1996, wØZxq cKvk- Rb 2003, c. 357|

[51] cv¸³, c. 357|

[52] cv¸³, c. 358|

[53] cv¸³, c. 358|

কবির বক্তব্য অনুসারে, 'মহাশিক্ষা কাব্য' রচনা শুর" হয় ১৩০৫ সাল অর্থাৎ ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে এবং শেষ হয় ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে। কাব্য রচনা সম্পূর্ণ শেষ হবার আগেই তিনি প্রথম সর্গ 'ইসলাম প্রচারক' পত্রিকায় প্রকাশ করেন।

D‡Øvab

ইসমাঈল হোসেন সিরাজী জাতির উত্থান পতন সম্বন্ধে তাহার উদ্বোধন এবং উচ্ছ্বাস 'মোহাদ্দেসে হালী' অপেক্ষাও উচ্চাঙ্গের এমনকি এককালের জাতীয় ভাবের কবিতার চাইতেও উৎকৃষ্ট বলে মাওলানা এছলামাবাদী 'মাওলানা মোহাম্মদ মুছা, মাওলানা ওজিহউলণ্ঢাহ মরহুম, মাওলানা বেলায়েত হোসেন ফিরোজী, মওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ প্রমুখ উর্দু ও বাংলা ভাষাবিজ্ঞ বিশিষ্ট আলেমগণ অভিমত প্রকাশ করেছেন। সিরাজীর উদ্বোধন কাব্যটি ১. বোধনগীতি, ২. এই কি সেই দেশ ৩. কল্য ও অদ্য ৪. অতীত কাহিনী ৫. বিলাপ ৬. স্বাধীনতা বন্দনা ৭. চাঁদ সুলতানা ৮. মিসরের অভ্যুত্থান ৯. উন্মেষণা ১০. স্পেনের প্রতি ১১. বজ্রধ্বনি ও ১২. আরব এই ১২টি কবিতা নিয়ে তার 'উদ্বোধন' কাব্য ১৩১৪ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। তিনি বোধনগীতিতে বলেন–

'জাতীয় উন্নতি হেতু সহিবারে দুঃখ-তাপ
বিমুখ যে, পশু সেই, তারে শত অভিশাপ'।[৫৪]

be DÏxcbv

ইসমাঈল হোসেন সিরাজীর 'নব উদ্দীপনা' কাব্যটি ১৩১৪ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রকাশিত হয়। তিনি এ কাব্যে ১. হিন্দুর প্রতি, ২. মুসলমানের প্রতি, ৩. দুর্ভিক্ষের ভিক্ষা ৪. আহ্বান ৫. বন্দনা প্রভৃতি কবিতা স্থান দেন। এই কাব্যের প্রধান কথা দেশাত্মবোধ ও মানবিকতা। জনগণের জাগরণ ভিন্ন যে দেশের মুক্তি সম্ভব নয়, এই মূল্যবান কথাটি তিনি এখানে ব্যক্ত করেন। কবি বলেন–

'কিছুতেই হবে না সাধন,
যতই কেন বলনা ভাই বন্দে মাতরম!
কামার কুমার চাষী তাঁতী
যতদিন না ওঠে মাতি;
যতদিন না করে তারা নেত্র উন্মীলন!
ও ভাই! যতদিন না উঠে জ্বলে
মাকু হাতুড়ি লাঙ্গলের ফালে
ভ্রাতৃপ্রেম আর দেশভক্তির অনল ভীষণ'।[৫৫]

---

[54] ^mq' BmgvCj †nv‡mb wmivRx, ¯‡'k cKvk, c. 22; Ave'j Kvw'i m¤úvw'Z, XvKv, wkivRx iPbvejx, c. 305|

wØZxq cwi‡”Q` : Dcb¨vmmgn

ইসমাঈল হোসেন সিরাজী বাংলা সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করেন কবি হিসেবে। তবে তিনি শুধু কবিই ছিলেন না, তিনি ছিলেন উপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক, পর্যটক, সাংবাদিক, সাধক ও বাগ্মী। তার প্রথম এবং সম্ভবত উলেণ্ডখযোগ্য কাব্য 'অনলপ্রবাহ' প্রকাশিত হয় ১৯০০ খ্রিস্টাব্দের প্রারম্ভে। পতিত ভারতবর্ষীয় মুসলমানদের পুনর্জাগরণ কামনা এ কাব্যের প্রধান বক্তব্য। কিন্তু মুসলিম প্রীতি তাকে সাম্প্রদায়িক করেনি। তিনি এ পর্যায়ে হিন্দু মুসলমানের মিলিত কংগ্রেসী রাজনীতিতে আস্থাভাজন ছিলেন।[৫৬] এমনকি যে স্বল্পসংখ্যক মুসলিম নেতা বঙ্গভঙ্গ হেতু স্বদেশী আন্দোলনে আন্তরিকভাবে যোগদান করেন, তিনি ছিলেন তাদের অন্যতম।[৫৭]

মুসলিম বাঙলার শিক্ষিত সমাজে ইসমাঈল হোসেন সিরাজী উপন্যাসিক হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। তবে সিরাজী সৃষ্ট সাহিত্যের উপজীব্য ছিল শুধুমাত্র ঐতিহাসিক উপন্যাস। বাংলা সাহিত্যে প্রথম স্বার্থক ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং তার বয়ঃকনিষ্ঠ সাহিত্যিক রমেশচন্দ্র দত্ত ইংরেজ ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখক স্যার ওয়ালটার স্কটের অনুকরণে বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার সূত্রপাত করেন। নানা কারণে ঐতিহাসিক উপন্যাসের বির ের্দ্ধে সত্যনিষ্ঠ ইতিহাসবেত্তারা গুর ের্ত্বপূর্ণ অভিযোগ উত্থাপন করেন। রবীন্দ্রনাথ তার 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' শীর্ষক প্রবন্ধে নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করেন। তিনি তার স্বাভাবিক অনবদ্য ভাষা ও ভঙ্গিতে বলেছেন– 'মানব সমাজের আদিকালে প্রকৃত আর অপ্রকৃত ঘটনাবলী পাশাপাশি হাত ধরাধরি করে চলতো। কিন্তু ইদানীং ঐতিহাসিক সত্য আর কল্পলোকের সত্যের মাঝখানে একটা সীমারেখা টানবার চেষ্টা চলছে। ইতিহাস এখন আর কাব্য সত্যকে স্বীকৃতি দিতে চায় না। ইতিহাসের সীমা লঙ্ঘন করবার অপরাধে সম্প্রতি ঐতিহাসিক উপন্যাসের বির ের্দ্ধে অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে, অভিযুক্ত হয়েছেন ইংল্যান্ডের অমর লেখক স্যার ওয়াল্টার স্কট, বিষোদগার করা হয়েছে হিন্দু বাঙলার কবি ও সাহিত্যিক নবীনচন্দ্র আর বঙ্কিমচন্দ্রের বির ের্দ্ধে।'[৫৮]

স্বদেশ প্রেমিক ও হিন্দু মুসলিম মিলনে বিশ্বাসী সিরাজী আশা করেছিলেন বাঙালী লেখকেরা তাদের মুসলিম কুৎসাপূর্ণ জঘন্য উপন্যাসগুলোর পরিবর্তন করে সুমতির পরিচয় দিবেন এবং ভবিষ্যতে

---

[55] cv¸³, c. 23; c, 305|

[56] †nv‡mb gvng` m¤úvw`Z, ˆmq` BmgvCj †nv‡mb wmivRx, XvKv, Bmjvwg K dvD‡Ûkb evsjv‡`k, c_g cKvk- Rb 1996, wØZxq cKvk- Rb, 2003, c. 381|

[57] cv¸³, c. 381|

[58] Lv‡j` gvm‡K imj, AwMci"l wmivRx, XvKv, Bmjvwg K dvD‡Ûkb evsjv‡`k, c- Rb, 1983, kvevb, 1403, †R¨ô, 1390, c. 62|

মুসলমানদের বীর্যপুষ্ট গৌরব বিমন্ডিত আদর্শ চরিত্র অংকনের চেষ্টা করবেন। নতুবা তাদের চৈতন্যদয়ের জন্য আবার তিনি ইসলামী তেজোদীপ্ত অপরাজেয় বজ্রমূল লেখনী ধারণ করতে বাধ্য হবেন। বস্তুত সিরাজী হিন্দু লেখকদের সম্ভাব্য সকল উপায়ে চৈতন্য উৎপাদনের চেষ্টা করে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছেন। শেষ পর্যন্ত উপন্যাসের ঘোর বিরোধী হয়েও বঙ্কিম প্রমুখ মুসলিম বিদ্বেষী উপন্যাসিকের স্বার্থক প্রতিক্রিয়ায় কয়েকটি ঐতিহাসিক উপন্যাস নিয়ে বাঙলা সাহিত্যে প্রবেশ করেন। কিন্তু সর্বাধিক বিস্ময়ের বিষয় এই যে, সিরাজী বঙ্কিম চন্দ্র হতে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত হিন্দু লেখকদের মতো সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষে অন্ধ হয়ে কোথায়ও চিত্রিত করেননি। ঐতিহাসিক সত্যকে অবমাননা করে নিছক ইতিহাস রসের প্রশান্তি রচনা করেননি। তিনি তার সৃষ্ট সাহিত্যে সেকালের হিন্দু মুসলমানের যে চিত্র অংকন করেছেন, সেটাই ছিল ভারতীয় মুসলমান ও হিন্দুর সমকালীন চিত্র।

সিরাজী তার 'রায় নন্দিনী' লিখেছেন বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনীর প্রত্যুত্তর হিসেবে। কিন্তু ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখতে যেয়ে তিনি বঙ্কিমের মতো কল্পনার রঙ্গিন পাখায় ভর করে নিজস্ব ভুবনে বিহার করেননি। সিরাজী প্রতাপাদিত্যের যে চিত্র অংকন করেছেন, তার মধ্যেও বিশেষ কোন বিদ্বেষের পরিচয় নেই। এই প্রতাপাদিত্য এতখানি উচ্ছৃঙ্খল ও ক্ষমতালোভী ছিলেন যে, তিনি নিজের নিরাপত্তার পথ নিস্কণ্টক করার জন্য আপন কন্যা-জামাতা রামচন্দ্ররায়কে নিজ গৃহে নিশংসভাবে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিলেন। প্রতাপ-ছুহিতা সেই লোমহর্ষক ব্যাপারের আভাস পেয়ে স্বামীকে সবিশেষ অবগত করলে রামচন্দ্র কৌশলে শ্বশুরবাড়ি থেকে পলায়ন করে পৈতৃক প্রাণ রক্ষা করেন।

সিরাজী 'তারাবাঈ' উপন্যাসে মালেকা, আমিনা বানু ও আফজাল খাঁর বীরত্বকাহিনী স্বজাতি প্রেমিক লেখক কর্তৃক সগৌরবে বর্ণনা করেন। সিরাজী চরিত্র অংকনে কোথাও কোন ঐতিহাসিক সত্যের অপলোপ করেননি। বিশেষভাবে বঙ্কিমের প্রতি তার ক্ষোভ ছিল প্রবল। এজন্য তিনি দুর্গেশ নন্দিনীর (১৮৬৫) জবাবে লেখেন রায়নন্দিনী। কি সংখ্যার দিক দিয়ে, কী গুণগত বিচারে তার এই উপন্যাসসমূহ সে যুগের মুসলিম সাহিত্যের উলেণ্ঢখযোগ্য অংশ বলে বিবেচিত হলো।

যেহেতু উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্রই মুসলমানদের সবচেয়ে বড় আঘাত করেছিলেন, সেহেতু সিরাজী মূলত, বঙ্কিম উপন্যাসের দাঁতভাঙ্গা জবাব দেওয়ার সঙ্কল্প নিয়ে ঐতিহাসিক হিন্দু চরিত্রের কলঙ্ক আবিষ্কার করেন। কলঙ্ক আরোপ করতে গিয়ে উপন্যাসে তাঁকে বিভিন্ন প্রেম-চিত্র এবং কাহিনীর আশ্রয় নিতে হয়েছে। কিন্তু সিরাজীর উপন্যাস পাঠ করে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, কঠোর জবাব দেবার ঘোষিত পরিকল্পনা বা প্রতিশোধাত্মক উগ্র বাসনাকে অতিক্রম করে তার শৈল্পিক ভাবনা প্রায়শই আত্মপ্রকাশ করেছে হয়তো অবচেতনভাবে। আর তা ঘটেছে নায়ক-নায়িকার প্রেম, তাদের আনন্দ ও অন্তর্বেদনার

চিত্রে। স্বীকার করতে হয় যে, সিরাজীর উপন্যাসে প্রেমের প্রসঙ্গই পাঠককে আকৃষ্ট করে– প্রতিবাদের অংশ নয়।

BmgvCj †nv‡mb wmivRx iwPZ Dcb¨vmmgn

১. রায়নন্দিনী : ১ম সংস্করণ (ঈশা খাঁ ও রায়নন্দিনী নামে প্রকাশিত), কলিকাতা, ফজলের রহমান মিয়া, ১৩২২ বঙ্গাব্দ, ১৯১৫/১৯১৬ খ্রিস্টাব্দ, ২য় সংস্করণ- ১৯২২, কলিকাতা, করিম বক্স ব্রাদার্স, ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ, ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দ।

২. তারাবাঈ : ১ম সংস্করণ ১৯১৬, ২য় সংস্করণ ১৯২৪, কলিকাতা, করিম বক্স ব্রাদার্স।

৩. ফিরোজা বেগম : ১ম সংস্করণ কলিকাতা, ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দ/১৯১৮, মুহম্মদ সুলেমান, ২য় সংস্করণ- ১৯২৪, কলিকাতা, করিম বক্স ব্রাদার্স (পাবলিশিং ডিপার্টমেন্ট) ১৩১৪ বঙ্গাব্দ।

৪. নূরউদ্দিন : ১ম সংস্করণ কলিকাতা, মুহম্মদ সুলেমান খান, ১৩২৬ বঙ্গাব্দ, ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দ, ২য় সংস্করণ ১৯২৮।

৫. জাহানারা : অসমাপ্ত (একটি মাত্র অধ্যায় লিখেন)

৬. বঙ্গবিহার বিজয় : অসমাপ্ত।

ivqbw›`bx

'রায়নন্দিনী' সিরাজীর প্রথম ও প্রধান উপন্যাস। এ উপন্যাসে মোট একুশটি পরিচ্ছেদ রয়েছে। 'রায়নন্দিনী'র কাহিনী শুর" হয়েছে শেষ বাক্য থেকে। শ্রীপুরের রাজা কেদার রায়ের কন্যা স্বর্ণময়ীর তার মাতুলালয়ে সাদুলণ্ঢাপুরে যাত্রা, পথে প্রতাপাদিত্যের লোকদের হামলা, ঈসা খাঁ কর্তৃক উদ্ধার, প্রেম সঞ্চার, মাতুলালয়ে বিবাহের কথা পাকা হওয়ার প্রেক্ষিতে ঈসা খাঁর কাছে দেহ-মন-প্রাণ সমর্পণের কথা জানিয়ে পত্র প্রেরণ, স্বর্ণময়ীকে বিবাহে ঈসা খাঁর সিদ্ধান্ত, এদিকে স্বর্ণময়ী অপহরণের ব্যর্থতার কারণে প্রতাপাদিত্যের নতুন পরিকল্পনা, সেনাপতি মাহতাব খাঁর ধর্ম বিগর্হিত কাজ বলে প্রতাপাদিত্যের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান, মাহতাব খাঁ- অর"ণাবতী পর্ব, ঈসা খাঁর কাছে আশ্রয় গ্রহণ, মাতুলপুত্র কর্তৃক স্বর্ণময়ী অপহরণ। মাহতাব খাঁ কর্তৃক উদ্ধার, অপহরণের সাথে জড়িত সন্দেহে প্রতাপাদিত্য বনাম কেদার রায়- ঈসা খাঁর তুমূল যুদ্ধ, প্রতাপাদিত্যের পরাজয়, স্বর্ণকে ফিরে পাওয়ার প্রেক্ষিতে দু'পক্ষে সমঝোতা, দাক্ষিণাত্য থেকে হিন্দুদের বির"দ্ধে জেহাদে যোগ দিতে ঈসা খাঁর প্রতি উদাত্ত আহ্বান, তালিকোটের যুদ্ধে যোগদান, বিজয় লাভ, শূলাঘাতে ঈসা খাঁর জীবন সংশয়, স্বর্ণময়ীর

দাক্ষিণাত্য গমন, নিজ শরীরের মাংস দান, সুস্থ হয়ে ঈসা খাঁ- স্বর্ণময়ী বিবাহ, স্বদেশ প্রত্যাবর্তন, পথে অর"ণাবতীকে উদ্ধার ও মাহতাব খাঁ- অর"ণাবতী মিলন।

মোটামুটি এই হল, 'রায়নন্দিনী' উপন্যাসের কাহিনী-কাঠামোর উপকরণ। এর সাথে রয়েছে শাহ মহীউদ্দীন কাশ্মীরীর নৌকাযোগে বাংলা আগমন, পূণ্য ক্ষমতা বলে এবং আকর্ষণীয় ব্যবহারে লোকের রোগমুক্তি ও ইসলাম প্রচার, শ্রীপুরের হিন্দুকুলগুর" যশোদানন্দের তাঁর কাছে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের ঘটনা। 'রায়নন্দিনী' উপন্যাসের কাহিনীর মূল পটভূমি ষোড়শ শতকের বাংলাদেশ। প্রধান চরিত্র বারোভূঁইয়ার প্রধান পুর"ষ ঈসা কাঁ ও শ্রীপুরের রাজা কেদার রায়ের কন্যা স্বর্ণময়ী। মানবতা, উদারতা, মহত্ব, বীরত্ব, প্রেম প্রভৃতি মানবীয় সমস্ত শ্রেষ্ঠ গুণাবলীর চমৎকার সমন্বয় ঘটেছে ঈসা খাঁর চরিত্রে। কিন্তু ঈসা খাঁর চরিত্রের যে বৈশিষ্ট্য আমাদের কাছে বিশেষ আবেদন সৃষ্টি করে তা হলো ইসলাম এবং মুসলমানের জন্য তার গভীর অনুরাগ ও ভ্রাতৃত্ববোধ। এ কারণেই আমরা দেখি, মুসলিম বিদ্বেষী, উগ্র হিন্দু ধর্মবাদী রাজা রামরায়ের বির"দ্ধে ঘোষিত জেহাদে তিনি আহমদ নগর এবং বিজাপুর রাজ্যের সুলতানদের আমন্ত্রণে এবং সাধ্যমত সৈন্য ও সমরোপকরণসহ আগ্রহের সাথে সাড়া দিয়েছেন। যুদ্ধে ঈসা খাঁ অভূতপূর্ব বীরত্ব প্রদর্শন করেন এবং আমন্ত্রণকারী সুলতানবর্গ কর্তৃক 'গাজী' উপাধিসহ বহুমূল্য খেলাত উপঢৌকন প্রাপ্ত হন। এই জেহাদে যোগদানের জন্য তিনি অবলীলায় তাঁর প্রেমাস্পদা স্বর্ণময়ীকে চিরতরে হারানোর ঝুঁকি গ্রহণ করেছেন, যা তার স্বজাতিপ্রেম ও চারিত্রিক দৃঢ়তার জ্বলন্ত উদাহরণ সৃষ্টি করেছে। তিনি প্রমাণ করেছেন, একজন প্রকৃত মুসলমানের কাছে জাতীয় ধর্মীয় স্বার্থের চেয়ে ব্যক্তিগত সুখ-ভোগ-বিলাসের আহ্বান বড় হতে পারে না।

অনুরূপ দৃঢ়তা লক্ষ্য করা যায় অন্যতম প্রধান চরিত্র মাহতাব কাঁর মধ্যেও। এই সুদক্ষ সেনাপতি ন্যায়ের জন্য হাসিমুখে প্রাণ দিতে প্রস্তুত, কিন্তু অন্যায় কাজে লিপ্ত হওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। সাহস, বলিষ্ঠতা ও চরিত্র-দৃঢ়তার কারণে মাহতাব খাঁ সে কালের হীনমন্যতাবোধে আক্রান্ত মুসলিম সমাজের জন্য একটি উদাহরণ।

এ উপন্যাসের একটি বিশেষ চরিত্র সূফী মহিউদ্দীন কাশ্মীরী। আচার-আচরণে, আধ্যাত্মসাধনায় অর্জিত ক্ষমতা বলে তিনি তৎকালীন বাংলা ভূখ"ে আগত অসংখ্য ইসলাম প্রচারক সূফী-দরবেশের একজন হয়ে উঠেছেন। নারী চরিত্রের মধ্যে স্বল্প পরিসরে ঈসা খাঁর মাতা আয়েশা বেগম একজন আদর্শ মুসলিম মাতার প্রতীক। প্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানের মাতা হয়ে তিনি নির্দ্বিধায় ক্ষমতাশালী পুত্রকে তিরস্কার করেছেন, প্রয়োজনে অনুপ্রেরণা দিয়েছেন। এক্ষেত্রে মুসলিম মাতার চরিত্রের ছবিই আমরা আয়েশা বেগমের মধ্যে দেখতে পাই।

স্বর্ণময়ী চরিত্রটি প্রধান নারী চরিত্র। উপন্যাসের প্রায় সর্বত্রই সে প্রভাব বিস্তার করেছে। প্রেমাস্পদের সাথে মিলনের জন্য তার দীর্ঘ অভিযাত্রা এবং নিজের বাহু থেকে মাংস কেটে ঈসা খাঁকে প্রদানের মাধ্যমে সে পাঠকের শ্রদ্ধা কেড়ে নেয়।

'রায়নন্দিনী' তাই শুধু প্রতিবাদী উপন্যাসই নয়, উপরন্তু তা মুসলিম অতীত গৌরব, সাহস ও বীরত্বের উজ্জ্বল আয়নাও বটে। সে কালের পরাধীন, হিন্দুদের অবহেলা- উপেক্ষার শিকার পশ্চাৎপদ বাংলার মুসলমান সমাজ এ আয়নায় নিজেদের হারানো দিনের প্রতিচ্ছবি দেখতে পেয়েছিলেন এবং নিজেদের দুর্দশার প্রতিবিধানে তৎপর হয়েছিলেন। 'রায়নন্দিনী'র সার্থকতা এখানেই।

Zvivevc

ইসমাঈল হোসেন সিরাজীর 'তারাবাঈ' উপন্যাসের কাহিনী গড়ে উঠেছে মারাঠাধিপতি সিরাজী কন্যা তারাবাঈ ও বিজয়পুরের সেনাপতি আফজাল খার প্রেম, শিবাজীর নিষ্ঠুরতা, বিশ্বাসঘাতকতা, সর্বোপরি তার নারী লোলুপতা প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে। এই মূল ঘটনার অনুষঙ্গ হিসেবে এসেছে মালোজীর ষড়যন্ত্র, আমিনা বানুর অসীম স্বজাত্য প্রেম ও অসামান্য সাহসিকতা, আদর্শ মুসলমান পুর"ষ আফজাল খাঁর ঔদার্য এবং বীরত্বের পৌনঃপুণিক চিত্র।

শিবাজী বিজাপুর সুলতানের আশ্রিত কর্মচারী শাহ্জীর উচ্ছৃঙ্খল সন্তান। এ নিরক্ষর মারাঠা সন্তান ছিলেন সভ্যতা-সংস্কৃতি বিবর্জিত এবং রামদাস স্বামী নামক এক মুসলিম বিদ্বেষী হিন্দু সন্ন্যাসীর ইঙ্গিতে পরিচালিত। শিবাজীর পিতৃবংশ চিরদিনই বিজাপুর সুলতানের প্রদত্ত অন্নে জীবন ধারণ করেছে অথচ শিবাজী বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন আশ্রয়দাতা প্রভুর বির"দ্ধে, আলিঙ্গনছলে বিজাপুর সুলতানের মশহুর সেনাপতি আফজাল খাঁকে বাসনখের সাহায্যে হত্যা করেছেন। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত দস্যুবৃত্তিই ছিল তার একমাত্র পেশা। তারাবাঈ স্বর্গীয় প্রেমের শোচনীয় পরিণতি এ উপন্যাসে একটা বিয়োগান্ত নাটকের দীর্ঘশ্বাস সৃষ্টি করেছে; এ মর্মান্তিক পরিণতিই 'তারাবাঈ' উপন্যাসে কাহিনীগত সাফল্যের পথ সুগম করেছে। কারণ শেলী বলেন– 'Our sweetest songs are those tell of saddest thought'[৫৯]

আফজাল এবং তারাবাঈ এর প্রথম অনুরাগের সঞ্চার হয়েছে নাটকীয়ভাবে। ঈশা খাঁ স্বর্ণময়ীর মতো কোনো পূর্বরাগ ছিলোনা। শিবাজী বিজাপুরের সেনাপতি আফজাল খাঁকে অভ্যর্থনা জানানোর উদ্দেশ্যে

[59] Lv‡j' gvm‡K imj, AwMci"l wmivRx, XvKv; Bmjvg dvD‡Ûkb evsjv‡'k, c- Rb, 1983, kvewb, 1403, †R¨ô, 1390, c. 72|

এক মনো অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। সেনাপতি সদলবলে উপস্থিত হলেন। এমনি সময়ে শিবাজীর একটি উন্মত্ত পলায়ন 'তারাবাঈ'কে পদদলিত করতে উদ্যত হলে আফজাল খাঁর হস্তী নিহত হয় এবং তারাবাঈও অনিবার্য মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পায়। কৃতজ্ঞতায় নারী পুরুষ পুষ্প বৃষ্টি দিয়ে এই বীর পুরুষকে বরণ করে নেয়। পুষ্পস্তবকের প্রাচুর্যে খাঁ সাহেবের শ্বাসরুদ্ধ হবার উপক্রম হয়– 'কিন্তু যুবতীদিগের মধ্যে একটি রমণী নিষেধের পরও গোলাপের পাপড়ী আফজাল খাঁর মুখে বর্ষণ করতে থাকে।'[৬০]

এই অবাধ্য যুবতী শিবাজী-কন্যা তারাবাঈ। ঔপন্যাসিক আফজাল খাঁর প্রতি তারাবাঈ এর কৃতজ্ঞতা মিশ্রিত অনুরাগের ইঙ্গিত দিয়েছেন। কিন্তু এই ঘটনার পূর্বে এবং পরে ঔপন্যাসিক কল্পিত প্রতিদ্বন্দ্বীদের ঘায়েল করেছেন নানাভাবে। যেমন, আফজাল খাঁ শিবাজী আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগদান করতে যাচ্ছেন; তার সৌন্দর্য্য বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি আফজাল খাঁকে আকাশের দেদীপ্যমান সূর্যের সঙ্গে তুলনা করেই ক্ষ্যান্ত হননি, তিনি এও বলেছেন, হিন্দুগণ তাদের প্রাত্যহিক সূর্য-স্তব বিস্মৃত হয়েছেন, তাঁহাদেরও আজ সেই উপাস্য সূর্য-দেবতার প্রতি নজর নাই; তারা সবাই ধরনীর সূর্য আফজাল খাঁর প্রতি বিস্ময় নেত্রে চেয়ে আছেন।[৬১]

ঔপন্যাসিক শিরাজী এইভাবে আফজাল খাঁ চরিত্রের সম্ভাবনাময় মুহূর্তের অপব্যবহার করেছেন। 'তারাবাঈ' চরিত্র নিতান্তই অপরিস্ফুট। আমিনা বানু ও তদ্রূপ।

শিরাজী 'তারাবাঈ' উপন্যাসকে ট্রাজেডির আদর্শে রচনা করতে গিয়ে সফল হতে পারেননি। নায়ক-নায়িকার মৃত্যু উপন্যাসে করুণ রসের সৃষ্টি হয়েছে। শিরাজীর উপন্যাসের মধ্যে শুধু 'তারাবাঈ'ই বিয়োগান্তক।

biDwÏb

'নূরউদ্দিন' উপন্যাসে লেখক রোমান্টিক প্রেমের অনবদ্য কাহিনী গড়ে তুলেছেন। চিতোর রাজকন্যা রুক্রিনীর অপার্থিব প্রেমে আত্মহারা মালবের সুলতান তনয় নূরউদ্দিন এই উপন্যাসে প্রেমের উজ্জ্বল আদর্শ তুলে ধরেছে। এই উপন্যাসে লাইলী-মজনু, শিরি ফরহাদ বা রোমিও জুলিয়েটের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে। উপন্যাসিক সিরাজীকে সর্বত্র আড়াল করে দাড়িয়েছে কবি সিরাজী। আধুনিক উপন্যাসের বহুবিধ লক্ষণ বর্জিত এ উপন্যাসে সিরাজী আগা-গোড়া এমন একটা পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন যাতে পাঠকগণ বাস্তব পৃথিবীর ধরা ছোয়ার বাইরে একটা রহস্যলোকে নিজেকে হারিয়ে

60 †nv‡mb gvng' m¤úv`'Z, ˆmq' BmgvCj †nv‡mb wmivRx, c. 393|
61 cv¸³, c. 392|

ফেলে। সাহিত্য সমালোচনার মাপকাঠিতে বিচার করলে সিরাজী উপন্যাসে সর্বাধিক যে বস্তুটি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তা হলো তার আবেগ প্রবণতা। তিনি তার সৃষ্ট চরিত্রগুলোর যেরূপ ফুটিয়ে তুলেছেন, তাতে কিশোর সুলভ আবেগের আতিশয্য আছে, বুদ্ধি বা বিচার শক্তির প্রগাঢ়তা নেই। তার নূরউদ্দিন, র ক্রিনী, র মি খাঁ প্রমুখ চরিত্রগুলো সংসার অনভিজ্ঞ কিশোর-কিশোরীর জীবন যুদ্ধে রক্তাক্ত ও ক্লেদাক্ত মানব-মানবীর দিকে। মানব-মানবীয় ব্যাথা-বেদনা ও হাসি কান্নার সে স্পন্দন সিরাজীর কাহিনীর মধ্যে ঝংকার তোলেনি, তার মধ্যে কল্পনার আতিশয্য সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, প্রত্যক্ষ পরিচিত জগতের নিজস্ব অভিজ্ঞতার ছাপ তাতে বিশেষ কিছুই পড়েনি। সিরাজীর সৃষ্ট সাহিত্যে তার স্রষ্টা মানুষের দুঃখের আগুনে দগ্ধ হওয়া অনুভূতি যতখানি প্রকাশ পেয়েছে, তার চেয়ে বেশি প্রকাশ পেয়েছে তার উদ্দাম কল্পনার আকাশচারিতা।

চিতোরের রাণী উদয় সিংহের কন্যা র ক্রিনীর সঙ্গে মালবের যুবরাজ নূরউদ্দিনের প্রণয় এবং দীর্ঘ বিরহের পর চিতোরের প্রধান সেনাপতি র মী খাঁর সহায়তায় তাদের মিলন 'নূরউদ্দিন' উপন্যাসের মূলকাহিনী। র মী খাঁর সঙ্গে রাণীর ভগ্নী স্বর্ণবাই এর প্রেম ও বিবাহ উপন্যাসের সহযোগী কাহিনী।

র ক্রিনীর বিরহে জর্জরিত নূরউদ্দিন অন্য রমনীর পানি গ্রহণ করতে অস্বীকার করলে, সুলতান রোকনউদ্দিন নিতান্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে কারাগারে নিক্ষেপ করেন। প্রচ শারীরিক নিপীড়নেও তার মন র ক্রিনীর স্মৃতিমুক্ত হয়নি। নূরউদ্দিন নিরহে শাহী বিলাস-আয়াস ত্যাগ করে ফকীর জীবন গ্রহণ করেছে। অন্যদিকে বলপূর্বক অর ণ সিংহের সঙ্গে র ক্রিনীর বিয়ে দেয়া হয়েছে। কিন্তু ভাগ্যক্রমে প্রচ ঝড় বৃষ্টির ফলে র ক্রিনী অর ণ সিংহের নৌকা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কাপালিক সর্বানন্দ স্বামীর আশ্রয় লাভ করেছে। নূরউদ্দিনের বিরহে সে-ও সন্ন্যাসিনী হয়েছেন। সেনাপতি র মীর সহায়তায় তাদের পুনর্মিলন হয়েছে আরণ্যক পরিবেশে। মাহতাব খাঁ-অর ণাবতীর মতো তারাও শুর করেছে অরণ্যবাস। স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর তাদের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে সুলতান আহমদ শাহের দরবারে। দরবারে রাজকীয় প্রসিদ্ধ বক্তা আবদুল গফুর চিস্তানী অতুলনীয় বাগ্মীতা ও অলংকারপূর্ণ এক সুললিত বক্তৃতায় কুমার ও কুমারীর একনিষ্ঠ প্রেম, মহানুভবতা ও উদারতার সরস বর্ণনায় সকলের প্রতি বিধান করেছেন।[৬২] এই প্রেমাদর্শকে দৃঢ়তা করার মানসে ঔপন্যাসিক নায়ক-নায়িকাকে ভিন্ন ধর্মাবলম্বী রূপে উপস্থিত করেছেন। অবশ্য তার অন্যান্য উপন্যাসেও নায়ক-নায়িকা ভিন্ন ধর্মাবলম্বী কিন্তু বর্তমান উপন্যাসে মুসলমান যুবকের প্রতি হিন্দু যুবতীর আসক্তি এবং একনিষ্ঠ প্রেমের বিজয় এই উভয় উদ্দেশ্যই চরিতার্থ হয়েছে।

---

[62] cv, ³, c. 397|

wd‡ivRv †eMg

ভারতীয় মুসলমান সমাজের উপর মারাঠা জাতির প্রভাব এবং তাদের প্রভাব থেকে মুসলমান সমাজকে উদ্ধারের বীরত্বব্যঞ্জক কাহিনী 'ফিরোজা বেগম' উপন্যাসের প্রধান উপজীব্য। এই উদ্দেশ্যকে রূপ দেবার জন্যে, দিলণ্টীর উজির সফদর জঙ্গের কন্যা ফিরোজা বেগমের সঙ্গে রোহিলাখণ্ের নজীবউদ্দৌলার বিয়ে, বিয়ের দিনে মারাঠা সেনাপতি সদাশির রাও কর্তৃক ফিরোজা হরণ, কৌশলে পরিচায়িকা মুরলার সাহায্যে ফিরোজার পলায়ন এবং পরিশেষে আফগান-ইরানের অধিপতি আহমদ শাহ আবদালীর জেহাদে নেতৃত্বদান প্রভৃতি ঘটনা অত্যুৎসাহে বর্ণিত হয়েছে।

অধঃপতিত মুসলমান সমাজকে উদ্ধারের জন্যে যেমন প্রয়োজন হয়েছে সমগ্র মুসলিম সমাজের ঐক্য, তেমনি অনিবার্যভাবে দেখা দিয়েছে কুরআন শরীফে বর্ণিত ইসলামিক নির্দেশাবলী। এখানে বাদশাহ শাহ আলম, উজীর সফদর জঙ্গ, শায়খুল ইসলাম মাওলানা আমিনুর রহমান প্রমুখ মহামান্য ব্যক্তি মুসলমানের অধঃপতনের কারণ অনুসন্ধান করতে চেয়েছেন। শায়খুল ইসলাম দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলেন– 'ধর্মের আবশ্যক চরিত্র নির্মাণ করার জন্য। কিন্তু মুসলমান তা বিস্মৃত হয়ে গেছে। তাদের বাহ্যিক অধঃপতন অপেক্ষা চারিত্রিক অধঃপতন হয়েছে বেশি এবং তা হয়েছে সর্বাগ্রে। খোদার ইচ্ছা এবং বিধানের বির‍ুদ্ধোচারণ করেছে বলেই মুসলমানের অধঃপতন এবং দুর্গতি অনিবার্য হয়ে উঠেছে।[৬৩] তার মতে– 'মুসলমানের জাতীয় জীবনের অধঃপতনের কারণ যেমন ধর্মবিমুখতা, তেমনি সঙ্গীত, নিত্য প্রভৃতি অনুচিৎ আসক্তি। আমিনর রহমান নজীবউদ্দৌলা-ফিরোজার বিবাহের আসরে আয়োজিত সঙ্গীত ও নৃত্যানুষ্ঠান বর্জনের জন্যে আমন্ত্রিত অতিথিদের উপদেশ দিয়েছেন। সবাই 'তোবা' করে আত্মগণ্চানিতে স্ণ্চান হয়েছে। অনুষ্ঠিত হয়েছে কৃত্রিম যুদ্ধ এবং কুস্তি।'[৬৪]

নজীবউদ্দৌলা তার নব পরিণীতা স্ত্রীকে বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করে যখন তার 'অধর সুধা পানে উদ্যত' তখন স্ত্রী ফিরোজা বেগম দূরে সরে গিয়ে সবিনয়ে জানিয়েছে তার প্রতিজ্ঞা, যতোদিন জন্মভূমি ভারতবর্ষকে মারাঠী কবল থেকে মুক্ত করতে না পারবে, ততোদিন জীবন ও যৌবনের সর্বপ্রকার ভোগ বিলাস থেকে সে বিরত থাকবে।[৬৫] লজ্জিত নবীজউদ্দৌলা স্ত্রীর এই কঠোর প্রতিজ্ঞায় মুগ্ধ হয়েছে। ফিরোজা এই প্রতিজ্ঞা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে। সে ভারতীয় মুসলমানদের পক্ষ থেকে আফগানিস্তানের বাদশাহ আহমদ শাহ আবদালীর দরবারে দূতের কাজ করে বাদশাহকে শুধু চমকিত করেনি, তাকে জেহাদে নেতৃত্বদিতে বাধ্য করেছে। পরাক্রমশালী সদাশিব রাও কোনো পুর‍ুষ

---

[63] cv¸³, c. 398|
[64] cv¸³, c. 398|
[65] cv¸³, c. 399|

সৈনিকের হাতে নিহত হয়নি, ফিরোজার তরবারিতে নিহত হয়েছে। ফিরোজা তার ছিন্ন শির 'তরবারি অগ্নে বিদ্ধ করতঃ উর্ধ্বে উত্তোলন' করে সৈন্যবাহিনীকে উৎসাহিত করেছে।[৬৬]

মূল চরিত্র ফিরোজা বেগমের নামানুসারে উপন্যাসের নামকরণ করা হয়েছে। ফিরোজা বেগমের বীরত্ব, সতীত্ব, স্বদেশপ্রেম প্রভৃতির বর্ণনাতেই ঔপন্যাসিকের শক্তি ও কল্পনা নিয়োজিত; কিন্তু ফিরোজা বেগম শেষ পর্যন্ত নারীরূপে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হননি; তাকে পুর"ষ বলেই ভ্রম হয়।

ইসমাঈল হোসেন সিরাজী ছিলেন বিশ্ব মুসলিম ভ্রাতৃত্ত্বে বিশ্বাসী। বিশ্ব মুসলিম ভ্রাতৃত্ত্ববোধ তার ফিরোজা বেগম উপন্যাসের মূল প্রেরণা। প্রকৃত বিচারে 'ফিরোজা বেগম' উপন্যাসের সর্বলক্ষণ বর্জিত একটি সমর-কাহিনী।

Rvnvbviv

মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁর মতো সিরাজী জীবনের শেষ দিকে সামাজিক সমস্যাগুলোর সুষ্ঠ সমাধানের পথ খুঁজেছিলেন। সময় এবং সুযোগ পেলে এই মনীষী মুসলিম বাংলার চেহারাটা পুরোপুরি বদলে দিয়ে যেতে পারতেন। 'জাহানারা' উপন্যাসে মুসলিম সমাজে সঙ্গীতের জায়েজ নাজায়েয হওয়া সম্পর্কে তিনি যে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেছেন তা বিস্ময়কর। সিরাজীর সৃষ্ট চরিত্র ফখর"ল মুহাদ্দিসীন উপাধিধারী মাওলানা শওকত আলী বলেন– 'সঙ্গীত ইসলামে কোণদিনই হারাম নহে।[৬৭] তার মতে– সঙ্গীতই বিশ্বের প্রাণ, সঙ্গীত ভক্তি লাভের প্রধানতম উপায়। ওলি-আলণ্টাহ এবং সুফীদিগের সাধনার চরম সহায় হচ্ছে সঙ্গীত। ইসলাম সঙ্গীতকে সর্ববিষয়ে প্রাধান্য দিয়েছে। র"দ, সরোজ, এসরাজ, সারঙ্গ, সেতার, তাম্বুরা, তবল প্রভৃতি অসংখ্য প্রকারের বাদ্যযন্ত্র এবং অসংখ্য রাগ-রাগিনীর অধিকাংশই মুসলমানদের সৃষ্টি।[৬৮]

সিরাজী বলেন, 'যেসব কাজের দ্বারা নিজে বা পরের শারীরিক, মানসিক, অথবা আধ্যাত্মিক কোনো প্রকার লাভ হয়, তারই নাম পুণ্য। তাই করা কর্তব্য। আর যে কাজের দ্বারা নিজের বা পরের শারীরিক, মানসিক বা আধ্যাত্মিক ক্ষতি হয়, তার নাম পাপ, তা করা বর্জনীয়। তার মতে সঙ্গীতকে এ পাপ-পুন্যের কষ্টিপাথরে যাচাই করে নিতে হবে। তিনি ইবনে খালদুনের বরাত দিয়ে বলেন– আরব দেশে প্রাচীনকাল হতেই নারীদিগের মধ্যে সঙ্গীতচর্চা প্রসার লাভ করেছিল।'[৬৯]

---

[66] cv¸³, c. 399|
[67] Lv‡j' gvm‡K imj, AvMci"l wmivRx, XvKv, Bmjvg dvD‡Ûkb evsjv‡'k, c- Rb, 1983, kvevb, 1403, †R¨ô, 1390, c. 74|
[68] cv¸³, c. 74|
[69] cv¸³, c. 75|

'জানাহারা' সিরাজীর একটি অসমাপ্ত উপন্যাস। এ উপন্যাসে সিরাজী তার দৃষ্টিকোণ পরিবর্তন করতে শুর" করেছিলেন। বাংলার মুসলমানদের সমকালীন সামাজিক চিত্র তার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার আলোকে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। সেই চিত্রকে ফুটিয়ে তুলে সৃষ্টিধর্মী সাহিত্য গড়ে তুলতে প্রয়াসী হয়েছিলেন বলে 'জাহানারা' উপন্যাসের প্রাপ্ত অংশ সিরাজী সম্পর্কে সুস্পষ্ট প্রমাণ বহন করছে। অবিরাম প্রচারকার্যে লিপ্ত থেকে, সমাজের গলদগুলো সারাদেশ ঘুরে নিজের চোখে প্রত্যক্ষ করে সিরাজী তার সৃষ্ট সাহিত্যের মাধ্যমে তার প্রতিকারে ব্রতী হয়েছিলেন। কিন্তু নির্মম মৃত্যু জীবন মধ্যাহ্নে তার জীবনের উপর আকস্মিক যবনিকা টেনে দিয়েছিল বলে তিনি তার পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করতে পারেননি।

e½ I wenvi weRq

সিরাজীর প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস 'বঙ্গ ও বিহার বিজয়' নামক কাহিনী আদৌ সমাপ্ত হয়েছিল কিনা বলা কঠিন। তবে পুস্তাকাকারে তা কোনদিনই প্রকাশিত হয়নি, একথা বলা চলে।

ZZxq cwi‡”Q‘: ceÜmgn

সিরাজীর গদ্যের ভঙ্গী বীর্যবত্ত, সহজসরল এবং অত্যন্ত সাবলীল। তথাকথিত সাহিত্য-রস বিচারের মাপকাঠিতে সিরাজীর সৃষ্ট সাহিত্যে অনেক ত্র"টি বিচ্যুতি ও অসম্পূর্ণতা ধরা পড়বে সন্দেহ নেই, কিন্তু সমগ্র বাঙলার সাহিত্যিক গোষ্ঠীর মধ্যে সিরাজীর যে রচনা-রীতি, বাক্ভঙ্গী ও সৃষ্টি নৈপুণ্য, তা বিরল বললে অতিরিক্ত হবে না। সিরাজীর সুচিন্তা, আদব-কায়দা শিক্ষা, স্ত্রী শিক্ষা, তুরস্ক ভ্রমণ, তুর্কী নারী জীবন, স্পেনীয় মুসলমান সভ্যতা, সিরিয়া পরিভ্রমণ প্রভৃতি প্রবন্ধ সংকলনের রচনা-রীতি প্রাঞ্জলতা ও প্রাণ প্রাচুর্যে সমুজ্জ্বল। কবি আবদুল কাদির সত্যিই বলেছেন, "তাঁর রচনাশক্তির জন্যই তিনি দীর্ঘদিন স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। শুধু সাহিত্যের ইতিবৃত্তেই তাঁর গৌরবান্বিত আসন লাভ হবে না, দেশের জাগরণের ইতিহাসেও তাঁর উলেণ্টখ হবে সম্ভ্রমময়। স্বদেশের ও স্বসমাজের কল্যাণের জন্য তিনি সর্বশক্তি নিয়োজিত করেছিলেন। সেই দুর্লভ শক্তির আবেগদীপ্ত প্রকাশ রয়েছে তাঁর বিপুল সাহিত্যে। সেই বীর্যবান পুর"ষের জীবন বাণী মূর্ত রয়েছে বলেই তাঁর সাহিত্য কালস্রোত বহুদিন মলিন হবে না।"[৭০]

বাঙলার মুসলিম সমাজ জীবনে স্ত্রী জাতির সম্মান ও সম্ভ্রম বৃদ্ধির জন্য এ মহান পুর"ষ জীবনপণ করেছিলেন। তিনি বাঙলার মুসলিম পুরাঙ্গনাদেরকে জগজ্জননী খাদিজা, ফাতেমা, খাওলা, রিজিয়া, চাঁদ সুলতানা, জাহানারা, জেবুন্নিসার যোগ্যা উত্তর সাধিকা হিসেবে দেখতে চেয়েছিলেন। বিংশ শতকের গোড়ার দিকে কলকাতায় বঙ্গীয় মুসলমান শিক্ষা-সমিতির যে তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় সে অধিবেশনে বীর্যবন্ত যুবক সিরাজী নারী শিক্ষার উপর একটি সারগর্ভ ভাষণ দিয়েছিলেন। তাঁর সেই ভাষণ ছিল আবেগোচ্ছল, অগ্নিবর্ষী, উজ্জ্বল ও লেলিহান। সমাজ ও সংসারের বাঞ্ছিত কল্যাণ ও উন্নয়নের জন্যে তিনি বহু অকাট্য যুক্তি ও প্রামাণ্য নজির দিয়ে মুসলিম নারীর শিক্ষা ও স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরেন। তাঁর সেই অগ্নিগর্ভ ভাষণ ১৯০৪ খ্রীস্টাব্দে কিছুটা পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হয়ে 'স্ত্রী শিক্ষা' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থের চতুর্থ সংস্করণের ভূমিকায় তিনি লিখেছেন: "চিন্তার বিস্ফোরণকারী শিক্ষা এবং স্বাধীনতাই হইতেছে মনুষ্যত্ব-লাভের একমাত্র উপায়।"[৭১] বাংলায় মুসলিম নারীর শিক্ষা ও বন্দীত্ব মোচনের এক দুর্বার আন্দোলন জাগিয়ে তুলেছিলেন ইসমাঈল হোসেন সিরাজী। মুসলিম বঙ্গের নারীমুক্ত আন্দোলনের তিনি ছিলেন আবিস্মরণীয় পূর্বসূরি।

---

[70] Lv‡j‘ gvm‡K imj, AwMci"l wmivRx, c- 78|
[71] cv, ³, c. 79|

১৯১৬ সালে প্রকাশিত সিরাজীর 'সুচিন্তা' নামক প্রবন্ধ সংকলন আমাদের দুর্দিনের ঘনান্ধকারে আলোকবর্তিকার কাজ করেছে। ইসলামের আদর্শ হতে বিচ্যুত আত্মবিস্মৃত মুসলমানের শোচনীয় দুর্গতি জাতির এ অকুণ্ঠ সেবকের প্রাণে বেদনা সঞ্চার করেছিল। প্রতিবেশী পৌত্তলিক জাতির শিক্ষা ও সংস্কৃতি তৌহিদবাদী মুসলিম সমাজের ভিত্তিমূলে নিরন্তর আঘাত হানছিল। জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে বাংলার মুসলমান হিন্দুর প্রতিমা পূজা এবং শ্রেণী বৈষম্যের দিকে ঝুঁকে পড়ছিল। পৃথিবীতে সত্যিকার সাম্যের উদ্‌গতা মুসলিম সন্তান নিজের মধ্যে হিন্দুর অনুকরণের পার্থক্য সৃষ্টি করেছিল। 'সুচিন্তা'র প্রথম প্রবন্ধ 'সময়ের মূলশক্তি' নামক প্রবন্ধে সিরাজী বিভ্রান্ত জাতিকে আহ্বান করেছেন ইসলামের মূলশক্তি আয়ত্ত করতে। তিনি উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন, 'ইসলামের একত্ববাদ ও সাম্যভাব হইয়াছে শক্তির উৎস।'[৭২] বাংলা সাহিত্যের একনিষ্ঠ সাধক এ মনীষী তাঁর 'সাহিত্য-শক্তি ও জাতীয় সংগঠন' নামক প্রবন্ধে সমন্বয়পন্থী সাহিত্যসেবীদের সম্পর্কে সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছেন। বুদ্ধির মুক্তি বা স্বাধীন চিন্তার প্রবল প্রবাহে ভেসে গিয়ে 'মহামানবের সাগর বুকে'[৭৩] ইসলামের তাহজীব তমদ্দুনকে তলিয়ে দেয়াকে তিনি কোনো দিন সমর্থন করেন নি। তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় তেজোদ্দীপ্ত কণ্ঠে বলেছেন, "বঙ্গ সাহিত্যকে জাতীয় সাহিত্যে পরিণত করতে হলে 'ইসলামের পবিত্রতা ও নীতির প্রাচীরের' ভেতর থেকে করতে হবে।"[৭৪]

সিরাজী তাঁর 'আত্মশক্তি ও প্রতিষ্ঠা' শীর্ষক প্রবন্ধে বাঙলার মুসলমানকে তাদের চলার পথের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলতে চেয়েছেন মুসলমানকে তার হারানো সুদিন ফিরিয়ে আনতে হলে শক্তি অর্জন করতে হবে। মুক্তি আর প্রতিষ্ঠা ভিক্ষার জিনিস নয়। শক্তি প্রয়োগে জিহাদের মাধ্যমে, মুসলমানকে আবার প্রতিষ্ঠা লাভ করতে হবে। যে জাতি একদা সমগ্র সভ্য দুনিয়ার পথপ্রদর্শক ছিল, সমগ্র ইউরোপের অন্ধকার যুগের ঘণ তমসায় যারা জ্বালিয়েছিলেন সভ্যতা ও জ্ঞানের আলোকে তাঁদেরকে গৌরবোজ্জ্বল অতীত হতে প্রেরণা পেতে হবে, সভ্যতা ও সংস্কৃতির শীর্ষদেশে আরোহণ করবার দুর্বার সংকল্প গ্রহণ করতে হবে। আলোচ্য প্রবন্ধে তিনি জাতিকে নির্দেশ দিয়েছেন, "অতীতের আলোক ধরিয়া ভবিষ্যতের অন্ধকারাচ্ছন্ন গন্তব্য পথকে আলোকিত করিতে হইবে।"[৭৫] কবি আবদুল কাদির যথার্থই বলেছেন, 'অতীতের আলোক' বলতে তিনি প্রকৃত পক্ষে অতীতের মুসলমানের জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনাই বুঝিয়েছেন। কারণ, ১৯১৯ সালে প্রকাশিত তাঁর 'স্পেনীয় মুসলমান সভ্যতা' নামক গ্রন্থে এই স্বজাতি প্রেমিক চিন্তানায়ক এ সম্পর্কে দুঃখ প্রকাশ করে বলেছেন:

---

[72] cv, ³, c. 82|
[73] cv, ³, c. 83|
[74] cv, ³, c. 83|
[75] cv, ³, c. 86|

"বিজ্ঞানে যে মানব জীবনের সর্বাপেক্ষা আলোচ্য ও আবশ্যকীয় বিষয়, বিজ্ঞানই যে অজ্ঞান মানবের উন্নতি-পথ-প্রদর্শক, স্পেনীয় মোসলেমগণই এই মহাসত্য বর্বর ইউরোপীয় মস্তিষ্কে প্রবিষ্ট করাইয়া দিয়াছিলেন। হায় মুসলমান! কবে আবার তোমার মনে বিজ্ঞানের প্রতি গভীর অনুরাগ ফুটিয়া উঠিবে? কবে আবার তোমার হীনতার অন্ধকার দূরীভূত হইবে?" [৭৬]

সিরাজী ছিলেন পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতার একনিষ্ঠ পূজারী। কিন্তু তিনি পৃথিবীর সর্বত্র কায়েমী স্বার্থের নির্লজ্জ বিভীষিকাময় বিভ্রান্ত মেহনতী মানুষের দুর্দশা প্রত্যক্ষ করেছেন। ইসলামী আদর্শের পটভূমিতে তিনি চেয়েছেন মানুষে মানুষে সমানাধিকার। পাক-কুরআনের উদাত্ত বাণীর অনুসরণে এ বিরাট বিশ্বের আলো-বাতাস, সৌভাগ্য সম্পদের সমবন্টনে তিনি ছিলেন নিবেদিত প্রাণ বিশ্বাসী। ১৩৩০ সালের ৬ই চৈত্র তারিখে 'ছোলতান' পত্রিকায় প্রকাশিত সিরাজীর 'প্রাণের মূর্চ্ছনা' প্রবন্ধে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষিত হয়েছে: "স্বরাজের ও স্বাধীনতার আমি ঘোর পক্ষপাতী।... কিন্তু সেই সঙ্গে আমি ইহাও স্পষ্ট ব্যক্ত করিতেছি যে, স্বরাজের জন্য আমার মুসলমান ভাইকে, আমার চাষী ভাইকে আমি কিছুতেই জবাই করিতে পারিব না। স্বরাজের জন্যই আমার চাষী ভাইকে বাঁচাইতে হইবে। চাষাই এ দেশের জীবন ও যৌবন। চাষার রক্ত শোষণ করিয়াই জমিদার, মহাজন ও উকিল মোক্তারদিগের বাড়াবাড়ি ও ছড়াছড়ি। চাষার টাকাতেই তাঁহাদের দালানকোঠা ও মোটর গাড়ি।... সুতরাং চাষাকে বাঁচানো এবং চাষাকে জাগানোই হইতেছে স্বরাজের প্রধানতম সাধনা।"[৭৭]

সিরাজী ছিলেন বাঙালি মুসলিম নবজাগরণের অন্যতম প্রধান পুর ুষ। এ প্রচেষ্টায় তার প্রধান মাধ্যম ছিল সাহিত্য। উনিশ শতকের একেবারে শেষ লগ্নে গদ্য কৈশোর উত্তীর্ণ প্রথম তার ুণ্যে কবি হিসেবে তার আবির্ভাব ঘটেছিল। তিনি জ্ঞান হওয়ার পর থেকে দেখেছেন শাসক হিসেবে ইংরেজকে, অগ্রসরমান এ সুবিধাভোগী হিসেবে হিন্দু সমাজ এবং অনুন্নত, পিছিয়ে পড়া, ধ্বংসোনুখ জনগোষ্ঠী হিসেবে মুসলমানদেরকে। স্বজাতি অর্থাৎ বাঙালি মুসলমানের পরাধীনতা, দুরবস্থা, দুর্দশাগ্রস্থ অবস্থা তার ভিতরে যে দুঃসহ জ্বালার সৃষ্টি করেছিল, তাই কবিতার ছন্দকে আশ্রয় করে 'অনল প্রবাহ' কাব্য হিসেবে প্রকাশ লাভ করে। কাব্যিক প্রকাশের পাশাপাশি তিনি গদ্যকেও তার চিন্তা ও বক্তব্য প্রকাশের মাধ্যম করেন। এর ফলে রচিত হয় অসংখ্য প্রবন্ধ যেগুলো প্রকাশিত হয় বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়। উলেণ্টখ্য যে, সে তর ুণ বয়সেই কবিতার পাশাপাশি গদ্যেও তিনি নিজেকে সম্পৃক্ত করেন। লক্ষ্যণীয় যে, কবিতায় তিনি যেমন মুসলিম নবজাগরণের আহ্বান জানিয়েছেন ও স্বাধীনতার আহ্বান করেছেন তেমনি তার প্রবন্ধেও সেই অভিন্ন অনুরণনই শোনা যায়।

[76] cÖ¸³, c. 86|
[77] cÖ¸³, c. 91|

সিরাজীর বহু প্রবন্ধ সেকালের পত্র-পত্রিকায় ছড়িয়ে আছে। সেসব পত্রপত্রিকা এখন দুস্প্রাপ্য। সিরাজী অসংখ্য প্রবন্ধের মধ্যে মাত্র ৬০টি প্রবন্ধ পাওয়া যায়। ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দে ১৩০৬ সনে 'প্রচারক' পত্রিকার কয়েকটি সংখ্যাসহ পরবর্তী সময়ের 'ইসলাম প্রচারক' 'আল ইসলাম' 'সুপ্রভাত', 'ইসলাম দর্শন', ও 'প্রবাসী' পত্রিকায় সিরাজীর কয়েকটি প্রবন্ধ-ভ্রমণ কাহিনী ছিল। তার প্রবন্ধগুলো ১৩০৬ থেকে ১৩৩১ বাংলা (১৮৯৯-১৯২৪ খ্রিস্টাব্দ) পর্যন্ত সময়কালে রচিত ও প্রকাশিত। এসব প্রবন্ধ থেকে দেশ-জাতি-সমাজ-শিক্ষা-ধর্ম-স্বাধীনতা-রাজনীতি-সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি, চিন্তা-ভাবনা, আশা-প্রত্যাশাসহ বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জানা যায়।

সিরাজীর প্রবন্ধগুলোকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

ক) পরিচিতিমূলক প্রবন্ধ।

খ) চিন্তামূলক প্রবন্ধ।

cwiwPwZgjK ceÜ

এ জাতীয় প্রবন্ধে বিভিন্ন মানুষের পরিচিতি, দেশের পরিচিতি, বিভিন্ন জাতির পরিচিতিসহ বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জানা যায়। এ জাতীয় প্রবন্ধগুলো হচ্ছে–

১. সুলতান মাহমুদ।

২. বোগদাদ চিত্র।

৩. আদর্শ সতী বিবি রহিমা।

৪. তুর্কী নারী জীবন, ১ম সংস্করণ- ১৩২০, ২য় সংস্করণ- ১৩২৫ বাংলা।

৫. নব্য তুর্কী।

৬. সিরিয়া পরিভ্রমণ।

৭. স্পেনীয় মুসলমান সভ্যতা মহানগরী কর্ডোভা। প্রথম সংস্করণ- ১৯০৭, ২য় সংস্করণ- ১৯১৩, ৩য় সংস্করণ- ১৯১৬।

wPšÍvgjK ceÜ

এ ধরনের প্রবন্ধগুলো তার শক্তিমণ্ডিত রচনা, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এ সকল প্রবন্ধে আপন সমাজের সার্বিক উন্নতি, অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি অর্জনের জন্য তার অন্তরের অন্তস্থল থেকে উঠে আসা আকুল আকুতি এমনকি এ কালের প্রতিটি সচেতন মানুষের হৃদয়কেও ছুঁয়ে যাবে। নিজের মানুষদের জাগিয়ে তুলতে, তাদের এগিয়ে নিতে তিনি বারংবার অগ্রসর ও অবস্থা উন্নত প্রতিবেশী হিন্দুদের দৃষ্টান্ত টেনে এনেছেন। পাশাপাশি মুসলমানদের প্রতি তাদের একপেশে দৃষ্টিভঙ্গির তীব্র সমালোচনাও

করেছেন। সে সাথে তিনি ভারতের স্বাধীনতা লাভের জন্য হিন্দু, মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতি ও সুসম্পর্ক বজায় রাখার উপরও সর্বোচ্চ গুর"ত্বারোপ করেছেন।

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা থেকে নেয়া সিরাজীর প্রবন্ধগুলো নিম্নরূপ–

১. স্বাধীন চিন্তাশীলা

২. মাতৃভাষা ও জাতীয় উন্নতি

৩. প্রাথমিক মুসলমানদিগের জ্ঞানচর্চা ও মুসলমান

৪. সিসিল দ্বীপে মুসলমানদিগের জ্ঞানচর্চা

৫. মুসলমান জাতি ও হিন্দু লেখক

৬. আত্মশক্তি ও প্রতিষ্ঠা

৭. ইসলাম ও ঐক্যমক্তি

৮. শক্তির প্রতিযোগিতা

৯. হিন্দু-মুসলমান

১০. উচ্চ শিক্ষার ফল

১১. বাঙ্গালা সাহিত্য ও হিন্দু মুসলমান

১২. আত্মত্যাগ ও জাতীয় উন্নতি

১৩. সাহিত্যের প্রভাব ও প্রেরণা

১৪. শিক্ষার পরিচয়

১৫. জাতীয় জীবনে স্বাধীনতার প্রয়োজন

১৬. ভারতের বর্তমান অবস্থা ও মুসলমানের কর্তব্য

১৭. বঙ্গীয় মুসলমান সমাজ

১৮. স্বজাতি প্রেম

১৯. বাঙালী মুসলমানের আত্মপরিচয়

২০. শিল্প সংগঠন ও জাতীয় জীবন

২১. ইতিহাস চর্চার আবশ্যকতা

২২. স্বরাজ ও হিন্দু মুসলমান

২৩. বেদনা

২৪. ইসলাম ও ধনবল

২৫. আত্মবিশ্বাস

২৬. জাতীয় প্রতিষ্ঠা

২৭. মর্মবাণী

২৮. আহ্বান

২৯. নবনূর ও জেহাদ

৩০. স্ত্রী শিক্ষা, ১ম সংস্করণ- ১৩১৪, ২য় সংস্করণ- ১৩১৪, ৩য় সংস্করণ- ১৩২৩ বাংলা।

৩১. আদব কায়দা শিক্ষা, ১ম সংস্করণ- ১৯১৪, ২য় সংস্করণ- ১৯১ (বাংলা ১৩২৬), বর্ধিত ৩য় সংস্করণ- ১৩২৭।

৩২. সূচিন্তা, ১ম সংস্করণ- ১৯১৬।

অগ্রন্থিত প্রবন্ধ: সিরাজীর বিভিন্ন বিষয়ে লেখা প্রচুর প্রবন্ধ এখনো অগ্রন্থিত রয়েছে।

PZ_ cwi‡"Q`: MxwZKve¨ I m½xZ Mš'mgn

১৩০৬-০৭ সালে সিরাজী অবিশ্রান্ত লেখনী চালনা করেন। এ সময় 'ইসলাম প্রচারক'-এ প্রকাশিত হয় তাঁর 'কাযীর বিচার', 'মালাবারে ইসলাম প্রচার', 'আইয়ুব নবীর স্ত্রী', 'সুলতান মাহমুদ' প্রভৃতি গদ্য রচনা এবং 'শোকোচ্ছাস', 'অতীত কাহিনী' 'উদ্‌গাতা', 'শোক লহরী,' 'আরব', 'আশুরাৎ 'চোখ গেল' প্রভৃতি কবিতা 'ইসলাম প্রচারক' ও সূফী মধু মিয়া সম্পাদিত 'প্রচারক'-এ প্রকাশিত হয়। ১৩০৭ সালে সিরাজীর প্রথম কাব্য 'অনলপ্রবাহ' অগ্নিঝরা বাণী নিয়ে প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। এই কাব্যে অনলপ্রবাহ, তূর্যধ্বনি, মূর্চ্ছনা, পীরপূজা, অভিভাষণ, ছাত্রগণের প্রতি, মরক্কো-সংকটে, আমীর আগমনে, দীপনা ও আমীর অভ্যর্থনা শীষক নয়টি কবিতা স্থান পেয়েছিল। 'অনলপ্রবাহে' কবি প্রতিভার পরিপক্কতা নেই, ভাব ও চিন্তার গভীরতা নেই, কিন্তু কাব্যের প্রধান উপাদান আবেগের উচ্ছলতা আছে। সিরাজীর ওজস্বী ভাষার মাধ্যমে তাঁর অন্তরের অফুরন্ত আবেগ, দুর্গত কওমের প্রতি সীমাহীন মমতা, সুপ্ত জাতির কর্ণ জাগরণের অগ্নিঝরা বাণী ঝংকৃত হয়ে উঠেছে। আত্মবিস্মৃত মুসলিম তর"ণদের আসহাবে-কাহাফের ঘুম ভাঙাতে গিয়ে তিনি আবেগোচ্ছল কণ্ঠে গাইলেন:

আবার উত্থান লক্ষ্যে
বহাও জগৎ-বক্ষে
নব-জীবনের খর প্রবাহ-পণ্ডাবন।
আবার জাতীয় কেতু
উড়াও মুক্তির হেতু,
উঠুক গগনে পুনঃরক্তিম তপন।[৭৮]

কিশোর কবির জাতীয় ভাবোদ্দীপক বেশ কয়েকটি কবিতা 'অনলপ্রবাহে'র পূর্বেই বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। সেকালের মাসিক 'ইসলাম প্রচারক' পত্রিকায় 'অনলপ্রবাহের' সমালোচনা লিখতে গিয়ে সমালোচক বলেছেন, "ইসলাম প্রচারকে'র পাঠকগণের নিকট গ্রন্থকারের কবিতামালা অপরিচিত নহে; সমালোচ্য কবিতা পুস্তকখানি তাঁহারই কল্পনা-নিঃসৃত। কবিতাগুলি মহা ওজস্বিনী ভাষায় লিখিত। মুসলমান-দিগের অতীত গৌরব-কাহিনী জ্বলন্ত ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। কবিতাগুলি বড়ই লালিত্যময়ী, পাঠ করিলে বিমুগ্ধ হইতে হয়।"[৭৯]

---

[78] Lv‡j` gvm‡K imj, AwMci"l wmivRx, c- 39 I †nv‡mb gvng` m¤úvw`Z ^mq` BmgvCj †nv‡mb wmivRx, BmjvwgK dvD‡Ûkb evsjv‡`k, c. 438|
[79] cv¸³, c. 40 I 439|

বস্তুত কবি-জীবনের উন্মেষেই সিরাজী চারণের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত চারণ কবির গান গেয়ে তিনি জাতিকে জাগরণের বাণী শুনিয়ে উদ্দীপ্ত করে গিয়েছেন।

ঊনবিংশ শতকের বাংলাদেশে হিন্দু কবিরা হিন্দু ধর্মের পুনরুত্থান, হিন্দু জাতীয়তাবাদ ও হিন্দু প্রাধান্য স্থাপনের সাধনায় আত্মনিয়োগ করে অবিশ্রান্ত লেখনী চালনা করেছেন। নবীনচন্দ্র তাঁর ত্রয়ী কাব্যে অখণ্ড ভারতের যে ছবি এঁকেছেন তার মধ্যে হিন্দু ছাড়া অন্য কোন জাতির স্থান নেই। হেমচন্দ্রের খণ্ড কবিতাগুলোতে হিন্দুর পুনরুত্থানের ও হিন্দু জাতীয়তার যে উদ্বোধন করার চেষ্টা করা হয়েছে তার ফলে হিন্দুরা অনেকখানি অগ্রসর হয়ে পড়েছিল শিক্ষা ও স্বাধীনতার স্বপ্নে। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচিতে চায়'–[৮০] প্রভৃতি হিন্দু বাঙলা চারণ গানে হিন্দু বাঙলা উচ্চকিত হয়ে উঠেছিল। এমনকি রবীন্দ্রনাথের মতো বিশ্ব-মানবতার মুখোশ পরা কবিও সিরাজীর মতো রাজনৈতিক দস্যুর প্রশস্তি রচনা করে 'এক ধর্ম রাজ্যপাশে খণ্ড ছিল বিক্ষিপ্ত ভারতকে' বেঁধে দেয়ার সাধনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, এ সব হিন্দু সাম্প্রদায়িক ভাবাপন্ন কবিরা কারণে অকারণে বিশ্ববিশ্রুত মুসলিম নর নারীকে মসীমলিন করে চিত্রিত করে একটা উৎকট আনন্দ উপভোগ করেছেন। তাঁরা কেউই ইতিহাসের শিক্ষা গ্রহণ করেননি; বরং অবনত হিন্দু ভারতের জন্যে তাঁরা প্রয়াস পেয়েছেন নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করতে। রঙ্গলাল-হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথের সম্মিলিত অভিযানে একদা বাংলা ভাষাভাষী নর নারীর মধ্যে এমন একটা প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল, যার ফলে এ দেশের বৃহত্তর জনসমষ্টি মুসলমানের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'এক দেহে লীন'[৮১] হয়ে যাবার আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল। মুসলিম তরুণেরা হিন্দু সংস্কৃতির মোহে ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। মুসলিম বাংলার সেই শোচনীয় দুর্দিনে সিরাজী মুসলিম জাতীয়তাবাদ ও মুসলিম ঐতিহ্যের মশাল হাতে সাহিত্যক্ষেত্রে আবির্ভূত হন। সুখের বিষয়, এ সময় পতিত জাতির পতাকা তুলে ধরবার দুর্জয় সাধনায় তিনি একাকী ব্রতী হন নি। এ সময় মহাকবি কায়কোবাদ, শান্তিপুরের কবি মোজাম্মেল হক, ভোলার কবি মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক প্রমুখ মুসলিম কবি মুসলিম জাতীয়তাবাদের পতাকা নিয়ে কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। তবে জাতির সে দুর্দিনে সিরাজীর কবিতা আর বাগ্মিতার মতো আর কারো লেখা বা কথা এতখানি আগুন ছড়াতে পারেনি।

[80] cV¸ ³, c. 40 I 439|
[81] cV¸ ³, c. 40 I 439|

১৩১৪ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয় কবি সিরাজীর 'উদ্বোধন' কাব্য। এই কাব্যে গ্রথিত হয়েছিল বোধন গীতি, 'এই কি সেই দেশ', 'কল্য ও অদ্য', 'অতীত কাহিনী', 'বিলাপ', 'স্বাধীনতা-বন্দনা', 'চাঁদ সুলতানা', 'মিশরের অভ্যুত্থান', 'উন্মেষণা', 'স্পেনের প্রতি', 'বজ্রধ্বনি' ও 'আরব' শীর্ষক বারটি খ— কবিতা। এ সব গীতি কবিতায় কবি মুসলিম গৌরবের সমাধি শিয়রে বসে অতীতের জন্যে একদিকে মর্মভেদী বিলাপ করেছেন, অন্যদিকে জাতিকে শুনিয়েছেন জাগরণের বাণী। তিনি জাতির উন্নতির জন্য সংগ্রাম-বিমুখ বাঙালী মুসলিমকে ধিক্কার দিয়ে তাঁর বোধন গীতিতে গেয়েছেন:

"জাতীয় উন্নতি হেতু সহিবারে দুঃখ-তাপ
বিমুখ যে, পশু সেই, তারে শত অভিশাপ।"[৮২]

সিরাজীর এ অভিশাপ মুসলিম জাগরণের তুর্যবাদক নজর—ল ইসলামের ধিক্কারের মতো অগ্নিক্ষরা নয়। নজর—ল বেখবর জাতির জড়তার স্তূপে অগ্নি সঞ্চার করে গেয়েছেন:

"আনোয়ার! আনোয়ার!
যে বলে সে মুসলিম জিব ধরে টানো তার।
বেঈমান জানে শুধু জানটা বাঁচানো সার..."[৮৩]

নজর—ল জাতির জীবনে জাগরণের যে অগ্নিদাহ সৃষ্টি করেছিলেন তার প্রথম স্ফুলিঙ্গ সরবরাহ করেছেন সিরাজী।

সিরাজী তাঁর স্বজাতির মুক্তির স্বপ্ন দেখেছেন, কিন্তু তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী বিস্ময়কররূপে সাম্প্রদায়িকতার ক্লেদমুক্ত। তিনি ছিলেন সত্যিকার দেশাত্মবোধে উদ্দীপ্ত, মানবিকতার অকুণ্ঠ তুর্যবাদক। সমকালীন কংগ্রেসের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্তর্নিহিত দুর্বলতা সিরাজীর চক্ষুকে ফাঁকি দিতে পারেনি। দেশের আপামর জনসাধারণ যে পর্যন্ত জাগ্রত না হয়, সে পর্যন্ত স্বাধীনতা আন্দোলন সার্থক হবে না বলেই তিনি বিশ্বাস করতেন। ১৩১৪ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে সিরাজীর 'নব উদ্দীপনা' নামে আর একখানি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এ কাব্যে গ্রথিত কবিতাগুলোর শীর্ষ নামই উহাদের অন্তর্নিহিত ভাবের দ্যোতক। 'হিন্দুর প্রতি', 'মুসলমানের প্রতি', 'দুর্ভিক্ষের ভিক্ষা', 'আহ্বান', 'বন্দনা' প্রভৃতি কবিতা এ গ্রন্থে সংগ্রথিত হয়ে মুসলিম বঙ্গে আলোড়ন সৃষ্টি করে। কংগ্রেসের আভিজাত্য, 'বন্দে মাত-রম' মন্ত্রের অন্তর্নিহিত দুর্বলতার প্রতি লক্ষ্য করে সিরাজী ছড়ালেন তাঁর বজ্রবাণী:

---

82 cÖv¸³, c. 41 I 440|
83 cÖv¸³, c. 41 I 440|

"কিছুতেই হবে না সাধন,
যতই কেন বল না ভাই 'বন্দে মাতরম'!
কামার কুমার চাষী তাঁতী
যতদিন না ওঠে মাতি,
যতদিন না করে তারা নেত্র উন্মীলন!
ও ভাই! যতদিন না ওঠে জ্বলে
মাকু হাতুড়ি আর লাঙলের ফালে
ভ্রাতৃপ্রেম আর দেশ ভক্তির অনল ভীষণ!"[৮৪]

পরবর্তীকালে বাঙলার দুরন্ত দুলাল কবি নজর ুলের কণ্ঠে সিরাজীর এ মানবিক অনুভূতি প্রতিভাত হয়েছে।

বাঙলার এক প্রান্ত হতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত বাগ্মী সিরাজী তাঁর অনলবর্ষী ভাষা জ্ঞান-সাধনার অপরিহার্যতা সম্পর্কে মুসলমানকে সচেতন করে তুলেছিলেন। সেদিনকার সিরাজীর সেই অগ্নিগর্ভ বক্তৃতা যাঁরা শুনেছেন, আজও তাঁর দৃপ্তকণ্ঠ তাদের কর্ণে প্রতিনিয়ত ধ্বনিত হচ্ছে, প্রাণের পরতে পরতে আগুন ছড়াচ্ছে। বাঙলার মুসলমানের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের পুনর্জাগরণ সম্ভব হয়েছিল সিরাজীর চারণ গানে, তাঁর বজ্র-কণ্ঠের আহ্বানে, জ্ঞান-সাধনার প্রেরণা দানে।

১৯১৩ সালের ১৫ই জুলাই সিরাজী তুরস্ক থেকে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন। সে বছরই রবীন্দ্রনাথ ইংরেজী ভাষায় 'গীতাঞ্জলি' রচনা করে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। রবীন্দ্র-প্রতিভার এই স্বীকৃতি সম্ভবত সিরাজীর গীতি কবিতার স্রোতে বেগের সঞ্চার করেছিল। তিনি গীতি কবিতার বাঁশী বাজিয়ে ঘুমন্ত জাতিকে জাগিয়ে তুলবার ব্রত গ্রহণ করেন। ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দে তেত্রিশটি (৩৩) গানের সমন্বয়ে প্রকাশিত হয় তাঁর 'সঙ্গীত-সঞ্জিবনী'। এ কাব্যের মুখবন্ধে তিনি তাঁর গান রচনার উদ্দেশ্য বিবৃত করে বলেছেন:

"চাহ যদি সবে জাতীয় কল্যাণ,
জাতীয় সঙ্গীত কারো তবে গান।
চিত্ত উন্মাদিনী সঙ্গীত-রাগিনী
ঢালিবে হৃদয়ে মৃত-সঞ্জিবনী॥"[৮৫]

---

[84] cv, ³, c. 43 I 442|

১৯১৬ খ্রীস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি'র অনুকরণে তিনি রচনা করেন ১২৮টি গীতি কবিতার সমন্বয়ে 'প্রেমাঞ্জলি'। শুধু 'প্রেমাঞ্জলি' নয়, তাঁর 'পুষ্পাঞ্জলি', 'কুসুমাঞ্জলি' প্রভৃতি গ্রন্থের গীতি কবিতায় সুস্পষ্টভাবে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব পড়েছে, কিন্তু রবীন্দ্র-মানসের সূক্ষ্ম ভাবানুভূতি সিরাজীর কবিতায় নেই। সিরাজীর সঙ্গীতগুলো রাবীন্দ্রিক বাণরূপ ও সুর-সম্পদ থেকেও বঞ্চিত। সিরাজীর গানের প্রধান উপজীব্য, কবি আবদুল কাদিরের মতে, 'প্রচ্ছন্ন অহমিকা, অন্য কথায় আত্মসচেতনতা।' এ কথা অবশ্য অনস্বীকার্য যে, সিরাজী মুসলিম হিসেবে তাঁর ধর্ম ও ঐতিহ্যগত স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন ছিলেন। তিনি তাঁর পূর্বসুরি মীর মোশাররফ হোসেনের মতো সমন্বয়পন্থী সাহিত্যিক ছিলেন না। তাঁর সাধনা ছিল বাংলা সাহিত্যে দীর্ঘদিন যাবত অবহেলিত মুসলিম মানসকে সসম্মানে প্রতিষ্ঠিত করা। এ দিক দিয়ে বিবেচনা করলে সিরাজীর সাহিত্য কর্মকে উদ্দশ্যমূলক বলা যেতে পারে। যে সৃষ্টির মধ্যে সমাপিত চিত্ততা নেই, উদ্দেশ্য যেখানে সৌন্দর্যের ধ্যানকে পদে পদে বিঘ্নিত করে, তা কখনো সত্যিকার নব সৃষ্টির মর্যাদা পায় না। সম্ভবতঃ সিরাজীর গীতি-কবিতাও তাই বাঙলার পাঠক সমাজে বিশেষ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করতে পারেনি।

তবে একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, সিরাজীর অনলবর্ষী গীতি কবিতা ও প্রাণবন্ত আহ্বান জাতির দুর্দিনে অন্ধকারে চমক সৃষ্টি করেছিল। সিরাজীর গীতি-কবিতার মূল্যায়ন করতে গিয়ে কবি আবদুল কাদির সত্যই বলেছেন:

"যে উগ্র জাতীয়তা বঙ্কিম-সাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য, বাঙালী মুসলমানদের রচনায় প্রথম স্ফুরণ দেখা যায় ১৯০০ খ্রীস্টাব্দে– ইসমাঈল হোসেন সিরাজীর প্রথম কাব্য 'অনলপ্রবাহে'। হেমচন্দ্রের যেমন 'ভারত-সঙ্গীত', সিরাজীর তেমনই 'অনলপ্রবাহ'। উভয়েই চারণের মতো নির্জীব জাতির কানে ঘুম-ভাঙানিয়া মন্ত্র উচ্চারণ করেছেন। সেকালে কায়কোবাদ ও মোজাম্মেল হক প্রায় একই সুরে জাগরণী গান গেয়েছেন বটে; কিন্তু সিরাজীর কণ্ঠ দূর পলণ্টীর আপামর সাধারণের কানে গিয়ে পৌঁছেছে।"[৮৬]

বাংলা পয়ার জাতীয় ছন্দের বিশুদ্ধ ভঙ্গির সিরাজীর কাব্যে আটসাঁট রূপ গ্রহণ করেছে। কিন্তু মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত ছন্দের কবিতায় তিনি অনুরূপ দক্ষতার পরিচয় দিতে পারেন নি। তার রচিত গীতি কবিতা বা সঙ্গীতের গ্রন্থগুলো পড়লে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন 'সঙ্গীত-সঞ্জিবনী' গ্রন্থের প্রস্তাবনা কবি বলেন–

[85] cÿ¸ ³, c. 46 I 445|
[86] cÿ¸ ³, c. 47 I 446|

"চাহ যদি সবে জাতীয় কল্যাণ
জাতীয় সঙ্গীত করো তবে গান।
চিত্ত উন্মাদিনী সঙ্গীত-রাগিনী
চলিবে হৃদয়ে মৃতসঞ্জীবনী।"[৮৭]

১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় প্রেমাঞ্জলি, তাতে ১২৮টি গীতি কবিতা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি'র অনুসরণে তিনি 'প্রেমাঞ্জলি' প্রণয়ন করেছিলেন; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের অতুলনীয় বাণী-রূপ ও সুর-সম্পদ তার সঙ্গীতে নেই। রবীন্দ্রনাথের তীক্ষ্ণ সহানুভূতি ও আনন্দময় সমপিতাচিত্ততা সিরাজীকে দুর্লভ; পক্ষান্তরে প্রচ্ছন্ন অহমিকা, অন্য কথায় আত্ম-সচেতনতা সিরাজীর গানের প্রধান উপজীব্য। সেজন্যই গীতি কবিতা হিসেবে সেগুলি বিশেষ সফল হয়নি। রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি'র প্রতিযোগী হিসেবে তিনি 'প্রেমাঞ্জলি' প্রণয়ন করেছিলেন; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রভাব যে তিনি কাটিয়ে উঠতে পারেননি সে প্রমাণ প্রচুর জড়ো করা যেতে পারে। 'প্রেমাঞ্জলিতে' কবি বলেন–

"তোমার রাগিনী উঠেছে বাজিয়া
আজি গো জীবন-কুঞ্জে।
মলয়-সমীর বহিছে কটিরেউ
লুটায়ে কুসুম-পুঞ্জে।"[৮৮]

সিরাজীর গীতিকাব্য বা সঙ্গীত গ্রন্থ–

১. প্রেমাঞ্জলি (১২৮টি গীতি কবিতা) প্রকাশ- ১৯১৬।
২. পুষ্পাঞ্জলি।
৩. কুসুমাঞ্জলি।
৪. সুধাঞ্জলি
৫. সঙ্গীত-সঞ্জিবনী (৩৩টি গান স্থান পায়) প্রকাশ- ১৯৯৫।

[87] Ave'j Kw'i m¤úw'Z, wmivRx iPbvejx, XvKv, evsjv GKv‡Wgx, †cšl, 1374, wW‡m¤i, 1967, c. 310|
[88] cv¸³, c. 311|

Dhaka University Institutional Repository

ZZxq Aa¨vq

BmgvCj †nv‡mb wmivRxi mvwn‡Z¨ Avievx k‡ãi c‡qvM

Dhaka University Institutional Repository

c_g cwi‡”Q‘: wmivRxi Kv‡e¨ Avievx k‡ãi c‡qvM

বুকের ভিতর দাউ দাউ করে জ্বলছিল আগুন। প্রকাশের পথ খুঁজছিল সে আগুন এবং অবশেষে তা একদিন লাভা স্রোতের মত বেরিয়ে আসতে শুর“ করে কলমের ডগায়। রচিত হলো জ্বালাময়ী দীর্ঘ কবিতা 'অনল প্রবাহ' কবিতা তো নয়, সে এক বিস্ময়, এক তুমুল আলোড়ন। দেড় শতকের পরাধীনতা থেকে মুক্তি লাভের জন্য এমন বলিষ্ঠ আহ্বান, স্বাধীনতা অর্জনের জন্য জেগে উঠার এমন বজ্রনিকোষ উচ্চারণ তখন পর্যন্ত গোটা বাংলা সাহিত্যে আর কারো কণ্ঠে ধ্বনিত হয়নি। প্রবল প্রতাপ বৃটিশ রাজত্বে স্বাধীনতার চেতনা লালন এবং তার দুঃসাহসিক প্রকাশ নিঃসন্দেহে অকল্পনীয় ছিল। বলা দরকার, উপমহাদেশীয় জনগোষ্ঠীর সামাজিক উন্নয়ন, শিক্ষার অগ্রগতি, বা অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের জন্য শাসক ইংরেজের জন্য কোন বাধা ছিল না। কিন্তু ব্রিটিশদের সুদীর্ঘকালের আধিপত্যের বির“দ্ধে নূন্যতম কোন প্রতিবাদ বা হুমকি তাদের কাছে ছিল একান্তই অনভিপ্রেত। আর এ বিষয়টি উপমহাদেশবাসী কারো কাছেই প্রত্যাশিত ছিল না। এ বিষয়ে শাসকদের টেনে দেয়া বিপজ্জনক সীমারেখা অতিক্রমের প্রবর্তনকে নিঃশেষ করা হত নির্মম অবদমনের মাধ্যমে। এটা লংঘনের ইচ্ছা বা সাহস কারো থেকে থাকলেও তার প্রকাশ তেমন চোখে পড়তো না। বিদ্যমান এ পরিস্থিতিতেই সাহসের ডানায় ভর করে এক আত্মপ্রত্যয়ী, অকুতোভয় তর“ণ কলম সৈনিকের আত্মপ্রকাশ সূচিত হয় উনিশ শতকের একেবারে অন্তিম লগ্নে। তিনি হলেন সৈয়দ ইসমাঈল হোসেন সিরাজী।

ইসমাঈল হোসেন সিরাজী মোট ৮টি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। এগুলো হচ্ছে–

১. অনলপ্রবাহ ১ম (১৯১৮ খ্রিস্টাব্দ) (১৩০৬ বঙ্গাব্দ) ২য়, (১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দ, ১৩১৫ বঙ্গাব্দ) বাজেয়াপ্ত (১৩১৭-১৩৫৮), ৩য়- ১৩৬০ বঙ্গাব্দ।
২. উচ্ছ্বাস (১৯০৭ খ্রিস্টাব্দ/১৯১৬ (১৩১৪ বঙ্গাব্দ)।
৩. নব উদ্দীপনা (১৯০৭ খ্রিস্টাব্দ) (১৩১৪ বঙ্গাব্দ)।
৪. উদ্বোধন, (১৯০৮ খ্রিস্টাব্দ ও ১৯২০ খ্রিস্টাব্দ)
৫. স্পেন বিজয়কাব্য (১৯১৪ খ্রিস্টাব্দ) (১৯২০ বঙ্গাব্দ)।
৬. মহাশিক্ষা কাব্য (১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দ ও ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ)।
৭. সঙ্গীত সঞ্জীবনী (১৯১৪)।
৮. প্রেমাঞ্জলি (১৯১৬)।

Abjcevn

wm ivRx e¨eüZ Aviex kã	cKZ Avie x kã	mwVK evsjv D"PviY	evsjv A_	Z_¨mÎ
মোসলেম, মোস্লেম[৮৯]	مسلم	মুসলিম	মুসলমান, ইসলামের অনুসারী	শিরাজী রচনাবলী, আবদুল কাদির সম্পাদিত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৌষ, ১৩৭৪, ডিসেম্বর, ১৯৬৭, অনল প্রবাহ, পৃ. ৪৪৮
আল্লা/আল্লাহ/ আল্লাহু[৯০]	لله	আল্লাহ	মহান আল্লাহ তায়ালা	পৃ. ৪৪৯
নিয়ত[৯১]	النية	নিয়ত	নিয়ত, ইচ্ছা, আশা	পৃ. ৪৫১
মিনার[৯২]	المنار	মানার	বাতিঘর, আলোকস্তম্ভ	পৃ. ৪৫২

89 Avi Nwg I bv bqb †gwjqv
DV‡i †gvm‡jg DV‡i RwMqv| (Zh¨-aŸwb: c. 472-479, 485, 487-488, wgm‡ii Af¨Ìvb: 491, †¯ú‡bi cwZ: 502, 506-507, Awffvl Y: 510, 512; gi‡°v msK‡U: 514-517; ‘xcbv: 524-527; Avgxi Af¨_bv: 520-523; gnwk¶v Kve¨: 2q mM; weÁwß: 26, KweZv mgM: bee‡I D‡Øvab: 1; †PvL †M‡jv: 4; Avïiv: 9; †iŠc¨ Rwejx: 11, †gvjwPÎ: 57, Kj¨ I A‘¨: 60, b‘x †Póv: 64; AvnŸvb: 73| Kve¨: D‡Øvab, KweZv: Avie: 25; wejvc: 28; eRaŸwb: 32, †LjvdZ m½xZ: 77, gv‰f: 81, †gvQ‡jg 89, GwR †m fviZ: 96: cfvZx: 102, 105; Avkvi evYx: 117, †kv‡Kv"Qvm: 119; eRevYx: 125)

90 DbwZi c‡_ ôAvjvõ ôAvjvõ i‡e,
avI‡i mK‡j avI GKevi| (wgm‡ii AfÌvb- 496, Zh¨-aŸwb- 477, †¯ú‡bi cwZ- 503, Awff vlY- 500, 512, gi‡°v msK‡U- 516, Avgxi AvMg‡b- 521, gnwk¶v Kve¨: e›‘bv- 2, PZ_ mM, ¯c‡‘k- 66, 93, Kve¨: D‡Øvab, Lv‡j‘- 52, †gvQ‡jg- 90, cwiPq- 107, eRaŸwb- 32, †gvjwPÎ- 57, wnRix beel- 71, AvnŸvb- 74, DÏxcbv- 86, cn‡i- 121)

91 †ni Zviv AwR wKev mgbZ,
kwm‡Q †Zv‡‘i ni‡I wbqZ| (KweZv mgM: †iŠc¨ Rwejx- 16; Kve¨ D‡Øvab: Kj¨ I A‘¨- 61; gnwk¶v Kve¨: Bgv‡gi Kviev jvq Dcw¯wZ Ges kÎ" KZK Ae‡iva- 206)

92 hvI †‘‡k †‘‡k Ki ‘ikb,
Av‡Q KZ KwË aibx †kvfb

wmivRx e¨eüZ Aviex kã	cKZ Aviex kã	mwVK evsjv D”PviY	evsjv A_	Z_¨mÎ
মসজিদ[৯৩]	مسجد	মাসজিদ	মুসলমানদের ইবাদতগাহ	পৃ. ৪৫২
আরব[৯৪]	عرب	আরব	আরবের লোক/ আরব ভূমি, আরব জাতি	পৃ. ৪৫২
ইসলাম, ইস্ণ্যাম, এস্ণ্যাম, এছলাম[৯৫]	اسلام	ইসলাম	হযরত মুহাম্মদ (সা.) প্রবর্তিত ধর্ম, আলণ্যাহর মনোনীত একমাত্র জীবন বিধান, ইসলাম, আত্মসমর্পণ করা	পৃ. ৪৫৩
গোলাম/ গোলামী[৯৬]	غلام	গোলাম	দাস, বান্দা	পৃ. ৪৫৪
হুজুর[৯৭]	حضور	হুদুর	জনাব, উপস্থিত, ধর্মীয় সম্মানিত ব্যক্তিকে এ অভিধায় সম্বোধন করা	পৃ. ৪৫৪

---

wgbvi, gmwR‘, cvmv‘ feb| (Avgxi AvMg‡b- 518, gnwk¶v Kve¨: 6ô mM, mgi- 88; Kve¨: D‡Øvab, AvnŸvb- 74, G wK †m fviZ- 96)

93 mnm gmwR‘ AwR wM¾vq n‡q‡Q cwiYZ,
Kvnv‡i ewje AwR, wK Rvjvq ‘»xfZ| (Zh¨-aŸwb: 474, Avgxi AvMg‡b: 518, gnwk¶v Kve¨: 1g mM, gšYv: 11, 6ô mM: mgi: 88, Avkvi evYx: 116, KweZv mgM: †iŠc¨ Rwejx: 13, Kve¨, D‡Øvab, eRaŸwb: 37, AvnŸvb: 74, G wK †m fviZ: 96; †¯ú‡bi cwZ- 506)

94 †Kv_v Avi‡ei cZvc-Zcb
mKvj wK AwR †Nvi AÜKvi| (Kve¨: D‡Øvab, Avie- 18, †gvjwPÎ- 58, gw‰f- 81, DÏxcbv- 86, cwiPq- 111, GwK †m fviZ- 96; gnwk¶v Kve¨: 6ô mM, mgi- 100)

95 Hkh mgx× exi‡Zi MeŸ
mKwj wK nvq; n‡q †Mj LeŸ?
wejwß wK nvq: Bmjv‡gi ‘c? (Zh¨-aŸwb- 472-477, 483, 486, 488, wgm‡ii Af¨Ìvb- 492, 493, 496, †¯ú‡bi cwZ- 503-505, gi‡°v m¼‡U- 515, 517, Avgxi AvMg‡b- 521, ‘xcbv- 524, 528, Avgxi Af¨_bv- 533; gnwk¶v Kve¨: 2q mM, weÁwß- 20, KweZv mgM: †PvL †Mj- 5, †iŠc¨ Rwejx- 14, Kve¨ D‡Øvab: Avie- 20, wejvc- 27, eRaŸwb- 37, Lv‡j‘- 52, †gvjwPÎ- 57, Kj¨ I A‘¨- 63, dv‡Zgv †Rvniv- 66, wnRix beel- 71, †gvQ‡jg- 89, Avevnb- 95, GwK †m fviZ- 99, cwiPq- 109, Avkvi evYx- 115, eRevYx- 126)

96 †h mKj RwZ wQj †i †Mvjvg
Zv‡‘i Kv‡Ql AwR nZgvb| (Awffvlv: 510, gi‡°v m¼‡U: 516, Avgxi AvMg‡b: 519, 520, Avgxi Af¨_bv: 531, gnwk¶v Kve¨: 6ô mM, mgi: 99, Kve¨: D‡Øvab: eRaŸwb: 37|)

97 fbZ Rvb‡Z AebZ wk‡i,
_wKZ hvnviv †Zv‡‘i ûR‡i|

wmivRx e¨eüZ Aviex kã	cKZ Aviex kã	mwVK evsjv D"PviY	evsjv A_	Z_¨mÎ
			হয়, সম্মানসূচক	
কোরান/ কোরআন[৯৮]	قرن	কুরআন	ইসলাম ধর্মের মহাগ্রন্থ আল-কুরআন, পড়া, পঠিত, পাঠ করা	পৃ. ৪৫৬
আলণ্ঢাহু আকবর[৯৯]	الله اكبر	আলণ্ঢাহু আকবার	আলণ্ঢাহ মহান, আলণ্ঢাহ সবেচেয় বড়	পৃ. ৪৫৮
কাফের/ কোফর/ কুফ্ফার[১০০]	كفر	কাফির	অবিশ্বাসী	পৃ. ৪৫৯
রহিম[১০১]	رحيم	রহীম	আলণ্ঢাহ অতি দয়ালু, আলণ্ঢাহর গুণবাচক নাম	পৃ. ৪৬৭
রহমান[১০২]	رحمن	রহমান	আলণ্ঢাহ অতি দয়ালু, আলণ্ঢাহর গুণবাচক নাম	পৃ. ৪৬৭
মজহাব[১০৩]	مذهب	মাযহাব	মত, দল	পৃ. ৪৬৭
হানিফী[১০৪]	حنفى	হানাফী	চারটি মাযহাবের একটি মাযহাব।	পৃ. ৪৬৭

98 we¯§Z nBqv cweÎ †Kvivb
nviv‡q GKZv nviv‡q weÁvb| (‘xcbv- 525, gnwk¶v Kve¨: e›‘bv- 2; KweZv mgM: †PvL †Mj- 5; Kve¨: D‡Øvab: Avie-20, †gvjv wPÎ- 57, †gvQ‡jg- 90, cwiPq- 110)

99 ÔAvjvû AvKeviÕ Nb D"Pwiqv
cvc Zvc iwk Kwi‡j msnvi| (Zh¨aŸwb: 483, 485, †¯ú‡bi cwZ: 507, Awf fvlY: 510, gnwk¶v Kve¨: 5g mM, D‡‘¨vM: 87, cwiPq: 111, Avkvi evYx: 116)

100 f-bZ Rvb‡Z AebZ wk‡i,
h‡ZK Kv‡di cdj AšÍ‡i| (wgm‡ii AfÌvb- 493, †¯ú‡bi cwZ- 530; KweZv mgM: †PvL †Mj- 5; Kve¨: D‡Øvab, Avie- 18, Lv‡j‘- 52, †gvjwPÎ- 58, †gvQ‡jg: 89, cwiPq- 109, Avkvi evYx- 116, iw½jv imj- 128)

101 WvK GK g‡b iwng ingvb
wgkvI mevi civ‡Y civY|

102 Bgvg †nv‡mb axi g°v cwinwi
Pwjjv Kdvi cv‡b ingvb ¯§wi| (gnwk¶v Kve¨: 12Zg mM, Bgvg †nv‡m‡bi Kdvq Awfhvb: 177, 16Zg mM, h×viv¤ Ges †nvi knx‘: 244)

103 gRnve MVb ‘vI‡i Qwoqv
me GK nI wgwjqv wgwkqv|

wmivRx e¨eüZ Aviex kã	cKZ Aviex kã	mwVK evsjv D"PviY	evsjv A_	Z_¨mÎ
			ভারতীয় উপমহাদেশে এই মাযহাব অনুসরণ করে, সঠিক, খাঁটি, নিষ্ঠাবান	

ÔZh-aŸwbÕ

wmivRxi e¨eüZ Aviex kã	cKZ Aviex kã	mwVK evsjv D"PviY	evsjv A_	Z_¨mÎ
কবর[১০৫]	قبر	কবর	সমাধি, কবর দেওয়া, পুঁতে রাখা	পৃ. ৪৭৪
মোহাম্মদ[১০৬]	محمد	মুহাম্মদ	প্রশংসিত, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর নাম	পৃ. ৪৭৬
মদীনা/মাদীনে[১০৭]	مدينة	মাদীনাহ	পবিত্র মদীনা নগরী, মদীনাতুর রাসূল (সা.), শহর	পৃ. ৪৭৬
মক্কা[১০৮]	مكة	মাক্কাহ	পবিত্র মাক্কা নগরী, রাসূল (সা.) এর জন্মস্থান	পৃ. ৪৭৬

104 nwbdx Invex †dj‡i fwl½qv
Z"Q gZv‰bK¨ ‘vI RvjvBqv| (gnwk¶v Kve¨: beg mM, msKU: 123, Kve¨: D‡Øvab, †gvjv-wPÎ: 57)

105 cb¨-†kvK †g‡n‘xi, ‘B mß ei‡li †‘n,
Zwjqv Kei n‡Z, Ab‡j‡Z Kwi‡jK ‘vn!! (eRevYx: 128)

106 †Kv_v ZvZ †gvnv¤§‘: †‘L Awm †‘L GKevi
G cv‡Y Rwj‡Q AwR, wK fxlY AwMcvivevi!! (gnwk¶v Kve¨: e›‘bv- 2, Kve¨: D‡Øvab, KweZv: Avie- 19, wejvc- 26, eRaŸwb- 39, cwiPq- 112)

107 cweÎ g‘xbv, g°v, eq‡Zvj †gvKÏm Avi,
Ke‡j cwi‡Z †ni, hZ †Póv wKev Awbevi| (gnwk¶v Kve¨: 1g mM, gšYv: 14, 93, mßg mM: Kdvq AvnŸvb: 109, Kve¨: D‡Øvab, KweZv: Avie: 24)

108 g°v I g‘xbv Avi KdvevmxMY
wbZvšÍ Avjxi f³; cvYc‡b Zviv
mvnv‡h¨ c¯Z m‘v Avjx-Zb‡qi| (gnwk¶v Kve¨: e›‘bv-2)

wmivRxi e¨eüZ Aviex kã	cKZ Aviex kã	mwVK evsjv D”PviY	evsjv A_	Z_¨mÎ
বয়তোল মোকদ্দস[১০৯]	بيت المقدس	বাইতুল মুকাদ্দাস	পবিত্র মসজিদ	পৃ. ৪৭৬
সোলতান[১১০]	سلطان	সুলতান	নেতা, শাসক	পৃ. ৪৭৭
আমীর[১১১]	أمير	আমীর	নেতা, সম্রাট, ধনাঢ্য ব্যক্তি	পৃ. ৪৭৭
নবী[১১২]	نبى	নবী	পয়গম্বর, নবী	পৃ. ৪৭৭

exi cRv

wmivRxi e¨eüZ Aviex kã	cKZ Aviex kã	mwVK evsjv D”PviY	evsjv A_	Z_¨mÎ
আজান[১১৩]	اذان	আযান	আহ্বান, আযান, মুসলিম পরিভাষা	পৃ. ৪৮৩
আমিন[১১৪]	امين	আমিন	কবুল করা	পৃ. ৪৮৭

109 cweÎ g‘xbv, g°v, eq‡Zvj †gvKÏm Avi,
Ke‡j cwi‡Z †ni, hZ †Póv wKev Awbevi|

110 †mvjZvb, Avgxi, kvn, wZ‡b wg‡j n‡q mw¤§wjZ
mlß Bmjvg kw³, Ki AwR cbt RvMwiZ|
(KweZv mgM: †i‰c¨ Rwejx: 13, †QvjZvb: 92, G wK †m fviZ: 96)

111 wK †‘wL‡Z †n Avgxi! AwmqvQ fvi‡Z
fviZ GLb ^k‡f kkv‡bi fvi‡Z| (Avgx‡ii AvMg‡b : 518, 520,521, 522, 523, Avgxi Af¨_bv : 527, 532, gnwk¶v Kve¨: 8g mM, †gvm‡j‡gi Kdv AvMgb I Kdvi kvmbKZvi cwieZb : 119, Kve¨ : D‡Øvab, Av‘k wePvi : 83, GwK †m fviZ : 96, cwiPq : 112)

112 AB ïb †gNbv‡‘, gnvbex †Nwl‡Q wK evYx,
jvf weRwqbx kw³, kÎ“kb¨ Kin AeYx| (gnwk¶v Kve¨, e›‘bv- 1, 2, Kve¨: D‡Øvab, eRaŸwb: 39, †gvQ‡jg-90, RvMiY: 105)

113 AvRvb jw¤Z fR ex‡i›‘ kvÏj
cwk‡jK e‡½
(gnwk¶v Kve¨: 6ô mM, mgi: 88, gnwk¶v Kve¨: 16Zg mM, h×v‡qvRb: 239)

114 Zwg ¯M n‡Z AwR Kjn ÔAwgbÕ
N‡P hvK G †Nvi ‘wÏb|

Dhaka University Institutional Repository

AwffvlY

wmivRxi e¨eüZ Avievx kã	cKZ Avievx kã	mwVK evsjv D"PviY	evsjv A_	Z_¨mÎ
কালিমা/ কলেমা[১১৫]	كلمة	কালিমা	পবিত্র কালিমা 'লা ইলাহা ইলণ্ঢালণ্ঢাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুলণ্ঢাহ	পৃ. ৫১১
হজ্জ[১১৬]	حج	হজ্জ	ইসলামের র"কনসমূহের একটি, ৪র্থ র"কন	পৃ. ৫১২
জাকাত[১১৭]	زكلة	যাকাত	ইসলামের র"কনসমূহের একটি, ৩য় র"কন, বৃদ্ধি, পবিত্রতা	পৃ. ৫১২
কোর্ব্বানী/ কোরবানী/ কোরবান[১১৮]	قربانى	কুরবানী	উৎসর্গ করা	পৃ. ৫১২
লিলণ্ঢায়[১১৯]	لله	লিলণ্ঢাহ	আলণ্ঢাহর জন্য	পৃ. ৫১২
এলাহি[১২০]	اله	এলাহী	এক, একক, আলণ্ঢাহ তা'আলা	পৃ. ৫১৩

115 †'L Pviw'‡K †'L‡i Pwnqv,
Avavi Kwjgv wMqv‡Q Nwiqv| (gnwk¶v Kve¨: 15Zg mM, h×v‡qvRb: 226, Kve¨: D‡Øvab: 229, AvnŸvb: 74, RvMiY: 105, cwiPq: 114, Avkvi evYx: 116)

116 ïa Z‡e Avi bvgvR †ivRvq
n¾ I hvKvZ †KveŸvbx wjjvq (gnwk¶v Kve¨, 12Zg mM, Bgvg †nv‡m‡bi Kdvq Awfhvb: 181)

117 ïa Z‡e Avi bvgvR †ivRvq
n¾ I hvKvZ †KveŸvbx wjjvq

118 Avgv‡i †Kvievbx i‡c Kwiqv MnY
iwLI †nv‡mb c‡fvt GB AwKÂb| (gnwk¶v Kve¨, 10g mM, †gvm‡jg knx': 149)

119 ïa Z‡e Avi bvgvR †ivRvq
n¾ I hvKvZ †KveŸvbx wjjvq

120 †n Gjwn! AwR Ki AvkxeŸv'
NPK †gv‡'i Kjn weev'| (KweZv mgM: †iŠc¨, Rwejx, c. 16)

Dhaka University Institutional Repository

giং°v m¼‡U

wmivRxi e¨eüZ Aviex kã	cKZ Aviex kã	mwVK evsjv D”PviY	evsjv A_	Z_¨mÎ
মারফত[১২১]	معرفة	মারফত	বাহক, আলণ্ডাহর নৈকট্য লাভের মাধ্যম	পৃ. ৫১৫
শয়তান[১২২]	شيطان	শয়তান	বিতাড়িত ইবলিস	পৃ. ৫১৭

Avgxi Af¨_bv

wmivRxi e¨eüZ Aviex kã	cKZ Aviex kã	mwVK evsjv D”PviY	evsjv A_	Z_¨mÎ
খাদেমুল ইসলাম[১২৩]	خادم الاسلام	খাদেমুল ইসলাম	ইসলামের খাদেম	পৃ. ৫৩০

121 cvlÊ ‘vbeM‡Y LÊ LÊ Kwi i‡Y D×wi‡Z n‡e cbt gidZ-wmsnvmb|

122 i‡e bv aivq Z‡e Bmjvg I gmjgvb jwf‡e GKwacZ¨ hZ †kZ kqZvb| (gnwk¶v Kve¨, 15Zg mM, h×v‡qvRb: 231, Kve¨: D‡Øvab, gv‰f: 80, cn‡i: 121)

123 ÔLv‡‘gj BmjvgÕ hZ mf¨MY †jwnZ cZvKv Kwiqv aviY|

gnwk¶v Kve¨

ইসমাঈল হোসেন সিরাজী ১৩০৬ বঙ্গাব্দে 'মহাশিক্ষা' রচনা শুর" করেন এবং সুদীর্ঘ দ্বাদশ বর্ষে ১৩১৭ বঙ্গাব্দের ২১শে আষাঢ় বুধবার ফরাসী অধিকৃত চন্দন নগরে অজ্ঞাতবাস কালে রচনা সমাপ্ত করেন। ১৩১১ বঙ্গাব্দে 'ইসলাম প্রচারক' পত্রিকায় এবং ১৩২২ বঙ্গাব্দে আল-এসলাম পত্রিকায় বন্দনা, ১ম সর্গ, ২য় সর্গ ও ৩য় সর্গ প্রকাশ হয়েছিল। ১৩২৬ সালে মাসিক নূর পত্রিকায়ও প্রকাশিত হয়।

কারবালা প্রান্তরের বিয়োগান্ত ঘটনা মহাশিক্ষা কাব্যের বিষয়বস্তু। কারবালা কাহিনী নিয়ে বাংলা ভাষায় প্রথম কাব্য সংকলন করেন ষোড়শ শতকে দৌলত উজির বাহরাম খান।

কারবালা বিষয়ক মধ্যযুগের সকল বাংলা কাব্যেই পরিব্যক্ত এই অনন্য সুর। তার মূলে রয়েছে সমাজের জনসাধারণের এই অটল প্রত্যয় যে, সকল কালের সকল মুসলমানের সর্বমুক্তির উদ্দেশ্যেই প্রাক্তনের পূর্ব নির্দিষ্ট বিধানে হয়েছে হাসান হোসেনের অকাতর-আত্ম্যোৎসর্গ।

মর্সিয়া সংক্রান্ত 'মকতুল হোসেন' 'জঙ্গনামা' ও 'শহীদে কারবালা' পুঁথি থেকে উপকরণ আহরণ করে মীর মোশাররফ হোসেনের 'বিষাদ সিন্ধু' রচিত। তবে তাতে মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্যের সুরটিও তুলছে অভূতপূর্ব ঝঙ্কার–

'রিপুদল বলে দলিয়া সমরে,
জন্মভূমি রক্ষা হেতু কে ডরে মরিতে?
যে ডরে ভীর" সে মূঢ়, শত ধিক তারে![১২৪]

এর সঙ্গে মিলিয়ে পড়া যেতে পারে যে, 'বিষাদ সিন্ধু'র এই বিরোচিত উক্তি– 'আমাদের এই স্থির প্রতিজ্ঞা যে, ২য় জন্মভূমির স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া মোহাম্মদীয় ধর্মের উৎসর্গ সাধন করিব, না হয় অকাতরে রক্তস্রোতে আমাদের এই অস্থায়ী দেহ খ" খ" ভাসাইয়া দিব।'[১২৫]

সিরাজী মনে করতেন যে, ইসলামে বিশ্বাসের তিন প্রধান অঙ্গ: তৌহিদ, স্বাধীনতা ও প্রজাতন্ত্র। এই তিনের প্রতিষ্ঠাতেই দুনিয়ায় ধর্মরাজ্যের প্রতিষ্ঠা। এর জন্য জীবনোৎসর্গ হলে তা হবে বিশ্ববাসীর নিকট মহাশিক্ষা-স্বরূপ। হযরত হোসেনের মুখ দিয়ে তিনি উচ্চারণ করিয়েছেন এ উদ্দীপ্ত ঘোষণা–

---

[124] ^mq' BmgvBj †nv‡mb wkivRx, gnwk¶v Kve¨, XvKv, †Kw›'q ev0jv Dbqb †evW, Rb 1969/ Avlvp, 1376, c. 3|
[125] cv¸ ³, c. 4|

Dhaka University Institutional Repository

ধর্মরাজ্য সংস্থাপন
করিবারে যে জীবন
ধরিয়াছি এতদিন এ পাপ-ভুবনে,
উৎসর্গ করিব প্রাণ সে ব্রত-যাপনে।
যায় যাবে যাক প্রাণ,
তথাপি রাখিব মান,
ন্যায়ের মর্যাদা তবু রাখিব জীবনে।
দিয়া যাক মহাশিক্ষা বিশ্ববাসীগণে।[১২৬]

এ থেকেই কাব্যখানির নামকরণ হয়েছে 'মহাশিক্ষা'।

'মহাশিক্ষা' কাব্যের মোট সর্গ ২৪টি। বন্দনা ১টি। নিম্নে সর্গসমূহের নাম উলেণ্ঢখ করা হল।

- বন্দনা।
- প্রথম সর্গ- মন্ত্রণা।
- দ্বিতীয় সর্গ- বিজ্ঞপ্তি।
- তৃতীয় সর্গ- সংক্ষোভ।
- চতুর্থ সর্গ- স্বপ্নাদেশ।
- পঞ্চম সর্গ- উদ্যোগ।
- ষষ্ঠ সর্গ- সমর।
- সপ্তম সর্গ- কুফায় আহ্বান।
- অষ্টম সর্গ- মোসলেমের কুফায় আগমন ও কুফায় শাসনকর্তার পরিবর্তন।
- নবম সর্গ- সঙ্কট।
- দশম সর্গ- মোসলেম শহীদ।
- একাদশ সর্গ- মোসলেমের পুত্রদ্বয় বধ।
- দ্বাদশ সর্গ- ইমাম হোসেনের কুফায় অভিযান।

[126] cÿ¸ ³, c. 4|

- ত্রয়োদশ সর্গ- হোসেন-হোরের পরামর্শ।
- চতুর্দশ সর্গ- ইমামের কারবালায় উপস্থিতি এবং শত্রু কর্তৃক অবরোধ।
- পঞ্চদশ সর্গ- যুদ্ধায়োজন।
- ষোড়শ সর্গ- যুদ্ধারম্ভ এবং হোর শহীদ।
- সপ্তদশ সর্গ- জহির শহীদ।
- অষ্টাদশ সর্গ- আবদুল্লা বরির ওহাব, ওহাবের মাতা ও পত্নীর শাহাদৎ প্রাপ্তি।
- উনবিংশ সর্গ- খালেদ শরিহ্ হেলাল, আবদুল্লা প্রমুখ বীর-পুরুষগণের শাহাদৎ।
- বিংশ সর্গ- কাসেম শহীদ।
- একবিংশ সর্গ- আব্বাস প্রভৃতি শহীদ।
- দ্বাবিংশ সর্গ- আলী আকবর শহীদ।
- ত্রয়োবিংশ সর্গ- ইমাম শহীদ।
- চতুর্বিংশ সর্গ- মহা-অন্ত্যেষ্টি।

ÔgnvwkÿvÕ Kv‡e¨ Aviex kã

wmivRxi e¨eüZ Aviex kã	cKZ Aviex kã	mwVK evsjv D”PviY	evsjv A_©	Z_¨mÎ
মোস্তফা[১২৭]	مصطفى	মুসত্বফা	মনোনীত, প্রিয়, পছন্দনীয়, মহানবী (সা.)-এর গুণবাচক নাম	সৈয়দ ইসমাঈল হোসেন সিরাজী, মহাশিক্ষা কাব্যঃ কেন্দ্রিয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, বন্দনা, পৃ. ৩
আলী[১২৮]	علی	আলী	উচ্চ, উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন	পৃ. ৩

127 gnvbex †gv¯Ídvi bw›‘b-b›‘b
exi‡›‘ K‡ji Îvm Avjxi A½R| (cwiPq: 109)

128 (Awg) Avjxi †Rvj‡dKvi Lv‡j‡‘i LMo
Ziewi e‡j Awg wRwbe †n¯M| (Kve¨: D‡Øvab, KweZv: Avie: 24; eRaŸwb: 34, dv‡Zgv †Rvniv: 66; cwiPq: 109; eRevYx: 125)

wmivRxi e¨eüZ Avievx kã	cKZ Avievx kã	mwVK evsjv D"PviY	evsjv A_	Z_¨mÎ
হাফেজ[১২৯]	حافظ	হাফিয	রক্ষক, তত্ত্বাবধায়ক	১ম সর্গ: মন্ত্রণা, পৃ. ৬
সা'দী[১৩০]	سعدی	সা'দী	সৌভাগ্যবান, সুখী, এখানে আলণ্ঢামা শেখ সাদীকে বোঝানো হয়েছে।	পৃ. ৬
নিজামী[১৩১]	ظامی	নিযামী	স্বাভাবিক, নিয়মতান্ত্রিক	পৃ. ৬
হোসেন[১৩২]	حسين	হুসাঈন	সুন্দর, রাসূল (সা.) দৌহিত্র, হযরত আলী ও ফাতিমা (রা.)-এর পুত্র	পৃ. ৩
আবদুলণ্ঢা[১৩৩]	عبد الله	আবদুলণ্ঢাহ	আলণ্ঢাহর বান্দা, বিশ্বনবী মুহাম্মদ (সা.)-এর পিতার নাম	পৃ. ১৪
নাজেম[১৩৪]	نجم	নাজম	তারকা, নক্ষত্র	পৃ. ১৯, ২০
খলিফা[১৩৫]	خليفة	খলীফা	উত্তর পুর"ষ/ ইসলামী রাষ্ট্রের শাসনকর্তা/ মুসলমান	দ্বিতীয় সর্গ: বিজ্ঞপ্তি, পৃ. ২০

129 nv‡dR, LvKvbx, mvÔ'x, wbRvgx, Didx, Rvgx, i"gx, †di‡'Šmx, iRx, AvjvDj| (cwiPq: 113)

130 Awg nv‡dR mv'x exYvi wb°b Awg †di‡'ŠwQ 'vgvgvi wb°b| (Kve¨: D‡Øvab, †gvm‡jg knx': 143, †gvjwPÎ: 57, cwiPq: 113)

131 nv‡dR, LvKvbx, mvÔ'x, wbRvgx, Didx, Rvgx, i"gx, †di‡'Šmx, iRx, AvjvDj| (cwiPq: 113)

132 †n cf! jxjvi wmÜ, B"Qvq †Zvgvi wk¶v w'‡Z biK‡j Ace wk¶vq| ex‡i›'Kj †Kkix ivRwl †nv‡mb| (KweZv mgM: Avïiv: 9; Kve¨: D‡Øvab, eRaŸwb: 34; dv‡Zgv †Rvniv: 66, eRevYx: 125)

133 Igi dvi"K- cÎ Ave'jv Avi g'xbv bMievmx i_x›'wbKi|

134 bv‡Rg Ijx' cwZ| G‡ZK ewjqv Av‡'wkjv gšxe‡i cwÎKv iP‡b|

135 GwR‡' Lwjdv ewj ¯xKvi Kwi‡Z K'wc m¤§Z b‡n g'xbv-wbevmx| (KweZv mgM: †iŠc¨ Rwejx: 13)

wmivRxi e¨eüZ Aviex kã	cKZ Aviex kã	mwVK evsjv D”PviY	evsjv A_	Z_¨mÎ
			শাসকদের উপাধি	
খেলাফৎ[১৩৬]	خلافة	খিলাফত	খিলাফত, ইসলামী শাসন ব্যবস্থা	পৃ. ২১
খোত্বা[১৩৭]	خطبة	খুতবাহ	বক্তৃতা, ভাষণ	পৃ. ২৭
হামিদ[১৩৮]	حميد	হামীদ	প্রশংসিত, উত্তম, নিরাপদ	তৃতীয় সর্গ, সংক্ষোভ, পৃ. ৩৫
কাফের[১৩৯]	كافر	কাফির	অবিশ্বাসী	চতুর্থ সর্গঃ স্বপ্নাদেশ, পৃ. ৬৬
অজু[১৪০]	وضوء	ওদু	অযু	পৃ. ৭৭
তকবীর[১৪১]	تكبير	তাকবীর	ডাকা, আহ্বান করা, আওয়াজ তোলা	পৃ. ৬৬
শহীদ[১৪২]	شهيد	শহীদ	জিহাদে জীবনদানকারী, স্বাক্ষী	পঞ্চম সর্গঃ উদ্যেগ, পৃ. ৭৮
সিদ্দীক[১৪৩]	صديق	সিদ্দীক	সত্যবাদী, হযরত আবু বকর	পৃ. ৮১

136 cR¨cv‘ AvjxRv‘v Bgvg †nv‡mb
GwR‡‘i †Ljvdr bwn ¯xKwi‡j
Ab¨‡Kn ¯xKwi‡Z bv n‡e c¯Z|

137 †Kvb imbvq, nvq! ej, †Kvb fv‡l
†LvZev cwo‡e †nb bviKxi bv‡g| (Kve¨: D‡Øvab, †gvjwPÎ: 57)

138 ej †i nwg‘! wK‡mi KviY
†n_v †Zvi AvMgb?

139 mdR_-wbw›‘Z hvi ZKexi wbbv‡‘
Kw¤úZ Kv‡diKj AvKj civ‡Y?

140 †mŠfvM¨ Mwbqv axiwbgj mwj‡j
AR Kwi fw³Z‡i KZÁ ü‘‡q| (PZ_ mM: ¯cv‡‘k: 77)

141 mdR_-wbw›‘Z hvi ZKexi wbbv‡‘
Kw¤úZ Kv‡diKj AvKj civ‡Y?

142 ew›‘ kxPiY Ze †n knx‘ ivR!
ejx›‘Kj-nh¶, FwlK‡jvËg| (19Zg mM: Lv‡j‘, kwin †njvj, Avãjvn cgL exici“lM‡Yi kvnv‘vZ: 299; Kve¨: D‡Øvab, dv‡Zgv †Rvniv: 66)

143 bxie-wb¯Íä mfv| Ave‘i ingvb
Lwjdv wmÏxK-cÎÑ ‘vovBqv ax‡i

wmivRxi e¨eüZ Aviex kã	cKZ Aviex kã	mwVK evsjv D”PviY	evsjv A_	Z_¨mÎ
			(রা.)-এর উপাধি	
মোহকম[১৪৪]	محكم	মুহকাম	নির্দিষ্ট, নির্ধারিত	দশম সর্গ: মোসলেম শহীদ, পৃ. ১৪৩
কাফেলা[১৪৫]	كافيل	কাফিলা	দল, গোত্র	পৃ. ১৪৩
তসবি[১৪৬]	تصبيح	তাসবীহ	আলণ্ঢাহর গুণকীর্তন প্রকাশ করা	পৃ. ১৪৫
সালাম[১৪৭]	سلام	সালাম	সাক্ষাতে মুসলিম নিয়মে শুভেচ্ছা প্রকাশ/ অভিবাদন/ মুসলমানদের পারস্পরিক সম্পর্ক	পৃ. ১৫৫
লা-ইলাহা ইলণ্ঢালণ্ঢাহু[১৪৮]	لا اله الا الله	লা-ইলাহা ইলণ্ঢালণ্ঢাহু	আলণ্ঢাহ ছাড়া কোন উপাস্য নাই	পৃ. ১৫৭
নূর[১৪৯]	نور	নূর	আলো	পৃ. ১৫৭
জাহান্নামী[১৫০]	جهنم	জাহান্নাম	দোযখ, জাহান্নাম, নরক, অবিশ্বাসীদের পরকালীন	একাদর্শ সর্গ, মোসলেমের পুত্রদ্বয়

---

144 mg”P e³Zv g‡Â| Avb‡›‘i aŸwb|
wØmnm fU-mn exi †gvnKg

145 Avgx‡ii AvÁvµ‡g †gvm‡jg mÜv‡b
bMi evwn‡i Awg Kv‡djvi m‡½
wgwjev‡i Pwjqww Q|

146 Zmwe Kwi‡Qb Rc, awgKv fweqv
Kwnjv gmwjg exi KvZi ee‡b|

147 Kwn‡Z jwMjv Z‡e, Rvbv I mvjvg
KmgxiY! †kvKevZv en AwRgM
Bgvg †nv‡mb Z‡i| (Kve¨: D‡Øvab, †gvjwPÎ; 57)

148 jv-Bjvnv Bjvjvn Aa D”Pvi‡Y
fZ‡j cweÎ wki nBj jwÉZ|

149 †‘n n‡j bi-¯Í¤ weRjxi cvq
DwVj wegvb cv‡b! †Mvi fK¤ú‡b| (cwiPq: 109)

150 µigwZ Rvnvbvgx cvlÊ Avgxi
Kgvi Ø‡qi K_v Kwiqv keY (¯v_ci: 120)

wmivRxi e¨eüZ Aviex kã	cKZ Aviex kã	mwVK evsjv D”PviY	evsjv A_	Z_¨mÎ
			ঠিকানা	বধ, পৃ. ১৫৮
কাজী[১৫১]	قاضى	কাজী	বিচারক	পৃ. ১৬১
হাজির[১৫২]	حاضر	হাদির	উপস্থিত	পৃ. ১৬২
হারাম[১৫৩]	حرام	হারাম	নিষেধ	পৃ. ১৬৫
আরশ[১৫৪]	عرش	আরশ	আরশ	পৃ. ১৭০
হুজুরে[১৫৫]	حضور	হুদুর	উপস্থিত/ জনাব/ ধর্মীয় সম্মানিত ব্যক্তিকে এ অভিধায় সম্বোধন করা হয়। মহানবী (সা) কেও উপমহাদেশে হুজুর (সা.) বলে সম্বোধন করা হয়	ত্রয়োদশ সর্গ: হোসের হোরের পরামর্শ, পৃ. ১৯০
জোহর[১৫৬]	ظهر	যোহর	যোহরের নামায	পৃ. ১৯৯
ইমামতি[১৫৭]	امامة	ইমামতি	মসজিদে যিনি নামাযের ইমামতি করেন/ ধর্মীয় নেতা/ যিনি নামায পড়ান	পৃ. ১৯৯

151 wnZ Dc‡‘k w‘qv cb¨kxj KvRx cÎm‡b †cwi‡jK Kgvi hM‡j|

152 †gvm‡j‡gi cÎØ‡q; ci¯‹vi †jv‡f Avgxi mKv‡k Ziv Kwij nwRi|

153 Kviva¨¶ gki“K ewaqv Awbqv wRÁvmjv †µva f‡i, wbgKnvivg| †i gki“K! wK mvn‡m Kvnvi Av‡‘‡k †gv‡¯‡gi cÎØ‡q w‘qwQm Qwoqv?

154 Kgvi Ø‡qi wki Kwij †Q‘b! Avik †Kvikkvn DwVj Kwcqv|

155 K‡i †M‡Q Ze cv‡k GB wb‡e‘b ZvB Awg Kwijvg ûR‡i Ávcb|

156 Kwn‡jb, I‡n †nvi, n‡q‡Q mgq †Rvn‡ii bvgv‡Ri; mn ^mb¨eq|

157 Ze BgvgwZ wfb bvgvR n‡e bv MY¨|

wmivRxi e¨eüZ Avievx kã	cKZ Aviex kã	mwVK evsjv D”PviY	evsjv A_©	Z_¨mÎ
ফরজ[158]	فرض	ফারদুন	ফরয। আলণ্ঢাহর পক্ষ হতে করতে আবশ্যক। আলণ্ঢাহ যা করতে আদেশ ও নিষেধ করেছেন	পৃ. ২০০
মুছিবতে[159]	مصيبة	মুসিবত	বিপদ, সঙ্কট	পৃ. ২০৮
আকবর[160]	اكبر	আকবর	মহান, বড়, বৃহত্তর, মহত্তর	পৃ. ২০৯
তওবা[161]	توبة	তাওবা	তাওবা, মাফ চাওয়া, মহান আলণ্ঢাহর কাছে ফিরে আসা	পৃ. ২১৪
নছর[162]	نصر	নাসর	সাহায্যকারী, একজনের নাম	পঞ্চদশ সর্গ: যুদ্ধায়োজন, পৃ. ২২৬
মহর্‌রম[163]	محررم	মুহাররম	হিজরী সালের ১ম মাস, পবিত্র	পৃ. ২২৯
জহিরে[164]	ظهير	জহির	সাহায্যকারী, পৃষ্ঠপোষক	সপ্তদর্শ সর্গ: জহির শহীদ, পৃ. ২৬১
নজর[165]	ظر	নজর	দৃষ্টি	পৃ. ২৬২

---

158 diR bvgvR †k‡l KdxM‡Y ga fv‡m

159 †nb gwQe‡Z Zwg nB‡j cwZZ wK Kwi‡e †mB Kv‡j? Kwnjvg Avwg|

160 †nv‡mb G‡ZK ewj Kwnjv Avevi, †n erm AvKei! gg Rxeb Avb›‘! (KweZv mgM: Avïiv 9,)

161 bwn wKQ nvq wcZ:! ZIev Kwiqv GB cvc cwi”Q‘, GB cvc Ak|

162 Igi K‡qm, †n¾vR bmi BZ¨w‘ Kdvi †mbvbx Ki| (cÂ‘k mM, h×v‡qvRb: 227)

163 gniig gv‡mi †mw‘b beg cwðg AvKv‡k †n‡j‡Q Zcb|

164 DcwRqv iY‡¶‡Î Kwnjv Rwn‡i †n Rwni, exiKj wKivU-fIY|

wmivRxi e¨eüZ Aviex kã	cKZ Aviex kã	mwVK evsjv D"PviY	evsjv A_	Z_¨mÎ
শাহাদৎ[166]	شهادة	শাহাদাত	সাক্ষ্য, প্রত্যয়নপত্র, সনদ	ঊনবিংশ সর্গঃ খালেদ শরিহ হেলাল, আবদুলণ্ঢা প্রমুখ বীর পুরষগণের শাহাদৎ, পৃ. ২৮৮
শরিহ[167]	شرة	শরাহ	বিধি বিধান, নিয়ম কানুন, আইন	পৃ. ২৮৮
হুরী[168]	حر	হুর	বেহেশতী রমনী	পৃ. ২৮৯
হেলাল[169]	هلال	হিলাল	নতুন চাঁদ, নবচন্দ্র	পৃ. ২৯১
মালেক[170]	مالك	মালিক	কর্তা, মালিক, অধিকর্তা	পৃ. ২৯৩
হবিব[171]	حبيب	হাবিব	বন্ধু, সাথী	পৃ. ২৯৭
সরাবান তহুরা[172]	شرابا طهورا	শারাবান তাহূরা	পবিত্র পানীয়, হাওযে কাউসারের সুমিষ্ট পবিত্র পানি	বিংশ সর্গঃ কাসেম শহীদ, পৃ. ৩২৫
রছুলে[173]	رسول	রাসূল	মহানবী মুহাম্মাদ (সা.)	পৃ. ৩৩৮

165 †mbvcwZ Ig‡ii K‡Vvi Av‡`‡k Kve b¾dxi cÎ ejxk bRi|
166 Ae‡k‡l gnvevû eû A¯Nv‡Z kvnv`r mavcv‡b RovBj nw`|
167 AZtci gnv‡ZRv mevû kwin kÎ"`‡j evNmg Kwiqv c‡ek|
168 G‡Zv ewjqv exi †ZqwMjv †`n, Af¨v_jv ûixMY exbvi wb°b|
169 Kwn‡jK, ô†n †njvj be cwiYxZv cZx Ze, Zv‡n abx Dw™b †hŠebv|
170 Ave`jv Bqnv Avi Ave`i ingvb gv‡jK Igi, Rvmx K‡qm cfwZ|
171 nv‡kg wbab A‡šÍ Zvcm nwee Avewiqv cZ Zb exi cwi‡"Q‡`|
172 wefc‡` iY‡¶‡Î Kwi AvZ¥emRb mivevb Zûiv wc‡q kxZj Ki Rxeb|

wmivRxi e¨eüZ Aviex kã	cKZ Aviex kã	mwVK evsjv D”PviY	evsjv A_	Z_¨mÎ
মশক[১৭৪]	مشق	মশক	পানির পাত্র	পৃ. ৩৪২

ÔKweZv mg‡MÖ Aviex kã

Kve¨: bee‡l D‡Øvab

wmivRxi e¨eüZ Aviex kã	cKZ Aviex kã	mwVK evsjv D”PviY	evsjv A_	Z_¨mÎ
ফোরাত[১৭৫]	فرات	ফুরাত	একটি নদীর নাম	কবিতা সমগ্র: সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজী, সম্পাদনা- হোসেন মাহমুদ; কবিতা: আশুরা, পৃ. ৮
মশ্বরেক[১৭৬]	مشرق	মাশরিক্ব	পূর্ব দিক, সূর্য উদয়ের দিক	রৌপ্য জুবিলী: পৃ. ১৫
মগরেব[১৭৭]	مغرب	মাগরিব	মাগরিবের নামাযের সময়, পশ্চিম দিক, যে দিকে সূর্য অস্ত যায়	পৃ. ১৫

173 jÖ‡q m‡e †Kvb eK iQ‡j †‘L‡e gL? (iw½jv iQj: 128)

174 gkK ¯‡Üi c‡i ¯wc AwZ †eMf‡i|

175 †iwe åvšÍ! AB †‘L †‘L‡i Pwnqv AZx‡Zi ¯§wZ c‡U, †dviv‡Zi Z‡U|

176 gk‡iK nB‡Z gM‡ie Aewa Ze ïf MxwZ wbqZ D‡V|

177 gk‡iK nB‡Z gM‡ie Aewa Ze ïf MxwZ wbqZ D‡V|

wmivRxi e¨eüZ Aviex kã	cKZ Aviex kã	mwVK evsjv D”PviY	evsjv A_©	Z_¨mÎ
মেহেদী[১৭৮]	مهدى	মাহদী	হেদায়েত প্রাপ্ত	পৃ. ২৫
নায়েব[১৭৯]	نائب	নায়েব	স্থলাভিষিক্ত, প্রতিনিধি	কাব্যঃ উদ্বোধন কবিতাঃ বিলাপ, পৃ. ২৭
দারুল অলুম[১৮০]	دار العلوم	দারুল উলুম	জ্ঞানের দরজা	পৃ. ৩৩
ওলামা[১৮১]	علماء	উলামা	জ্ঞানীগণ	পৃ. ৩৩
দুনিয়া[১৮২]	دنيا	দুনয়া	দুনিয়া, পৃথিবী	খালেদ, পৃ. ৫২
দীন[১৮৩]	دين	দীন	ধর্ম, বিধান	পৃ. ৫৪
মৌলবী[১৮৪]	مولوى	মাওলবী	ইসলাম ধর্মের বিশেষজ্ঞ, দুনিয়া ত্যাগী, মুসলিম পরিভাষা	মোলণ্ডা-চিত্র, পৃ. ৫৬
নায়েবে রছুল[১৮৫]	نائب رسول	নাঈবে রাসূল	রাসূল (সা.)-এর প্রতিনিধি	পৃ. ৫৬
হাদিস[১৮৬]	حديث	হাদীস	কথা, বাণী, নতুন	পৃ. ৫৭

178 wbeŸwcZ cvq iwk¥ B¯vg a‡gi
Cmv, †g‡n'xi e‡j RvjvB‡e †di|

179 eei cvlÊ P‡j
†Zvgvi bv‡qe n‡q|

180 AB jvL‡bši 'vi"j-Ajg
mgM fvi‡Z gvZv‡q‡Q ag|

181 Ijvgvi 'j, awi be ej
RwZ msMV‡b, m‡e cvYc‡b|

182 wewRZ †ivgK ivR¨ †Zvgvi cZv‡c
K‡Éi û¼v‡i Ze Kw¤úZ 'wbqv| (†gvjwPÎ: 56; cwiPq: 110; †LjvdZ m½xZ: 77)

183 †n 'xb AvZ¥v Awg
bwn, I‡n Kvci"lMY! (Kj¨ I A'¨: 63; bv Avr: 70, Avkvi evYx: 127)

184 AZj Áv‡bi Lwb cwZfvi iwe
evnev! evnev! ab¨! i‡½i †gšjex!

185 evnev! evnev! ab¨! i‡½i †gšjex!
Ôbv‡q‡e iQjÕ e‡j †Zvgv‡'wi Ô'vexÕ|

wmivRxi e¨eüZ Avie kã	cKZ Avie kã	mwVK evsjv D”PviY	evsjv A_	Z_¨mÎ
কোরাণ[১৮৭]	قرآن	কুরআন	মহাগ্রন্থ আল-কুরআন, মুসলমানদের পবিত্র গ্রন্থ	পৃ. ৫৭
আলেম[১৮৮]	عالم	আ'লিম	জ্ঞানী	পৃ. ৫৭
এসলাম/ ইসলাম[১৮৯]	إسلام	ইসলাম	হযরত মুহাম্মাদ (সা.) প্রবর্তিত আলণ্ঢাহর মনোনীত একমাত্র জীবন ব্যবস্থা, ইসলাম, আত্মসমর্পণ করা	পৃ. ৫৭
মোলণ্ঢা[১৯০]	ملا	মোলণ্ঢা	ধর্মীয় উপাধি	পৃ. ৫৭
গরীব[১৯১]	غريب	গরীবুন	দরিদ্র	পৃ. ৫৭
হারাম[১৯২]	حرام	হারাম	নিষিদ্ধ	পৃ. ৫৭
মিলাদ[১৯৩]	ميلاد	মীলাদ	জীবনী আলোচনা, জন্ম, জন্ম জয়ন্তী, দু'আর অনুষ্ঠান	পৃ. ৫৭
ওয়াজে[১৯৪]	وعظ	ওয়াজ	আলোচনা, নসীহত	পৃ. ৫৭
কেচ্ছায়[১৯৫]	قصة	কিস্সাতুন	কাহিনী, ঘটনা	পৃ. ৫৭

186 c‡obv nw'm Kf †ev‡Sbv †Kvivb A_P Av‡jg e‡j g‡b Awfgvb|

187 c‡obv nw'm Kf †ev‡Sbv †Kvivb A_P Av‡jg e‡j g‡b Awfgvb|

188 c‡obv nw'm Kf †ev‡Sbv †Kvivb A_P Av‡jg e‡j g‡b Awfgvb|

189 mvevm! mvevm! ab¨ e‡½i †gŠjex mZ¨ mZ¨ BnviB Bmjv‡gi iwe|

190 evnev ab¨ ev½vjvi †gvjv AceŸ Áv‡bi †R¨wZ w'‡q‡Qb|

191 Ô†gvm‡j‡g Mixe Avjv K‡i‡Q aivqÕ †mLv‡b †mLv‡b Giv Kwnqv †eovq|

192 ev½vjv BsivRx cov Kn‡q nvivg| ev½vjvi †gvjv‡'i Pi‡Y mvjvg|

193 mv'xi e‡qr Sv‡o †hLv‡b †mLv‡b A™Z wgjv' c‡o Aci/c Zv‡b|

194 evox‡Z ev½vjvn P‡j, DÏ gd¯‡j ÔIqv‡RÕ, Ô†K"QvqÕ LvZv †'qv civ L‡j|

wmivRxi e¨eüZ Aviex kã	cKZ Aviex kã	mwVK evsjv D”PviY	evsjv A_	Z_¨mÎ
আরবী[196]	عربى	আরবী	একটি ভাষার নাম	পৃ. ৫৭
জামাত[197]	جماعة	জামাআত	দল, গোত্র	পৃ. ৫৭
জুমা[198]	جمعة	জুমআ	জুমআর নামায, জুমআর দিন	পৃ. ৫৭
বেদাৎ[199]	بداعة	বিদাআত	নব আবিষ্কার, নতুন কিছু	পৃ. ৫৮
ছুন্নত[200]	سنة	সুন্নাত	রাসূলের কর্মগুলো	পৃ. ৫৮
তাজ্জব[201]	تعجب	তা'আজ্জুব	আশ্চর্য	পৃ. ৫৮
হেকমৎ[202]	حكمة	হিকমাত	কৌশল	পৃ. ৫৮
সুলতান[203]	سلطان	সুলতান	নেতা, শাসক, বাদশাহ	পৃ. ৫৮
গায়বী[204]	غائبى	গায়িবী	অদৃশ্য	পৃ. ৫৮
খাজানা[205]	خزانة	খাযানা	ভান্ডার	পৃ. ৫৮
হেফাজতে[206]	حفظت	হিফাযত	রক্ষা	পৃ. ৫৮

195 ÔIqv‡RÔ, Ô†K"QvqÔ LvZv †'qv civ L‡j|
wnwRweRx Ô†LvZevÔ c‡o Aviex fvlvq|

196 wnwRweRx Ô†LvZevÔ c‡o Aviex fvlvq|
evS‡Z cv‡i bv wb‡R eSv‡e wK nvq! (Kve¨: D‡Øvab, Kj¨ I A'¨: 63|)

197 RvgvZ jBqv ïa K‡i UvbvUvwb
GK Rgv †f‡½ K‡i wZb PviLvwb|

198 RvgvZ jBqv ïa K‡i UvbvUvwb
GK Rgv †f‡½ K‡i wZb PviLvwb|

199 K_vq K_vq Av‡Q g‡L‡Z †e'vr
MÛv wKQ w'‡j c‡o QbZ †bnvr|

200 K_vq K_vq Av‡Q g‡L‡Z †e'vr
MÛv wKQ w'‡j c‡o QbZ †bnvr|

201 G eo Zv¾e evZ ewS‡Z bv cwi
Gme †nKgr Rvb Avs‡iR †jv‡Ki

202 G eo Zv¾e evZ ewS‡Z bv cwi
Gme †nKgr Rvb Avs‡iR †jv‡Ki

203 w'Ibv †i‡j Pv'v me wKQ †di
h'¨wc †i‡ji Mvox Pvjvb mjZvb|

204 w'qv‡Qb Avjv Zv‡i Mvqex LvRvbv
†d‡ikZv †gŠR' hvi †ndvR‡Z bvbv|

205 w'qv‡Qb Avjv Zv‡i Mvqex LvRvbv
†d‡ikZv †gŠR' hvi †ndvR‡Z bvbv|

206 w'qv‡Qb Avjv Zv‡i Mvqex LvRvbv

wmivRxi e¨eüZ Avie‡x kã	cKZ Avie‡x kã	mwVK evsjv D”PviY	evsjv A_©	Z_¨m‚Î
দালিণ্ঢন[২০৭]	ضالين	দোয়ালণ্টীন	গোমরাহী	পৃ. ৫৮
জালিণ্ঢন[২০৮]	ضالين	যোয়ালণ্টীন/ দোয়ালণ্টীন	গোমরাহী	পৃ. ৫৮
তালাক[২০৯]	طلاق	ত্বালাক	ছেড়ে দেয়া, বিচ্ছিন্ন করা	পৃ. ৫৮
নেকা[২১০]	نكاح	নিকাহ	বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া	পৃ. ৫৮
ফতোয়া[২১১]	فتوى	ফাতাওয়া	ফতোয়া দেয়া, সমাধান করা	পৃ. ৫৮
ফরোজ[২১২]	فرائض	ফারায়েয	বণ্টননামা	পৃ. ৫৮
আখবার[২১৩]	اخبر	আখবার	সংবাদ	পৃ. ৫৮
আখেরী জামানা[২১৪]	آخر زمانة	আখির যামানা	শেষ সময়, পরকালীন সময়	পৃ. ৫৮
রহমতের[২১৫]	رحمة	রাহমাত	দয়া, অনুগ্রহ	পৃ. ৫৯
ইমান[২১৬]	إيمان	ঈমান	ইসলাম ধর্মে বিশ্বাস/ আলণ্ঢাহ	পৃ. ৫৯

207 †d‡ikZv †gŠR‘ hvi †ndvR‡Z bvbv| Ô‘wjbÕ ÔRwjbÕ j‡q K‡i nvbvnwb
208 ÔZvjvKÕ Ô†bKviÕ Kv‡g AwZkq cU Ô‘wjbÕ ÔRwjbÕ j‡q K‡i nvbvnwb
209 ÔZvjvKÕ Ô†bKviÕ Kv‡g AwZkq cU ÔZvjvKÕ Ô†bKviÕ Kv‡g AwZkq cU
Avnv‡i gReZ †hb evþ‡Yi eU
210 ÔZvjvKÕ Ô†bKviÕ Kv‡g AwZkq cU
Avnv‡i gReZ †hb evþ‡Yi eU
211 Ôd‡ZvqvÕ Ôd‡ivRÕ jÕ‡q m‘v gvivgwi
ab¨ ev½vjvi †gvjv hvB ewjnv‡i|
212 Ôd‡ZvqvÕ Ôd‡ivRÕ jÕ‡q m‘v gvivgwi
ab¨ ev½vjvi †gvjv hvB ewjnv‡i|
213 wg_¨v Le‡i‡Z †cviv hZ AvLevi
†h cwo‡e †Mvbv Zvi n‡e Ôte‡kvgviÕ|
214 Av‡Lix Rvgvbv ZvB Av‡Lix Rvgvbv,
Gh‡M‡Z †gvm‡j‡gi DbwZ n‡e bv|
215 Av‡Lix Rvgvbv e‡j evS ewiZvjv
ing‡Zi ‘ilRvq w‘‡q‡Qb Zvjv|
216 †Mvj MwZkxj c_x ej‡i hvnviv,
Bgvb Zv‡‘i bvB ÔKv‡diÕ Zvnviv| (†gvm‡jg: 89; cfvZx: 104; cwiPq: 108)

wmivRxi e¨eüZ Avievx kã	cKZ Avievx kã	mwVK evsjv D”PviY	evsjv A_	Z_¨mÎ
			ছাড়া কোন উপাস্য নাই, আর হযরত মুহাম্মাদ (সা.) আলণ্ঢাহর প্রেরিত রাসূল– এ কথার উপরে অন্তরে বিশ্বাস করা ও মুখে প্রকাশ করা	
খতমে[২১৭]	ختم	খতম	শেষ	পৃ. ৫৯
সালামালেক[২১৮]	سلام عليك	সালামুন আলাইকা	তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হোক	পৃ. ৫৯
মাদ্রাসার[২১৯]	مدرسة	মাদরাসা	মাদরাসা, পড়াশোনার স্থান, ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	পৃ. ৫৯
তরক্কী[২২০]	ترقى	তারাক্কী	উন্নতি	পৃ. ৫৯
তকবির[২২১]	تكبير	তাকবীর	আওয়াজ তোলা, তাকবীর দেয়া	কল্য ও অদ্য: পৃ. ৬১
কেসরা[২২২]	قصرى	কিসরা	একটি প্রাসাদের নাম	পৃ. ৬২
ফরজ[২২৩]	فرض	ফরয	আবশ্যক, ফরয	পৃ. ৬২
অলি[২২৪]	ولى	ওয়ালী	অভিভাবক, বন্ধু, আলণ্ঢাহ	পৃ. ৬৩

217 LZ‡g wmivRx Kv‡n nvZ †Rvo Kwi
fvB †gvjv! ¶gv Ki ômvjvgv‡jKô Kwi|

218 LZ‡g wmivRx Kv‡n nvZ †Rvo Kwi
fvB †gvjv! ¶gv Ki ômvjvgv‡jKô Kwi|

219 hZw‘b gv‘vmvi bv nq ms¯‘vi,
ZZw‘b gRv Kwi Dovl evnvi|

220 wKš wK Avðh fvB! hvB ewjnwi
Kv‡d‡ii Zi°x nj wK cKvi Kwi|

221 ôZnwjjô ôZKweiô aÿwb
AwR‡i fvwm‡Q Zvnv|

222 wQj Kj¨ †Kmiv LvKvb,
Afv‡e‡Z m‘v wgqgvb!

223 ¯x ci“l mewi diR
†eva bwn mvgvb¨ ôMiRô!

wmivRxi e¨eüZ Aviex kã	cKZ Aviex kã	mwVK evsjv D”PviY	evsjv A_	Z_¨mÎ
			ওয়ালা	
জান্নাত[২২৫]	جنة	জান্নাত	বেহেশত, জান্নাত, বাগান, উদ্যান	পৃ. ৬৬
তৌহিদ[২২৬]	توحيد	তাওহীদ	ঐক্যবদ্ধকরণ, একত্ত্ববাদ	না আৎ, পৃ. ৭০
হাশর[২২৭]	حشر	হাশর	শেষ বিচারের দিন, কেয়ামতের দিন	পৃ. ৭০
হরকত[২২৮]	حركة	হারাকাত	নড়াচড়া	পৃ. ৭৩
বরকত[২২৯]	بركة	বারাকাত	কল্যাণ, প্রাচুর্য	পৃ. ৭৩
আলম[২৩০]	عالم	আ‘লম	বিশ্ব, জগৎ, পৃথিবী	পৃ. ৭৪
তাজ[২৩১]	تاج	তাজ	মুকুট	পৃ. ৭৪
মশগুল[২৩২]	مشغول	মাশগুল	ধ্যানে মগ্ন, ব্যাস্ত	পৃ. ৭৪
তেজারত[২৩৩]	تجارة	তিজারাত	ব্যবসা	পৃ. ৭৪

---

224 ‘i‡ek Awj AMbb
Kwi‡Z‡Q Z_v wePiY!

225 knx‘ K‡ji ivRv †nv‡mb Rbbx
Ki Awg Awkev‘ RvbvZ nB‡Z|

226 mcZ †ZŠwn‘ cZvKvavix
Ze¸bMv‡b hvB ewjnwi! (†gvm‡jg: 90; cwiPq: 110; GwK †m fviZ: 98)

227 fwg RMZ ïf gj KviY
nvk‡i Aag w‘I kiY|

228 †Kvb Kv‡R KLb I bwn wQj niKZ,
†Zvgv‡‘i kvm‡b ewoj †n eiKZ|

229 †Kvb Kv‡R KLb I bwn wQj niKZ,
†Zvgv‡‘i kvm‡b ewoj †n eiKZ|

230 Zwg wQ‡j Avj‡gi wkíx †n †miv,
Mwo‡j †Rvniv, ZvR; Avj nvgiv| (Av‘k wePvi: 87)

231 Zwg wQ‡j Avj‡gi wkíx †n †miv,
Mwo‡j †Rvniv, ZvR; Avj nvgiv| (Av‘k wePvi: 87; eRevYx: 128)

232 weÁv‡b ‘k‡b Zwg wQ‡j gk¸j
KweZv wbK‡Äi Zwg wQ‡j ejej| (DÏxcbv: 87; cwiPq: 113)

233 Z‡e K‡i wQj me †ZRviZ b¨¯Í,
ûKg Zwg‡j aiv wQj e¨¯Í|

Dhaka University Institutional Repository

wmivRxi e¨eüZ Aviex kã	cKZ Aviex kã	mwVK evsjv D”PviY	evsjv A_©	Z_¨m~Î
হুকুম[২৩৪]	حكم	হুকুম	আদেশ	পৃ. ৭৪
আদব[২৩৫]	ادب	আদাব	শিষ্টাচার	পৃ. ৭৪
কায়দা[২৩৬]	قاعدة	কায়দা	নিয়ম, কানুন	পৃ. ৭৪
গনিমৎ[২৩৭]	غنيمة	গানীমাত	যুদ্ধের মাঠে অর্জিত মালামাল	পৃ. ৭৩
এনাসাফে[২৩৮]	انصاف	ইনসাফ	ন্যায় বিচার, সুবিচার	পৃ. ৭৪
আদেল[২৩৯]	عادل	আদিল	ন্যায় বিচারক	পৃ. ৭৪
ইজ্জত[২৪০]	عزة	ইয্যাত	সম্মান	পৃ. ৭৪
রহমত[২৪১]	رحمة	রাহমাত	দয়া, করুণা, অনুগ্রহ	পৃ. ৭৪
দৌলৎ[২৪২]	دولة	দাউলাত	ধন-সম্পদ	পৃ. ৭৪
শওকৎ[২৪৩]	شوقة	শাওক্বাত	মান-মর্যাদা	
খেলাফৎ[২৪৪]	خلافة	খিলাফত	খিলাফত, ইসলামী শাসন	পৃ. ৭৭

---

234 Z‡e K‡i wQj me †ZRviZ b¨¯Í,
ûKg Zwg‡j aiv wQj e¨¯Í|

235 Av‘e Kvq‘v ZnwRe ZgÏb
Zwg G aivq Kwi‡j †n cËb|

236 Av‘e Kvq‘v ZnwRe ZgÏb
Zwg G aivq Kwi‡j †n cËb|

237 B¾r †nvigr ‘i‘ev nvkgr
mÏwi †eûZvi me wQj Mwbgr|

238 Zwg wQ‡j aivq cv°v Bgvb‘vi;
Gbmv‡d Av‡‘j wQ‡j Zwg PgrKvi| (Av‘k wePvi: 87)

239 Zwg wQ‡j aivq cv°v Bgvb‘vi;
Gbmv‡d Av‡‘j wQ‡j Zwg PgrKvi| (Av‘k wePvi: 87)

240 B¾r †nvigr ‘i‘ev nvkgr
mÏwi †eûZvi me wQj Mwbgr|

241 Avjvi ingZ fvRb Zwg fvB,
webvk †Zvgvi Kf bvB- Kf bvB| (DÏxcbv: 88; GwK †m fviZ: 98)

242 Ze c‡‘ jwÉZ wQj ab †‘šjr
†Zvgwi wQj †n hZ kvb kIKr

243 Ze c‡‘ jwÉZ wQj ab †‘šjr
†Zvgwi wQj †n hZ kvb kIKr

244 †Ljvdr iwm‡Z f‡e
exi‡e‡k †Kvgi †e‡a ‘vov‡e mevB|

wmivRxi e¨eüZ Aviex kã	cKZ Aviex kã	mwVK evsjv D”PviY	evsjv A_	Z_¨mÎ
			ব্যবস্থা	
কুদরত[২৪৫]	قدرة	কুদরত	ক্ষমতা, শক্তি	পৃ. ৭৯
উজির[২৪৬]	وزير	উযীর	মন্ত্রী	পৃ. ৮৩
নাজির[২৪৭]	نزير	নাযীর	সমতুল্য, সমকক্ষ, প্রতিপক্ষ	পৃ. ৮৩
হাজির[২৪৮]	حاضر	হাজির	উপস্থিত	পৃ. ৮৩
কলম[২৪৯]	قلم	কলম	লেখনী	পৃ. ৮৪
গাফলতে[২৫০]	غافل	গাফিল	অলস, অমুখাপেক্ষী	পৃ. ৮৯
মোশরেক[২৫১]	مشرق	মুশরিক	শরীককারী, আলণ্ঢাহর সাথে যে শরীক করে তাকে মুশরিক বলে	পৃ. ৮৯
মোমেন[২৫২]	مؤمن	মু‘মিন	ঈমানদার, বিশ্বাসী	পৃ. ৮৯
তবলীগ[২৫৩]	تبليغ	তাবলীগ	প্রচার করা	পৃ. ৯০
আলেম[২৫৪]	عالم	আলিম	জ্ঞানী	পৃ. ৯০

245 K‘ i‡Z gnv cwiPq e‡U, Bnv wek weavZvi gnvcb¨Zx_ Bnv Kwe Avi fvee Rbve|

246 DwRi bwRi mevB nwRi cwiqv †kv‡Ki mvR|

247 DwRi bwRi mevB nwRi cwiqv †kv‡Ki mvR|

248 DwRi bwRi mevB nwRi cwiqv †kv‡Ki mvR|

249 Kjg jBqv beve bwR‡g wjwL‡Z jwMqv ivq|

250 AvR Kddvi †Zvgvi Mvdj‡Z †‘‡L Wv‡K †gvQ‡jg Kd‡ii w‘‡K| (eRevYx: 125)

251 †gvQ‡jg hw‘ †gvk‡iK n‡e a‡gi Av‡jv bwn i‡e f‡i|

252 a‡gi Av‡jv bwn i‡e f‡i

253 RvMZ nI mß †gv‡gb KvR †dwjqv Q‡o| Ki ZejxM †gvQ‡jg jxM Av‡jg mgvR †Kv_v?

254 c_nviv Avi ‘ej hviv NPvI Zv‡‘i e¨_v| Ki ZejxM †gvQ‡jg jxM Av‡jg mgvR †Kv_v?

wmivRxi e¨eüZ Aviex kã	cKZ Aviex kã	mwVK evsjv D”PviY	evsjv A_	Z_¨mÎ
ওয়ারেছ[২৫৫]	وارث	ওয়ারিস	উত্তরাধিকার, উত্তরসূরী	পৃ. ৯০
কুতুব[২৫৬]	كتب	কুতুব	অক্ষ, নেতা, কেন্দ্রবন্দিু, ধ্রুবতারা	একি সে ভারত, পৃ. ৯৮
তছলিম[২৫৭]	تسليم	তাসলীম	সমর্পণ, সালাম	জাগরণ : পৃ. ১০৫
উম্মত[২৫৮]	امة	উম্মাত	অনুসারী	পৃ. ১০৫
হিম্মত[২৫৯]	حمة	হিম্মাত	শক্ত, মজবুত	পৃ. ১০৫
নূর[২৬০]	نور	নূর	আলো, আলোকিত, উজ্জ্বলতা, প্রদীপ	পৃ. ১০৮, ১০৯
রব[২৬১]	رب	রাব	প্রতিপালক	পৃ. ১০৯
জালেম[২৬২]	ظالم	যালিম	অত্যাচারী, নির্যাতনকারী	পৃ. ১০৯
আশরাফুল মখলুকাত[২৬৩]	لشرف المخلوقت	আশরাফুল মাখলুকাত	সৃষ্টির সেরা, শ্রেষ্ঠ জীব	পৃ. ১১০
আখের[২৬৪]	اخر	আখির	শেষ দিন, কোয়ামতের দিন	পৃ. ১১০

---

255 c_nviv Avi ‘ej hviv NPvI Zv‡‘i e¨_v|
c_nviv Avi ‘ej hviv NPvI Zv‡‘i e¨_v|

256 bexi Iqv‡iQ e‡j cwiPq|
†Zvgwi †M$ie ZvR I KZe

257 GL‡bv †NvlYv Kwi‡Q wbZ¨
ïb †gvQ‡jg Ki ZQwjg
†Zvgvi Kwie evYx| (eRevYx: 125)

258 bexi D¤§Z RvMvI wn¤§Z
evovI e‡Ki ej|

259 bexi D¤§Z RvMvI wn¤§Z
evovI e‡Ki ej|

260 m‡Z¨i bi Awg mPxZvi Avgvgv,
Avb‡›‘i exbv-ie, h‡×i ‘vgvgv|

261 m‡Z¨i bi Awg mPxZvi Avgvgv,
Avb‡›‘i exbv-ie, h‡×i ‘vgvgv|

262 Kv‡d‡ii ‘nkr, Rv‡j‡gi ‘Ê,
‘B f‡Ûi Awg †K‡U †dwj gÊ|

263 Awg RxeKj †kô AvkivdjgLjKvZ
Avgwi cqMv¤i gdLe‡i †g$R‘vr|

Dhaka University Institutional Repository

wmivRxi e¨eüZ Aviex kã	cKZ Aviex kã	mwVK evsjv D”PviY	evsjv A_	Z_¨mÎ
হুকমত[২৬৫]	حكومة	হুকুমাত	রাজত্ব, কর্তৃত্ব	পৃ. ১১০
মাহমুদ[২৬৬]	محمود	মাহমুদ	প্রশংসিত, মুহাম্মাদ (সা.)	পৃ. ১১২
এলেম[২৬৭]	علم	ইল্ম	জ্ঞানী	পৃ. ১১৪
তালিম[২৬৮]	تعليم	তা'লীম	শিক্ষা দেয়া	পৃ. ১১৪
জালিম[২৬৯]	ظالم	যালিম	অত্যাচারী, নির্যাতনকারী	আশার বাণীঃ পৃ. ১১৫
শরাব[২৭০]	شراب		পানীয়, শরবত	পৃ. ১১৫
ছেরাতল-মোস্তাকিমে[২৭১]	صرط المستقيم		সরল, সঠিক পথ	পৃ. ১১৫

264 Av‡L‡ii QÏwi ‘wbqvi ûKgZ|
Avgv‡i m‡c‡Q †Lv‘v hZ wKQ MwbgZ|

265 Av‡L‡ii QÏwi ‘wbqvi ûKgZ|
Avgv‡i m‡c‡Q †Lv‘v hZ wKQ MwbgZ|

266 AewZi wke KwU Mwob †n¯Í¤|
exi Kj Pov Awg gvng‘ MRbx|

267 G‡j‡gi kn‡‘i Awg wQb óc‘
Zwj‡gi bwn wQj †Kvb mxgv Qin‘|

268 G‡j‡gi kn‡‘i Awg wQb óc‘
Zwj‡gi bwn wQj †Kvb mxgv Qin‘|

269 Dwo‡Q cZvKv ewR‡Q ‘vgvgv
Rwj‡gi ‘j nI mveavb

270 Ô†evrLvbvÕ Avi Ô†Pvrciw¯Í
kiv‡ei †‘vKvb Kwie QvB|

271 åvšÍ gvb‡e †U‡b je m‡e
Avevi †QivZj-†gv¯ÍwK‡g|

wØZxq cwi‡”Q‘: wmivRxi Dcb¨v‡m Avievx k‡ãi c‡qvM

মুসলিম বাংলার শিক্ষিত সমাজে ইসমাঈল হোসেন সিরাজী উপন্যাসিক হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছেন। তিনি ছিলেন একাধারে কবি, উপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক, পর্যটক, সাংবাদিক, শিল্প, সাধক ও বাগ্মী। তবে সিরাজীর সৃষ্ট সাহিত্যের উপজীব্য ছিল শুধুমাত্র ঐতিহাসিক উপন্যাস। বাংলা সাহিত্যে প্রথম স্বার্থক ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং তার বয়ঃকনিষ্ঠ সাহিত্যিক রমেশচন্দ্র দত্ত ইংরেজ ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখক স্যার ওয়াল্টার স্কটের অনুকরণে বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার সূত্রপাত করেন। নানা কারণে ঐতিহাসিক উপন্যাসের বির"দ্ধে সত্যনিষ্ঠ ইতিহাস বেত্তারা গুর"ত্বপূর্ণ অভিযোগ উত্থাপন করেন। রবীন্দ্রনাথ তার 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' শীর্ষক প্রবন্ধে নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করেন। তিনি তার স্বাভাবিক অনবদ্য ভাষা ও ভঙ্গিতে বলেছেন, 'মানব সমাজের আদিকালে প্রকৃত আর অপ্রকৃত ঘটনাবলী পাশাপাশি হাত ধরাধরি করে চলতো। কিন্তু ইদানিং ঐতিহাসিক সত্য আর কল্প লোকের সত্যের মাঝখানে একটা সীমারেখা টানবার চেষ্টা চলছে। ইতিহাস এখন আর কাব্য সত্যকে স্বীকৃতি দিতে চায় না। ইতিহাসের সীমা লঙ্ঘন করবার অপরাধে সম্প্রতি ঐতিহাসিক উপন্যাসের বির"দ্ধে অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে, অভিযুক্ত হয়েছেন ইংল্যান্ডের অমর লেখক স্যার ওয়াল্টার স্কট, বিষোদগার করা হয়েছে হিন্দু বাংলার কবি ও সাহিত্যিক নবীন চন্দ্র আর বঙ্কিমচন্দ্রের বিরদ্ধে।[২৭২]

wmivRx iwPZ Dcb¨vmmgn

১. রায়নন্দিনী: ১৯১৬ খ্রি.।

২. ফিরোজা বেগম: ১৯১৬ খ্রি.।

৩. তারাবাঈ: ১৯১৬ খ্রি.।

৪. নূরউদ্দিন: ১৯১৮ খ্রি.।

৫. জাহানারা: (অসমাপ্ত, একটি মাত্র পরিচ্ছেদ লিখেছেন)।

৬. বঙ্গ ও বিহার বিজয় (কাহিনী কাব্য)।

সিরাজী তাঁর 'রায় নন্দিনী' লিখেছেন বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশ-নন্দিনীর প্রত্যুত্তর হিসেবে। কিন্তু ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখতে যেয়ে তিনি বঙ্কিমের মতো কল্পনার রঙ্গিন পাখায় ভর করে নিজস্ব ভূবনে ভ্রমণ করেননি। বঙ্কিমচন্দ্র তার প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশ-নন্দিনী' যার গ্রন্থ হুবহু অনুবাদ করে বাংলা ভাষায়

[272] Lv‡j‘ gvm‡K imj: AwMci"l wmivRx, c. 62|

প্রকাশ করেছেন, সেই ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রথম চেষ্টা স্যার ওয়াল্টার স্কটের মতো সিরাজী তার 'রায়-নন্দিনীতে' ঐতিহাসিক সত্যকে পদদলিত করে কল্পনার মনোরম বেলুন আকাশে ওড়াননি, ইতিহাসের মর্যাদা রক্ষা করেই তার কাহিনী গড়ে তুলেছেন।

সিরাজীর 'তারাবাঈ' উপন্যাসে মালেকা আমিনা বানু ও আফজল খাঁর বীরত্ব কাহিনী স্বজাতি প্রেমিক লেখক কর্তৃক সগৌরবে বর্ণিত হয়েছে। সিরাজী চরিত্র অংকনে লেখক কোথাও ঐতিহাসিক সত্যের আলাপ করেননি। শিবাজী বিজাপুর সুলতানের আশ্রিত কর্মচারী শাহজীর উচ্ছৃঙ্খল সন্তান। এ নিরক্ষর মারাঠা সন্তান ছিলেন সভ্যতা-সংস্কৃতি বিবর্জিত এবং রামদাস স্বামী নামক এক মুসলিম বিদ্বেষী হিন্দু সন্ন্যাসীর ইঙ্গিতে পরিচালিত। শিবাজীর পিতৃবংশ চিরদিনই বিজাপুর সুলতানের প্রদত্ত অন্নে জীবন ধারণ করেছে অথচ শিবাজী বিশ্বাস ঘাতকতা করেছেন আশ্রয়দাতা প্রভুর বির্দ্ধে, আলিঙ্গন ছলে বিজাপুর সুলতানের মশহুর সেনাপতি আফজাল খাঁকে বসেনখের সাহায্যে হত্যা করেছেন, জীবনের শেষদিন পর্যন্ত দস্যুবৃত্তিই ছিল তার একমাত্র পেশা। এ শিবাজীর চরিত্র অঙ্কনে সিরাজী দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তারাবাঈ স্বর্গীয় প্রেমের শোচনীয় পরিণতি এ উপন্যাসে একটা বিয়োগান্ত নাটকের দীর্ঘশ্বাস সৃষ্টি করেছে, এ মর্মান্তিক পরিণতিই 'তারাবাঈ' উপন্যাসে কাহিনীগত সাফল্যের পথ সুগম করেছে। কারণ শেলী বলেছেন– Our sweetest songs are those tell of saddest thought.[২৭৩] সিরাজী মুসলিম নারী জাগরণের নকীব ছিলেন। তিনি ইতিহাসের বিস্মৃত পৃষ্ঠা থেকে আহরণ করে অতীতের মুসলিম বীরঙ্গনাদের অসাধারণ শৌর্য-বীর্যের কাহিনী বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়িয়ে আবেগর্দ্ধ কণ্ঠে বর্ণনা করতেন। মুসলিম বাংলার দুলালী মেয়েরা আর 'গিরিদরী বনে শাখী মনে গান গেয়ে' ফেরে না দেখে তিনি মর্মান্তিক মর্মপীড়া অনুভব করেন। নজর্লের মতো তিনিও নারী জাগরণে বিশ্বাস করতেন।

মালেকা আমিনা বানুর চরিত্র চিত্রণের মাধ্যমে মুসলিম নারীর সেই ঐতিহাসিক সত্তা সম্পর্কে তার অটুট বিশ্বাস মূর্ত হয়ে উঠেছে।

মোগল সাম্রাজ্যের চরম দুর্দিনে মারাঠা দস্যুরা যখন হিন্দুস্থানের বুক হতে ইসলামের নাম-নিশানা মুছে ফেলতে চেষ্টিত হয়েছিল এবং তৎকালীন বর্গী দস্যুদের কুখ্যাত সর্দার সদাশিব রাও আর ভাস্কর প'িতের নির্মম অত্যাচারে হিমাচল হতে কন্যা কুমারিকা পর্যন্ত সমগ্র উপমহাদেশে উৎপীড়িত হচ্ছিল, তখনকার ভাগ্যাহত মুসলিম সন্তানের ভাগ্যোন্নয়নে একটা রোমান্টিক প্রচেষ্টা বিবৃত হয়েছে 'ফিরোজা বেগম'-এ। এই উপন্যাসে আহমদ শাহ আবদালী, রোহিলা-নায়ক নজীবউদ্দৌলা প্রমুখ মুসলিম

---

[273] c৺¸ ³, 63|

বীরের প্রবল পরাক্রমে পানি পথের তৃতীয় যুদ্ধে মারাঠা দস্যুদের বিষ-দাঁত ভেঙ্গে দেয়ার চাঞ্চল্যকর ইতিহাস অপূর্ব দক্ষতার সাথে বর্ণিত হয়েছে। পানিপথের রক্তাক্ত প্রান্তরে ফিরোজা আর তার নারী বাহিনীর শৌর্য বীর্যের যে কাহিনী বর্ণিত হয়েছে তা কল্পিত বটে, কিন্তু এ কাহিনীর কল্পনাকে উদ্দীপিত করেছে রোমান বাহিনীর বির—দ্ধে বীরাঙ্গনা খাওলার ঐতিহাসিক শৌর্য-বীর্যের কাহিনী। সিরাজী লিখেছেন, 'সদা শিবের শিরচ্ছেদনে বর্গী সৈন্য জলস্রোতঃ প্রহত বেতস লতিফার ন্যায় কল্পিত কলেবরে ঘূর্নিবাত্যা তাড়িত তুলারাশির ন্যায় দিগ্বিদিকে পলায়নপর হইল। আফগান বাহিনী পশ্চাৎ গিয়া তাহাদিগকে সমূলে নির্মূল করিয়া ফেলিল।[২৭৪] সিরাজীর এই বর্ণনা নির্মম ঐতিহাসিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।

'নূর—উদ্দীন' উপন্যাসে লেখক রোমান্টিক প্রেমের অনবদ্য কাহিনী গড়ে তুলেছেন। চিতোর রাজকন্যা র—ক্রিনীর অপার্থিক প্রেমে আত্মহারা মালবের সুলতান তনয় নূরদ্দীন এ উপন্যাসে প্রেমের উজ্জ্বল আদর্শ তুলে ধরেছে। এ উপন্যাসে লাইলী-মজনু, শিরি-ফরহাদ বা রোমিও-জুলিয়েটের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে। ঐতিহাসিক সিরাজীকে সর্বত্র আড়াল করে দাড়িয়েছে কবি সিরাজী। আধুনিক উপন্যাসের বহুবিধ লক্ষণ বর্জিত এ উপন্যাসে সিরাজী আগাগোড়া এমন একটা পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন, যাতে পাঠক বাস্তব পৃথিবীর ধরা-ছোঁয়ার বাইরে একটা রহস্যলোকে নিজেকে হারিয়ে ফেলে। সাহিত্য সমালোচনার মাপকাঠিতে বিচার করলে সিরাজীর উপন্যাসে সর্বাধিক যে বস্তুটি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তা হলো তার আবেগপ্রবণতা। তিনি তার সৃষ্ট চরিত্রগুলোর যে রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন, তাতে কিশোর সুলভ আবেগের আতিশয্য আছে, বুদ্ধি বা বিচার শক্তির প্রগাঢ়তা নেই। তার নুর—দ্দীন, র—ক্রিনী, র—মি খাঁ, প্রমুখ চরিত্রগুলো সংসার-অনভিজ্ঞ কিশোর কিশোরীর, জীবন যুদ্ধে রক্তাক্ত ও ক্লেদাক্ত মানবীর নহে। মানব-মানবীর ব্যথা-বেদনা ও হাসি-অশ্র—র যে স্পন্দন সিরাজীর কাহিনীর মধ্যে ঝংকার তুলেছে, তার মধ্যে কল্পনার আতিশয্য সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রত্যক্ষ পরিচিত জগতের নিজস্ব অভিজ্ঞতার ছাপ তাতে বিশেষ কিছু পড়েনি। সিরাজীর সৃষ্ট সাহিত্য তার স্রষ্টা মানসের দুঃখের আগুনে দগ্ধ হওয়া অনুভূতি যতখানি প্রকাশ পেয়েছে তার চেয়ে ঢের বেশী প্রকাশ পেয়েছে তাঁর উদ্দাম কল্পনার আকাশচারিতা।

সিরাজীর প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস 'বঙ্গ ও বিহার বিজয়' নামক কাহিনী আদৌ সমাপ্ত হয়েছিল কিনা বলা কঠিন। তবে পুস্তকাকারে তা কোন দিনই প্রকাশিত হয়নি, একথা বলা চলে। তার আর একটা অসমাপ্ত উপন্যাস 'জাহানারা'। এ উপন্যাসে সিরাজী মনে হয় তার দৃষ্টিকোণ পরিবর্তন করতে শুর—

[274] C⁄¸ ³, c. 72

করেছিলেন। বাংলার মুসলমানের সমকালীন সামাজিক চিত্র তার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার আলোকে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। সেই চিত্রকে ফুটিয়ে তুলে সৃষ্টিধর্মী সাহিত্য গড়ে তুলতে প্রয়াসী হয়েছিলেন বলে 'জাহানারা' উপন্যাসের প্রাপ্ত অংশ সিরাজী সম্পর্কে সুস্পষ্ট প্রমাণ বহন করছে। অবিরাম প্রচার কার্যে লিপ্ত থেকে, সমাজের গলদগুলো সারাদেশ ঘুরে নিজের চোখে প্রত্যক্ষ করে সিরাজী তার সৃষ্ট সাহিত্যের মাধ্যমে তার প্রতিকারে ব্রতী হয়েছিলেন বলে মনে হয়। কিন্তু নির্মম মৃত্যু জীবন মধ্যাহ্নে তার জীবনের উপর আকস্মিক যবনিকা টেনে দিয়েছিল বলে তিনি তার পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করতে পারেননি।

'জাহানারা' উপন্যাসে মুসলিম সমাজে সঙ্গীতের জায়েয নাজায়েজ হওয়া সম্পর্কে তিনি যে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেছেন তা বিস্ময়কর। সিরাজীর সৃষ্ট চরিত্র ফখর"ল মুহাদ্দেসীন উপাধিধারী মাওলানা শওকত আলী বলেন– 'সঙ্গীত ইসলামে কোনদিনই হারাম নহে'।[২৭৫] তার মতে 'সঙ্গীতই বিশ্বের প্রাণ, সঙ্গীত ভক্তি লাভের প্রধানতম উপায়। ওলি আলণ্ঢাহ এবং সূফীদিগের সাধনার চরম সহায় হচ্ছে সঙ্গীত। ইসলাম সঙ্গীতকে সর্ববিষয়েই প্রাধান্য দিয়েছে। র"দ, সরোদ, এসরাজ, সারঙ্গ, সেতার, তাম্বুরা, তবল প্রভৃতি অসংখ্য প্রকারের বাদ্যযন্ত্র এবং অসংখ্য রাগ-রাগিনীর অধিকাংশই মুসলমানদের সৃষ্টি।[২৭৬]

Ôivq-bw›'bxÕ Dcb¨v‡m Aviex k‡ãi e¨envi

wmivRxi e¨eüZ Aviex kã	cKZ Aviex kã	mwVK evsjv D"PviY	evsjv A_	Z_¨mÎ
ইসলামের[২৭৭]	إسلام	ইসলাম	হযরত মুহাম্মদ (সা.) প্রবর্তিত ধর্ম, আলণ্ঢাহর মনোনীত একমাত্র জীবন ব্যবস্থা, আত্মসমর্পণ করা, ইসলাম	সিরাজী রচনাবলী, আব্দুল কাদির সম্পাদিত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রকাশ ডিসেম্বর

---

275 cv¸³, c. 74|

276 cv¸³, c. 74|

277 hLb Avmg'wngvPj mgM fviZ e‡li cwZ bM‡i, '‡M I ˆkjk‡½ Bmjv‡gi AaP›' †kwfbx weRqcZvKv Mef‡i DÇxqgvb nB‡ZwQj| (ivqbw›'bx, ˆmq' BmgvBj †nv‡mb wkivRx, ¯‡'k cKvk, c_g cKvk, Gwcj 2006, c. 3, ZvivevC: 112, wd‡ivRv †eMg: 165, biDÏxb: 262, e½ I wenvi weRq: 287, 289, Rvnvbviv: 294)

wmivRxi e¨eüZ Aviex kã	cKZ Aviex kã	mwVK evsjv D”PviY	evsjv A_©	Z_¨mÎ
				১৯৬৭, পৌষ ১৩৭৪, পৃ. ৪ ও রায়-নন্দিনী, সৈয়দ ইসমাঈল হোসেন সিরাজী, স্বদেশ প্রকাশ, প্র- এপ্রিল ২০০৬
মুসলেমের[২৭৮]	مسلم	মুসলিম	মুসলমান, ইসলামের অনুসারী	পৃ. ৩
হুজুর[২৭৯]	حضور	হুদুর	উপস্থিত/ জনাব/ ধর্মীয় সম্মানিত ব্যক্তিকে এ অভিধায় সম্বোধন করা হয়। মহানবী (সা) কেও উপমহাদেশে হুজুর (সা.) বলে সম্বোধন করা হয়	পৃ. ৯ ও ১১
কুদরতের[২৮০]	قدرة	কুদরত	ক্ষমতা, শক্তি, সামর্থ্য	পৃ. ১১ ও ১২
ওস্তাদ[২৮১]	لستاذ	উস্তায	শিক্ষক, গুর‍ু	পৃ. ১২ ও ১৪
মৌলানা[২৮২]	مولانا	মাওলানা	আমাদের প্রভু, ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব, আমাদের অভিভাবক, কামিল পাশ ব্যক্তি	পৃ. ১২ ও ১৪

---

278 gm‡j‡gi RwZi g‡b we¯§q I fxwZ, fw³ I cxwZi mÂvi Kwi‡ZwQj| (c. ZvivevC: 110, wd‡ivRv †eMg: 158, 198, biDÏxb: 233, 241)

279 Ki"Y K‡É Kwc‡Z Kwc‡Z Kwnj ÔûRiÕ Avgv‡'i †eAv'ex gvd Ki"bÕ! ZvivevC: 109, wd‡ivRv †eMg: 205, biDÏxb: 229, Rvnvbviv: 296

280 Zvi K'i‡Zi mxgv bvB| (ZvivevC: 131, biDÏxb: 264)

281 KZw' ivRevoxi I¯Ív' †gŠjvbv dLi"Ïx‡bi wbKU wbRvgxi †mKv›'i bvgv Avgxi †Rv‡jLv Ges †di‡'Šmxi kvnbvgvi †h mKj Ask fvj Kwiqv ewS‡Z cv‡i bvB, Bmv Lv Zvnv‡K Zvnv KZ m›'i i¨‡c eSvBqv w'qv‡Qb|

282 KZw' ivRevoxi I¯Ív' †gŠjvbv dLi"Ïx‡bi wbKU wbRvgxi †mKv›'i bvgv Avgxi †Rv‡jLv Ges †di‡'Šmxi kvnbvgvi †h mKj Ask fvj Kwiqv ewS‡Z cv‡i bvB, Bmv Lv Zvnv‡K Zvnv KZ m›'i i¨‡c eSvBqv w'qv‡Qb| (wd‡ivRv †eMg: 168)

wmivRxi e¨eüZ Aviex kã	cKZ Aviex kã	mwVK evsjv D”PviY	evsjv A_	Z_¨mÎ
নিজামীর[২৮৩]	ظامی	নিযামী	স্বাভাবিক, নিয়মতান্ত্রিক, নিয়ম, রীতি, পারস্যের খ্যাতনামা কবি	পৃ. ১২ ও ১৪
মোহররম[২৮৪]	محرم	মুহাররম	হিজরী সনের প্রথম মাস	পৃ. ২২ ও ২৪
বুনিয়াদি[২৮৫]	بنیاد	বুনিয়াদ	ভিত্তি, স্থাপন	পৃ. ২২ ও ২৪
মসজিদ[২৮৬]	مسجد	মাসজিদ	মুসলমানদের ইবাদতগাহ	পৃ. ২৫ ও ২৭
মিনার[২৮৭]	منارة	মিনার	বাতিঘর, আলোকস্তম্ভ	পৃ. ২৫ ও ২৭
মগরেবের[২৮৮]	مغرب	মাগরিব	মাগরিবের নামাযের সময়, পশ্চিম দিক, যে দিকে সূর্য অস্ত যায়	পৃ. ২৬ ও ২৮
সেজদা[২৮৯]	سجدة	সিজদাহ	আলণ্টাহর দরবারে মাথা নত করা	পৃ. ২৬ ও ২৮
মাদ্রাসা[২৯০]	مدرسة	মাদরাসা	মাদরাসা, পড়াশোনার স্থান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	পৃ. ২৬, ২৮, ৮৪ ও ৯২
মৌজুদ[২৯১]	موجود	মওজূদ	সংরক্ষণ, সংরক্ষিত	পৃ. ২৬ ও ২৮
কলেমা/	كلمة	কালিমা	পবিত্র কালিমা ‘লা-ইলাহা	পৃ. ২৭ ও ২৯

283 KZw‘ ivRevoxi I¯Ív‘ †gŠjvbv dLi“Ïx‡bi wbKU wbRvgxi †mKv›‘i bvgv Avgxi †Rv‡jLv Ges †di‡‘Šmxi kvnbvgvi †h mKj Ask fvj Kwiqv ewS‡Z cv‡i bvB, Bmv Lv Zvnv‡K Zvnv KZ m›‘i i¡‡c eSvBqv w‘qv‡Qb| (wd‡ivRv †eMg: 166)

284 Avlv‡pi 17 Zww‡i‡L †gvniig Drme|

285 Zv‡‘i Ni †ek ewbqv‘x|

286 GB D‘¨v‡bi g‡a¨B lvU M¤R weivU gmwR‘| (ZvivevC: 112, wd‡ivRv †eMg: 158, biDÏxb: 239)

287 gmwR‡‘i Pwi cv‡k †kZc¯Í‡ii PwiwU wgbvi| (biDÏxb: 253, e½ I wenvi weRq: 293)

288 gmwR‡‘ Ag¨b wZb nvRvi †jvK gM‡i‡ei bvgvR cwo‡Z‡Q| (ZvivevC: 155, biDÏxb: 253, Rvnvbviv: 295)

289 †m †mB weivU gmwR‡‘i Øv‡ii m¤$‡L hvBqv fw³ f‡i †mR‘v Kwij| (wd‡ivRv †eMg: 173)

290 wZwb Zvnvi iv‡R¨ ‘B nvRvi ci¯‹ibx, wZb nvRvi B‘viv, ‘BkZ cvškvjv Ges lvUwU gv‘vmv A‰eZwbK wQj| (biDÏxb: 235)

291 Akkvjvq mvZ nvRvi Ak Ges nw¯Íkvjvq cvPkZ n¯Íx me‘v †gŠR‘ _wKZ| (Rvnvbviv: 294)

wmivRxi e¨eüZ Aviex kã	cKZ Aviex kã	mwVK evsjv D"PviY	evsjv A_	Z_¨mÎ
কালিমা[২৯২]			ইলণ্ডালণ্ডাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুলণ্ডাহ	
হুরী[২৯৩]	حر	হুর	বেহেশতী রমনী	পৃ. ২৭ ও ২৯
তসবীর[২৯৪]	تصوير	তাসবীহ	চিত্র	পৃ. ২৭ ও ৩০
মঞ্জিলে[২৯৫]	منزل	মানযিল	গন্তব্য, প্রাসাদ	পৃ. ২৯ ও ৩২
গজল[২৯৬]	غزل	গযল	প্রশংসা, গুনকীর্তন	পৃ. ২৯ ও ৩২
আদব[২৯৭]	ادب	আদাব	শিষ্টাচার	পৃ. ৩২ ও ৩৫
কায়দা[২৯৮]	قاعدة	কায়দা	নিয়ম, কানুন	পৃ. ৩২ ও ৩৫
তমিজ[২৯৯]	تميز	তামীয	পার্থক্য, শ্রেষ্ঠত্ব, বৈশিষ্ট্য	পৃ. ৩২ ও ৩৫
তহজিব[৩০০]	تهزيب	তাহযীব	সভ্যতা	পৃ. ৩২ ও ৩৫
আখলাক[৩০১]	اخلاق	আখলাক	চরিত্র	পৃ. ৩২ ও ৩৫
হুকুম[৩০২]	حكم	হুকুম	আদেশ, নির্দেশ	পৃ. ৩৭ ও ৪০
তওবা[৩০৩]	توبة	তাওবা	তাওবা, মাফ চাওয়া, মহান আলণ্ডাহর কাছে মাফ চাওয়া, ফিরে আসা	পৃ. ৪০ ও ৪৩

---

292 †Ivokel eq¯‹ GK heK ¯Mxq ‘xwßSjwmZ †Z‡Rvgqx gwZ‡Z ‘Êvqgvb nBqv wekv‡mi K‡jgv cvV KiZt Awg D‡Ëvjbcek AvbMZ¨Ávcb Kwi‡Z‡Qb| (wd‡ivRv †eMg: 184, biDÏxb: 244)

293 GKRb ¯Mxq ûix BmgvB‡ji wPË we‡bv‘‡bi Rb¨ Zvnvi †Pv‡L ‘wó ¯vcb Kwiqv nvm¨g‡L ‘vovBqv Av‡Qb|

294 GB cKv‡ii AmsL¨ Kwe wPË-we‡bv‘b Zmex‡i PZw‘‡Ki cvPxi Mv‡Î †e‡nk‡Zi †kvfv weKvk Kwi‡Z‡Q|

295 †Kej Avmv‘ gwÄ‡j †mZv‡ii gai wb°b Kw‘qv Kwcqv PZw‘‡K AgZ ewó Kwi‡Z‡Q|

296 G RMr evRvBevi ci dv‡Zgv MRj awij| (Rvnvbviv: 295)

297 gmjgvb cwiev‡i G‡m Av‘e, Kvq‘v, †jnvR, ZwgR, ZnwRe, AvLjvK mg¯Í B wk‡L mf¨ n‡q hvq|

298 †fvRbv‡šÍ h_vixwZ Bmjvgx Kvq‘v Abhvqx D×vnwµqv m¤úb Kiv nBj|

299 gmjgvb cwiev‡i G‡m Av‘e, Kvq‘v, †jnvR, ZwgR, ZnwRe, AvLjvK mg¯Í B wk‡L mf¨ n‡q hvq|

300 gmjgvb cwiev‡i G‡m Av‘e, Kvq‘v, †jnvR, ZwgR, ZnwRe, AvLjvK mg¯Í B wk‡L mf¨ n‡q hvq|

301 gmjgvb cwiev‡i G‡m Av‘e, Kvq‘v, †jnvR, ZwgR, ZnwRe, AvLjvK mg¯Í B wk‡L mf¨ n‡q hvq|

302 Zvnvi Dci Kov ûKg †hb ivRv‡‘k e¨ZxZ Kvnv‡KI c‡ek Kwi‡Z †‘Iqv bv nq| (ZvivevC: 107, biDÏxb: 230)

303 ZIev! ZvIev! Ggb K_v ej‡eb bv, gvnvivR! (wd‡ivRv †eMg: 169)

wmivRxi e¨eüZ Aviex kã	cKZ Aviex kã	mwVK evsjv D”PviY	evsjv A_	Z_¨mÎ
দীন[৩০৪]	دين	দীন	ধর্ম, বিধান	পৃ. ৪০ ও ৪৩, ৮৮, ৯৬
দুনিয়ার[৩০৫]	دنيا	দুনয়া	দুনিয়া, পৃথিবী	পৃ. ৪০ ও ৪৩
কোরান[৩০৬]	قرآن	কুরআন	মহাগ্রন্থ আল কুরআন, মুসলমানদের পবিত্র ধর্মীয় গ্রন্থ	পৃ. ৪০ ও ৪৩, ৮৩, ৯১
শয়তান[৩০৭]	شيطان	শাইতান	বিতাড়িত ইবলিস	পৃ. ৪১ ও ৪৪
এরাদা[৩০৮]	ارادة	ইরাদা	ইচ্ছা করা	পৃ. ৪১ ও ৪৪
নায়েব[৩০৯]	نائب	নাইব	স্থলাভিষিক্ত, প্রতিনিধি	পৃ. ৪৩ ও ৪৫
মোহর[৩১০]	مهر	মাহর	বিয়ের সময় মেয়েকে যে টাকা দেয়া হয়, দেনমোহর	পৃ. ৪৭ ও ৫১
কাজী[৩১১]	قاضى	কাজী	বিচারক	পৃ. ৫১ ও ৫৫
আলণ্ডাহ তালার[৩১২]	الله تعالى	আলণ্ডাহ তাআলা	আলণ্ডাহ মহান	পৃ. ৫৫ ও ৫৯
আলণ্ডাহ[৩১৩]	الله	আলণ্ডাহ	মহান আলণ্ডাহ তা'আলা	পৃ. ৫৫ ও ৫৯
অজু[৩১৪]	وضوء	ওদু	অযু	পৃ. ৫৭ ও ৬২, ১৪০

304 ciKvj Av‡Q- wePvi Av‡Q- Rxe‡bi wnmve- wbKvk Av‡Q- 'xb-'wbqvi ev'kvn †Lv'v Zvôjv wbZ¨ RvMZ|

305 cvlÊ †m †Lv'vi 'wbqv‡Z Av‡Q Zv wPšÍvi I A‡MvPi wQj| (biDÏxb: 239)

306 Ime †Kvivb-†KZv‡ei K_v †i‡L w'b| IUv gmjgvb‡'iB keY‡hvM¨| (wd‡ivRv †eMg: 162, biDÏxb: 262, Rvnvbviv: 294)

307 KgeLZ †eZwgR kqZvb| (ZvivevC: 112, wd‡ivRv †eMg: 158)

308 wKwQ Kv gi‡bKv Giv'v n¨vq †Zv|

309 KvQwi‡Z 10 Rb ZiKx A_vr e›'Kavix 25Rb jwVqvj, GKRb Rgv'vi, GKRb bv‡qe Ges Ab¨vb¨ KgPvix 10/12 Rb wQj|

310 'BkZ †gvni Ges K‡qKLwb Kvco jBqv AiYveZxi cðv‡Z QwU‡jb|

311 †Kvb I gmjgvb g'¨cvb Kwi‡j KvRx mv‡ne Zvnv‡K KIvNv‡Z wcV dvUvBqv w'‡Zb| (biDwÏb, 232)

312 gvnZve Lv gn‡Z wPËw¯i Kwiqv Ai"YveZx‡K Ki"Yvgq Avjvn Zvqvjvi Dci wbfi Kwi‡Z ewjqv †k‡I ewj‡jb| (ZvivevC: 109, wd‡ivRv †eMg: 183, biDÏxb: 264, Rvnvbviv: 294)

313 Ai"‡Y! e¨vKj nBI bv, Avjvn Av‡Qb| wd‡ivRv †eMg: 168, biDÏxb: 230

314 mZivs mjZvb I †eMg gM‡i‡ei bvgv‡Ri Rb¨ AR Kwi‡Z †M‡jb (biDÏxb: 203)

wmivRxi e¨eüZ Aviex kã	cKZ Aviex kã	mwVK evsjv D”PviY	evsjv A_©	Z_¨mÎ
ফজরের[৩১৫]	فجر	ফাজর	ফজরের নামায	পৃ. ৫৭ ও ৬২
হারাম[৩১৬]	حرام	হারাম	নিষিদ্ধ	পৃ. ৫৯ ও ৬৪
আলেম[৩১৭]	عالم	আলিম	জ্ঞানী	পৃ. ৬০ ও ৬৫
জাহেল[৩১৮]	جاهل	জাহিল	মূর্খ	পৃ. ৬০ ও ৬৫
বেদাত[৩১৯]	بدعة	বিদআত	নতুন আবিস্কার	পৃ. ৬০ ও ৬৫
গরীবের[৩২০]	غريب	গরীবুন	দরিদ্র	পৃ. ৬০ ও ৬৫
মর্সিয়ার[৩২১]	مرثية	মারসিয়া	শোকগাঁথা	পৃ. ৬০ ও ৬৬
ইমাম[৩২২]	إمام	ইমাম	মসজিদে যিনি নামাযের ইমামতি করেন/ধর্মীয় নেতা/ মুসলিম শাসক	পৃ. ৬০ ও ৬৬
ফতেহ[৩২৩]	فتح	ফাতাহ	বিজয়	পৃ. ৬২ ও ৬৮
আরবের[৩২৪]	عرب	আরব	আরবের লোক/ আরব ভূমি/ আরব জাতি	পৃ. ৬৩ ও ৬৯
ঈদ[৩২৫]	عيد	ঈদ	খুশি, আনন্দ, মুসলমানদের	পৃ. ৬৩ ও ৬৯

315 gvnZve Lv AR Kwiqv fw³cZwP‡Ë evgbxi ZU¯ k¨vg ‘ev‘‡ji gLgj Av¯Íi‡Y dR‡ii bvgvR cwoqv wekeiY g½jgq Avj vnZvjvi c‘viwe‡›‘ KZÁZvi Ak“ewi elY Kwi‡jb| (wd‡ivRv †eMg: 219, biDÏxb: 227, 263)

316 Avi Zwg gmjgvb, g‘¨ †h †Zvgvi Rb¨ nvivg| (Rvnvbviv: 294)

317 †mKv‡ji wn›‘ gmjgvb, abx-‘wi‘, Av‡jg-Rv‡nj, mK‡jB gniig Drm‡e †hvM‘vb Kwi‡Zb| (wd‡ivRv †eMg: 168, Rvnvbviv: 294)

318 †mKv‡ji wn›‘ gmjgvb, abx-‘wi‘, Av‡jg-Rv‡nj, mK‡jB gniig Drm‡e †hvM‘vb Kwi‡Zb| (wd‡ivRv †eMg: 168, Rvnvbviv: 294)

319 mZivs gniig Drme ZLb †e‘vZ ewjqv AwfwnZ nBZ bv|

320 abx abfvÊvi g³ Kwiqv Mix‡ei ‘tL we‡gvPb KwiZ|

321 gwmqvi Ki“YZv‡b cv‡Yi c‘vq c‘vq wK Ki“Y i‡miB bv mÂvi KwiZ|

322 gnvZ¥v Bgvg †nv‡m‡bi AcY Av‡Z¥vrmM I A‘g¨ ¯vaxbZv|

323 gûgû: †mB wekvj RbZv Bgvg †nv‡mb wK d‡Zn ewjqv MMb-feb Kw¤úZ Kwi‡Z‡Q|

324 cb¨fwg Avi‡ei ¯vaxbZv i¶vi Rb¨ Bmjv‡gi cweÎZg cRvZbš-c_v i¶v Kwievi Rb¨ gZ¨i Kivj Mvm Ges wbhvZb I AZ¨vPv‡ii fxlY wbôi hšYvI †Zvgv‡K wePwjZ Kwi‡Z cv‡i bvB| (wd‡ivRv †eMg: 167, 220, e½ I wenvi weRq: 288, Rvnvbviv: 295, biDÏxb: 277)

325 gmjgv‡bi C‘ c‡e I wn›‘iv gmjgvbw‘M‡K cvb, AvZi Ges wgóvb Dcnvi w‘Z|

wmivRxi e¨eüZ Aviex kã	cKZ Aviex kã	mwVK evsjv D”PviY	evsjv A_	Z_¨mÎ
			ধর্মীয় উৎসব	
হেফাজত[৩২৬]	حفاظت	হিফাজত	রক্ষা করা	পৃ. ৬৪ ও ৭০
মোলাকাত[৩২৭]	ملاقات	মুলাকাত	সাক্ষাত করা	পৃ. ৬৪ ও ৭০
তশরিফ[৩২৮]	تشريف	তাশরীফ	আলোচনা, বর্ণনা	পৃ. ৬৪ ও ৭০
কাফের[৩২৯]	كافر	কাফির	অবিশ্বাসী	পৃ. ৭১ ও ৭৭
জাহান্নামী[৩৩০]	جهنم	জাহান্নাম	দোযখ, জাহান্নাম, নরক, অবিশ্বাসীদের পরকালীন ঠিকানা	পৃ. ৭১ ও ৭৭
সোলতানেরা[৩৩১]	سلطان	সুলতান	নেতা, শাসক	পৃ. ৭৩ ও ৮০
জেহাদের[৩৩২]	جهاد	জিহাদ	যুদ্ধ করা, আলণ্ঢাহর পথে জিহাদ করা	পৃ. ৭৪ ও ৮১
মোলণ্ঢা[৩৩৩]	ملا	মোলণ্ঢা	ধর্মীয় উপাধি	পৃ. ৭৪ ও ৮১
মৌলবি[৩৩৪]	مولوی	মৌলবী	ইসলাম ধর্মের বিশেষজ্ঞ	পৃ. ৭৪ ও ৮১
জুলুম[৩৩৫]	ظلم	জুলুম	অবিচার, অত্যাচার, নির্যাতন,	পৃ. ৭৫ ও ৮২

326 hvI, hvI, †Zvgv‡jvM Rjw‘ ZwRqv NvUv‡g wK¯Íx‡Z †ndvRZ †g hvI|

327 Inv beve mv‡neKv mv‡_ †gvjvKvZ Ki‡b‡K wj‡q ivRKgvix Zkwid †j wM‡q|

328 Inv beve mv‡neKv mv‡_ †gvjvKvZ Ki‡b‡K wj‡q ivRKgvix Zkwid †j wM‡q|

329 ej Rvnvbvgx Kv‡di, ¯Y †Kv_vq? bZev GB fjv‡¯ †Zvi e¶ we‘xY Kie| (ZvivevC: 108, wd‡ivRv †eMg: 174, biDÏxb: 239)

330 Awg cvYv‡šÍI Ggb NwYZ ‘m¨ I Rvnvbvgx Kv‡di‡K wKQ‡ZB ¯vgx‡Ë eiY Ki‡Z ¯xKZ b‡n| (ZvivevC: 112, wd‡ivRv †eMg: 168)

331 GB Mn weev‡‘i cwiYv‡g ‘w¶Yv‡Z¨i †mvjZv‡biv ci¯úi‡ii ej ¶q Kwiqv K_wÂr ‘ej nBqv cwo‡jb| (ZvivevC: 107, wd‡ivRv †eMg: 162, e½ I wenvi weRq: 288)

332 Ae‡k‡l i“‘ g‡š †Rnv‡‘i AwM mÂwiYx evYx †NwlZ nBj| (wd‡ivRv †eMg: 166)

333 †gvjv †gŠjweMY meÎ AwMgqx e³Zvq c‡Z¨¶ m¶g I m¯ gmjgvb‡K Ziewi avivY Kwievi Rb¨ DØ× nB‡jb| (Rvnvbviv: 296)

334 eZgvb †gvjv-†gŠjwew‘‡Mi g‡a¨ Bmjv‡gi Lei Le Kg †jv‡KB iv‡Lb| (Rvnvbviv: 296)

335 Lx÷vbMY †Ri“Rv‡jg AwaKvi Kwiqv gmjgvb‡‘i cwZ thi¡c †jvgnlYKvix fxlY Rjg I nZ¨vKv‡Êi Abôvb KwiqwQj| (wd‡ivRv †eMg: 175)

wmivRxi e¨eüZ Aviex kã	cKZ Aviex kã	mwVK evsjv D"PviY	evsjv A_	Z_¨mÎ
			অন্যায় আচরণ	
তসবী[৩৩৬]	تسبيح	তাসবীহ	আলণ্টাহর গুণকীর্তন প্রকাশ করা	পৃ. ৮০ ও ৮৮
সুফী[৩৩৭]	صوفى	সূফী	আলণ্টাহ ওয়ালা ব্যক্তি, সূফী, আধ্যাত্মিক সাধক	পৃ. ৮২ ও ৯০
খাদেম[৩৩৮]	خادم	খাদিম	সেবক, পরিচারক	পৃ. ৮২ ও ৯১
কোরআন শরীফের[৩৩৯]	قران شريف	কুরআন শরীফ	মহাগ্রন্থ আল কুরআন, মুসলমানদের পবিত্র ধর্ম গ্রন্থ	পৃ. ৮৩ ও ৯১
হাকিম[৩৪০]	حاكم	হাকিম	বিচারক, শাসক, আদেশকারী	পৃ. ৮৩ ও ৯১
জোহরের[৩৪১]	ظهر	যোহর	যোহরের নামায	পৃ. ৮৩ ও ৯১
আসরের[৩৪২]	عصر	আসর	আসরের নামায	পৃ. ৮৩ ও ৯১
ওয়াক্ত[৩৪৩]	وقت	ওয়াকত	সময়	পৃ. ৮৩ ও ৯১
মসলা-মসায়েল[৩৪৪]	مسئلة-مسائل	মাসআলা-মাসায়িল	নিয়ম-কানুন, আইন-কানুন	পৃ. ৮৩ ও ৯১
ফতোয়া-ফারেজ[৩৪৫]	فتاوى-فرائض	ফাতাওয়া-ফারায়েয	ফাতাওয়া, উত্তরাধিকার বিষয়ক সমাধান	পৃ. ৮৩ ও ৯১
মুনশি[৩৪৬]	منشى	মুনশী	লেখক, কেরানী, স্রষ্টা	পৃ. ৮৩ ও ৯১

---

336 eRivi g‡a¨ GKwU ck¯Í K‡¶ GKLwb e¨vNPgvm‡b GK †ZRtcÄ gwZ w'e¨Kwš Í 'i‡ek, ewmqv Zmex Rwc‡ZwQ‡jb|

337 evjK-ewjKviv mdx mv‡n‡ei wbKU nB‡Z µ‡g µ‡g we'vq jBj| (Rvnvbviv: 294)

338 nhiZ gnxDwÏb mv‡n‡ei fZ¨ Lv‡'g I wkl¨MY Avnv‡ii Av‡qvR‡b ceË nBj|

339 dR‡ii bvgv‡Ri c‡i †KviAvb kix‡di GK ZZxqvsk AvewË Kwi‡Zb|

340 wZwb †hLv‡b hvB‡Zb †mBLv‡bB KweivR I nwKgM‡Yi Ab gvi hvBZ| (ZvivevC: 129)

341 wZwb ga¨v‡ý †Rvn‡ii bvgvR cwoqv Avm‡ii bvgv‡Ri ce chš Í wZb NÈv gvÎ NgvB‡Zb|

342 Avm‡ii IqvKZ nIqv gvÎB wZwb RvMZ nB‡Zb|

343 Zvnvi wb'vi GB GK AvðhË wQj †h, Avm‡ii IqvKZ nIqv gvÎB wZwb RvMZ nB‡Zb|

344 gmjv-gmv‡qj, d‡Zvqv-d‡ivR Ges Aa¨vZ¥-bxwZ m¤‡Ü Zvnv‡K kZMZ †jv‡Ki c‡kvËi w'‡Z nBZ|

345 gmjv-gmv‡qj, d‡Zvqv-d‡ivR Ges Aa¨vZ¥-bxwZ m¤‡Ü Zvnv‡K kZMZ †jv‡Ki c‡kvËi w'‡Z nBZ|

346 gIjvbv, gbkx, †Lv›'Kvi, I gdwZMY Zvnvi wbKU bvbv weI‡qi gxgvsmvi Rb¨ Dcw¯Z nB‡Zb|

wmivRxi e¨eüZ Aviex kã	cKZ Aviex kã	mwVK evsjv D”PviY	evsjv A_	Z_¨mÎ
মুফতি[৩৪৭]	مفتی	মুফতী	যিনি ফাতাওয়া দেন	পৃ. ৮৩ ও ৯১
আরবী[৩৪৮]	عرابی	আরবী	আরবী, একটি ভাষার নাম	পৃ. ৮৩ ও ৯২
হাদিস[৩৪৯]	حديث	হাদীস	কথা, বাণী, নতুন	পৃ. ৮৩ ও ৯২
হাফেজ[৩৫০]	حافظ	হাফিজ	রক্ষক, তত্ত্বাবধায়ক	পৃ. ৮৩ ও ৯২
শেরেক[৩৫১]	شرك	শির্ক	অংশীদার	পৃ. ৮৪ ও ৯২
আলণ্ঢাহু আকবর[৩৫২]	الله اكبر	আলণ্ঢাহু আকবার	আলণ্ঢাহ মহান, আলণ্ঢাহ সবচেয়ে বড়	পৃ. ৮৬ ও ৯৪
শহীদ[৩৫৩]	شهيد	শাহীদ	জিহাদে জীবনদানকারী, সাক্ষী	পৃ. ৮৬ ও ৯৫
ফাজেল[৩৫৪]	فاضل	ফাযিল	ফাযিল শ্রেণি, বিজ্ঞ, পণ্ডিত	পৃ. ৮৯ ও ৯৮
লা ইলাহা ইলণ্ঢালণ্ঢাহু মুহম্মদুর রসূলুলণ্ঢাহ[৩৫৫]	لا اله الا الله محمد رسول الله	লা ইলাহা ইলণ্ঢালণ্ঢাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুলণ্ঢাহ	আলণ্ঢাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, মুহাম্মাদ (সা.) আলণ্ঢাহর রাসূল	পৃ. ৮৯ ও ৯৮
খাস[৩৫৬]	خاص	খাস	নির্দিষ্ট	পৃ. ৫৩ ও ১০৪
জান্নাত[৩৫৭]	جنة	জান্নাত	বেহেশত, জান্নাত, বাগান	পৃ. ৯৯ ও ১০৭

347 gmjgv‡bi †gvKÏgv KvRx I gdwZ mv‡n‡ei wbKU m¤úb nB‡e (biDÏxb: 232)

348 Aviex, dvimx, ZKx I ms¯‹Z GB PviwU fvlvq Zvnvi AmvavviY ercwË wQj|

349 mgM †KviAvb, nw‘m, gmbex I nv‡dR Zvnvi gL¯Í wQj|

350 mgM †KviAvb, nw‘m, gmbex I nv‡dR Zvnvi gL¯Í wQj|

351 †k‡iK †e‘vZ cfwZ Kms¯‹vi hvnv wn›‘ ms¯ú‡k gmjgvb‡‘i g‡a¨ c‡ek KwiqwQj|

352 MwRMY Avjvû AvKei i‡e gûgû AvKvk cvZvj Kw¤úZ Kwiqv ev‡Ni b¨vq ‘al weµ‡g kÎ“-^mb¨ msnvi Kwi‡Z jwMj| (wd‡ivRv †eMg: 218, biDÏxb: 283, Rvnvbviv: 295)

353 Zvnvi AvnŸv‡b Zvnvi Aaxb¯ ‘B mnm †hv×vi c‡Z¨‡KB knx‘ nBevi Rb¨ jvjwqZ nBqv †Zvc Kwoqv jBevi Rb¨ D‘¨Z nB‡jb| (wd‡ivRv †eMg: 220)

354 mdx mv‡ne I eû Av‡jg, dv‡Rj Ges m¤všÍ gmjgvb cwi‡ewóZ nBqv mfv¯‡j Mgb Kwi‡jb|

355 Dcvmbv †kl nB‡j mdx mv‡ne D”P¯‡i: Ôjv Bjvnv Bjvjvû †gvnv¤§v‘i imjjvnÕ GB K‡jgv mg¯Í gmjgvb‡K jBqv cgË Ae¯vq cvV Kwi‡Z jwM‡jb| (biDwÏb, 271)

356 †mvjZvb wbRvg kv‡ni Lvm wPwKrmK †Rve‘vZj †nvKvgv Avng‘jvn Lvb mv‡ne we‡kl h‡Z ZLb wPwKrmv Kwi‡ZwQ‡jb|

wmivRxi e¨eüZ Aviex kã	cKZ Aviex kã	mwVK evsjv D"PviY	evsjv A_	Z_¨mÎ
মজলিস[৩৫৮]	مجلس	মাজলিস	বৈঠক	পৃ. ৯৯ ও ১০৭
কুর্সী[৩৫৯]	كرسى	কুরসী	চেয়ার/সিংহাসন	পৃ. ৯৯ ও ১০৭
আমীর[৩৬০]	امير	আমীর	নেতা, শাসক, সম্রাট, ধনাঢ্য ব্যক্তি	পৃ. ৯৯ ও ১০৮
ওমরাহ[৩৬১]	امراء	উমারা	নেতাগণ, শাসকগণ	পৃ. ৯৯ ও ১০৮
জাজাকালণ্ঢাহ[৩৬২]	جزاك الله	জাযাকালণ্ঢাহ	আলণ্ঢাহ তোমার প্রতিদান দিন	পৃ. ১০০ ও ১০৮
ছোব্হান আলণ্ঢাহ[৩৬৩]	سبحان الله	সুবহানালণ্ঢাহ	মহামহিম আলণ্ঢাহ, পবিত্রতম আলণ্ঢাহ	পৃ. ১০২ ও ১১১

ÔZvivevCÕ Dcb¨v‡m Aviex k‡ãi e¨envi

wmivRxi e¨eüZ Aviex kã	cKZ Aviex kã	mwVK evsjv D"PviY	evsjv A_	Z_¨mÎ
এনছাফের[৩৬৪]	انصاف	ইনসাফ	ন্যায় বিচার, সুবিচার	আবদুল কাদির

---

357 AZtci wbRvg kv‡ni RvbvZ gn‡ji AvMn Ges D‘‡hv‡M weRq bM‡iB Cmv Lv Ges ¯Ygqxi weevn-e¨vcv‡i m¤úb nIqv w¯ixKZ nBj|

358 bvbv †kYxi ‘cY, gqic"Q, cZvKv, dj I cvZv Øviv gRwjk Avi¤ Kiv nBj|

359 eû msL¨K gj¨evb Kwjb weQvBqv Z‘cwi bvbv‡kwYi wPÎ-wewPÎ Kmx, †mvdv I ZLZ ¯vcb Kiv nBj|

360 AZtci †mvjZvb, †eMg Ges Avgxi Igivn I Av‡jgw‘M‡K wZb j¶ UvKv g‡j¨i Uwc, cvMox, Qwo, Ziewi, cwi"Q‘, A½ix cfwZ Dcnvi c‘vb K‡ib| (wd‡ivRv †eMg: 162, biDÏxb: 229)

361 AZtci †mvjZvb, †eMg Ges Avgxi Igivn I Av‡jgw‘M‡K wZb j¶ UvKv g‡j¨i Uwc, cvMox, Qwo, Ziewi, cwi"Q‘, A½ix cfwZ Dcnvi c‘vb K‡ib| (wd‡ivRv †eMg: 162, biDÏxb: 229)

362 RvnvR QwUevi m‡½ m‡½B Zxi¯ RbMY i“gvj DovBqv ÔRvRvKvjvnÕ ÔRvRvKvjvnÕ ewjqv D"P K‡É g½jaÿwb Kwi‡Z jwM‡jb|

363 Bmv Lv Ai"YveZxi g‡L ¯civ‡R¨i A‡MvPi Ges wPšÍvi AZxZ AceKwnbx keY Kwiqv Avb‡›‘ AvZ¥nviv nBqv g³K‡É Ô†QvenvbÕ Avjvn! †QvenvbÕ Avjvn! ewjqv DwV‡jb|

364 †Kej gZ¨‘Ê w‘‡Z nB‡j weRvc‡ii ‘v‡ivj-GbQv‡di A_vr nvB‡Kv‡Ui KvRx-Dj-†Kv¾vZ A_vr cavb R‡Ri ûKg jB‡Z nBZ|

wmivRxi e¨eüZ Aviex kã	cKZ Aviex kã	mwVK evsjv D"PviY	evsjv A_	Z_¨mÎ
				সম্পাদিত, শিরাজী রচনাবলী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৌষ ১৩৭৪, ডিসেম্বর ১৯৬৭ পৃ. ১০৭
কাজী-উল-কেজ্জাত[৩৬৫]	قضى القضات	কাজীউল কুয্যাত	প্রধান বিচারপতি	পৃ. ১০৭
হযরত মোহাম্মদ (দঃ)[৩৬৬]	حضرت محمد (صلى)	হযরত মুহাম্মদ (সা)	বিশ্বনবী হযরত মুহম্মদ (সা)	পৃ. ১০৮
হুকমতের[৩৬৭]	حكومة	হুকুমাত	আদেশ নামা	পৃ. ১০৭
শেখ-উল-ইসলাম[৩৬৮]	شيخ الاسلام	শায়খুল ইসলাম	ধর্মের নেতা, ধর্মগুরু	পৃ. ১০৯
জামে মসজিদ[৩৬৯]	جامع مسجد	জামে মাসজিদ	জামে মাসজিদ, যে মাসজিদে জুমআর নামায আদায় করা হয়	পৃ. ১০৯
মালেকুল মউত[৩৭০]	ملك الموت	মালাকুল মাউত	মউতের ফেরেশতা, হযরত আযরাঈল (আ.)। আলণ্টাহর	পৃ. ১২৭

365 A_vr nvB‡Kv‡Ui KvRx-Dj-†Kv¾vZ A_vr cavb R‡Ri ûKg jB‡Z nBZ|

366 gnvci"l nhiZ †gvnv¤§‘ (‘t) e‡j‡Qb, h× Ki‡Z Ki‡Z †h gZ¨ ZvnvB †kô gZ¨|

367 heivR weRvc‡ii ûKg‡Zi Zid nB‡Z GKLwb gj¨evb Ziewi Dcnvi c‘vb Kwi‡jb|

368 †kL-Dj Bmjvg Rv‡g gmwR‡‘ hvBqv Avjvn ZvÔjvi g½j Avkxev‘ gv‡jKv Awgbvi Rb¨ cv_bv Kwi‡jb| (wd‡ivRv †eMg: 158)

369 w‘jxi ZL‡Z †c‡kvqv‡K bv emv‡j Ges w‘jxi Rv‡g gmwR‡‘ fevbx gwË ¯wcZ Ki‡Z bv cvi‡j ivR¨waKv‡ii cY Avb›‘ jvf n‡"Q bv (wd‡ivRv †eMg: 175, bi DÏxb: 232)

370 ‘Ïg‡ZR: cfv‡e wkevRxi †‘ni¶x KwZcq ‘m¨‡hv×vi g¯ÍK †Q‘bceK wkevRxi cwZ gv‡jKj gD‡Zi wRnŸvi b¨vq fqven i³ iwÄZ Ziewi cmviY Kwiqv avegvb nB‡jb| (wd‡ivRv †eMg: 229)

Dhaka University Institutional Repository

wmivRxi e¨eüZ Aviex kã	cKZ Aviex kã	mwVK evsjv D”PviY	evsjv A_	Z_¨mÎ
			নির্দেশে যে ফেরেশতা মানুষের জীবন নিয়ে যায়	
কায়দা[৩৭১]	قاعده	কায়দাহ	নিয়ম, কানুন, আইন	পৃ. ১৩৪
দেওয়ান হাফেজ[৩৭২]	ديوان حافظ	দিওয়ান হাফিজ	কবিতার রক্ষক, কবি হাফিজের কবিতার সংকলন	পৃ. ১৩৭
আজান[৩৭৩]	اذان	আযান	আহ্বান, আযান, মুসলিম পরিভাষা	পৃ. ১৪০
নিজামের[৩৭৪]	نظام	নিযাম	নিয়ম, রীতি, ব্যবস্থা	পৃ. ১৪৪
নজর[৩৭৫]	نظر	নজর	দৃষ্টি, একজনের নাম	পৃ. ১৪৬
মানতের[৩৭৬]	منة	মানত	আলণ্ঢাহর রাস্তায় মানত করা	পৃ. ১৪৬
মুশকিল[৩৭৭]	مشكل	মুশকিল	বিপদ	পৃ. ১৪৭
সালাম[৩৭৮]	سلام	সালাম	শান্তি, দু‘আ, নিরাপত্তা, অভিবাদন	পৃ. ১৫২
ইসলামী[৩৭৯]	لسلامى	ইসলামী	হযরত মুহাম্মদ (সা.) প্রবর্তিত ধর্মের উপর জীবন গড়া	পৃ. ১৫৫

371 wKš AvdRj Lv GB cveZ¨ c‡'‡kB wkevRx‡K nxbej Ges aZ Kwievi Rb¨ bvbv cKvi Kvq'v-†Kŝkj Ges d›'x LvUvB‡Z jvwM‡jb|

372 igYx AakwqZve¯vq evg n¯Í evg K‡cv‡j iwLqv 'w¶Y n‡¯Í Ô†'Iqvb nv‡dRÕ aviY Kwiqv cwo‡ZwQ‡jb|

373 AvdRvj Lvi wkwe‡i dR‡ii bvgv‡Ri mavelx AvRvb aŸwbZ aŸwbZ nBj|

374 Zvivi gvZvgn gjni ivI GKRb eo †RvZ'vi Ges nvq'vev' wbRv‡gi Znkxj'vi|

375 bRi-†bqvR Ges gvb‡Zi djgj, bvbv cKvi Dcv‡'q †fvR¨ RvZ e¯ Ges g'vq gw›'i cY nBqv DwVj|

376 bRi-†bqvR Ges gvb‡Zi djgj, bvbv cKvi Dcv‡'q †fvR¨ RvZ e¯ Ges g'vq gw›'i cY nBqv DwVj|

377 GZ dwmqv †M‡j Z gkwKj: RwZ Kj gRvBqv †cg Kiv Z fvj bq|

378 gvjviv K‡qKRb Awmqv g¯ÍK bZ Kwiqv we‡kl k×vf‡i mvjvg Kwij|

379 mg¯Í w'b †fv‡Ri wecj Drme A‡¯Í gM‡i‡ei bvgv‡Ri c‡i h_vixwZ Bmjvgx c_vbhvqx DØvn-wµqv m¤úb nBj| (wd‡ivRv †eMg: 168)

Dhaka University Institutional Repository

Ôwd‡ivRv †eMgÛ Dcb¨v‡m Aviex k‡ãi e¨envi

wmivRx e¨eüZ Aviex kã	cKZ Aviex kã	mwVK evsjv D”PviY	evsjv A_	Z_¨mÎ
উজির[৩৮০]	وزير	উজির	মন্ত্রী	১৫৮
হেরেমের[৩৮১]	حرم	হেরেম	দাসীদের আবাসস্থল, সুরম্য প্রাসাদ	১৬২
কালামে[৩৮২]	كلام	কালাম	মহাগ্রন্থ আল কুরআন	১৬৪
হাদিস[৩৮৩]	حديث	হাদীছ/হাদীস	পবিত্র হাদীস শরীফ	১৬৪
তৌহিদ[৩৮৪]	توحيد	তাওহীদ	একত্ববাদ	১৬৫
মুসলণ্টী[৩৮৫]	مصلى	মুসুলণ্টী	যে ঠিকভাবে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করে	১৬৫
জেহাদ[৩৮৬]	جهاد	জিহাদ	ন্যায়ের সংগ্রাম, প্রচেষ্টা	১৬৬
নজীব[৩৮৭]	نجيب	নাজীব	সম্ভ্রান্ত, অভিজাত, মহৎ	১৬৮
হেদায়েত[৩৮৮]	هداية	হিদায়াত	প্রথ-প্রদর্শন, সুপথে পরিচালনা	১৬৮
তওয়াক্কা[৩৮৯]	توكل	তাওয়াক্কা	ভরসা	১৬৮
রসুলের[৩৯০]	رسول	রাসূল	হযরত রাসূলুলণ্টাহ (সা) আলণ্টাহর প্রেরিত নবী, বানী বাহক	১৬৮
হজরত[৩৯১]	حضرت	হযরত	সম্মানসূচক উপাধি	১৬৯
ইমান[৩৯২]	إيمان	ঈমান	ইসলাম ধর্মে বিশ্ববাসী/ আলণ্টাহ	১৬৯

---

[380] Zvnv‡'i e¨mb-wejvm, Awegl¨KwiZv Ges DwRi I †mbvcwZM‡Yi wekvmNvZKZvi feb weL¨vZ w'jx mvgvR¨ µgkt LÊ weLÊ nBqv nxbej Ges nxbcf nB‡Z jwMj|

[381] w'jxi †n‡i‡gi wbfZ K‡¶ ev'kvn kvn Avjg, †kLj Bmjvg gvIjvbv Awgbi ingvb, DRxi md'i Rv', gvj‡ei kvmbKZv AvdZve Avng' Lvb Ges †gvmv‡ne gv‡jK Av‡bvqvi Dcw¯Z|

[382] †Lv'v ZvÛjv Z Zvi gRx m¯úó K‡iB Zvi Kvjv‡g ewS‡q w'‡q‡Qb|

[383] †KviAvb I nv'xm‡K c‡ei b¨vq m¤§vb Kwi|

[384] †ZŠwn‡'i †Z‡R †ZRxqvb KivB mgv‡Ri D‡Ïk¨|

[385] A‡bK gmjx bxPgbv, ¯v_ci, wnsmK I Kvci"l|

[386] †iwnjw'‡Mi A_vfve m‡Ël Zviv †Rnv‡' †hvM w'‡Z c¯Z|

[387] bRxe: †Kb, Avcwb wb‡la Ki"b|

[388] mKj‡K †n'v‡qZ Ki"b|

[389] Avjvni cwZ ZIqv°v †i‡L GKevi †ZRw¯bx imbvq Abjghx evYx‡Z mK‡ji g‡bv‡hvM AvKlY Ki"b|

[390] Avjvn Ges im‡ji Av‡'k Ges Dc‡'k‡K AMvn¨ K‡i A'¨ Avgiv cweÎ D×vnwµqvq NwYZ|

[391] ZLb bRxeD‡Ïšjv wmgZnv‡m¨ gIjvbv mv‡n‡ei w'‡K ZvKvBqv ewj‡jb, †'L‡jb nRiZ|

[392] †Lv'v Avcbvi Bgvb Ges wn¤§Z‡K gReZ Ki"b|

wmivRx e¨eüZ Aviex kã	cKZ Aviex kã	mwVK evsjv D”PviY	evsjv A_	Z_¨mÎ
			ছাড়া কোন উপাস্য নাই আর মুহাম্মম (সা) আলণ্ঢাহর প্রেরিত রাসূল– এ কথার উপর অন্তর থেকে বিশ্বাস স্থাপন করা ও মুখে প্রকাশ করা	
হিম্মত[৩৯৩]	همّة	হিম্মাত	কঠোর, সাহস	১৬৯
মজবুত[৩৯৪]	مضبوط	মাজবুত	শক্ত, কঠিন	১৬৯
এলাহি[৩৯৫]	الهى	ইলাহী	আমার প্রভু	১৭৪
মছিবত[৩৯৬]	مصيبة	মুসীবত	বিপদ	১৭৪
ইয়া আলণ্ঢাহ[৩৯৭]	يا الله	ইয়া আলণ্ঢাহ	হে আলণ্ঢাহ	১৮৯
রহিম[৩৯৮]	رحيم	রাহীম	দয়ালু, কর“ণাময়	১৯২
রহমান[৩৯৯]	رحمٰن	রাহমান	পরম দাতা	১৯২
কুওৎ[৪০০]	قوة	কুওয়াত	শক্তি	১৯৩
রাহবার[৪০১]	رهبر	রাহবার	পথ প্রদর্শক	১৯৭
মোমেন[৪০২]	مؤمن	মু‘মিন	ঈমানদার, বিশ্বাসী	২০৩
মারহাবা[৪০৩]	مرحبا	মারহাবা	ধন্যবাদ	২০৩
এখতেয়ার[৪০৪]	اختيار	ইখতিয়ার	ইচ্ছা করা	২০৪

[393] †Lv‘v Avcbvi Bgvb Ges wn¤§Z‡K gReZ Ki“b|
[394] †Lv‘v Avcbvi Bgvb Ges wn¤§Z‡K gReZ Ki“b|
[395] †n Gjwn! Kv‡d‡ii n¯Í n‡Z Avgv‡K D×vi Ki|
[396] cwZw‘b cwZ gn‡Z Zwg AbšÍ †KwU RxeRš‡K j¶ j¶ wec‘ gwQeZ Ges j¶ cKv‡ii AatcZb I cvc n‡Z i¶v KiQ|
[397] ¯‡ci †Nv‡i iwÎ‡Z ÔBqv Avjvn Õ e‡j †dwj|
[398] iwng ingvb Avjvn ZvÔjv †Zvgvi g‡bvevmbv cY Ki“b|
[399] iwng ingvb Avjvn ZvÔjv †Zvgvi g‡bvevmbv cY Ki“b|
[400] wejvme¨m‡b fviZxq ivRb¨eM Bmjvgx wn¤§Z I KIr G‡Kev‡i nwi‡q e‡m‡Qb|
[401] bRxe-D‡Ï‚jvi m‡½ GKRb ivnevi A_vr c_-c‘kK wQj|
[402] G‡Kkiev‘x †gv‡gbw‘‡Mi cwZ fZ-‡c‡Zi DcvmK wPi‘vm I wPiKvci“l wn›‘iv †Kgb AwacZ¨ jvf Ki‡Q|
[403] †kLj Bmjvg: gvinvev! gvinvev! Avcwb wVK K_vB e‡j‡Qb|
[404] Avcbv‡KI DRxi †Q‡o †mcvnxwMwi GL‡Zqvi Ki‡Z n‡e|

wmivRx e¨eüZ Aviex kã	cKZ Aviex kã	mwVK evsjv D”PviY	evsjv A_	Z_¨mÎ
জালেম[৪০৫]	ظلم	যালিম	অত্যাচারী, নির্যাতনকারী	২০৫
ইন্তিজাম[৪০৬]	انتظام	ইনতিযাম	আয়োজন, গঠন, একত্র করা	২০৯
মীনার[৪০৭]	منارة	মানারা	বাতিঘর	২১৩
তাজ[৪০৮]	تاج	তাজ	মুকুট	২১৩
কুতুব[৪০৯]	كتب	কুতুব	অক্ষ, নেতা, কেন্দ্রবিন্দু, ধ্র"বতারা	২১৬
কাতেব[৪১০]	كاتب	কাতিব	লেখক, কেরানী	২১৮
তাকবীর[৪১১]	تكبير	তাকবীর	বড়ত্ব, আলণ্ডাহু আকবার	২১৯
মালেকুল মওতের[৪১২]	ملك الموت	মালাকুল মাউত	আলণ্ডাহর নির্দেশে যে ফেরেশতা মানুষের জীবন নিয়ে যান, মৃত্যুর ফেরেশতা	২২১
হাওলা[৪১৩]	حولا	হাওলা	দান করা	২২১
আল ফাতেহ[৪১৪]	الفتح	আল-ফাতাহ	বিজয়ী	২২২
মিম্বরের[৪১৫]	منبر	মিম্বার	যেখানে উঠে ইমাম সাহেব খুতবা পাঠ করেন	২২৪

---

405 Avjvn Rv‡jg RvZ‡K KLbI DbZ K‡ib bv|
406 ivR‡Kv‡li RIqv‡nivZ weµq Kievi Avek¨K n‡jI Zv weµq K‡i h‡×i BwšÍRvg Ki‡Z n‡e|
407 hvI w‘‡K w‘‡K Ki ‘ikb Av‡Q hZ KxwZ aibx-†kvfb| gxbvi gmwR‘ cvmv‘ feb|
408 RM‡Zi ZvR †m ZvRgnj
GL‡bv Qovq wKiY D¾j|
409 GL‡bv cKv‡k gwngv wei j
GL‡bv KZe g¯ÍK Zwjqv|
410 7kZ Kv‡Ze (†Kivbx) GK mßvn cwikg Kwiqv Kwc c¯Z Kwiqv gd¯‡ji meÎ cvVvBqv w‘‡jb|
411 ZKexi aŸwb‡Z gmwjg agbx‡Z i³‡mvZ Zi Zi Kwiqv cewnZ nBj|
412 eû msL¨ Kv‡di‡K Ôgv‡jKj gI‡ZÕi n‡¯Í nvIjv Kwi‡jb|
413 eû msL¨ Kv‡di‡K Ôgv‡jKj gI‡ZÕi n‡¯Í nvIjv Kwi‡jb|
414 AvdMvb Rei‘¯Í, Avjdv‡Zn cfwZ bvg‡aq bewbwgZ weivU AvqZb wewkó mvZwU †Z‡c Av¸b w‘‡jb|
415 wg¤‡ii Mv‡Î ¯Yv¶‡i wjwLZ nBj: Ô¯‡‘k †c‡gi AZ¨¾Øj Av‡Z¥vrmMÕ|

ÔbiDÏxbÕ Dcb¨v‡m Aviex k‡ãi e¨envi

wmivRx e¨eüZ Aviex kã	cKZ Aviex kã	mwVK evsjv D”PviY	evsjv A_	Z_¨mÎ
খেদমতে[416]	خدمة	খিদমাত	সেবা	২২৯
হাজির[417]	حاضر	হাদির	উপস্থিত	২২৯
ঈদুল আজহা[418]	عيد الاضحى	ঈদুল আযহা	ঈদুল আযহা	২২৯
কোরবানী[419]	قربانى	কুরবানী	উৎসর্গ, দান	২২৯
গোলাম[420]	غلام	গুলাম	বান্দা, দাস	২৩০
মোসাফের[421]	مسافر	মুসাফির	পথিক, আগন্তুক	২৩০
তসলিম[422]	تسليم	তাসলীম	অভিবাদন, সালাম বিনিময়	২৩০
ফরজ[423]	فرض	ফারদুন	আবশ্যক	২৩১
হারাম[424]	حرام	হারাম	হারাম নিষেধ	২৩১
মোকদ্দমা[425]	مقدمة	মুকাদ্দামাহ	ভূমিকা, সূচনা, বিচারালয়	২৩২
আশেক[426]	عاشق	আশেক	প্রেমিক, আলণ্ঢাহ ওয়ালা	২৩৮
মা'শুক[427]	معشوق	মা'শূক	আলণ্ঢাহ ওয়ালা, প্রেমাষ্পদ	২৩৮
নূর[428]	نور	নূর	আলো	২৫৩
আজান[429]	اذان	আযান	আহ্বান, আযান, মুসলিম	২৫৩

416 wP‡Zv‡ii GKRb gmjgvb ûR‡ii †L'g‡Z nwRi n‡Z Pvq|
417 wP‡Zv‡ii GKRb gmjgvb ûR‡ii †L'g‡Z nwRi n‡Z Pvq|
418 weMZ C'j-AvRnv Dcj‡¶ Awg GKwU †Mv-†Kvievbx Kwi|
419 weMZ C'j-AvRnv Dcj‡¶ Awg GKwU †Mv-†Kvievbx Kwi|
420 ûRi ev'kvn bvg'vi‡K †Mvjvg wK Ki‡Z ej‡e! Awg wePvi cv_x|
421 GB ewjqv ev'kvn AvMšK †jvKwU‡K †gvmv‡di Lvbvq _wKevi Rb¨ ûKg w'‡jb|
422 mvjvg I Zmwjg ev' AviR GB †h, GLv‡b eKi-C' cvV Dcj‡¶ Avng' †iRv Lvb bvgK GKRb gmjgv‡bi Dci fxlYZg wbôi I bksm AZ¨vPvi nBqv‡Q|
423 GB bksmZg 'vbexq e¨vcv‡ii cwZKvi diR n‡q c‡o‡Q|
424 hZw'b chšÍ Gi Dch³ cwZdj bv w'‡Z cvie, ZZw'b mecKv‡i gvsm f¶Y Avgvi Rb¨ nvivg|
425 gmjgv‡bi †gvKÏgv KvRx Ges gdZx mv‡n‡ei wbKU m¤úb nB‡e|
426 GB cwZØw›ØZv †Kej bvix ev bi jBqv Avô‡kK ev gvô‡kvK jBqv b‡n|
427 GB cwZØw›ØZv †Kej bvix ev bi jBqv Avô‡kK ev gvô‡kvK jBqv b‡n|
428 bZKx wejvmbx Ges KvZi¡ceZx Kdix‡'i Øviv bi‡K Z Avi Kg cix¶v Kwiwb|
429 gmwR‡'i D”P wgbvi nB‡Z AvRvb aŸwb DwÌZ nBqv cw_e †gvngM gvbe‡K wPiRxe‡bi c‡_ WwwK‡Z jwMj|

wmivRx e¨eüZ Aviex kã	cKZ Aviex kã	mwVK evsjv D"PviY	evsjv A_	Z_¨mÎ
			পরিভাষা	
মেছাল[৪৩০]	مثل	মিসাল	উদাহরণ, সাদৃশ্য	২৫৫
আকেল[৪৩১]	عاقل	‘আকিল	জ্ঞানী	২৫৫
তারিফ[৪৩২]	تعريف	তা‘অরীফ	প্রশংসা, গুণকীর্তন	২৫৬
রহমতুল-লিল আলামীন[৪৩৩]	رحمة للعالمين	রাহমাতুল-লিল আলামীন	বিশ্বজনীন দয়া, বিশ্বের জন্য রহমত	২৬২
ফকির[৪৩৪]	فقير	ফক্বীর	গরীব, অভাবী, দরিদ্র, আধ্যাত্ম সাধন	২৬৩
কামেল[৪৩৫]	كامل	কামিল	পরিপূর্ণ, কামিল পাশ ব্যক্তি	২৬৪
লা রহবানিয়াতা ফিল ইসলাম[৪৩৬]	لا رحبانية فى الاسلام	লা রাহবানিয়াতা ফিল ইসলাম	ইসলামে বৈরাগ্যতা নেই	২৬৪
ওয়াজা আল হাক্কা ওয়া জাহাকাল বাতিলু ইন্নাল বাতিলা কানা জাহুকা[৪৩৭]	وجاء الحق وزهق البطل ان البطل كان زهوقا	ওয়াকুল জা-আল হাক্কা ওয়া জাহাকাল বাতিলা ইন্নাল বাতিলা কানা যাহুকা	সত্যের প্রতিষ্ঠা হল এবং মিথ্যা লোপ পেল। নিশ্চয়ই মিথ্যা বিলুপ্ত হওয়ারই ছিল।	২৭১
ইজাব[৪৩৮]	ايجاب	ঈজাব	প্রস্তাব	২৭৫
কবুল[৪৩৯]	قبول	কবূল	গ্রহণ, সম্মতি	২৭৫

[430] †e-†gQvj LemiZ Ges Av‡Kjg›‘, Zvnv‡Z Zvnv‡K weevn Kwi‡Z Kgvi KLbB IRi Kwi‡eb bv|
[431] LemiZ Ges Av‡Kjg›‘, Zvnv‡Z Zvnv‡K weevn Kwi‡Z Kgvi KLbB IRi Kwi‡eb bv|
[432] ZvnvivB †Kej GB GKwbô Ges we‡× †c‡gi Rb¨ g³K‡É Kgv‡ii Zwid Kwi‡jb|
[433] Avi Zvnvi cPviK gnvgvbe †gvnv¤§‘ (‘t)-i Dcwa ingZj-wjjAvjvgxb A_vr wekRbxb ‘qv|
[434] wVK †mB mg‡q GKwU ^MwiKevm cwiwnZ bexb eq¯‹ dwKil †mB m‡ivei Z‡U Dcw¯Z nBqv cwb cvb Kwiqv wekvg Kwi‡Z jwM‡jb|
[435] †Kvb I Kv‡gj ‘i‡e‡ki wbKU wkl¨Ë Mn‡Yi Rb¨ bvbv ¯v‡b N‡i †eow”Q|
[436] wZwb g³K‡É e‡j‡Qb, Ôjv in‡ewbqvZv wdj BmjvgÕÑ A_vr Bmjv‡g mb¨vm bvB|
[437] wKš gw›‘i¯ gnvgvqvi gwZwU ‘ÊvNv‡Z PY-wePY Kwiqv D"P¯‡i †NvlYv Kwi‡jbÑ Ôlqv Rvnv Kvj ewZj Bbvj ewZjv Kvbv RvnKvÕ A_vr m‡Z¨i cwZôv nBj Ges wg_¨v †jvc cvBj| (gnv †KviAvb)
[438] h_viwZ BRve Kej jBqv m½xq AbPiMY mv¶v‡Z Dfq‡K D×vn-eÜ‡b Ave× Kwiqv wMqwQ‡jb|

wmivRx e¨eüZ Avievx kã	cKZ Avievx kã	mwVK evsjv D"PviY	evsjv A_	Z_¨mÎ
শায়খ[৪৪০]	شيخ	শায়খ	নেতা, গুর“	২৭৭
কদর[৪৪১]	قدر	কদর	মর্যাদা	২৭৮
শোকর[৪৪২]	شكر	শোকর	কৃতজ্ঞতা প্রকাশ	২৮৪
হাজির[৪৪৩]	حاضر	হাদির	উপস্থিত	২৮৪
সালেহ[৪৪৪]	صالح	সালেহ	সঠিক, নেককার	২৮৬

Ôe½ I wenvi weRqÕ (Kwmnbx Kve¨) Dcb¨v‡m Avievx k‡ãi e¨envi

wmivRx e¨eüZ Avievx kã	cKZ Avievx kã	mwVK evsjv D"PviY	evsjv A_	Z_¨mÎ
খলিফা[৪৪৫]	خليفة	খলীফা	উত্তর পুর“ষ/ ইসলামী রাষ্ট্রের শাসনকর্তা/ মুসলমান শাসকদের উপাধি, প্রতিনিধি	২৮৭
খোৎবা[৪৪৬]	خطبة	খুতবাহ	বক্তৃতা, ভাষণ	পৃ. ২৯৩

---

439 h_vixwZ BRve Kej jBqv m½xq AbPiMY mv¶v‡Z Dfq‡K D×vn-eÜ‡b Ave× Kwiqv wMqwQ‡jb|

440 mjZvb kvqL mÜvb Kwiqv‡Qb, Ggb mgq cvk‡'‡ki †Svc nB‡Z GKwU weivU e¨vN mjZv‡bi A‡ki g¯Í‡Ki Dci jvdvBqv cwoqv KvgovBqv awij|

441 wKš GB Kvbbvk‡g Dnvi †Kvb I K'i †bB|

442 †Lv'vZvjvi nvRvi †kvKi †h, wZwb Avgv‡K Avcbvi i¶vq Rqh³ K‡i‡Qb|

443 wKQ¶‡Yi g‡a¨B †mbvcwZ mv‡n‡ei †jvKRb i"wµbx Ges e›'x 'm¨MY‡K jBqv Z_vq nwRi nBj|

444 mjZvb biDwÏb wbZvšÍ b¨vqcivqYZv mwnZ cRvcvjb Kwiqv Aí mg‡qB cRvgÊjx KZK Ômv‡jnÕ Dcwacvß nBqwQj|

445 wØZxq Lwjdv gnvZ¥v nhiZ Igi dvi"‡Ki (iv.) ivRËKv‡j Bmjv‡gi cY cfve|

446 Ôe‡½i eû ciMbv n¯ÍMZ Kwiqv Ô†LvrevÕ cv‡Vi AbÁv Ges RvRbMi, †envi, †'e‡KvU bewaKZ c‡'k ¯bv‡g g'v cPvi Kwi‡jb|

ÔRvnvbviÕ Dcb¨v‡m Aviex k‡ãi e¨envi (Amgvß)

wmivRx e¨eüZ Aviex kã	cKZ Aviex kã	mwVK evsjv D"PviY	evsjv A_	Z_¨mÎ
ওলী-আলণ্ডাহ[৪৪৭]	ولی لله	ওয়ালী আলণ্ডাহ	বন্ধু, সাহায্যকারী, আলণ্ডাহ ওয়ালা	২৯৪
কোরান শরীফের[৪৪৮]	قران شريف	কুরআন শরীফ	মহাগ্রন্থ আল কুরআন, মুসলমানদের পবিত্র গ্রন্থ	২৯৪
কেরাত[৪৪৯]	قراءة	ক্বিরাআত	কুরআন শরীফ পড়া	২৯৪
জায়েজ[৪৫০]	جائز	জায়েয	বৈধ, সিদ্ধ	২৯৫
দরূদ[৪৫১]	درود	দুরূদ	রাসূলের প্রতি দুরূদ পাঠ করা, দুরূদ শরীফ	২৯৫
ওয়াজ নসিহত[৪৫২]	وعظ نصيحة	ওয়ায নসীহাত	উপদেশ, মাহফিলে উপদেশ দান	২৯৫
আলণ্ডাহ তালা[৪৫৩]	لله تعالى	আলণ্ডাহ তাআলা	মহান আলণ্ডাহ	২৯৫
সব্বাহা লিলণ্ডাহে মাফিস সমাওয়াতি ওয়ামা ফিল আরদি ওয়া	سبح لله ما فى السموت وما فى الارض وهو العزيز الحكيم	সাব্বাহা লিলণ্ডাহি মা ফিস সামাওয়াতি ওয়ামা ফিল আরদি	নভোমন্ডলে ও ভূমন্ডলে যা কিছু আছে, সবই আলণ্ডাহর পবিত্রতা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাবান	২৯৫

447 Ijx-Avjvn Ges mdxw'‡Mi mvabvi Pig mnvq n‡"Q m½xZ|
448 †KviAvb kix‡di †KivZ ïb‡Qb Z?
449 †KviAvb kix‡di †KivZ ïb‡Qb Z?
450 †gvjviv e‡jb, AvRvb I †KviAvb cv‡Vi Rb¨ Dnv Rv‡qR, Ab¨Î b‡n|
451 Zviv mi K‡i 'i/' cvV K‡ib †Kb?
452 †gvjviv‡Zv IqvR bwmnZ Ki‡ZI mi a‡i K‡ib| MRj †Zv me'vB Zv‡'i g‡L †j‡MB Av‡Q|
453 gvb‡li cvY-exbvq fv‡ei S¼vi RwM‡q Zjevi Rb¨B mwóKZv Avjvn Zvjv cKwZi g‡g g‡g m½x‡Zi mavaviv †X‡j w'‡q‡Qb|

wmivRx e¨eüZ Aviex kã	cKZ Aviex kã	mwVK evsjv D”PviY	evsjv A_	Z_¨mÎ
হুয়াল আজীজুল হাকীম[৪৫৪]		ওয়াহুয়াল আযীযুল হাকীম		
জেকরে আসলী[৪৫৫]	ذكر اصلى	যিকরে আসলী	মূল স্মরণ, মূল যিকির	২৯৫
ওয়াইল[৪৫৬]	ويل	ওয়াইল	একটি দোযখের নাম	২৯৫
আবেদ[৪৫৭]	عابد	আবিদ	ইবাদতকারী	২৯৬
এশার[৪৫৮]	عشاء	‘ইশা	‘ইশার নামায	২৯৬
ওয়াক্ত[৪৫৯]	وقت	ওয়াকত	সময়	২৯৭
নিয়ত[৪৬০]	نية	নিয়ত	কোন কাজ করার পূর্বে নিয়ত করা	২৯৬

[454] GRb¨B †KviAvb kix‡d e‡j‡QÑ meŸvnv wjjv‡n gwdm mgvlqwZ lqvgv wdj Avi w‘ lqv ûqvj AvRxRj nvKxg|
[455] mva‡Ki Kv‡Q GUvB †RK‡i Avmjx|
[456] Gi¡c †kYxi Av‡e‘w‘‡Mi Rb¨ Avjvn Zvjv lqvBj bvgK gnv‡‘vR‡Li mwó K‡i‡Qb|
[457] Gi¡c †kYxi Av‡e‘w‘‡Mi Rb¨ Avjvn Zvjv lqvBj bvgK gnv‡‘vR‡Li mwó K‡i‡Qb|
[458] Gkvi bvgvR ev‡‘ m½x‡Zi wK gnvag! fv‡e we‡fvi n‡q KZ cvlÊ e¨w³ †mLv‡b MovMwo hv‡”Q|
[459] gM‡i‡ei bvgv‡Ri lqv³ mgvMZ †‘wLqv mK‡j mv‡Ü¨vcvmbvq wbqZ nB‡jb|
[460] gM‡i‡ei bvgv‡Ri lqv³ mgvMZ †‘wLqv mK‡j mv‡Ü¨vcvmbvq wbqZ nB‡jb|

Dhaka University Institutional Repository

ZZxq cwi‡”Q‘: wmivRxi ce‡Ü Aviex k‡ãi c‡qvM

সিরাজী ছিলেন বাঙালি মুসলিম নবজাগরণের অন্যতম প্রধান পুর"ষ। এ প্রচেষ্টায় তার প্রধান মাধ্যম ছিল সাহিত্য। উনিশ শতকের একেবারে শেষ লগ্নে প্রথম তার"ণ্য কবি হিসেবে তার আবির্ভাব ঘটেছিল। তিনি জ্ঞান হওয়ার পর থেকে দেখেছেন শাসক হিসেবে ইংরেজকে, অগ্রসরমান ও সুবিধাভোগী হিসেবে হিন্দু সমাজকে এবং অনুন্নত, পিছিয়ে পড়া, ধ্বংসোন্মুখ জনগোষ্ঠী হিসেবে মুসলমানদেরকে। স্বজাতি অর্থাৎ বাঙালি মুসলমানের পরাধীনতা, দুরাবস্থা, দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা তার ভেতরে যে দুঃসহ জ্বালার সৃষ্টি করেছিল, তাই কবিতার ছন্দকে আশ্রয় করে 'অনল প্রবাহ' কাব্য রচনা করেন। কাব্যিক প্রকাশের পাশাপাশি তিনি গদ্যকেও তার চিন্তা ও বক্তব্য প্রকাশের মাধ্যম করেন। এর ফলে রচিত হয় অসংখ্য প্রবন্ধ। যেগুলো প্রকাশিত হয় বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়। লক্ষ্যণীয় যে, কবিতায় তিনি যেমন মুসলিম নবজাগরণের আহ্বান জানিয়েছেন ও স্বাধীনতার আহ্বান করেছেন, তেমনি তার প্রবন্ধেও সেই অভিন্ন অনুসরণই শোনা যায়। তবে প্রবন্ধে তার চিন্তা ও আবেগ অনেক বেশি এবং বিপুল ভাব-গাম্ভীর্যপূর্ণ।

প্রবন্ধ সমগ্রের প্রবন্ধগুলোকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। এক– পরিচিতিমূলক। এর মধ্যে রয়েছে সুলতান মাহমুদ, বোগদাদচিত্র, আদর্শ সতী বিবি রহিমা, তুর্কী নারী জীবন, নব্য তুর্কী ও সিরিয়া ভ্রমণ। দুই– চিন্তামূলক। (দেশ-জাতি ও সমাজ বিষয়ক) এ ধরনের প্রবন্ধগুলো যে তার শক্তিম"িত রচনা, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তার প্রবন্ধগুলোর মধ্যেও অসংখ্য আরবী ভাষার প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়।

¯vaxb wPšÍvkxjZv

wmivRx e¨eüZ Aviex kã	cKZ Aviex kã	mwVK evsjv D"PviY	evsjv A_	Z_¨mÎ
আলণ্ডাহ তালা[৪৬১]	لله تعالى	আলণ্ডাহ তাআলা	মহান আলণ্ডাহ	সৈয়দ ইসমাঈল হোসেন শিরাজী, প্রবন্ধ সমগ্র, সম্পাদনা, হোসেন মাহমুদ, জ্ঞান বিতরণী প্রকাশনী, প্র- ২০১৩, পৃ. ১৯
আরব[৪৬২]	عرب	আরব	আরবের লোক, আরব ভূমি, আরব জাতি	পৃ. ২১
কুফা[৪৬৩]	كوفة	কুফা	পবিত্র কুফা নগরী	২২

mjZvb gvng'

(gwmK Bmjvg cPviK, dvêb-^PÎ, 1306 I kveY 1307 (†de"-gvP 1899 I RjvB 1900)

wmivRx e¨eüZ Aviex kã	cKZ Aviex kã	mwVK evsjv D"PviY	evsjv A_	Z_¨mÎ
ইসলাম[৪৬৪]	إسلام	ইসলাম	হযরত মুহাম্মদ (সা.) প্রবর্তিত ধর্ম,	পৃ. ২৪

---

[461] cig Ki"Yvgq AvjvnZvjv gvbe gÊjx‡K †h mg¯Í gvbwmK kw³ cfv‡e hveZxq Rxe Ršii Dci †kôË Ges cvavb¨ 'vb Kwiqv‡Qb, wPšÍv Zvnvi cavbZg kw³| (AvZ¥kw³ I cwZôv: c. 69, Bmjvg I HK¨kw³: 114, kw³i cwZ‡hwMZv: 118, AvZ¥Z¨vM I RvZxq DbwZ: 172, wk¶vi cwiYvg: 190, RvZxq Rxe‡b ¯vaxbZvi c‡qvRb: 193, wkí msMVb I RvZxq Rxeb: 248, Bmjvg I abej: 304, AvnŸvb: 322, bebi I †Rnv': 328)

[462] ALÊ cw_exi Aåvšî BwZnvm Lwjqv †'q, hLb civKv‡j Mxm, †ivg, Avie, cvim¨, fviZ, Pxb cfwZ ivR¨ AwgZ cZv‡c eû iv‡R¨ Avcbv‡'i weRq ^eRšÍx DÇxb| (†evM'v' wPÎ: 38, cv_wgK gmjgvbw'‡Mi ÁvbPPv I gmjgvb: 46, 50, ZKx bvix Rxeb: 86, wmwiqv cwiågY: 100, Bmjvg I HK¨kw³: 111, kw³i cwZ‡hwMZv: 120, wn›'-gmjgvb: 137, ev½vjv mwnZ¨ I wn›'-gmjgvb: 163, mwn‡Z¨i cfve I †ciYv: 176, ev½vjx gmjgvb‡'i AvZ¥cwiPq: 238, BwZnvm PPvi Avek¨KZv: 262, ¯ivR I wn›'-gmjgvb: 279, Bmjvg I abej: 285, ggevYx: 312)

[463] Kdv wbevmx cvZt ¯§iYxq gnvZ¥v Ave gmv Rvdi KwÎg Dcv‡q ¯Y c¯Z wPšÍvq AwefZ nBqv A‡kl Kj¨vYKi imvqb kv‡¯i D™veb Kwiqv wMqv‡Qb|

[464] hvnv‡'i AgvbwlK exhPËv Ges HKwšÍK †Póvq mZ¨mbvZb Bmjvg a‡gi weï×wefv w'Kw'Mšîi cwie¨vß nBqv‡Q| (†evM'v' wPÎ: 35, cv_wgK gmjgvbw'‡Mi ÁvbPPv I gmjgvb: 45, gmjgvb RwZ wn›'

wmiviRx e¨eüZ Aviex kã	cKZ Aviex kã	mwVK evsjv D"PviY	evsjv A_	Z_¨mÎ
			আলণ্ঢাহর মনোনীত একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা, ইসলাম, আত্মসমর্পণ করা	
মসনদে[৪৬৫]	مسند	মসনদ	মসনদ, সুলতানদের সিংহাসন	পৃ. ২৪
সুলতান[৪৬৬]	سلطان	সুলতান	শাসক, নেতা, সম্রাট	পৃ. ২৬
মসজিদ[৪৬৭]	مسجد	মাসজিদ	মুসলমানদের ইবাদতগাহ	পৃ. ২৮
মাদরাসাতুল উলুম[৪৬৮]	مدرسة العلوم	মাদরাসাতুল উলুম	জ্ঞানের প্রতিষ্ঠান	পৃ. ২৮
উলামা[৪৬৯]	علماء	উলামা	জ্ঞানীগণ	পৃ. ২৮
কারী[৪৭০]	قارئ	ক্বারী	যিনি শুদ্ধ কুরআন তিলাওয়াত করেন, পাঠক	পৃ. ২৮
মুসলিম[৪৭১]	مسلم	মুসলিম	মুসলমান, ইসলামের অনুসারী,	পৃ. ২৯

†jLK: 62, bex-ZKx: 87, Bmjvg I HK¨kw³: 112, kw³i cwZ‡hwMZv: 120, wn›`-gmjgvb: 128, D"P wk¶vi dj: 152, ev½vjv mvwnZ¨ I wn›`-gmjgvb: 165, AvZ¥Z¨vM I RvZxq DbwZ: 171, mvwn‡Z¨i cfve I †ciYv: 176, wk¶vi cwiYvg: 183, 186, 188, fvi‡Zi eZgvb Ae¯v I gmjgvb‡`i KZe¨: 200, BwZnvm PPvi Avek¨KZv: 264, ¯ivR I wn›`-gmjgvb: 276, 288, ggevYx: 312, bebi I †Rnv`: 327)

465 hvnv nDK mve³Mx‡bi gZ¨i c‡i Î‡qv`k eQi eq¯‹ evjK gvng` MRbxi gmb‡` DcweóÑ

466 mjZvb g‡bv‡hvMceK Av‡e`b keY KiZt ewj‡jbÑ (ZKx bvix Rxeb: 85, bex-ZKx: 87, wmwiqv cwiågY: 102, D"P wk¶vi dj: 155, e½xq gmjgvb mgvR: 210, ¯RvwZ-†cg: 235, BwZnvm PPvi Avek¨KZv: 257, bebi I †Rnv`: 341)

467 gvng‡`i ivRËKv‡j mgbZ m`p `Mvejx, Kvi"Kvh mgwšZ DË½ Powewkó igYxq gmwR`mgn ggi I Kò c¯Íi MwVZ †bÎ we‡gvnb wewea cb¨ cY AMY¨ AvcY‡kYxÑ (†evM`v` wPÎ: 40, wmwiqv cwiågY: 101, kw³i cwZ‡hwMZv: 124, wn›`-gmjgvb: 128, ev½vjv mvwnZ¨ I wn›`-gmjgvb: 164, e½xq gmjgvb mgvR: 218, BwZnvm PPvi Avek¨KZv: 255, ¯ivR I wn›`-gmjgvb: 276, AvZ¥wekvm: 302)

468 GB DÏxcbvi d‡j gvng` AwZ kxN MRbx‡Z GKUv Av`k wekwe`¨vjq (gv`vmvZj Djg) ¯vcb Kwiqv Zvnvi Aax‡b iv‡R¨i wewfb ¯v‡b mßkZ we`¨vjq cwZwôZ Kwi‡jbÑ

469 Djvgv, Kvix, ivmvqwbK cfwZ MRbx‡Z AvMgb ceK mm¤‡g wekwe`¨vjq ¯vb cvß nBqv g‡nvrmv‡n Aa¨vcbv Kwi‡Z jvwM‡jbÑ

470 Djvgv, Kvix, ivmvqwbK cfwZ MRbx‡Z AvMgb ceK mm¤‡g wekwe`¨vjq ¯vb cvß nBqv g‡nvrmv‡n Aa¨vcbv Kwi‡Z jvwM‡jbÑ

471 Z`vbxšÍb †evM`v` Aaxki gmwjg-Kj aiÜi gnvgvb¨ Ljxdv gvng‡`i we`¨vbivM ke‡Y GKvšÍ cjwKZ g‡b Ave iqnvb bvg‡aq GK AciwRZ gnvZwKK‡K eÜ‡Ëi Dc‡XŠKb¯i¦c MRbxi ivRmfvq †ciY K‡ibÑ (wmwmj Øx‡c gmjgvbw`‡Mi ÁvbPPv: 57, AvZ¥kw³ I cwZôv: 70, ZKx bvix Rxeb: 78, bex-ZKx: 87, wmwiqv cwiågY: 108, Bmjvg I HK¨kw³: 112, wn›`-gmjgvb: 140, D"Pwk¶vi dj: 151, ev½vjv mvwnZ¨ I wn›`-gmjgvb: 164, mvwn‡Z¨i cfve I †ciYv: 176, e½xq gmjgvb mgvR: 210, ev½vjx

wmivRx e¨eüZ Aviex kã	cKZ Aviex kã	mwVK evsjv D”PviY	evsjv A_	Z_¨mÎ
			আত্মসমর্পণকারী	
খলীফা[৪৭২]	خليفة	খলীফা	উত্তম পুর ষ/ ইসলামী রাষ্ট্রের শাসনকর্তা/ মুসলমান শাসকদের উপাধি, প্রতিনিধি	পৃ. ২৯

gvZfvlv I RvZxq DbœZ

(gwmK Bmjvg cPviK, †cŠl-gvN 1308, Rvbqvix-†de“qvix 19902)

wmivRx e¨eüZ Aviex kã	cKZ Aviex kã	mwVK evsjv D”PviY	evsjv A_	Z_¨mÎ
আরবী[৪৭৩]	عربى	আরবী	একটি ভাষার নাম	পৃ. ৩১
মাদরাসা[৪৭৪]	مدرسة	মাদরাসা	মাদরাসা, পড়াশোনার স্থান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। যেখানে ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া হয়, বিদ্যালয়	পৃ. ৩৩
মৌলভী[৪৭৫]	مولوى	মাওলবী	ইসলাম ধর্মের বিশেষজ্ঞ, দুনিয়া ত্যাগী, মুসলিম পরিভাষা	পৃ. ৩৩

---

gmjgvb‡'i AvZ‡cwiPq: 241, wkí msMVb I RvZxq Rxeb: 249, BwZnvm PPvi Avek¨KZv: 257, ¯ivR I wn›'-gmjgvb: 276, Bmjvg I abej: 283, AvZ‡cwiPq: 299, ggevYx: 213, AvnŸvb: 319, bebi I †Rnv': 343)

[472] Z'vbxšÍb †evM'v' Aaxki gmwjg-Kj aiÜi gnvgvb¨ Ljxdv gvng‡'i we'¨vbivM ke‡Y GKvšÍ cjwKZ g‡b Ave iqnvb bvg‡aq GK AciwRZ gnvZwKK‡K eÜ‡Ëi Dc‡XŠKb¯i¡c MRbxi ivRmfvq †ciY K‡ib|

[473] ZLb Aviex-cvimx h_vµ‡g agI ivRfvlv Ges me mvavi‡Yi Kw_Z fvlv wQj| (cv_wgK gmjgvbw'‡Mi ÁvbPPv I gmjgvb: 51, gmjgvb RwZ wn›' †jLK: 60, wn›'-gmjgvb: 130, D”P wk¶vi dj: 152, ev½vjv mwnZ¨ I wn›'-gmjgvb: 161, wk¶vi cwiYvg: 188, e½xq gmjgvb mgvR: 214, ev½vjx gmjgvb‡'i AvZ‡cwiPq: 242, BwZnvm PPvi Avek¨KZv: 255)

[474] e‡½i cwZ gv'ivmvq ev½vjv fvlvi cwZôv Kiv GKvšÍB KZe¨| (wn›'-gmjgvb: 128, D”P wk¶vi dj: 150, wk¶vi cwiYvg: 185, fvi‡Zi eZgvb Ae¯v I gmjgvb‡'i KZe¨: 203, e½xq gmjgvb mgvR: 214, BwZnvm PPvi Avek¨KZv:, AvZ¥ekvm: 300, ggevYx: 204, bebi I †Rnv': 322)

[475] Avgv‡'i e½xq †gŠjfx mv‡neMY, gvZfvlvq AbwfÁ ewjqv mgv‡Ri ev a‡gi †KvbB DcKvi mvab Kwi‡Z mg_ nB‡Z‡Q bv| bex-ZKx: 95, wmwiqv cwiågY: 101, Bmjvg I HK¨kw³: 112, D”P wk¶vi dj: 152, fvi‡Zi eZgvb Ae¯v I gmjgvb‡'i KZe¨: 204, Bmjvg I abej: 284

wmivRx e¨eüZ Aviex kã	cKZ Aviex kã	mwVK evsjv D"PviY	evsjv A_	Z_¨mÎ
ওয়াজ[৪৭৬]	وعظ	ওয়াজ	আলোচনা	পৃ. ৩৩
আদালতে[৪৭৭]	عدالة	আদালত	বিচারালয়, ন্যায় বিচার	পৃ. ৩৩
কোরান[৪৭৮]	قرلن	কুরআন	ইসলাম ধর্মের মহাগ্রন্থ	পৃ. ৩৪
হাদিস[৪৭৯]	حديث	হাদীছ/হাদীস	পবিত্র হাদীস শরীফ	পৃ. ৩৪

†evM‘v‘ wPÎ

(gwmK Bmjvg cPviK, gvP-Gwcj 1903)

wmivRx e¨eüZ Aviex kã	cKZ Aviex kã	mwVK evsjv D"PviY	evsjv A_	Z_¨mÎ
আমীর[৪৮০]	امير	আমীর	নেতা, সম্রাট, ধনাঢ্য ব্যক্তি	পৃ. ৩৬
জামে মসজিদ[৪৮১]	جامع مسجد	জামে মসজিদ	জামে মসজিদ, যে মসজিদে জুমআর নামায আদায় করা হয়	পৃ. ৩৬
কুর্সী[৪৮২]	كرسى	কুরসী	চেয়ার/সিংহাসন	পৃ. ৩৮
হিজরী[৪৮৩]	حجرة	হিজরী	চন্দ্র বছর	পৃ. ৪০

[476] Zvnviv G¶‡Y †Kvb mfv mwgwZ‡Z e³Zv ev IqvR Kwievi Rb¨ ‘ÊvqgvbnB‡j Zvnv‡‘i K‘h wLPox fvlv ke‡Y wkw¶Z mf¨ †kvZvM‡Yi nvm¨ m¤iY Kiv KwVb nBqv c‡o|

[477] A_ev Av‘vj‡Z †d‡i¯Ívq wK¤v wPwKrmv ev MšÍbev‘ Kv‡h e¨vcZ _wKqv †MŠi‡ei mwnZ Rxebhv Îv wbevn Kwi‡Z cwi‡Zb|

[478] AvR evþ cwÊZ Avgw‘‡Mi †Kvivb I nw‘‡mi Abev‘ Kwi‡Z‡Qb? (cv_wgK gmjgvbw‘‡Mi ÁvbPPv I gmjgvb: 51, ZKx bvix Rxeb: 78, wn›‘-gmjgvb: 135, AvZ‡Z¨vM I RvZxq DbœZ: 173, mwn‡Z¨i cfve I †ciYv: 176, e½xq gmjgvb mgvR: 216, BwZnvm PPvi Avek¨KZv: 263, bebi I †Rnv‘: 331)

[479] Avj eLvix ‘k mnm nvw‘m mZ¨ ewjqv wjwce× Kwiqv hvb| (cv_wgK gmjgvbw‘‡Mi ÁvbPPv I gmjgvb: 51, e½xq gmjgvb mgvR: 216, wkí msMVb I RvZxq Rxeb: 249 , Bmjvg I abej: 284)

[480] Avgxiw‘‡Mi nl¨, A¯vMvi, ivR‡Kvl kvmb I wePviwefvMxq Kvhvjqmgn GB cvPx‡i mseZ wQj| (wn›‘-gmjgvb: 139, ev½vjv mwnZ¨ I wn›‘-gmjgvb: 160, BwZnvm PPvi Avek¨KZv: 262, bebi I †Rnv‘: 343)

[481] gnvgvb¨ mjZv‡bi Av‡‘k e¨wZZ †Kvbl Rv‡g gmwR‘ wK kn‡i wK Mv‡g cwZwôZ nB‡Z cvi‡e bv| (wmwiqv cwiågY: 102, BwZnvm PPvi Avek¨KZv: 263)

[482] Lwjdv gbmi ˆmwbK‡e‡k mw¾Z nBqv KLbl Kmx‡Z (†Pqvi) ewmqv KLbl D"P †e‘xi Dci ‘ÊvqgvbnBqv GB gq‘v‡b Zvnvi ˆmb¨M‡Yi c‘kbx ch‡e¶Y Kwi‡Zb|

[483] 623 wnRix‡Z Lwjdv †gv¯ÍvÄi wejvn KZK ms¯wcZ| (cv_wgK gmjgvbw‘‡Mi ÁvbPPv I gmjgvb: 51, Bmjvg I abej: 295)

wmivRx e¨eüZ Aviex kã	cKZ Aviex kã	mwVK evsjv D”PviY	evsjv A_	Z_¨mÎ
ওমরাহ[৪৮৪]	امراء	উমারা	নেতৃবৃন্দ	পৃ. ৪১
কাবা/ কাবা শরীফে[৪৮৫]	كعبة/ كعبة الشريف	কা‘বা/ কা‘বা শরীফ	এক ধরনের পোশাক। মক্কা নগরীতে অবস্থিত পবিত্র কা‘বা গৃহ	পৃ. ৪১
তাজ[৪৮৬]	تاج	তাজ	মুকুট	পৃ. ৪১
আম[৪৮৭]	علم	‘আম	অনির্দিষ্ট, সাধারন	পৃ. ৪২
খাস[৪৮৮]	خاص	খাস	নির্দিষ্ট	পৃ. ৪২
উজীর[৪৮৯]	وزير	উজির	মন্ত্রী	পৃ. ৪২
উলামাগণ[৪৯০]	علماء	উলামা	জ্ঞানীগণ	পৃ. ৪২
ফকিহ[৪৯১]	فقيه	ফকীহ	ফিকহ বিষয়ে যিনি পারদর্শী	পৃ. ৪২
ফাজেল[৪৯২]	فاضل	ফাযিল	ফাযিল শ্রেণি, বিজ্ঞ, প”িত	পৃ. ৪২
খেলাফত[৪৯৩]	خلافة	খিলাফত	খিলাফত, ইসলামী শাসন ব্যবস্থা	পৃ. ৪২
রমজান[৪৯৪]	رمضان	রামাদান	হিজরী সনের নবম মাস। যে মাসে পবিত্র কুরআন শরীফ নাযিল হয়	পৃ. ৪২
ঈদুল ফেতর[৪৯৫]	عيد الفطر		পবিত্র ঈদুল ফিতর, খুশি	পৃ. ৪২

[484] cavb cavb Igivn M‡Y cwieZ nBqv Mgb Kwi‡Zb| (ev½vjv mwnZ¨ I wn›‘-gmjgvb: 160)
[485] Lwjdv Kò ev fvq‡jU (†e¸‡b e‡Yi) AvRvbjw¤Z ÔKvevÕ cwiavb Kwi‡Zb| AvZwekvm: 302
[486] g¯Í‡K GKLÊ enr nxiK †kwfZ m¶vM ÔKvjvbmnÕ bvgK ZvR cwiavb Kwi‡Zb| mwn‡Z¨i cfve I †ciYv: 180, RvZxq Rxe‡b ¯vaxbZvi c‡qvRb: 191, ggevYx: 312
[487] ÔAvgÕ I ÔLvmÕ ‘B cKvi ‘ievi c_v cPwjZ nBqv Awm‡ZwQj|
[488] ÔAvgÕ I ÔLvmÕ ‘B cKvi ‘ievi c_v cPwjZ nBqv Awm‡ZwQj| (ev½vjv mwnZ¨ I wn›‘-gmjgvb: 168)
[489] DRxi, Igivn, Avgxi, kvnRv‘v Ges iv‡R¨i cavb I mvgšÍeM Lwjdvi evg I ‘w¶Y cv‡k mweb¨v¯Í Awm‡b Dcweó nB‡Zb| (Bmjvg I abej: 292)
[490] g½j‡Kv‡Ui gIjvbv †gvnv¤§‘ mv‡ne cfwZi mgZj¨ GKRb Av‡jg I be¨ Ijvgv mgvR‘ó nqwb|
[491] cavb cavb cwÊZ I IjvgvMY, Kwe, dwKn I dv‡RjMY, ‘vkwbK, ZwKK, ^eÁwbK Ges HwZnwmK I chUKMY gvÎ AvûZ nB‡Zb| (e½xq gmjgvb mgvR: 204, 215, bebi I †Rnv‘: 304)
[492] Avgv‡‘i kZ kZ Av‡jg dv‡hj e¨w³ I Mfxi fveh³ nv‘x‡mi weKZ e¨vL¨v Kwiqv gmjgvb RwZ‡K ab-m¤ú‡‘ exZivM Ges ‘wi‘Zvi cwZ mk× I m¤gkxj Kwiqv Zwj‡Z‡Qb| (Bmjvg I abej: 286)
[493] †Ljvd‡Zi fvex DËiwaKvix Lwjdvi wb‡gB ¯vb cvß nB‡Zb| (wn›‘-gmjgvb: 126, D”Pwk¶vi di: 151, wk¶vi cwiYvg : 186, e½xq gmjgvb mgvR: 212)
[494] cweÎ igRvb gv‡m Lwjdv mgv‡iv‡ni mwnZ †evM‘v‡‘i cavb cavb KgPwiMY‡K GK Avo¤icY †fvR w‘‡Zb|
[495] ÔC‘j †dZiÕ ci‡e ivRavbxi cavb cavb mgvšÍeM Lwjdv KZK wbgwšZ nB‡Zb|

wmivRx e¨eüZ Avievx kã	cKZ Avievx kã	mwVK evsjv D"PviY	evsjv A_	Z_¨mÎ
রাসূলুলণ্ঢাহ (সা.) ৪৯৬	رسول الله	রাসূলুলণ্ঢাহ (সা.)	আলণ্ঢাহর মনোনীত রাসূল (সা.)	পৃ. ৪২
কালানসুহ[৪৯৭]	قلنسوة	কালানসুওয়া তুন	টুপি। একটি মুকুটের নাম, যা ধনাঢ্য ব্যক্তিরা ব্যবহার করত	পৃ. ৪২

cv_wgK gmjgvbw'‡Mi ÁvbPPv I gmjgvb

(gwmK Bmjvg cPviK, RjvB-AvM÷ 1903 I †m‡Þ¤i-A‡±vei, 1903)

wmivRx e¨eüZ Avievx kã	cKZ Avievx kã	mwVK evsjv D"PviY	evsjv A_	Z_¨mÎ
দার ুল উলুমে[৪৯৮]	دار العلوم	দার ুল উলুম	জ্ঞানের দরজা, বিশ্ববিদ্যালয়	৪৪
হযরত মোহাম্মদ (দঃ) ৪৯৯	حضرت محمد	হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)	বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.), প্রশংসিত,	৪৬
শহীদ[৫০০]	شهيد	শহীদ	আলণ্ঢাহর রাস্তায় যুদ্ধ করে যারা জীবন দান করেন, স্বাক্ষী	৪৬
তফসির[৫০১]	تفسير	তাফসীর	কুরআন শরীফের ব্যাখ্যা, তাফসীর	৫১
কোরান	قران شريف	কুরআন	মহাগ্রন্থ আল কুরআন, মুসলমানদের	৫১

---

496 ivmjjvni (mv.) AbKi‡Y Ô†Zivjmvbô ewjqv AwfwnZ GKLÊ e¯ Dòx‡li Dci e¨eüZ nBZ| (Bmjvg I HK¨kw³: 112)

497 †kZ †ikg wbwgZ Aci GKwU Ônvj Kvô Ucx Kvjvbmnôi bx‡P cwiwnZ nBZ|

498 gmjgvbw'‡Mi cwZwôZ 'vi"j Dj‡g (wekwe'¨vj‡q) ag mg× Ávbe× gmjgvb Aa¨vcKM‡Yi c'Z‡j|

499 nhiZ †gvnv¤§' ('t) wb‡R wbi¶i wQ‡jb| (gmjgvb RwZ wn›' †jLK: 64, Bmjvg I HK¨kw³: 111, kw³i cwZ‡hwMZv: 120, ev½vjv mwnZ¨ I wn›'-gmjgvb: 168, Bmjvg I abej: 297, bebi I †Rnv': 333)

500 agv_ wbnZ knx'w'‡Mi *(Martyr)* †kwYZ A‡c¶v cwÊZw'‡Mi gmxi gj¨B AwaK| (mwn‡Z¨i cfve I †ciYv: 178, BwZnvm PPvi Avek¨KZv: 256, 267, Bmjvg I abej: 290, AvnŸvb: 322, 336, bebi I †Rnv': 336)

501 ˆeÁwbK Ges 'vkwbK fvI¨ Zdwmi c‡YZv|

wmivRx e¨eüZ Aviex kã	cKZ Aviex kã	mwVK evsjv D”PviY	evsjv A_	Z_¨mÎ
শরীফ[৫০২]		শরীফ	পবিত্র ধর্মীয় গ্রন্থ	

gmjgvb RvwZ I wn›‘ †jLK

(gvwmK Bmjvg cPviK, b‡f¤i-w‡m¤i, 1903)

wmivRx e¨eüZ Aviex kã	cKZ Aviex kã	mwVK evsjv D”PviY	evsjv A_	Z_¨mÎ
মোলণ্ডা[৫০৩]	ملا	মোলণ্ডা	ধর্মীয় উপাধি	৬০
কবর[৫০৪]	قبر	কবর	সমাধিস্থল	৬১
কলম[৫০৫]	قلم	কলম	লেখনী	৬১
রেসালত[৫০৬]	رسالة	রিসালাতুন	বার্তা, পত্র	৬৪

AvZ¥kw³ I cwZôv

(gvwmK Bmjvg cPviK, lô el, †g-Rb 1904, ˆekvL-ˆRô¨, 1311)

wmivRx e¨eüZ Aviex kã	cKZ Aviex kã	mwVK evsjv D”PviY	evsjv A_	Z_¨mÎ
দুনিয়া[৫০৭]	دنيا	দুনয়া	দুনিয়া, পৃথিবী	৬৭
আলণ্ডাহো	الله اكبر	আলণ্ডাহু	আলণ্ডাহ মহান, আলণ্ডাহ	৬৯

[502] Zdmx‡i Kexi †Kvivb kix‡di m‡eŸvrKó ˆeÁwbK Ges ‘vkwbK Zdwmi| (Bmjvg I HK¨kw³: 114, kw³i cwZ‡hwMZv: 123, D”P wk¶vi dj: 154, wkí msMVb I RvZxq Rxeb: 251, Bmjvg I abej: 289)

[503] cwð‡g wgTv †gvjv, KvQv †Lvjv (bex-ZKx: 95, wmwiqv cwiågY: 102, D”P wk¶vi dj: 152)

[504] wn›‘MY wK ïaB ev‘kvnMY‡KB Kei nB‡Z Uwbqv ewni Kwiqv ¶všÍ nBqv‡Qb? (wn›‘-gmjgvb: 128, wk¶vi cwiYvg: 190, e½xq gmjgvb mgvR: 216, ev½vjx gmjgvb‡‘i AvZ¥cwiPq: 243, AvZ¥ekvm: 302)

[505] bZev wn›‘i Kjg †gv‡UB P‡j bv| (ZKx bvix Rxeb: 79, e½xq gmjgvb mgvR: 223, ¯RvwZ-†cg: 234, wkí msMVb I RvZxq Rxeb: 248, BwZnvm PPvi Avek¨KZv: 265, Bmjvg I abej: 284)

[506] †n gmjgvb mgvR! †Zvgvi cv‡Yi cvY Bmjvg-mh- †imvjZcvbv nhiZ †gvnv¤§‘ †gv¯Ídv (‘t) chšÍ †m wn›‘ †jL‡Ki nšÍ nB‡Z i¶v cvq bvB, Zvnvi wbKU mwePvi †mšRb¨ f‘ e¨envi cwßi Avkv wbZvšÍB weo¤bv gvÎ|

[507] djZt mgM ‘wbqv wKš †hb GK gv‡Zvqviv fv‡e cgË nBqv, we‘¨rMwZ‡Z AbšÍi DbœZi c‡_ AMmi nB‡Z‡Q| (kw³i cwZ‡hwMZv: 123, wn›‘-gmjgvb: 130, D”P wk¶vi dj: 157, ev½vjv mwnZ¨ I wn›‘-gmjgvb: 162, mwn‡Z¨i cfve I †civYv: 178, wk¶vi cwiYvg: 185, RvZxq Rxe‡b ¯vaxbZvi c‡qvRb: 191, e½xq gmjgvb mgvR: 223, wkí msMVb I RvZxq Rxeb: 253, BwZnvm PPvi Avek¨KZv: 259, ¯ivR I wn›‘-gmjgvb: 272, Bmjvg I abej: 284, AvZ¥ekvm: 300, ggevYx: 311, AvnŸvb: 316)

wmivRx e¨eüZ Avievx kã	cKZ Avievx kã	mwVK evsjv D”PviY	evsjv A_	Z_¨mÎ
আকবর[৫০৮]		আকবার	সবচেয়ে বড়	

[508] AvZ¥q AvZ¥q †hvM iwLqv-g‡L fiv fqc‘ Avjv‡nv AvKei ie D”PviY Kwiqv, RM‡Zi GK cvšÍ nB‡Z Ab¨ Ab¨ cvšÍ chšÍ weK¤úZ KiZ †Kgb Mv¤xh| (†e‘bv: 282; AvnŸvb: 325)

Av‘k mZx wewe iwngv

(gwmK cevmx, kveY- 1314, 7g fvM, 4_ msL¨v)

wmivRx e¨eüZ Aviex kã	cKZ Aviex kã	mwVK evsjv D”PviY	evsjv A_	Z_¨mÎ
নিয়ত[৫০৯]	نية	নিয়ত	নিয়ত, কোন কাজ করার পূর্বে নিয়ত করা	৭১
নবী[৫১০]	نبى	নবী	আলণ্ঢাহর প্রেরিত নবী	৭৫

ZKx bvix Rxeb

(gwmK mcfvZ, 7g el, 4_ msL¨v, KwZK 1320 I 5g msL¨v, AMnvqb, 1320)

wmivRx e¨eüZ Aviex kã	cKZ Aviex kã	mwVK evsjv D”PviY	evsjv A_	Z_¨mÎ
মসলা-মসায়েল[৫১১]	مسئلة-مسائل	মাসআলা-মাসায়িল	নিয়ম-কানুন, আইন-কানুন	৭৮
কায়দায়[৫১২]	قاعده	কায়দাহ	নিয়ম, কানুন, আইন	৭৯
তালিমে আখলাক[৫১৩]	تعليم اخلاق	তা‘লীমে আখলাক	চরিত্র গঠন বিদ্যা	৮০
জেয়ারত[৫১৪]	زيارة		দর্শন করা, দু‘আ করা, সাক্ষাৎ করা	৮৫

[509] AmsL¨ Kwi‡meK, AkcvjK, Dói¶K fZ¨M‡Yi D”P †Kvjvn‡j Avqe bexi ewnfeb wbqZ gLwiZ nBZ|

[510] cwZewmMY bexei‡K †h Mv‡g iwLqv Awmj, Zvnvi Awaevmxiv KwZcq w‘b g‡a¨ c‡ev³ i¡‡c AwZó nBqv Zvnv‡K ‘ieZx Ab¨ GK Mv‡g iwLqv Awmj| (kw³ i cwZ‡hwMZv: 120, bebi I †Rnv‘: 335)

[511] bvgv‡Ri cavb cavb Avek¨Kxq wewa e¨e¯v Ges gmjv-gmv‡qjl wk¶v †‘lqv nBqv _v‡K| (Bmjvg I HK¨kw³: 113)

[512] mvgwiK Kvq‘vq ‘¯igZ wWj †kLv‡bv nq| (wmwiqv cwiågY: 98, Bmjvg I HK¨kw³: 111, mwn‡Z¨i cfve I †ciYv: 180, fvi‡Zi eZgvb Ae¯v I gmjgvb‡‘i KZe¨: 200, Bmjvg I abej: 286)

[513] ÔZwj‡g AvLjvKÕ ev PwiÎ MVb we‘¨vi we‡kl Abkxjb nBqv _v‡K|

[514] A‡bK igbx mcwm× Zvcm nhiZ Avqe Avbmvix wK¤v nhiZ BDkv Avjvq‡n mvjv‡gi gvRvi (cweÎ mgwa) †RqviZ ev ‘kb Kwi‡Z hvb| (AvZ¥ekvm: 302)

bex-ZKx

(gwmK mcfvZ, 8g el, 2q msL¨v, fv‘ 1321)

wmivRx e¨eüZ Aviex kã	cKZ Aviex kã	mwVK evsjv D”PviY	evsjv A_	Z_¨mÎ
জুলুম[৫১৫]	ظلم	জুলুম	অবিচার, অত্যাচার, নির্যাতন, অন্যায় আচরণ	৯৩

wmwiqv cwiågY

(gwmK Avj-Gmjvg, 4_ fvM, 5g msL¨v, fv‘ 1325 I 9g msL¨v, †cŠl, 1325)

wmivRx e¨eüZ Aviex kã	cKZ Aviex kã	mwVK evsjv D”PviY	evsjv A_	Z_¨mÎ
হেলালে আহমার[৫১৬]	هلال احمر	হেলালে আহমার	লাল চন্দ্র	৯৬
কালাম[৫১৭]	كلام	কালাম	কথা, বাণী, বাক্য, কারো নাম	৯৬, ১০২
সালাম[৫১৮]	سلام	সালাম	সাক্ষাতে মুসলিম নিয়মে শুভেচ্ছা প্রকাশ, অভিবাদন, শুভেচ্ছা	৯৮
ফকির[৫১৯]	فقير	ফক্বীর	গরীব, অভাবী, দরিদ্র, আধ্যাত্ম সাধন	১০০
মক্তব[৫২০]	مكتب	মাকতাব	পাঠশালা, যেখানে কুরআন শরীফ শিক্ষা দেয়া হয়	১০০
ইমাম[৫২১]	إمام	ইমাম	মসজিদে যিনি নামাযের ইমামতি	১০১

[515] Rj‡gi ewn‡ii Av‡›‘vjb Av‡jvPbv _wgqv †Mj e‡U, wKš Zvnv webó nBj bv|

[516] ZKx †njvj-Avngvi ev †iWwµ‡m›U nvmcvZv‡ji g¨v‡bRvi Kvjvg †K Avgv‡‘i ZËvea v‡bi Rb¨ m‡½ Mgb K‡ib|

[517] †iWwµ‡m›U nvmcvZv‡ji g¨v‡bRvi Kvjvg †K Avgv‡‘i ZËvea v‡bi Rb¨ m‡½ Mgb K‡ib|

[518] K‡bj ^mb¨e›‘ mwi ewaqv Avgw‘M‡K mvgwiK Kvq‘vq mvjvg RvbvB‡jb|

[519] g‡b nB‡Z jwMj, ivRcvmv‘evmx ivRv A‡c¶v ceŸeZevmx dwK‡ii mL I Avb›‘ KZ †ekx| (Bmjvg I HK¨kw³: 112, RvZxq Rxe‡b ¯vaxbZvi c‡qvRb: 193, e½xq gmjgvb mgvR: 216, ¯RwZ-†cg: 232, ev½vjx gmjgvb‡‘i AvZ¥cwiPq: 243, Bmjvg I abej: 283)

[520] Mv‡gi g³e ev cvVkvjvi †gŠjfx Ges cavb agPvh Bgvg G¯Íc‡‘ Awmqv Avgw‘M‡K mgv‘‡i m¤abv Kwi‡Z jwM‡jb| (wn›‘-gmjgvb: 128, D”P wk¶vi dj: 150, wk¶vi cwiYvg: 185, e½xq gmjgvb mgvR: 221, BwZnvm PPvi Avek¨KZv: 256, AvZ¥ekvm: 300)

wmivRx e¨eüZ Aviex kã	cKZ Aviex kã	mwVK evsjv D”PviY	evsjv A_	Z_¨mÎ
			করেন, ধর্মীয় নেতা, মুসলিম শাসক	
কাজী[৫২২]	قاضى	কা‘দী	বিচারক	১০১
জুমআর[৫২৩]	جمعة	জুমআ	জুমআর নামায	১০২
বর¯জের[৫২৪]	بروج	বুর¯জ	গ্রহ-নক্ষত্র	১০৫
শামসিয়া[৫২৫]	الشمسية	শামসিয়্যা	সৌর	১০৬
ইনশা আলণ্ঢাহ[৫২৬]	انشاء الله	ইন-শাআলণ্ঢাহ	আলণ্ঢাহর ইচ্ছায়, আলণ্ঢাহ চাহেতো	১০৮

Bmjvg I HK¨kw³

(mvßvwnK †QvjZvb, 8g el, 2q msL¨v, 4Vv ˆR¨ô 1330)

wmivRx e¨eüZ Aviex kã	cKZ Aviex kã	mwVK evsjv D”PviY	evsjv A_	Z_¨mÎ
মোস্তফা (দঃ) ৫২৭	مصطفى	মুসত্বফা	মনোনীত, প্রিয়, পছন্দনীয়, মহানবী (সা.)-এর গুণবাচক নাম	১১১
কায়দা[৫২৮]	قاعده	কায়দাহ	নিয়ম, কানুন, আইন	১১১
মুসলিম/ মোসলেম/ মোছলেম[৫২৯]	مسلم	মুসলিম	মুসলমান, ইসলামের অনুসারী	১১২

---

[521] Avi RvgAv‡Z bvgvR cwo‡j ïa Bgv‡gi Dc‡i miv AvewËi fvi w‘qv Zvnvi AbmiY gvÎ Kwi‡jB 27 ¸Y AwaK Qlqv‡ei AwaKvix nlqv hvq| (Bmjvg I HK¨kw³: 112, ev½vjv mwnZ¨ I wn›‘-gmjgvb: 168)

[522] Zi‡¯‹i c‡Z¨K Mv‡gB KvRx wbh³ Av‡Qb|

[523] A‡b‡KB GK RgAv Ni fw½qv ‘B wZb PwiLwbi cËb ceK fxlY ‘jv‘wj Ges wnsmv we‡Ø‡li mwó Kwi‡Z‡Qb (Bmjvg I HK¨kw³: 112, AvZ¥ekvm: 302)

[524] GKwU ei“‡Ri wKq‘sk GLbI we‘¨gvb Av‡Q|

[525] GB ZKx kgwmqv eo m›‘i wRwbm|

[526] ZLb mK‡jB Av‡eMf‡i ÔBbkv Avjvn Ô ÔBbkv Avjvn Ô ewjqv DwV‡jb| (mwn‡Z¨i cfve I †ciYv: 182)

[527] GRb¨ gnvÁvbx †gv¯Ídv (‘t) a‡gi wekvm, AvPvi e¨envi I Abôvb cwZôv‡bi ga¨ w‘qv bvbv AvKv‡i bvbv cKv‡i bvbv †Kŝk‡j I †nKg‡Z gmjgvbw‘M‡K GKZvi mnm eÜ‡b Ave× Kwiqv w‘‡jb| (kw³i cwZ‡hwMZv: 120, wn›‘-gmjgvb: 139, BwZnvm PPvi Avek¨KZv: 268, Bmjvg I abej: 294)

[528] †Kv‡bv cqMv¤i GBi¡c Kvq‘v †Kŝk‡j †KvbI RwZi g‡g g‡g H‡K¨i ex‡R †ivcb Kwi‡Z mg_ nb bvB|

wmivRx e¨eüZ Aviex kã	cKZ Aviex kã	mwVK evsjv D”PviY	evsjv A_	Z_¨mÎ
মদিনার[৫৩০]	مدينة	মাদীনাহ	পবিত্র মদীনা নগরী, মদীনাতুর রাসূল (সা.), শহর	১১২
মক্কা[৫৩১]	مكة	মাক্কাহ	পবিত্র মক্কা নগরী	১১২
নায়েব[৫৩২]	نائب	নাইব	স্থলাভিষিক্ত, প্রতিনিধি	১১২
আলেমরা[৫৩৩]	عالم	আলিম	জ্ঞানী, বিদ্বান, পন্ডিত	১১২
জামাআত[৫৩৪]	جماعة	জামাআত	দল, গোত্র	১১২
ঈদ[৫৩৫]	عيد	ঈদ	খুশি, আনন্দ, মুসলমানদের ধর্মীয় উৎসব	১১২
হজ্ব[৫৩৬]	حج	হজ্জ	ইসলামের ৫টি রুকনের একটি, ইচ্ছা সংকল্প করা	১১২
ছওয়াব[৫৩৭]	صواب	সাওয়াব	পুণ্য, পুরষ্কার, ভাল কাজ বা আলণ্ঢাহর প্রতি ভক্তির প্রতিদান	১১২
সূরা[৫৩৮]	سورة	সূরাহ	সূরা, পবিত্র কুরআনের অধ্যায়	১১২

---

529 c‡Z¨K gmwjg c‡Z¨K gmwj‡gi fvB|

530 †h GKZv ‘ieZx g°v I gw‘bvi †jvKw‘M‡KI K‡Vvi KwVb HK¨eÜ‡b Ave× Kwi‡Z mg_ nBqwQj (kw³i cwZ‡hwMZv: 120, BwZnvm PPvi Avek¨KZv: 263)

531 Bnvi cPviK gnvbex †gv¯Ídv‡K QÙ‡e‡k cvYf‡q g°v nB‡Z g‘xbvq cjvqb wnRiZ chšÍ Kwi‡Z nBqwQj| (kw³i cwZ‡hwMZv: 120)

532 Zvnviv wn›‘ bv‡qe ev g¨v‡bRvi gnvk‡qi n‡¯Í ivR¨fvi ARb Kwiqv A›‘ign‡j mL ¯‡c cgË| (kw³i cwZ‡hwMZv: 120, BwZnvm PPvi Avek¨KZv: 263; e½xq gmjgvb mgvR: 220, ¯RwZ-†cg: 233)

533 HK¨ i¶v KivB †h cig ag, Avgv‡‘i Av‡jgiv Zvnv fwjqv hvB‡Z‡Qb| (fvi‡Zi eZgvb Ae¯v I gmjgvb‡‘i KZe¨: 204, e½xq gmjgvb mgvR: 215, wkí msMVb I RvZxq Rxeb: 253, Bmjvg I abej: 286, RvZxq cwZôv: 305)

534 Ges ‘je× nBqv _wKevi fve hvnv‡Z i³-gvsm, A¯-g¾v‡Z wgwkqv ¯vfweK nBqv ‘vovq, †mRb¨ RgvAvZ, RgAv, C‘, n¾ cfwZi e¨e¯v Kwiqv‡Qb| (D”P wk¶vi dj: 152, e½xq gmjgvb mgvR: 214)

535 Ges ‘je× nBqv _wKevi fve hvnv‡Z i³-gvsm, A¯-g¾v‡Z wgwkqv ¯vfweK nBqv ‘vovq, †mRb¨ RgvAvZ, RgAv, C‘, n¾ cfwZi e¨e¯v Kwiqv‡Qb| (D”P wk¶vi dj: 152, e½xq gmjgvb mgvR: 214)

536 †h RwZi a‡g nR, hvKvZ, wjjvn, †Kvievbx, †driv, Q‘Kv cfwZ A_NwUZ ag K‡gi GK evûj¨| (Bmjvg I abej: 288, bebi I †Rnv‘: 340)

537 RvgvAv‡Zi bvgv‡R GKvKx bvgvR cov A‡c¶v 27 ¸Y AwaKZi QIqve Ggb K_vI wZwb Rj‘-g‡›‘ †NvlYv Kwiqv‡Qb| (bebi I †Rnv‘: 331)

538 Avi RvgAv‡Z bvgvR cwo‡j ïa Bgv‡gi Dc‡i miv AvewËi fvi w‘qv Zvnvi AbmiY gvÎ Kwi‡jB 27 ¸Y AwaK QIqv‡ei AwaKvix nIqv hvq|

wmivRx e¨eüZ Aviex kã	cKZ Avieх kã	mwVK evsjv D"PviY	evsjv A_	Z_¨mÎ
আলণ্ঢার/ আলণ্ঢাহ[৫৩৯]	الله	আলণ্ঢাহ	মহান আলণ্ঢাহ তাআলা	১১৩
মুছলিণ্ঢ[৫৪০]	مصلى	মুসুলণ্টী	নামাজী, নামাজ আদায়কারী	১১৩
মতলব[৫৪১]	طلب	মাতলাব	উদ্দেশ্য, বিষয়, দাবী, আহ্বান, আবেদন	১১৩
হাছেল[৫৪২]	حاصل	হাসিল	ইচ্ছা পূরণ, সফল, অর্জন	১১৩
কেয়াম[৫৪৩]	قيام	কিয়াম	দাঁড়ানো, দণ্ডায়মান হওয়া	১১৪
মৌলুদ শরীফ[৫৪৪]	ميلاد شريف	মীলাদ	জীবনী আলোচনা, সভা, জন্ম, জন্ম জয়ন্তী, দু'আর অনুষ্ঠান	১১৪
জেকের[৫৪৫]	ذكر	যিকর	স্মরণ করা	১১৪
তাকরার[৫৪৬]	تكرار	তাকরার	আলোচনা	১১৪
বাহাজ[৫৪৭]	بحث	বাহাস	আলোচনা	১১৮
ফতোয়া[৫৪৮]	فتاوى	ফাতাওয়া	ফতোয়া দেয়া, সমাধান	১১৪
উম্মত[৫৪৯]	امة	উম্মাত	অনুসারী	১১৬

539 Zvnviv †h GKB Avjvni mó Rxe Ges GKB AvKv‡ki bx‡P I awiÎxi e‡¶ Zvnv‡'i Rb¨¯'vb| (wk¶vi cwiYvg: 188, BwZnvm PPvi Avek¨KZv: 255, Bmjvg I abej: 288, ggevYx: 311, bebi I †Rnv': 329)

540 RvgAv‡Z cbt cbt bvgvR cwo‡j gQwjw'‡Mi g‡a¨ (1) †bZvi Aaxb Zv...... (17) An¼vi webvk cfwZ gnvH‡K¨i kw³‡Z kZ cmwwibx Kwiqv †ZvjvB nB‡Z‡Q 27¸b QIqv‡ei A_|

541 †m Awfcvq nB‡Z Avgiv '‡i mwiqv wb‡R‡'i gZje nwQj Kwievi Rb¨ AbeiZ ¶' ¶' welq jBqv wnsmv I 'jv'wji mwó Kwi‡ZwQ|

542 whwb Rxe‡b nqZ GKwU gwIK bv gwiqvI evnv'i †LZve nv‡Qj Kwiqv‡Qb| (D"Pwk¶vi dj: 152)

543 wKš 'wo KvUv I j¤v Kwiqv Pj QvUv jBqv wK¤v Z_vKw_Z ci‡nRMvix jBqv †gŠjex‡'i †Kqvg ev †gŠj' kixd I ev‡R †R‡Ki †d‡Ki jBqv hZ 'jv'wj evnvQ ZKivi I d‡Zvqv dviv‡q‡Ri mwó nBqv‡Q|

544 †gŠj' kixd I ev‡R †R‡Ki †d‡Ki jBqv hZ 'jv'wj evnvR ZKivi I d‡Zvqv dviv‡q‡Ri mwó nBqv‡Q|

545 †gŠjex‡'i †Kqvg ev †gŠj' kixd I ev‡R †R‡Ki †d‡Ki jBqv hZ 'jv'wj evnvR ZKivi I d‡Zvqv dviv‡q‡Ri mwó nBqv‡Q|

546 †R‡Ki †d‡Ki jBqv hZ 'jv'wj evnvR ZKivi I d‡Zvqv dviv‡q‡Ri mwó nBqv‡Q|

547 †R‡Ki †d‡Ki jBqv hZ 'jv'wj evnvR ZKivi I d‡Zvqv dviv‡q‡Ri mwó nBqv‡Q|

548 †R‡Ki †d‡Ki jBqv hZ 'jv'wj evnvR ZKivi I d‡Zvqv dviv‡q‡Ri mwó nBqv‡Q| (e½xq gmjgvb mgvR: 216, Bmjvg I abej: 293, ggevYx: 312)

wmivRx e¨eüZ Aviex kã	cKZ Aviex kã	mwVK evsjv D"PviY	evsjv A_	Z_¨mÎ
খারিজ[৫৫০]	خارج	খারিজ	বের হওয়া, দল থেকে চলে যাওয়া	১১৬
জাহান্নামের[৫৫১]	جهنم	জাহান্নাম	দোযখ, নরক, অবিশ্বাসীদের পরকালীন ঠিকানা	১১৬
ওয়াজ নছিহত[৫৫২]	وعظ نصيحة	ওয়াজ নসীহত	হেদায়াতমূলক মাহফিল, আলোচনা	১১৬
তসবী[৫৫৩]	تصبيح	তাসবীহ	স্মরণ করা, আলণ্ঢাহর গুণকীর্তন গাওয়া	১১৬

kw³i cwZ‡hwMZv

(mvßwnK †Qvj Zvb, 8g el, 3q msL¨v, 11B ˆR¨ô 1330)

wmivRx e¨eüZ Aviex kã	cKZ Aviex kã	mwVK evsjv D"PviY	evsjv A_	Z_¨mÎ
জাহির[৫৫৪]	ظاهر	যাহের	প্রকাশ, প্রকাশ্য, উন্মুক্ত	১২০
নূর[৫৫৫]	نور	নূর	আলো, নূর	১২০
হিজরত[৫৫৬]	حجرت	হিজরত	ত্যাগ, প্রত্যাবর্তন	১২০
দোওয়া[৫৫৭]	دعاء	দু'আ	প্রার্থনা, দু'আ করা	১২২

549 gmjgvb gmjgv‡bi mebvk mva‡bi Rb¨ wg_¨v mv¶¨ w'qv KLbI Avcbv‡K Avjvni ev›'v I imjjvni D¤§Z ewjqv 'we Kwi‡Z mvnmx nBZ bv| (Bmjvg I abej: 297, bebi I †Rnv': 343)

550 gmjgvb KLbI m'‡Lvi gnvR‡bi UvKvi Rb¨ gmjgv‡bi ewoNi m¤úwË wewµ Kwievi mnvq nBqv Bmjvg nB‡Z LwiR nBZ bv|

551 gmjgvb KLbI gmjgv‡bi wei"‡× lohš Kwiqv Zvnvi mebvk mvab Kwiqv wb‡Ri Rb¨ Rvnvbv‡gi c_ †Kvkv'v KwiZ bv|

552 IqvR bwQnZ Kwievi d‡jB, mrwPšÍv mrKvh Ges mr¯fve nB‡Z gmjgv‡biv eû'i mwiqv cwoqv‡Q| (D"P wk¶vi dj: 150)

553 †n gmjgvb heK! ¯§iY iwLI, nvRvi bvgvR-†ivRv Ki, nvRvi †KviAvb I Zmex co| (Bmjvg I abej: 293)

554 cZv‡ci KYv Rwni Kwiqv ewmqv AvRI L÷xq ag ïa AMwYZ ivRkw³i cej cZv‡c| (ev½vjx gmjgvb‡'i AvZ¥cwiPq: 238; bebi I †Rnv': 344)

555 A‡bK w'b chšÍ GB ¯Mxq Bmjv‡gi bi ¶xY I w¯ÍwgZfv‡e ceŸZ K›'‡i gi"i wbfZ KwU‡i Ges wbweo e‡b wbZvšÍ †kvPbxq Ae¯vq weivR Kwi‡ZwQj|

556 Bnvi cPviK gnvbex †gv¯Ídv‡K QÙ‡e‡k cvYf‡q g°v nB‡Z gw'bvq cjvqb wnRiZ chšÍ Kwi‡Z nBqwQj|

wmivRx e¨eüZ Aviex kã	cKZ Aviex kã	mwVK evsjv D”PviY	evsjv A_	Z_¨mÎ
অযু[৫৫৮]	وضوء	ওদু	অযু	১২২
মহররমের[৫৫৯]	محرّم	মুহাররম	হিজরী সালের ১ম মাস, পবিত্র	১২৩

wn›‘-gmjgvb

(mvßvwnK †QvjZvb, 8g el, 3q l 4_ msL¨v, 11 l 18B ˆR¨ô 1330) (25 †g l 1jv Rb, 1923)

wmivRx e¨eüZ Aviex kã	cKZ Aviex kã	mwVK evsjv D”PviY	evsjv A_	Z_¨mÎ
খেলাফৎ[৫৬০]	خلافة	খিলাফত	খিলাফত, ইসলামী শাসন ব্যবস্থা, প্রতিনিধি	১২৬
ইসলাম[৫৬১]	إسلام	ইসলাম	হযরত মুহাম্মদ (সা.) প্রবর্তিত ধর্ম, আলণ্ঢাহর মনোনীত একমাত্র বিধান	১২৮
হারাম[৫৬২]	حرام	হারাম	নিষিদ্ধ, বর্জনীয়	১২৮
শিয়া[৫৬৩]	شيعة	শিয়া/শি‘আ	একটি মতবাদ, একটি দল, একটি বাতিল ফেরকা, আলী (রা.)-এর প্রতি বাড়াবাড়ি পর্যায়ের শ্রদ্ধাশীল দল	১৩০
সুন্নি[৫৬৪]	سنى	সুন্নী	শ্রদ্ধাশীল দল, আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআত	১৩০
খারেজী[৫৬৫]	خارجى	খারিজী	একটি বাতিল ফেরকা, দল ত্যাগী	১৩০

---

[557] wKš †hLv‡b †Kvb ¸i“Ë l wec‘ bvB, †Kej †‘vlqv ‘i“‘ l Zš, gš cov Rj wQUvb Ges AR Kiv, ‘wo †njvb l wUwK bvov, ïa †mBLv‡bB Avgv‡‘i ag-ew× elvi e¨v‡Oi QvZvi b¨vq cPi cwigv‡Y MRvBqv D‡V|

[558] AR Kiv, ‘wo †njvb l wUwK bvov, ïa †mBLv‡bB Avgv‡‘i ag-ew× elvi e¨v‡Oi QvZvi b¨vq cPi cwigv‡Y MRvBqv D‡V|

[559] gnii‡gi mgq QwZ wcwUqv _wK| (fvi‡Zi eZgvb Ae¯v l gmjgvb‡‘i KZe¨: 201)

[560] wn›‘ gmjgv‡bi wgjb l GKZv e¨ZxZ †Ljvdr mgm¨vi mgvavb nB‡e bv|

[561] Bmjvg a‡g bvP-Mvb BZ¨w‘ Av‡gv‘-c‡gv‘ nvivg ev e¾bxq cvcRbK ewjqv wbw‘ó|

[562] Bmjvg a‡g bvP-Mvb BZ¨w‘ Av‡gv‘-c‡gv‘ nvivg ev e¾bxq cvcRbK ewjqv wbw‘ó| (AvZ‡Z¨vM l RvZxq DbœZ: 171, Bmjvg l abej: 286, AvZ¥ekvm: 305, ggevYx: 314, , bebi l †Rnv‘: 333)

[563] wkqv-mwb, Lv‡iRx, evKx BZ¨w‘ GKg‡Zi mwnZ Avi GKg‡Zi AvKvk cvZvj c‡f‘|

[564] wkqv-mwb, Lv‡iRx, evKx BZ¨w‘ GKg‡Zi mwnZ Avi GKg‡Zi AvKvk cvZvj c‡f‘|

wmivRx e¨eüZ Aviex kã	cKZ Aviex kã	mwVK evsjv D”PviY	evsjv A_	Z_¨mÎ
আছমায়ে রেজাল[৫৬৬]	لسماء رجال	আসমায়ে রিজাল	মানুষের নামসমূহ	১৩৪
ছুফী[৫৬৭]	صوفی	সূফী	আলণ্ঢাহ ওয়ালা ব্যক্তি, সূফী, আধ্যাত্মিক সাধক	১৩৬
সৈয়দ[৫৬৮]	سيد	সাইয়্যিদ	মহানবী (সা.)-এর বংশধরদের উপাধি নেতা, সরদার	১৩৭
খেয়াল[৫৬৯]	خيال	খেয়াল	ধারণা, কল্পনা	১৪০

D”P wk¶vi dj

(mvßvwnK †Qvj Zvb, 8g el, 7g msL¨v, 7 Avlvp 1330) (22 Rb 1923)

wmivRx e¨eüZ Aviex kã	cKZ Aviex kã	mwVK evsjv D”PviY	evsjv A_	Z_¨mÎ
খেতাব[৫৭০]	خطاب	খিতাব	উপাধি	১৫২
ফারাএজ[৫৭১]	فرائض	ফারায়েয	বণ্টননামা, উত্তরাধিকার বণ্টন	১৫৩

ev½vjv mwnZ¨ I wn›‘ gmjgvb

(mvßvwnK †Qvj Zvb, 8g el, 8g msL¨v, 7 I 14 Avlvp 1330) (22 I 29†k Rb 1923)

wmivRx e¨eüZ Aviex kã	cKZ Aviex kã	mwVK evsjv D”PviY	evsjv A_	Z_¨mÎ

[565] wkqv-mwb, Lv‡iRx, evKx BZ¨vw‘ GKg‡Zi mwnZ Avi GKg‡Zi AvKvk cvZvj c‡f‘|
[566] Aviex‡Z Zvnv‡K AvQgv‡q †iRvj ejv nq| (wkí msMVb I RvZxq Rxeb: 249)
[567] A‡bK mva-max-Qdx gmjgvb Av‡Q †Mv-gvsm †Kb, †Kvbi¡c gvQ-gvsmB f¶Y K‡ib bv, wbiwgl Rxeb AwZewnZ K‡ib| (Bmjvg I abej: 283)
[568] esk ghv‘vq gmjgvbMY Avie, †kL, ˆmq‘, †gvMj I cvVvb| (wk¶vi cwiYvg: 188, ev½vjx gmjgvb‡‘i AvZ‡cwiPq: 243, wkí msMVb I RvZxq Rxeb: 251, ggevYx: 312)
[569] Bnv †Lqv‡ji K_v ev ¯‡ci Kíbvq b‡n eis MwYZ kv‡¯i a“e wm×vš Í| (BwZnvm PPvi Avek¨KZv: 259)
[570] whwb Rxe‡b nqZ GKwU gwlK bv gwiqvl evnv‘i †LZve nv‡Qj Kwiqv‡Qb|
[571] †gŝjfx †‘jlqvi †nv‡mb giûg dviv‡qR e‘jvBevi Rb¨ †Póv KwiqwQ‡jb|

wmivRx e¨eüZ Aviex kã	cKZ Aviex kã	mwVK evsjv D”PviY	evsjv A_	Z_¨mÎ
আমলের[৫৭২]	عمل	আমাল	কাজ, কর্ম, ক্রিয়া, শ্রম	১৫৯
কদর[৫৭৩]	قدر	কদর	আপ্যায়ন, মর্যাদা, তাকদীর	১৬৪

AvZ¥Z¨vM I RvZxq DbœZ

(mvßvwnK †Qvj Zvb, 8g el, 8g msL¨v, 14 Avlvp 1330) (29†k Rb 1923)

wmivRx e¨eüZ Aviex kã	cKZ Aviex kã	mwVK evsjv D”PviY	evsjv A_	Z_¨mÎ
গরীব[৫৭৪]	غريب	গরীবুন	দরিদ্র	১৭১
মিছকিন[৫৭৫]	مسكين	মিসকীন	নিঃস্ব, অসহায়, যার কেহ নাই	১৭১

mwn‡Z¨i cfve I †ciYv

(mvßvwnK †Qvj Zvb, 8g el, 13k msL¨v, 25 Avlvp 1330) (10 AvM÷ 1923)

wmivRx e¨eüZ Aviex kã	cKZ Aviex kã	mwVK evsjv D”PviY	evsjv A_	Z_¨mÎ
আলমের[৫৭৬]	عالم	আ‘লম	বিশ্ব, জগৎ, পৃথিবী	১৭৫
জামানার[৫৭৭]	زمانة	যামানা	সময়, কাল	১৭৫
রছুল[৫৭৮]	رسول	রাসূল	মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.)	১৭৬

[572] gmjgvb Avg‡ji c‡e cvjeskxq I †mbeskxq wn›‘‡‘i ivRËKv‡j ev½vjv mwn‡Z¨i bvg gvÎ mÎcvZ nB‡j I evþY cwÊZM‡Yi cwZKjZv|

[573] eZgvb mgq AvdMwb¯Ív‡b gmjgvb A‡c¶v wn›‘i K‘i AwaK|

[574] kZKiv 95 Rb gmjgvb m‘ w‘‡Z w‘‡Z µgkt ‘xbwZ‘xb, Mixe I wgQwKb mwR‡Z‡Q| (wk¶vi cwiYvg: 187, e½xq gmjgvb mgvR: 223, Bmjvg I abej: 294, AvnŸvb: 320)

[575] †mLv‡b Zvnviv ¯RwZ †cg bv _vKvq w‘b w‘b ‘xb nxb I dwKi wgQwKb emwR‡Z‡Q| (¯RwZ-†cg: 232, Bmjvg I abej: 293)

[576] Kj Avj‡gi mKj Rvgvbvi mKj RwZi AatcZb I ‘MwZM¯ nBevi KviY nB‡Z‡Q mZ¨-wegLZv, exh-nxbZv, e¨mbv wejvm I A‰bK¨|

[577] wKš Av‡Lix Rvgvbvi gmjgvbw‘‡Mi ab m¤ú‘ Kj¨vYRbK| (Bmjvg I abej: 288)

[578] hvnv‡‘i †Lv‘v GK, iQj GK, †KviAvb GK, K‡jgv GK, †Kejv GK, hvnv‡‘i Rxe‡bi D‡Ïk¨ I j¶¨ GK, Zvnv‡‘i g‡a¨ ¶‘Zv I cv_‡K¨i Kíbv Kiv gnvcvc| (wk¶vi cwiYvg: 188, e½xq gmjgvb mgvR: 212, Bmjvg I abej: 287)

wmivRx e¨eüZ Aviex kã	cKZ Aviex kã	mwVK evsjv D”PviY	evsjv A_	Z_¨mÎ
			আলণ্ঢাহর প্রেরিত নবী	
কলেমা[৫৭৯]	كلمة	কালিমা	পবিত্র কালিমা ‘লা-ইলাহা ইলণ্ঢালণ্ঢাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুলণ্ঢাহ	১৭৬, ১৮৭
কেবলা[৫৮০]	قبلة	কিবলা	দিক, পশ্চিম দিক	১৭৬
কওমে[৫৮১]	قوم	কাওম	জাতি, গোত্র, দল	১৭৯
লেবাছে[৫৮২]	لباس	লিবাস	পোশাক, পরিচ্ছদ	১৮০
আদব[৫৮৩]	ادب	আদাব	শিষ্টাচার	১৮০
তাহজিব[৫৮৪]	تهزيب	তাহযীব	সভ্যতা, সংস্কৃতি	১৮০
হাজির[৫৮৫]	حاضر	হাদির	উপস্থিত	১৮১
আলিম[৫৮৬]	عالم	আলিম	জ্ঞানী	১৮১
তাজিম[৫৮৭]	تعظيم	তা‘যীম	সম্মান	১৮১
তকরিম[৫৮৮]	تكريم	তাকরীম	সম্মান করা	১৮১
ইজ্জত[৫৮৯]	عزت	ইয্যত	সম্মান	১৮১
হুরমতের[৫৯০]	حرمت	হুরমাত	মর্যাদাবান, উন্নত	১৮১

[579] Zvnv‡Z †MŠi‡ei wKiY I cf‡Ëi wmsn wKQB cKvk bv cvBqv eis bxPiv Kwjgv Ges nxbZvi ¤wbgvB cKvk cvq| (RvZxq Rxe‡b ¯vaxbZvi c‡qvRb: 193, ¯RwZ-†cg: 233, ev½vjx gmjgvb‡‘i AvZ¥cwiPq: 238, BwZnvm PPvi Avek¨KZv: 259, Bmjvg I abej: 288, ggevYx: 314, 316)

[580] †Kejv GK, hvnv‡‘i Rxe‡bi D‡Ïk¨ I j¶¨ GK, Zvnv‡‘i g‡a¨ ¶‘Zv I cv_‡K¨i Kíbv Kiv gnvcvc| (wk¶vi cwiYvg: 188, e½xq gmjgvb mgvR: 212, Bmjvg I abej: 287)

[581] Zvnviv ZZB ci“lKvi wenxb Kv‡gv‘i civqb Kwgbv I KgeLZ KI‡g cwiYZ nB‡e|

[582] ev½vjvi †jsUx aiv-Pov Lwjqv Avgiv hw‘ Zvnv‡K Ô†cvlvKÕ Ô†jev‡QÕ mvRvBqv _wK|

[583] ÔAv‘eÕ ÔKvq‘vÕ ÔZvnwReÕ ÔZgÏbÕ wkLvBqv Ôgq‘v‡bÕ ÔevRv‡iÕ Ôgn‡jÕ Ô‘iev‡iÕ nwRi Kwiqv _wK|

[584] ÔZvnwReÕ ÔZgÏbÕ wkLvBqv Ôgq‘v‡bÕ ÔevRv‡iÕ Ôgn‡jÕ Ô‘iev‡iÕ nwRi Kwiqv _wK|

[585] †m Bmjvg gvbl‡K mv¶vZfv‡e Zvnvi mwóKZv Avjvn Zvqvjvi ‘iev‡i nwRi Kwiqv †‘q|

[586] Zvnv nB‡j GLb Zvnvi †hŠe‡bi ÔLvbvÕ ÔwcbvÕ ÔAwjgÕ ÔZwRgÕ ÔZKwigÕ Ges ÔB¾ZÕ Ôûig‡ZiÕ w‘‡K Avgw‘M‡KB †bK bRi w‘‡Z nB‡e|

[587] Zvnv nB‡j GLb Zvnvi †hŠe‡bi ÔLvbvÕ ÔwcbvÕ ÔAwjgÕ ÔZwRgÕ ÔZKwigÕ Ges ÔB¾ZÕ Ôûig‡ZiÕ w‘‡K Avgw‘M‡KB †bK bRi w‘‡Z nB‡e|

[588] Zvnv nB‡j GLb Zvnvi †hŠe‡bi ÔLvbvÕ ÔwcbvÕ ÔAwjgÕ ÔZwRgÕ ÔZKwigÕ Ges ÔB¾ZÕ Ôûig‡ZiÕ w‘‡K Avgw‘M‡KB †bK bRi w‘‡Z nB‡e|

[589] ÔB¾ZÕ Ôûig‡ZiÕ w‘‡K Avgw‘M‡KB †bK bRi w‘‡Z nB‡e|

[590] ÔB¾ZÕ Ôûig‡ZiÕ w‘‡K Avgw‘M‡KB †bK bRi w‘‡Z nB‡e|

wmivRx e¨eüZ Aviex kã	cKZ Aviex kã	mwVK evsjv D”PviY	evsjv A_	Z_¨mÎ
নজর[৫৯১]	ظار	নজর	দৃষ্টি, একজনের নাম	১৮১
নূরানী[৫৯২]	نورانی	নূরানী	আলোকিত	১৮১
খতম[৫৯৩]	ختم	খতম	শেষ	১৮১
তৌহিদের[৫৯৪]	توحيد	তাওহীদ	একত্ববাদ	১৮১
তারিখে[৫৯৫]	تاريخ	তারিখ	ইতিহাস	১৮১
রহমতের[৫৯৬]	رحمة	রাহমাত	দয়া, অনুগ্রহ	১৮৩

wk¶vi cwiYvg

(mvßvwnK †Qvj Zvb, 8g el, 12k msL¨v, 18B kveY 1330) (3iv AvM÷ 1923)

wmivRx e¨eüZ Aviex kã	cKZ Aviex kã	mwVK evsjv D”PviY	evsjv A_	Z_¨mÎ
মজবুত[৫৯৭]	مضبوط	মাজবুত	শক্ত, কঠিন	১৮৫
আশরাফ[৫৯৮]	لشرف	আশরাফ	অধিকতর ভদ্র, সম্ভ্রান্ত	১৮৮
আদব কায়দা[৫৯৯]	ادب قاعدة	আদব কায়দা	শিষ্টাচার, নিয়ম কানুন	১৮৮
ফলকুল আফলাকে[৬০০]	فلق الافلاق	ফালকুল আফলাক	অনেক ভোর থেকে একটি ভোর	১৮৯

[591] c‡ii Ni †Rvov RIqvniv‡Zi w‘‡K bRi w‘evi GLb Avi mgq bvB (RvZxq Rxe‡b ¯vaxbZvi c‡qvRb: 195)

[592] bZev Zvnvi bivbx †Pnviv, ev‘kvnx †gRvR, cvn‡jvqvbx ZKZ wKQ‡ZB cq‘v nB‡e bv|

[593] Zvnv bv nB‡j Avgv‡‘i ‘tL-wRjwZI LZg nB‡e bv Ges ‘wbqv Avev‘ I ilkb nB‡e bv|

[594] †Zŝwn‡‘i gnv‡Z‡R Bmjv‡gi exh Mwigvq Dnv‡K cfvekvjx Kwiqv Zwj‡Z nB‡e|

[595] †gŝjfx RvKvDjv mv‡n‡ei ÔZvwi‡LÕ †n‡›‘iÔ b¨vq AšÍZt GKLwb fvi‡Zi BwZeË ev½vjvq iwPZ nIqv DwPr|

[596] †Zvgvi Avkxeÿv‡‘i ing‡Zi avivq Bnv‡‘i P¶ Dwbœ jZ Kwiqv KZ‡e¨i †ciYv ‘vb Ki|

[597] †mB wk¶vq heKw‘‡Mi †gi“‘Ê KZUK gReZ nB‡Z‡Q? GB wk¶vq heKw‘‡Mi g‡b Ôgi‘vbv †Lqvj Ô I ÔAvjx wn¤ŝZÕ wK Av›‘vR cq‘v nB‡Z‡Q|

[598] cvVvb, †gvMj I ^mq‘ cfwZ Avkivd †kYxi gmjgv‡bi g‡a¨ Aviex, dvimx k‡ãi e¨envi eiveiB †ekx wQj|

[599] Bmjvgx Av‘e-Kvq‘v, Pvj-Pjb, ixwZ-bxwZ hvnv AZ¨šÍ †jvfbxq I †gvnbxq welq Zvnvi I †NviZi e¨wZµg NwU‡Z‡Q| (BwZnvm PPvi Avek¨KZv- 261)|

[600] ZKx, Rvcvb I AvdMvb cfwZ RwZi wk¶vZ †jv‡Kiv †Kvb ÔdjKj AvLjv‡KÕ wePiY Kwi‡Z‡Q|

wmivRx e¨eüZ Aviex kã	cKZ Aviex kã	mwVK evsjv D”PviY	evsjv A_	Z_¨mÎ
গাফলাতের[৬০১]	غفلات	গাফলাত	গাফেল, অলস	১৯০
শেরক[৬০২]	شرك	শির্ক	অংশীদার	১৯০
কোফরের[৬০৩]	كفر	কুফর	অস্বীকার, অবিশ্বাসী	১৯০

RvZxq Rxe‡b ¯vaxbZvi c‡qvRb

(mvßvwnK †QvjZvb, 8g el, 16k msL¨v, 14B fv‘ 1330) (31†k AvM÷ 1923)

wmivRx e¨eüZ Aviex kã	cKZ Aviex kã	mwVK evsjv D”PviY	evsjv A_	Z_¨mÎ
দীন[৬০৪]	دين	দীন	ধর্ম, বিধান	১৯১

fvi‡Zi eZgvb Ae¯v I gmjgvb‡‘i KZe¨

(mvßvwnK †QvjZvb, 8g el, 17k msL¨v: 21 †k fv‘ 1330) 7B †g 1923)

wmivRx e¨eüZ Aviex kã	cKZ Aviex kã	mwVK evsjv D”PviY	evsjv A_	Z_¨mÎ
মুসলিম[৬০৫]	مسلم	মুসলিম	মুসলমান, ইসলামের অনুসারী	১৬৪
আলফাজ[৬০৬]	الفاظ	আলফাজ	শব্দসমূহ	১৬৮
বেদআৎ[৬০৭]	بدعة	বিদআত	ধর্মে নতুন আবিস্কার	২০১

[601] Avgiv PvB †mB wk¶v, †h wk¶vi k½ aÿwb‡Z ÔLve I Mvdjv‡ZiÕ Kei nB‡Z †gvi‘v gmjgvb be wR‡›‘Mx jvf Kwiqv bexb RM‡Zi iPbv Kwi‡e| (BwZnvm PPvi Avek¨KZv- 256)

[602] wbwLj RM‡Zi †kiK I †Kvd‡ii åvšÍ wZwgi we‘wZi Kwiqv Avjvn ZvAvjvi Avkxev‘ mÄvZ wek‡RvOv GK gnvAv‡jvK ivR¨ I cjK cevn mwó Kwi‡e| (fvi‡Zi eZgvb Ae¯v I gmjgvb‡‘i KZe¨- 201, AvZ¥ekvm- 304)

[603] wZwb gDZKv‡j K‡jgvi cwie‡Z nwiYvg I ivavK‡òi bvg ‘“Z ïwb‡Z ïwb‡Z †Kvd‡ii gDZ GL‡Zqvi K‡ib| (¯RwZ †cg- 233, ¯ivR I wn›‘ gmjgvb- 273, Bmjvg I abej- 284, AvnŸvb- 321)|

[604] mf¨Zv I ¯vZš nvivBqv ‘xb-nxb I Kxe nB‡Z nB‡Z Ae‡I‡I cw_exi ajvq wgwkqv wMqv‡Q| (e½xq gmjgvb mgvR- 215, ¯RwZ †cg- 232, Bmjvg I abej- 287)

[605] †‘wL‡Z †‘wL‡Z Dnvi cfve gmwjg-e‡½ wn›‘w‘‡Mi g‡a¨I PvÂj¨ Ges D‡ËRbvi mwó Kwiqv‡Q|

[606] wn›‘x fvlvq ‘k Avbv AvjdvR ev kãB nB‡Z‡Q Aviex, dvimx ev ZKx|

[607] GB D‡Ï‡k¨ gniig Drm‡ei Ô†kiK-†e‘AvrÕ Ask ev‘ w‘qv Zvnvi jvKwoi †Ljvq †Rvi †‘Iqv| (Bmjvg I abej- 286, 296)

wmivRx e¨eüZ Aviex kã	cKZ Aviex kã	mwVK evsjv D”PviY	evsjv A_	Z_¨mÎ
নায়েবে নবী[৬০৮]	نائب نبى	নায়েবে নাবী	নবীর স্থলাভিষিক্ত, নবীর উত্তরসূরী	২০২
মজলিসে[৬০৯]	مجلس	মাজলিস	বৈঠক	২০৪
মুন্সী[৬১০]	منشى	মুনশী	ইসলামিক পরিভাষা, লেখক	২০৩
মোছাফা[৬১১]	مصافحة	মুসাফাহাতুন	করমর্দন	২০৩
জমিয়তে ওলামার[৬১২]	جميعة علماء	জমীয়তে উলামা	একটি সংগঠনের নাম	২০৪
হেরেমের[৬১৩]	حرم	হেরেম	পবিত্র, অন্দরমহল	২০৭

e½xq gmjgvb mgvR

(mvßvwnK †Qvj Zvb, 8g el, 24, 25 I 26 msL¨v: 16, 23 I 30†k KwZK 1330 (2, 9 I 16B b‡f¤i 1923)

wmivRx e¨eüZ Aviex kã	cKZ Aviex kã	mwVK evsjv D”PviY	evsjv A_	Z_¨mÎ
মুসলিম[৬১৪]	مسلم	মুসলিম	মুসলমান, ইসলামের অনুসারী	২১০
খয়রাৎ[৬১৫]	خيرات	খয়রাত	দান করা	২১৩
জাকাত[৬১৬]	زكوة	যাকাত	পবিত্রতা, বৃদ্ধি, ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের একটি	২১৩

---

608 Avgv‡'i Ôbv‡q‡ebexÕ Av‡jg I cPviKMY GB fxIY Ab_cv‡ZI †eûk iwnqv‡Qb|

609 A‡bK gmjgvb‡K hw' wRÁvmv Kiv hvq †h, ÔAgK mfvq ev AgK Mv‡bi gRwj‡m KZ †jvK nBqwQj?Õ

610 wKQw'b †jLvcov wkwLqv †mLv‡b †h GKUv †jvK gÝx nBqwQj| (AvZ¥ekvm- 301)|

611 Awg nvZ evovB‡jI fq I we¯§‡q †gvQvdv Kwievi Rb¨ nvZ evovB‡Z cwi‡ZwQj bv| (AvZ¥ekvm- 301)|

612 Z¾b¨ Rwgqv‡Z Ijvgvi dv‡Û h‡_ó A_ PvB| (e½xq gmjgvb mgvR- 222)

613 ev'kvn‡'i †n‡i‡gi wfZ‡i chšÍ wn›'ivbxi cRvi mweavi Rb¨ gw›'i MVb Kwiqv w'‡ZI KÉv †eva Kwi bvB|

614 AvR nB‡Z 25/30 ermi c‡ei Zjbvq gmwjg-mgv‡R Bs‡iwR wk¶vi wPšÍvi 3/4 ¸b ew×cvß nBqv‡Q|

615 'vb Lqivr, RvKvr, nvQbvZ AwZ_¨‡mev, QvÎw'M‡K RvqMxi'vb, RvZxq msev'cÎ cwiPvjb, RvZxq KvM‡Ri I eB c¯ÍvKw'i MvnK nIqv G mKj AwaKvsk wkw¶Z †jvK AvRKvj †hb fwjqv wMqv‡Qb| (Bmjvg I abej- 293)

616 'vb Lqivr, RvKvr, nvQbvZ AwZ_¨‡mev, QvÎw'M‡K RvqMxi'vb, RvZxq msev'cÎ cwiPvjb, RvZxq KvM‡Ri I eB c¯ÍvKw'i MvnK nIqv G mKj AwaKvsk wkw¶Z †jvK AvRKvj †hb fwjqv wMqv‡Qb|

wmivRx e¨eüZ Aviex kã	cKZ Aviex kã	mwVK evsjv D”PviY	evsjv A_	Z_¨mÎ
হাছানাত[৬১৭]	حسنات	হাসানাত	সৌন্দর্য, পুন্য, নেক	২১৩
হানিফী[৬১৮]	حنيف	হানিফ	খাঁটি, নিষ্ঠাবান, ইমাম আবু হানীফার অনুসারী	২১৪
হেদায়েৎ[৬১৯]	هداية	হিদায়াত	পথ-প্রদর্শন, সুপথে পরিচালনা	২১৫
এলেম[৬২০]	علم	ইল্‌ম	জ্ঞান	২১৫
ওয়াকফ[৬২১]	وقف	ওয়াকফ	দান	২১৮
উসুল[৬২২]	اصول	উসূল	আদায় করা	২১৯
মোকদ্দমা[৬২৩]	مقدمة	মুকাদ্দামাহ	ভূমিকা, সূচনা, মামলা	২২০
মুশকিল[৬২৪]	مشكل	মুশকিল	বিপদ, কঠিন	২২৬
শরিয়ৎ[৬২৫]	شريعة	শরীয়াতুলণ্ঢাহ	ইসলামী বিধি-বিধান	২৩০

¯RwZ-†cg

(mvßvwnK †Qvj Zvb, 8g el, 24 msL¨v: 16B KwZK 1330 (2iv b‡f¤i 1923)

wmivRx e¨eüZ Aviex kã	cKZ Aviex kã	mwVK evsjv D”PviY	evsjv A_	Z_¨mÎ
সুরা ইয়াছিন[৬২৬]	سورة يٰس	সূরা ইয়াসীন	পবিত্র কুরআন শরীফের একটি সূরা।	২৩৩

[617] ‘vb Lqivr, RvKvr, nvQbvZ AwZ_¨‡mev, Qvîw‘M‡K RvqMxi‘vb, RvZxq msev‘cÎ cwiPvjb, RvZxq KvM‡Ri I eB c¯ÍvKw‘i MvnK nIqv G mKj AwaKvsk wk¶Z †jvK AvRKvj †hb fwjqv wMqv‡Qb|

[618] Zvnv‡‘i g‡a¨ Avevi nwbdx Rvgv‡Zi †jvK Kg|

[619] GKRb Av‡jg †hi¡c j¶ j¶ †jvK‡K †n‘v‡qr Kwiqv wMqv‡Qb|

[620] Øxbx-G‡jg we¯Ívi‡i mdjZvi cwiPq w‘qv‡Qb eZgvb h‡M †mi¡c GKwU ‘óvšÍI cwijw¶Z nq bv|

[621] GB Dcj‡¶¨ RvqMv-Rwg‘vix, ZvjK-Zid, Avqkv-IqvKd, m¤úwË BZ¨w‘ bvbv cKvi m¤ú‡‘ Zvnviv AZ¨šÍ mLx I m¤ú‘kvjx wQ‡jb|

[622] mZivs BsivRMY †hB wKw¯Íi wbw‘ó Zwi‡L ivR¯ Dmj cvB‡jb bv ZLbB m¤úwË wbjvg Kwiqv f³-Abi³ wn›‘ Avgjv I mvnvh¨Kvix‡‘i n‡¯Í Zvnv w‘qv w‘‡jb|

[623] GB Z †Mj Aw_K I cw_e Ae¯vi K_v, ^bwZK-Rxe‡bi K_v ewj‡j A‡b‡KB gvbnwbi †gvKÏgv i“R Kwi‡Z †¶wcqv DwV‡eb| (¯RwZ-†cg- 235, ggevYx- 312)

[624] †mgvRbv-cvIbvi wnmve awi‡j Ni mvgjvbB gkwKj|

[625] Avgiv ÔRgBq‡Z Ijvgvô I Aviex wekwe‘¨vjq Ges Avgiv kwiqr I Ab¨vb¨ ivRbxwZK mfv-mwgwZi mwnZ Nwbôfv‡e RwoZ ewjqv cRv-mwgwZi msk‡e mv¶vrKv‡i hvB‡Z cwie bv|

wmivRx e¨eüZ Aviex kã	cKZ Aviex kã	mwVK evsjv D"PviY	evsjv A_	Z_¨mÎ
			৩৬নং সূরা, রূকু-৭, আয়াত- ৮৩	
মউত[627]	موت	মাউত	মৃত্যু	২৩৩
এখতেয়ার[628]	اختيار	ইখতিয়ার	ইচ্ছা, অবলম্বন, গ্রহণ	২৩৩

wkí msMVb I RvZxq Rxeb

(mvßwnK †Qvj Zvb, 17B AMnvqb, 23 b‡f¤i 1923)

wmivRx e¨eüZ Aviex kã	cKZ Aviex kã	mwVK evsjv D"PviY	evsjv A_	Z_¨mÎ
তাহকিক[629]	تحقيق	তাহকীক	পর্যালোচনা, আলোচনা	২৪৯৯
রেওয়ায়েত/ রওয়ায়েত[630]	رواية	রাওয়ায়েত	বর্ণনা	২৪৯
কুদরত[631]	قدرة	কুদরাত	অলৌকিক, ক্ষমতা	২৫১
ছিরূ ফিল আরদ[632]	سيروا فى الارض	সীরূ ফিল আরদি	তোমরা পৃথিবী ভ্রমণ কর	২৫১

BwZnvm PPvi Avek¨KZv

(mvßwnK †Qvj Zvb, 4B gvN, (16 Rvbqvwi, 1924)

wmivRx e¨eüZ Aviex kã	cKZ Aviex kã	mwVK evsjv D"PviY	evsjv A_	Z_¨mÎ

[626] Zvnvi gZ¨i mg‡q K‡jgv, miv Bqvmxb ïbvBevi Rb¨ I †Kvb gmjgvb wQj bv|
[627] wKš wZwb gDZKv‡j K‡jgvi cwie‡Z nwiYvg I ivavK‡òi bvg ‘“Z ïwb‡Z ïwb‡Z †Kvd‡ii gDZ GL‡Zqvi K‡ib|
[628] K‡jgvi cwie‡Z nwiYvg I ivavK‡òi bvg ‘“Z ïwb‡Z ïwb‡Z †Kvd‡ii gDZ GL‡Zqvi K‡ib|
[629] wKš AvQgvDi †iRvj Aej¤‡b nvw‘‡mi ZvnKxK Kwi‡Z †M‡j Dnv ‘ej †ilqv‡q‡Z ewjqv cZxqgvb nB‡e|
[630] wKš AvQgvDi †iRvj Aej¤‡b nvw‘‡mi ZvnKxK Kwi‡Z †M‡j Dnv ‘ej †ilqv‡q‡Z ewjqv cZxqgvb nB‡e|
[631] Avmj K_v, bvbv †‘k, bvb RwZ, bvbv Kjv‡Kškj, bvbv cKvi AvPvi e¨envi, bvbv cKvi ‘k¨ bv †‘wL‡j gvbl †Lv‘vi K‘iZ gvbexq mf¨Zv I ew×gËvi cwiPq †Kv_vq jvf Kwi‡e?
[632] GRb¨ †Lv‘v ZvAvjv †Kvivb kix‡d digvBqv‡Qb †h, ÔwQi“ wdj Avi‘Õ A_vr Ô†Zvgiv cw_ex chUb Ki|Õ

wmivRx e¨eüZ Avievx kã	cKZ Avievx kã	mwVK evsjv D”PviY	evsjv A_©	Z_¨mÎ
ইন্নালিল্লাহ[৬৩৩]	نا لله	ইন্না লিল্লাহি	নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর জন্য	২৫৫
ছেজদা[৬৩৪]	سجدة	সিজদাহ	আল্লাহর দরবারে মাথা নত করা	২৫৫
তারিফ[৬৩৫]	تعريف	তা'রীফ	প্রশংসা, গুণকীর্তন	২৫৮
জবাব[৬৩৬]	جواب	জাওয়াব	উত্তর	২৫৯
মোশরেক[৬৩৭]	مشرك	মুশরিক	শরীককারী, আল্লাহর সাথে যে শরীক করে তাকে মুশরিক বলে	২৬১
আরব[৬৩৮]	عرب	আরব	আরবের লোক/ আরব ভূমি, আরব জাতি	২৬২
নহর[৬৩৯]	نهر	নাহর	ঝর্ণা, নদী	২৬২
জুমা-জামাত[৬৪০]	جمعة- جماعت	জুমআ-জামাআত	একত্রে জুমআর নামায আদায় করা	২৬৪
মোহাম্মদীর[৬৪১]	محمد	মুহাম্মদ	প্রশংসিত	২৬৫
কুওত আল-ইসলাম[৬৪২]	قوة الاسلام	কুওয়াত আল-ইসলাম	ইসলামের শক্তি	২৬৫

633 GB Rb¨ AwdKv I Av‡gwiKvi †KvbI gmjgv‡bi gZ¨ nB‡j ev½vjv ev ev½vjvi gmjgv‡bi KÉ nB‡Z ÔBbwj jvn... Avcbv Avcwb ewRqv D‡V|

634 gmwR‡' mgvU †Mvjv‡gi cðv‡Z 'Êvqgvb nBqv Zvnvi c'm¤§‡L g¯ÍK iwLqv Avjvn‡K †QR'v Kwi‡Z wKQgvÎ m‡¼vP ev KÉv‡eva K‡ib bv|

635 Z_vKw_Z beve GB †KZv‡ei Zwid Kwi‡Z hvBqv †ek Revb 'vivRx †kLvBqv‡Qb|

636 Dch³ Reve w'evi †jvK KvRx wgbnvR DwÏb wmivR RviRvbx g‡nv'q‡K wg_¨vev'x ewj‡Z wKQgvÎ m‡¼vP †eva K‡ib bvB|

637 wZwb e¨ZxZ Dcvm¨ bvB Ges Aswkewi'MY (†gvk‡iK) nB‡Z wegL nI| (bebi †Rnv'- 337)

638 GB Rb¨B BD‡ivc, Gwkqv AwdKvi mg¯Í Avie ivRavbx I Avie bM‡i D'¨vb, Zvjve I bn‡ii cvPh †'Lv hvBZ|

639 Gwkqv, AwdKvi mg¯Í Avie ivRavbx I Avie bM‡i D'¨vb, Zvjve I bn‡ii cvPh †'Lv hvBZ|

640 K‡Wvfvi gmwR' G¶‡Y L÷vbw'‡Mi wMRvq cwiYZ| Avi mgiK‡›'i gmwR‡' AvRI Rgv-RvgvZ nq|

641 Avkv Kwi, Ô†gvnv¤§'xiÕ cvVKM‡Yi Zvnv ¯§iY _wK‡Z cv‡i| (bebi I †Rnv'- 333)

642 fviZ weR‡qi ¯§wZwPý¯i/c wbw¤§Z ÔKIZ-Aj BmjvgÕ gmwR‡'i wgbvihM‡ji Ab¨Zg|

Bmjvg I abej

(mvßvwnK †Qvj Zvb, 8g el, ...k msL¨v: 17B dvêb 1330 (29 †de“qvix 1924)

wmivRx e¨eüZ Aviex kã	cKZ Aviex kã	mwVK evsjv D”PviY	evsjv A_	Z_¨mÎ
আদ্দুনিয়া জিফাতুন ওয়াতালেবুহা কেলবুন[৬৪৩]	الدنيا جفات وطالبها كلب	আদ্দুনয়া জিফাতুন ওয়াতালিবুহা কালবুন	দুনিয়া মৃতদেহ তুল্য ঘৃণিত	২৮৪
হযরত রসূলে করিম[৬৪৪]	حضرت رسول كريم	হযরত রাসূলে কারীম	বিশ্বনবী হযরত রাসূল কারীম (সাঃ)	২৮৫
খালাছাবয়ান[৬৪৫]	خلاصية بيان	খালিস বয়ান	বয়ানের মূল অংশ, বর্ণনার সারাংশ	২৮৫
আদ্দুনিয়া জান্নাতোলিণ্ঢল কাফেরিন ও হিজ্জিনোল লেল মো‘মেনীন[৬৪৬]	الدنيا جنة للكافرين والسجل للمؤمنين	আদ্দুনিয়া জান্নাতু লিল কাফিরীন ওয়া সিজনু লিল মু‘মিনীন	দুনিয়া কফেরদিগের জন্য জান্নাত এবং মামেনদের জন্য নরক	২৮৬
জান্নাত[৬৪৭]	جنة	জান্নাত	বেহেশত, জান্নাত, বাগান, উদ্যান	২৮৬
মোমেন[৬৪৮]	مؤمن	মু‘মিন	ঈমানদার, বিশ্বাসী	২৮৬
ঈমান[৬৪৯]	ايمان	ঈমান	বিশ্বাসী, ইসলাম ধর্মে বিশ্বাস/ আলণ্ঢাহ ছাড়া কোন উপাস্য নাই,	২৮৬

[643] AvÏwbqv wRdvZb IqvZv‡jenv †Kjeb A_vr GB ‘wbqv gZ‡‘nZj¨ NwYZ I A¯úk¨ Ges Zvnvi cv_xMY KKim‘k|

[644] gnvcvÁ, gnve× nhiZ im‡j Kwig GB nvw‘‡mi Øviv gvbeRwZ‡K cw_exi cvc Kv‡h NYv I Ak×v RbwBevi Rb¨ ewjqv‡Qb|

[645] gmjgvb åvZe‡Mi Abave‡bi Rb¨ GB As‡ki ÔLvjvQv eqvbÕ wjwce× Kwi‡Z‡Q|

[646] ÔAvÏwbqv Rvbv‡Zwjj Kv‡dwib I wQw¾‡bvj †jj †gvÔ‡gwbbÕ A_vr ‘wbqv Kv‡diw‘‡Mi Rb¨ RvbvZ Ges †gv‡gbw‘‡Mi Rb¨ biK|

[647] ‘wbqv Kv‡diw‘‡Mi Rb¨ RvbvZ Ges †gv‡gbw‘‡Mi Rb¨ biK|

[648] ‘wbqv Kv‡diw‘‡Mi Rb¨ RvbvZ Ges †gv‡gbw‘‡Mi Rb¨ biK| (bebi I †Rnv‘: 333)|

[649] GB nvw‘‡mi K_v wb‡j ev¯ÍweKB Cgvb‘vi gmjgv‡bi cvY AvZwKqv DwVevi K_v| (bebi I †Rnv‘: 339)|

wmivRx e¨eüZ Aviex kã	cKZ Aviex kã	mwVK evsjv D”PviY	evsjv A_	Z_¨mÎ
			আর হযরত মুহাম্মাদ (সা.) আলণ্ঢাহর প্রেরিত রাসূল– এ কথার উপরে অন্তর থেকে বিশ্বাস স্থাপন করা আর মুখে প্রকাশ করা	
আদ্দুনিয়া মাজরাতোল আখেরাহ[৬৫০]	الدنيا مزرعة الاخرة	আদ্দুনিয়া মাজরাতোল আখেরাহ	দুনিয়া আখেরাতের কৃষিক্ষেত্র	২৮৭
লিলণ্ঢাহ[৬৫১]	لله	লিলণ্ঢাহ	আলণ্ঢাহর জন্য	২৮৮
ফেৎরা[৬৫২]	فطرة	ফেৎরা	দান	২৮৮
ছদকা[৬৫৩]	صدقة	ছদকা	দান করা	২৮৮
আখেরী[৬৫৪]	اخر	আখিরী	শেষ	২৮৮
আওজুবিলণ্ঢাহে মেনাল ফক্করে ওয়াল কুফরে[৬৫৫]	عوذ بالله من الفقر والكفر	আওজুবিলণ্ঢাহে মেনাল ফক্করে ওয়াল কুফরে	হে আলণ্ঢাহ! তুমি আমাকে দরিদ্রতা ও ধর্মদ্রোহিতা হইতে রক্ষা কর	২৮৮
ফরজের[৬৫৬]	فرض	ফারদুন	ফরয। আলণ্ঢাহর পক্ষ হতে করতে আবশ্যক। আলণ্ঢাহ যা করতে আদেশ ও নিষেধ করেছেন	২৮৮

---

650 eis wZwb ewj‡Z‡Qb †h, AvÏwbqv gvRiv‡Zvj Av‡Livn.

651 †h RwZi a‡g n¾, RvKvZ, wjjvn, †Kvievbx, †driv, Q'Kv cfwZ A_NwUZ ag K‡gi GZ evûj¨, †m RwZ‡K 'wi'Zvi w'‡K Uwbqv jIqv Avi Aa‡gi c‡_ AvKlY Kiv GKB K_v|

652 †h RwZi a‡g n¾, RvKvZ, wjjvn, †Kvievbx, †driv, Q'Kv cfwZ A_NwUZ ag K‡gi GZ evûj¨, †m RwZ‡K 'wi'Zvi w'‡K Uwbqv jIqv Avi Aa‡gi c‡_ AvKlY Kiv GKB K_v|

653 †h RwZi a‡g n¾, RvKvZ, wjjvn, †Kvievbx, †driv, Q'Kv cfwZ A_NwUZ ag K‡gi GZ evûj¨, †m RwZ‡K 'wi'Zvi w'‡K Uwbqv jIqv Avi Aa‡gi c‡_ AvKlY Kiv GKB K_v|

654 wKš' Av‡Lix Rvgvbvi gmjgvbw'‡Mi ab m¤ú'B Kj¨vYRbK|

655 ÔAvIRwejv‡n †gbvj d°‡i Iqvj Kd‡iÕ A_vr †n Avjvn! Zwg Avgv‡K 'wi'Zv Ges ag‡'vnxZv nB‡Z i¶v Ki|

656 †h RwZi a‡gi di‡Ri K‡jgv, bvgvR, †ivRv, n¾, hvKvZ g‡a¨ 'B diR (n¾ I RvKvZ) †Kej A‡_i Dc‡iB ms¯wcZ| (bebi I †Rnv'- 343)

wmivRx e¨eüZ Aviex kã	cKZ Aviex kã	mwVK evsjv D”PviY	evsjv A_©	Z_¨mÎ
রহমত[৬৫৭]	رحمة	রাহমাত	দয়া, করুণা, অনুগ্রহ	২৮৯
ছিদ্দিক[৬৫৮]	صديق	সিদ্দীক	সত্যবাদী, হযরত আবু বকর (রা.)-এর উপাধি	২৯০
তেজারত[৬৫৯]	تجارة	তিজারাত	ব্যবসা	২৯১
দেওয়ান[৬৬০]	ديوان	দিওয়ান	রাজকর্মচারী	২৯২
শরীফ[৬৬১]	شريف	শরীফ	সম্মানিত, ভদ্র	২৯৩
নছিহত[৬৬২]	نصيحة	নসীহত	উপদেশ	২৯৩
রহমতুলিণ্ঢল আলামিন[৬৬৩]	رحمة للعالمين	রাহমাতুল-লিল আলামীন	বিশ্বজনীন দয়া, বিশ্বের জন্য রহমত	২৯৬
গোমরাহ[৬৬৪]	غمرة	গুমরাহ	অমুখাপেক্ষী, পথভ্রষ্ট	২৯৬
সাফাআত[৬৬৫]	شفاعة	শাফাআত	দয়া, অনুগ্রহ	২৯৭

AvZ¥wekvm

(mvßvwnK †Qvj Zvb, 2 ˆRô¨ 1331, (16 †g 1924)

wmivRx e¨eüZ Aviex kã	cKZ Aviex kã	mwVK evsjv D”PviY	evsjv A_©	Z_¨mÎ
আখেরাতের[৬৬৬]	اخرة	আখিরাত	শেষ, শেষ দিবস, কিয়ামত, পরকাল	৩০১

657 gmjgvb RwZ‡K Avjvni mv¶vr ÔingZÕ ev ‘qv¯i⁄c A_ Øviv mLx I †mŠfvM¨kvjx Kwievi Rb¨B Bmjvg n¾ I hvKvZ‡K diR Kwiqv w‘qv‡Q|

658 ci‡jv‡K mZ¨ev‘x e¨w³ I wek¯Í e¨emvqxMY cqM¤i, wQwÏK Ges knx‘w‘‡Mi mnPi nB‡eb|

659 fviZxq fvIvq e›‘i, †ZRviZ, RvnvR, eni, mjK....... cfwZ kã Bmjv‡gi cY cfve|

660 †Zgwb Zvnviv BsivR mI ‘vMiw‘‡Mi ewbqvb, †‘Iqvb g”QÏx I ‘vjvj nB‡Z jwM‡jb|

661 †KejgvÎ ZQwe †Ucv, ZI¾vn jIqv, nvjKv Kiv, †R‡Ki Kiv G Mv‡ivB kixd Kiv|

662 evi“B cfwZ jvfRbK e¨emvq Kwievi Rb¨ KLbI †Kn ÔIqvR bwQnZ digvBqv‡Qb wK? †m Rb¨ †KvbI d‡Zvqv Rwi Kwiqv‡Qb wK?

663 Zvnvi Dcwa ingZwjj Avjwgb ‘wbqvi Rb¨ †Lv‘vi ingZ gnv‘vb|

664 Bnv‡KB Zvnviv imjjvni ‘wi‘Zv ewjqv D‡jL I cPvi Kwiqv wekvj RwZ‡K †Mvgivn Kwiqv †dwjq‡Qb|

665 hw‘ Avjvni ingZ I im‡j †Lv‘vi mvdvAvZ PvI Zvnv nB‡j mg¯Í m‘cvq Øviv A‡_vcvR‡bi Rb¨ e¨emv-ewY‡R¨ g‡bwb‡ek Kwiqv j¶cwZ †KwUcwZ nI|

wmivRx e¨eüZ Aviex kã	cKZ Aviex kã	mwVK evsjv D”PviY	evsjv A_	Z_¨mÎ
মালিক[৬৬৭]	مالك	মালিক	কর্তা, মালিক, অধিকর্তা	৩০১
নেকাহ[৬৬৮]	نكاح	নিকাহ	বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া	৩০১
আজাব[৬৬৯]	عذاب	আযাব	শাস্তি	৩০২
রাব্বানা আতেনা ফিদদুনিয়া হাছানাতাও ওয়াফিল আখেরাতে হাছানা[৬৭০]	ربنا اتنا فى الدنيا حسنة وفى الاخرة حسنة	রাব্বানা আতেনা ফিদদুনিয়া হাছানাতাও ওয়াফিল আখেরাতে হাছানা	হে প্রভু! ইহলোক ও পারলৌকিক মঙ্গল দান কর	৩০২
খোতবায়[৬৭১]	خطبة	খুতবা	বক্তৃতা	৩০২
লা রোহবানিয়াতা ফিল ইসলাম[৬৭২]	لا رحبانية فى الاسلام	লা রাহবানিয়্যাতা ফিল ইসলাম	ইসলাম ধর্মে বৈরাগ্য নাই	৩০৪

[666] ‘wbqvi cvavb¨ Ges cwZcwË jvf bv Kwi‡Z cwi‡j Av‡Liv‡Zi gw³ cvBevi c_ KwVb|

[667] ‘wbqvi †Mvjvg nIqv Avi ‘wbqvi gwjK nIqv †h ‘BUv ci¯úi fqvbK wecixZ K_v|

[668] †Kn m¤ú‘kvjx weaev‡K †bKvn Kwievi Q‡j..... cjx‡Z cjx‡Z Nwiqv †eovB‡Z‡Qb|

[669] †Kn Kei †RqviZ Ges †Kn †Mvi AvRve nB‡Z †gvi‘v‡K evPvBevi Q‡j..... cjx‡Z cjx‡Z Nwiqv †eovB‡Z‡Qb|

[670] †h a‡gi Dcvmbvi gbvRvZ nB‡Z‡Q iveÿvbv Av‡Zbv wd‘‘wbqv nvQvbvZvI lqwdj Av‡Liv‡Z nvQvbvn|

[671] cwZ mßv‡n Rgvi †LvZevq hvnviv ¯-RwZi Ges ¯RvZxq ev‘kw‘‡Mi ivR‡Zi DbœZ, we¯wZ Ges Kj¨vY Kvgbv Kwiqv _v‡Kb|

[672] †h a‡gi gnv cqM¤i AwØZxq Kgxci“l, wmsn ¯úó fvIvq g³ K‡É †NvlYv Kwiqv‡Qb †h, jv †ivnewbqvZv wdj Bmjvg|

ggevYx

(mvßwnK †Qvj Zvb, 16B ˆRô¨ 1331, (30 †g 1924)

wmivRx e¨eüZ Avievx kã	cKZ Avievx kã	mwVK evsjv D”PviY	evsjv A_	Z_¨mÎ
তালাকের[673]	طلاق	ত্বালাক	ছেড়ে দেয়া, বিচ্ছিন্ন করা	৩১২
ইজ্জত[674]	عزة	ইয্যত	সম্মান	৩১২
শান[675]	شان	শান	মর্যাদা	৩১২
মোখতার[676]	مختار	মুখতার	নির্বাচিত, স্বাধীন ইচ্ছার অধিকারী	৩১৪

AvnŸvb

(gwmK Bmjvg ‘kb, 4_ el, 1g msL¨v, kveY-fv‘, 1331 (AvM÷-†m‡Þ¤i 1924)

wmivRx e¨eüZ Avievx kã	cKZ Avievx kã	mwVK evsjv D”PviY	evsjv A_	Z_¨mÎ
নায়েব-দেওয়ান[677]	نائب ديوان	নায়েব-দেওয়ান	সহকারী কবি, স্থলাভিষিক্ত কবি	৩১৭
লা-ইলাহা ইলণ্ডালণ্ডাহ মুহাম্মাদুর রসূলুলণ্ডাহ[678]	لا اله الا الله محمد رسول الله	লা-ইলাহা ইলণ্ডালণ্ডাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুলণ্ডাহ	আলণ্ডাহ ছাড়া কোন উপাস্য নাই, হযরত মুহাম্মাদ (সা.) আলণ্ডাহর রাসূল	৩২৫
শরাবের[679]	شراب	শারাব	মদ, ইসলামে মদ খাওয়া হারাম	৩২৫
তকলীফ[680]	تكليف	তাকলীফ	কষ্ট	৩২৬

673 wewe Zvjv‡Ki d‡Zvqv jBqv Kjn †Kv›‘‡j w‘b ¸Rivb Kwi‡Z‡Q|
674 B¾Z-†nvigZ Avgv‡‘i kvb-kIKZ mg¯Í B weRwZi RZvi Zjvq jwÉZ nB‡Z‡Q|
675 B¾Z-†nvigZ Avgv‡‘i kvb-kIKZ mg¯Í B weRwZi RZvi Zjvq jwÉZ nB‡Z‡Q|
676 DwKj †gvLZvi I †KvU m¤úYfv‡e eRb Ki| (AvnŸvb: 318)
677 wn›‘ bv‡q‡e-†‘Iqvb gmjgvb †cqv‘v, wn›‘ Awd‡mi eve, gmjgvb ‘dZix Ges wn›‘ wn›‘ eve gmjgvb Kve!
678 Kvnvi I c‡ivqv bv Kwiqv Kvnvi I g‡Li w‘‡K bv Pwnqv Ôjv-Bjvnv-Bjvjvû gnv¤§v‘i imjjvnÕ GB evYx D”PviY Kwiqv Avevi †Zvgiv wbwLj ‘wbqvi †K‡›‘ †K‡›‘ †MŠi‡ei cZvKv DovBqv ‘vI|
679 †evZLvbv Ges kiv‡ei †‘vKvb wejß nB‡e, RwZMZ †f‘-ˆelg¨ jß nB‡e; m‡Z¨i cZvKv w‘‡K w‘‡K DÇxqgvb nB‡e|

bebi I †Rnv‘

(gwmK Bmjvg cPviK, b‡f-wW‡m¤i, 1903

wmivRx e¨eüZ Aviex kã	cKZ Aviex kã	mwVK evsjv D”PviY	evsjv A_	Z_¨mÎ
জেহাদ[৬৮১]	جهاد	জিহাদ	ন্যায়ের সংগ্রাম, প্রচেষ্টা	৩২৭
বাকারা[৬৮২]	بقرة	বাক্বারাতুন	গাভী, কুরআন শরীফের দ্বিতীয় সূরা	৩৩১
র ুকুর[৬৮৩]	ركوع	র ুকুর	সূরার ভাগ	৩৩১
করিম[৬৮৪]	كريم	কারীম	সম্মানিত	৩৩২
শাফাআত[৬৮৫]	شفاعة	শাফাআত	সুপারিশ	৩৩২
কেয়ামতের[৬৮৬]	قيامة	কিয়ামাত	শেষ বিচার, কিয়ামতের দিন	৩৩৩
সূরা তওবা[৬৮৭]	سورة توبة	সূরা তাওবা	অনুশোচনা, কুরআন শরীফের নবম সূরা	৩৩৩
সূরা তাহরীম[৬৮৮]	سورة تحريم	সূরা তাহরীম	অবৈধকরণ, ৬৬তম সূরা	৩৩৩
সূরা আনফাল[৬৮৯]	سورة انفل	সূরা আনফাল	যুদ্ধে লব্ধ সামগ্রী, অষ্টম সূরা	৩৩৩
সূরা নেসা[৬৯০]	سورة نساء	সূরা নিসা	নারীগণ, চতুর্থ সূরা	৩৩৩
শয়তান[৬৯১]	شيطان	শয়তান	বিতাড়িত ইবলিস	৩৩৪

---

[680] Avgv‡‘i eû Î“wU I Aciva wbðqB nB‡e Ges nB‡Z‡Q; Avcbv‡‘i A‡bK cKvi ZKjxd nB‡Z‡Q Ges nB‡e|

[681] weMZ 8g msL¨v beb‡i agh× MvRx I †Rnv‘ kxlK GKwU ceÜ cKwkZ nBqv‡Q|

[682] Dnv evKviv mivi 34k i“Ki 256 AvqvZvsk|

[683] Dnv evKviv mivi 34k i“Ki 256 AvqvZvsk|

[684] GB ePb †Lv‘vl›‘ Kwig cieZx i“K‡Z h_v miv evKvivi 217 msL¨K Avqv‡Z hLb gmjgvbMY Kv‡di m¤‡Ü cvc ms¯ú‡ki Avk¼v K‡ib|

[685] †K Av‡Q †h, Zvnvi AvÁv e¨ZxZ Zvnvi wbKU kvdvAvZ K‡ib|

[686] hvnviv Avjvni cwZ I †Kqvg‡Zi cwZ wekvm ¯vcb K‡i bv|

[687] hvnviv Avjvni cwZ I †Kqvg‡Zi cwZ wekvm ¯vcb K‡i bv (miv Zlev)|

[688] miv Znwig, miv Avbdvj, miv †bmv, hvnviv wekvmx (†gv‡gb) nBqv‡Q, Zvnvi †Lv‘vi c‡_ msMvg †Rnv‘ K‡i|

[689] miv Znwig, miv Avbdvj, miv †bmv, hvnviv wekvmx (†gv‡gb) nBqv‡Q, Zvnvi †Lv‘vi c‡_ msMvg †Rnv‘ K‡i|

[690] miv Znwig, miv Avbdvj, miv †bmv, hvnviv wekvmx (†gv‡gb) nBqv‡Q, Zvnvi †Lv‘vi c‡_ msMvg †Rnv‘ K‡i|

[691] †Zvgiv kqZv‡bi †cgv¯ú‘w‘‡Mi m‡½ h× Ki, wbðq kqZv‡bi cZviYv ‘ej|

wmivRx e¨eüZ Aviex kã	cKZ Aviex kã	mwVK evsjv D”PviY	evsjv A_	Z_¨mÎ
সূরা মোহাম্মদ[৬৯২]	سورة محمد	সূরা মুহাম্মাদ	প্রশংসিত, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক, ৪৭তম সূরা	৩৩৪
জাহেল[৬৯৩]	جاهل	জাহিল	মূর্খ	৩৩৬
রদ[৬৯৪]	رد	রদ	পরিবর্তন	৩৩৬
তফসীর[৬৯৫]	تفسير	তাফসীর	কুরআন শরীফের ব্যাখ্যা, তাফসীর	৩৩৭
সূরা আনামের[৬৯৬]	سورة الانعام	সূরা আনামের	প্রাম্যপশু, ষষ্ঠ সূরা	৩৩৭
নাউজুবিলণ্ডা[৬৯৭]	عوذ بالله	নাঊযুবিলণ্ডাহ	আলণ্ডাহ্ তা‘আলা আমাকে রক্ষা কর“ন	৩৩৮
তজ্জমা[৬৯৮]	ترجمة	তারজমা	অনুবাদ	৩৪০
আলেফ[৬৯৯]	الف	আলিফ	আরবী ভাষার প্রথম অক্ষর	৩৪১
র“হানী[৭০০]	روحانى	র“হানী	আত্মা	৩৪১
জেহাদ আকবর[৭০১]	جهاد اكبر	জেহাদ আকবর	বড় জিহাদ	৩৪২
জেহাদ	جهاد اصغر	জেহাদ	ছোট জিহাদ	৩৪২

[692] †Zvgiv kqZv‡bi †cgv¯ú‘w‘‡Mi m‡½ h× Ki, wbðq kqZv‡bi cZviYv ‘ej| (miv †gvnv¤§‘)

[693] GB Rv‡nj †jLK wKQ bv Rwbqv ïwbqv cweÎ †Kvivb kix‡di Av‡‘k‡K wKi¡c i‘ Kwiqv‡Qb|

[694] bv Rwbqv ïwbqv cweÎ †Kvivb kix‡di Av‡‘k‡K wKi¡c i‘ Kwiqv‡Qb Ges a‡gi g¯Í‡K wKi¡c c‘vNvZ K‡ib|

[695] GB ¸ß †jLK †Kvivb kix‡di †Kvb gg bv Rwbqv Ges Zdmxi (fvlv) Aww‘ cvV bv KwiqvB †hi¡cfv‡e wMwik evei e½vbeww‘Z †Kvivb gvÎ Aej¤b Kwiqv †KvivbÁZvi cwiPq c‘vb Kwi‡Z beb‡i AeZxY nBqv‡Qb|

[696] GB ewjqv miv Avbv‡gi 109 AvqvZ D×Z Kwiqv‡Qb|

[697] bvDRwejv †gbnv! †Kvivb kwi‡d G AvqvZB bvB|

[698] g‡b iwL‡eb Aviex ÔCgvbÕ kã‡K ev½vjvq wMwik eve ÔekvmÕ ewjqv Ges BsiwR‡Z †mj mv‡ne Ô†dB_Õ (*Faith*) ewjqv Z¾gv Kwiqv‡Qb|

[699] wKš Avie¨ fvlvi Av‡jd A¶i wP‡bb wKbv m‡›‘n, GBi¡c Ávb jBqv †jLK ewj‡Z‡Qb, Dnv fj|

[700] Ges †h e¨w³ cig mLgq ¯vb †di‘vDm (¯M) evmx nBqv ¯xq AwZ¥K Rxeb (i“nvbx †R‡›‘Mx) cig m‡L AwZewnZ Kwi‡e|

[701] Avgv‡‘i cqM¤i †Rnv‡‘i ‘BwU bvg w‘qwQ‡jb Ô†Rnv‡‘ AvKeiÕ †Rnv‡‘ AvmMiÕ A_vr eo †Rnv‘ †hgb we‘¨v DcvRb cvYv šÍ cwikg|

wmivRx e¨eüZ Aviex kã	cKZ Avievx kã	mwVK evsjv D”PviY	evsjv A_	Z_¨mÎ
আসগর[৭০২]		আসগর		
তওবা[৭০৩]	توبة	তাওবা	তাওবা, মাফ চাওয়া, মহান আলণ্টাহর কাছে, ফিরে আসা	৩৪৪

[702] Avgv‡'i cqM¤i †Rnv‡'i 'BwU bvg w'qvwQ‡jb Ô†Rnv‡' AvKeiÔ †Rnv‡' AvmMiÔ A_vr eo †Rnv' †hgb we'¨v DcvRb cvYvšÍ cwikg|

[703] ZIev Avgiv †'wL‡Z hvBebv e‡U, wKš cwZev' †'wLevi Rb¨ DrmK iwnjvg|

PZ_ cwi‡”Q‘: wmivRxi MRj I Mv‡b Aviex k‡ãi c‡qvM

wmivRxi e¨eüZ Aviex kã	cKZ Aviex kã	mwVK evsjv D”PviY	evsjv A_	Z_¨mÎ
গোলামী[৭০৪]	غلام	গুলাম	আলণ্ঢাহর বান্দা, বালক, দাস	গজল: গান-৩, পৃ. ১৩০
কালিমা[৭০৫]	كلمة	কালিমা	পবিত্র কালিমা ‘লা-ইলাহা ইলণ্ঢালণ্ঢাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুলণ্ঢাহ, শব্দ	পৃ. ১৩০
বয়ান[৭০৬]	بيان	বয়ান	বক্তৃতা, ভাষণ, নসীহত, বর্ণনা	পৃ. ১৩০
দুনিয়া[৭০৭]	دنيا	দুনিয়া	দুনিয়া, ইহকাল, ইহজগৎ, জগৎ	পৃ. ১৩০
তাজ[৭০৮]	تاج	তাজ	মুকুট, টুপি	পৃ. ১৩০
দরশ[৭০৯]	درس	দারস	পাঠদান	প্রেমাঞ্জলি, পৃ. ২৫
নিয়তি[৭১০]	نية	নিয়ত	নিয়ত, কোন কাজ করার পূর্বে নিয়ত করা, ইচ্ছা করা	পৃ. ৬২
সিরাজি[৭১১]	سراج	সিরাজ	প্রদীপ, বাতি	পৃ. ৭২

704 †Mvjvgx Kwjgv gwL gwjb eqvb
‘wbqv †Rvov ZLb ZvR
705 †Mvjvgx Kwjgv gwL gwjb eqvb
‘wbqv †Rvov ZLb ZvR
706 †Mvjvgx Kwjgv gwL gwjb eqvb
‘wbqv †Rvov ZLb ZvR
707 †Mvjvgx Kwjgv gwL gwjb eqvb
‘wbqv †Rvov ZLb ZvR
708 †Mvjvgx Kwjgv gwL gwjb eqvb
‘wbqv †Rvov ZLb ZvR
709 Ze Avmvi Av‡k
iRbx RwM|
‘ik Av‡m
710 Rwjqv Rwjqv
cwoqv gwie
GB wK †gvi wbqwZ!
711 †i wmiwR! evRv evkx

wmivRxi e¨eüZ Aviex kã	cKZ Aviex kã	mwVK evsjv D”PviY	evsjv A_	Z_¨mÎ
কালিমা[৭১২]	كلمة	কালিমা	পবিত্র কালিমা ‘লা-ইলাহা ইলণ্ঢালণ্ঢাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুলণ্ঢাহ, শব্দ	পৃ. ৭৮
সোলতান[৭১৩]	سلطان	সুলতান	নেতা, শাসক, বাদশাহ	পৃ. ৮৯

712 ïwbm bv ZB Kv‡iv evYx|
Gi¡c NwU‡j Kj¼ Kwjgv
XwK‡e †Zvgvi bv‡gi gwngv|

713 ivRiv‡Rki
†mvjZvb Zwg
Awg ‘xbv wfLwibx|

Dhaka University Institutional Repository

PZ_ Aa¨vq

ÔBmgvCj †nv‡mb wmivRxi mvwn‡Z¨ Bmjvgx fveavivÕ

c_g cwi‡"Q': Bmjvgx fveavivi DrcwË I µgweKvk

অজ্ঞতার যুগে আরবী কবিতার যে চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিল, পূর্ণাঙ্গ ইসলামের আবির্ভাবের পূর্ব মুহূর্তে আরবদের নাগরিক জীবনের বাস্তবতার মুখে কবিতা রচনার এ ধারায় কিছুটা ভাটা পড়েছিল। ইতিমধ্যে রাসূল (সঃ) এর আবির্ভাবের পর আরব দেশে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আন্দোলন শুর" করলে প্রাক ইসলামী যুগের নেতৃস্থানীয় লোকেরা নিজেদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার দেখতে পায় এবং তারা ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর প্রতি ভীষণভাবে ক্ষুব্ধ হয়। রাসূলের বিরোধীতাকারীদের মধ্যে তার স্বগোত্র কুরাইশরা এ আন্দোলন প্রতিহত করতে সচেষ্ট হয়েছিল।

আরব কবিরাও এসময় দলপতিদের সাথে মিলিত হয়ে তাদের কাব্য প্রতিভা ও কবিতার মাধ্যমে ক্ষুরধার আক্রমণ চালিয়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠা বানচাল করতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। এদের মধ্যে আবদুলণ্ডাহ ইবনে যিবারা, আবু সুফিয়ান, দিরার ইবনে খাত্তাব, আমর ইবনুল আস, আবূ আযযা আল-জুমাহী ও হুরায়রা ইবন আবি ওয়াহহাব আল মাখযুমী প্রমুখ উলেণ্ডখযোগ্য। এসব কবি জাহিলী যুগের প্রথায় রাসূল (স), সাহাবায়ে কিরাম ও ইসলামের প্রতি নিন্দা, কুৎসা রটনা ও ব্যঙ্গোক্তি করে কবিতা রচনা শুর" করে। মহানবী (সঃ) তখন এসব অসংযমী কবির ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপের তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করলেন। এতে ইসলামের ও নবুয়াতপ্রাপ্ত মুসলমানদের সমূহ ক্ষতির আশংকায় কবিতার মাধ্যমে এর উপযুক্ত জবাব দানের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে তিনি মুসলমান কবিদের আহ্বান জানিয়ে বলেন:

ماذا يمنع الذين نصروا الله ورسوله بأسلحتهم، ان ينصروه بألسنتهم؟[৭১৪]

যারা অস্ত্র-শস্ত্র দ্বারা আলণ্ডাহ ও তার রাসূলকে সাহায্য করেছে, তাদেরকে কথা (কবিতা) দ্বারা তাঁর সাহায্য করতে কে বাধা দিয়েছে?

তখন আল-কুরআনের মহান দিক নির্দেশনা, মহানবী (সঃ) এর পবিত্র বাণী এবং শুভ শিক্ষা আরববাসীর মনের আকাশে এক নব দিগন্তের সূচনা করে। ইত্যবসরে রাসূলুলণ্ডাহ (সঃ) এর দরবারী কবি হাসসান ইবন্ সাবিত (মৃ- ৬৭৪ খ্রি.), কাব ইবন্ মালিক (মৃ- ৬৭০ খ্রি.), আবদুলণ্ডাহ ইবন্ রাওয়াহা (মৃ- ৬২৯ খ্রি.) কাব ইবন্ যুহায়র (মৃ- ২৪ হি.) প্রমুখ মুসলিম কবি পূর্ব পদ্ধতিতে নবী করীম (সঃ) ও তার পিতৃপুর"ষের বংশ-মর্যাদা, শৌর্য-বীর্যের প্রশংসার স্বগর্ব বর্ণনায় এবং ব্যঙ্গাত্মক

---

[714] Bmjvgx mwnZ¨ mvs¯‹…wZ, BmjvwgK dvD‡Ûkb evsjv‡`k (M‡elYv we fvM), c_g cKvk- GwcÖj 2004, c. 321|

ভাষায় কুরাইশ কবিদের কুৎসার জবাবে কবিতা রচনা করে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতে প্রয়াস চালান। এমনিভাবে আরব কবি সম্প্রদায় পবিত্র কুরআনের মহান শিক্ষা ও নবী করীম (সঃ) এর আদর্শ নিজেদের কাব্যকর্মে রূপায়িত করতে নিবিষ্টচিত্ত হলেন। কবিতার শ্রেষ্ঠ সমঝদার রাসূলুলণ্ঢাহ (সঃ) নিজেও তাঁদের জন্য প্রাণ খুলে দু'আ করলেন এবং প্রয়োজনীয় সাহায্য-সহযোগিতাও করলেন। এমনকি প্রতিভাবান কবিকে পুরস্কৃত করে তাদের কাব্য প্রতিভার স্বীকৃতিও প্রদান করলেন।

মহানবী (সঃ) কাব্যচর্চা তথা সাহিত্যকর্মে সাহাবীগণকে উৎসাহ-অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন। তিনি ভাল কবিতা সম্পর্কে ইতিবাচক মনোভাব পোষন করেছেন। মনোযোগ সহকারে কবিতা আবৃত্তি শ্রবণ করেছেন। সে সব কবিতা আবৃত্তি করতে সাহাবী কবিগণকে নির্দেশ দিয়েছেন, কখনও বিভিন্নভাবে তাঁদের উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করেছেন।

এ সম্পর্কে রাসূল (সঃ) উৎসাহ প্রদান করে বলেছেন:

انما الشعر كلام مؤلف فما وافق الحق منه فهو حسين، وما لم يوافق الحق فلا خير فيه.[৭১৫]

'কবিতা সুসামঞ্জস কথামালা: যে কবিতা সত্যনিষ্ঠ, সে কবিতাই সুন্দর, আর যে কবিতায় সত্যের অপলাপ হয়েছে, সে কবিতায় কোন মঙ্গল নাই।'

নবী করীম (সঃ) আরো বলেছেন:

للشعر بمنزلة الكلام، حسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيحسي الكلام.[৭১৬]

'কবিতা কথার মতই, ভাল কথা যেমন সুন্দর, ভাল কবিতাও তেমনি সুন্দর; আর মন্দ কবিতা মন্দ কথার মতই মন্দ'।

মহানবী (সঃ) কবি ছিলেন না, কিন্তু বক্তা ও কবির কথা তিনি প্রত্যাখ্যান করেননি বরং তাদেরই ভাষায় উত্তর দেওয়ার জন্য বক্তা বা কবি সাহাবীগণকে নির্দেশ দিয়েছেন। এতে রাসূল (সঃ) এর বক্তাও বিজয় লাভ করেছেন এবং বিজিত গোষ্ঠী ইসলামের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছে। রাসূলুলণ্ঢাহ (সঃ) কখনো কবিতার চরণ কিছু কিছু শব্দ বিন্যাসের মাধ্যমে পরিবর্তন করে তদপেক্ষা উত্তম শব্দ সংযোজন করতেন এবং কবিকে সেরূপ আবৃত্তি করার নির্দেশ দিতেন। ফলে কবিতাটি ভাবধারা সম্পন্ন হত। একজন সাহাবী রাসূলুলণ্ঢাহ (সঃ) এর সামনে একটি কবিতা আবৃত্তি করলেন, যার একটি চরণ ছিল–

كفى الشيب الاسلام وبالمرء اهيا.[৭১৭]

'বার্ধক্য ও ইসলাম মানুষকে মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখতে যথেষ্ট'।

---

[715] cÖ¸ ³, c. 322|
[716] cÖ¸ ³, c. 322|
[717] cÖ¸ ³, c. 323|

কখনো তিনি যুদ্ধের ময়দানে অনুপ্রেরণা সৃষ্টির জন্য কবিদের কবিতা আবৃত্তি করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন, কখনো পরিশ্রমজনিত ক্লান্তি দূর করার জন্য কবিতা আবৃত্তি করেছেন, কখনো বেদনা লাঘব করে মনকে হালকা করতে কবিতা পড়েছেন, কখনো কৌতুক করে কবিতা আবৃত্তি করেছেন, আবার কখনো আলণ্ঢাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে কবিতার মাধ্যমে দু'আ করেছেন। এর দ্বারা ইসলামী ধ্যান-ধারণা সম্পন্ন কবি ও উত্তম কবিতা সম্পর্কে তার সুস্পষ্ট মনোভাব প্রতিভাত হয়। রাসূলুলণ্ঢাহ (সঃ) এর কাব্য প্রেরণা সাহাবীগণকে দারুণভাবে উৎসাহ-উদ্দীপনা যুগিয়েছে। দেখা যায়, খুলাফায়ে রাশেদীনসহ বহু উচ্চ পর্যায়ের সাহাবী, তাবিঈ, ফকীহ প্রমুখ ইসলামী ভাবধারায় কবিতা রচনা ও আবৃত্তি করেছেন।[৭১৮]

উলেণ্ঢখ্য, রাসূলুলণ্ঢাহ (সঃ)-এর গড়া সাহাবায়ে কিরাম হচ্ছেন ইসলামের আদর্শ ব্যক্তিত্ব ও উৎস। তাঁরা নিজেদের তাজা রক্ত দিয়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং ইসলাম স্বরূপ মহীরূহকে পত্র-পলণ্ঢবিত ও আকৃষ্ট করেছেন। আরবের অনেকেই ছিলেন স্বভাব কবি, তাই খুলাফায়ে রাশেদীনসহ অধিকাংশ সাহাবাই জীবনের বিশেষ পর্যায়ে কিছু না কিছু কবিতা রচনা ও আবৃত্তি করেছেন।

এতে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক কবি ছিলেন। কবিতা সম্পর্কে মহানবী (সঃ) এর নীতি, আদর্শ ও মনোভাবই ছিল তাদের স্বকীয় চিন্তাধারা ও মতাদর্শ। রাসূলুলণ্ঢাহ (সঃ) এর ন্যায় তাঁরাও ভাল কবিতা পছন্দ করতেন এবং মন্দ কবিতা ঘৃণা করতেন। তবে কবিতা রচনা তাঁদের পেশা বা নেশা কিছুই ছিল না।

সাহাবীগণের মধ্যে ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা.) কবি ছিলেন না। তবে দু' একটি কবিতা রচনা করেছেন বলে জানা যায়।

বিভিন্ন ক্ষেত্রে তিনি সচেতন বা অবচেতন মনে কবিতা আবৃত্তি করেছেন। কখনো বা স্বরচিত কবিতার চরণ আবেগের সাথে আবৃত্তি করেছেন আবার কখনও অন্য কবির কবিতা আবৃত্তি করেছেন। ইবন ইসহাক তার রচিত একটি কবিতার কথা উলেণ্ঢখ করেছেন, যা উবায়দা ইবন্ হারিসের গাযওয়া উপলক্ষ্য করে তিনি আবৃত্তি করেছেন, যদিও অধিকাংশ ঐতিহাসিক এ কবিতা হযরত আবু বকর (রা.) এর রচিত বলে মনে করেন না।

খলিফা হযরত উমর (রা.) কবিতা সম্পর্কে ভাল জ্ঞান রাখতেন এবং নিজেও বিভিন্ন ক্ষেত্রে কিছু কবিতা রচনা ও আবৃত্তি করতেন। তাঁর চিন্তা-চেতনা নিয়ন্ত্রিত ছিল রাসূলুলণ্ঢাহ (সঃ) এর আদর্শ

---

718 W. gnv¤§' gwRei ingvb, mvnvex Kwe Kv‡e I Zvi evbvZ mÂAv', (XvKv: BmjvwgK dvD‡Ûkb evsjv‡'k, 1984), c. 324|

দ্বারা, যা তার বেশ কিছু কবিতার চরণে অত্যন্ত সুন্দর ও স্বচ্ছভাবে ফুটে উঠেছে। ইসলাম গ্রহণের সময় তিনি মহানবী (সঃ) এর দরবারে উপস্থিত হয়ে আলণ্ঢাহ পাক ও তাঁর প্রিয় রাসূলের প্রশংসায় নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন:

حمد لله ذى المن الذى وحبت * له علينا إياد ما لها غير

بنى صادق اتى بالحق من ثقة * وافى الامانة ما فى عوده خور.[৭১৯]

'সমস্ত প্রশংসা আলণ্ঢাহর জন্য, যিনি অনুগ্রহকারী, তারই প্রশংসা করা আমাদের কর্তব্য, অন্য কারো নয়। আমরা মিথ্যায় ডুবেছিলাম, তারপরও তিনি সত্য কথা বললেন। তিনি যে নবী তাঁর কাছে তো সকল খবর আছে। অনন্তর আমি বললাম, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আলণ্ঢাহই আমাদের সৃষ্টিকর্তা, আর আহমদ আজ আমাদের মাঝে একজন খ্যাতিমান ব্যক্তিত্ব। তিনি একজন সত্য নবী-পূর্ণ আশ্বাসে, পূর্ণ ভরসায় তিনি সত্যসহ আগমন করেছেন। তিনি পূর্ণরূপে আমানত আদায়কারী, তার পথে কোন জুলুম নেই।'

পবিত্র মক্কা বিজয়ের দিন তিনি নিম্নোক্ত চরণগুলো আবৃত্তি করেন,

الم تر أن الله اظهر دينه * على كل دين قبل ذلك حائد

فأمس رسول الله قد غز نصره * وأمس عداه من قتيل وشاره[৭২০]

তুমি কি দেখছ না যে, আলণ্ঢাহ পাক তাঁর দীন (ইসলাম) কে সকল দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন ইতোপূর্বে তারা সঠিক রাস্তা থেকে দূরে ছিল, পরে রাসূলুলণ্ঢাহ (সঃ) এলেন, যার সাহায্য খুবই শক্তিশালী আর তার শত্রুরাও এলো, যাদের বহু নিহত এবং পলায়নকারী।

ইসলামের তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান (রা.) কবিতা পছন্দ করতেন এবং কিছু কবিতার রচয়িতাও। আযানের ধ্বনি শুনে তিনি এ চরণ আবৃত্তি করতেন।

مرحبا با لقائلين عدلا * وبالصلاة مرحبا وأهلا[৭২১]

'যারা সত্য ও সঠিক কথা বলেছে, তাদেরকে স্বাগতম! আরো শুভেচ্ছা স্বাগতম নামাযকে।'

এমনকি শাহাদাতের দিনও খলীফা হযরত উসমান (রা.) যে চরণদ্বয় আবৃত্তি করেছিলেন তা হলো:

ارى الموت لا يبقى عزيزا ولم يدع * لعار ملا ذافى البلاد ومرتعا

---

719 Bmjvgx mwnZ¨ mvs¯‹wZ, BmjwgK dvD‡Ûkb evsjv‡`k (M‡elYv wefvM), c_g cKvk, Gwcj 2004, c. 325|

720 cv¸³, c. 325|

721 cv¸³, c. 326|

يبيت أهلا الحصن والحصن مغلق * ويأتى الجبال الموت شماريخها العلا[৭২২]

'আমি দেখেছি মৃত্যু কোন ক্ষমতাবানকেও রেহাই দেয় না। সে আদ জাতির জন্য নগরসমূহের মধ্যে কোন ঠাই রাখেনি, আর না রেখেছেন কোন চারণভূমি। দুর্গবাসী দুর্গের দ্বার র ন্ধ করে রাত্রি যাপন করে, কিন্তু মৃত্যু তো পর্বতের শীর্ষদেশে মুহূর্তেই গিয়ে হাজির হয়।'

হযরত আলী (রা.) ছিলেন আরবী সাহিত্যের একজন বড় সাহিত্যিক ও প ি ত। আরবী কবিতার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অপরিসীম। তার মুখ নিঃসৃত বহু হিকমতের কথা ইসলামী ভাবধারাপূর্ণ জ্ঞানগর্ভ চরণ খ্যাত হয়ে সাহিত্য জগতে আজও সংরক্ষিত হয়ে আছে। হযরত আলী (রা.) মহান আলণ্ঢাহর নিকট দু'আ করে যে কবিতা রচনা করেছেন, তার কতিপয় চরণ নিম্নে উদ্ধৃত হলো:

لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلى * تباركت تعطى من تشاء وتمنع

إلهى وخلاقى وحرزى وموئلى * اليك لدى الاعصار والسيراترع

إلهى! لئن جلت وجمت خطيئتى * فعفوك عن ذنبى أجل وأوسع[৭২৩]

'আপনার জন্য সকল প্রশংসা, হে দানশীলতা, গৌরব ও মর্যাদার অধিকারী, আপনি মহিমান্বিত, আপনি যাকে ইচ্ছা নিষেধ করেন। হে আমার মা'বুদ, আমার স্রষ্টা, আমার রক্ষক এবং আমার আশ্রয়দাতা। সুখে ও দুঃখে আমি আপনার প্রতি ধাবিত হই। হে আমার মা'বুদ। আমার ভুল ভ্রান্তি যদিও বিরাট এবং বিশাল হোক না কেন, তবুও আমার পাপের চেয়ে আপনার ক্ষমা অধিক বেশি ও অধিক প্রশস্ত'।

মহানবী (সঃ) এর কনিষ্ঠ কন্যা ও হযরত আলী (রা.) এর প্রাণপ্রিয় স্ত্রী বিবি ফাতিমা (রা.) কিছু কবিতা রচনা করেন। রাসূলুলণ্ঢাহ (সঃ) এর ইন্তেকালের পর তিনি শোক প্রকাশ করে যে কবিতা আবৃত্তি করেন:

إنا فقو تاك فقو الارض وابلها * وغلب مذغبت عنا الوحى والكتب

فليت قبلك كان الموت صادفنا * المانعين وحالت رونك الكتب[৭২৪]

"বৃষ্টি ছাড়া মাটির যে অবস্থা হয় আপনাকে হারিয়ে আমাদেরও সে অবস্থা হয়েছে। আর আপনি যে দিন আমাদের থেকে বিদায় নিয়েছেন, সেদিন থেকে ওহী এবং কিতাবও আমাদের থেকে বিদায় নিয়েছে। অনন্তর হায়! আপনার পূর্বেই যদি মৃত্যু আমাদেরকে নিয়ে যেতো, তাহলে আমি কখনও বিলাপ করতাম না, আর আপনার ও আমার মধ্যে মাটির স্তুপ ব্যবধান সৃষ্টি করতো না।"

---

[722] cÿ¸ ³, c. 326|
[723] cÿ¸ ³, c. 327|
[724] cÿ¸ ³, c. 327|

এ আলোচনা দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, মহানবী (সঃ) ও সাহাবীগণের উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায় আরবী কবিতায় ইসলামী ভাবধারার বিকাশ ঘটে এবং বিভিন্ন যুগে এর ক্রমোন্নতি ঘটে।

wØZxq cwi‡”Q‘: wmivRxi Kv‡e¨ Bmjvgx fveaviv

মুসলিম বাংলার বিগত যুগের দুই কবি কায়কোবাদ ও সিরাজী স্বাভাবিকভাবেই মহাকাব্য রচনায় অগ্রসর হন। ১৩০৫ বঙ্গাব্দে মাসিক ‘কোহিনূর’ পত্রিকায় শ্রাবণ সংখ্যা থেকে মহাকবি কায়কোবাদের ‘মহাশ্মশান’ কাব্যের প্রথম অংশ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। সিরাজী আরও অনেক পরে মহাকাব্য রচনায় হাত দেন। তার ‘মহাশিক্ষা’ কাব্যের ‘বন্দনা’ ও ‘মন্ত্রণা’ নামক প্রথম সর্গ প্রকাশিত হয় ১৩১১ সালের ‘ইসলাম প্রচারক’ পত্রিকায় বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায়। মুসলিম বঙ্গের এই দুই প্রখ্যাত কবির মধ্যে ভাব, ভাষা ও আদর্শগত পার্থক্য ছিল সন্দেহ নেই। কায়কোবাদ অনুসরণ করেছেন নবীনচন্দ্র সেনকে আর সিরাজীর আদর্শ ছিল মহাকবি মাইকেল। বস্তুত নবীন সেনের ‘ত্রয়ীকাব্য’ ও ‘মেঘনাদবধ’ কাব্যের মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে, সিরাজীর ‘মহাশিক্ষা’ আর কায়কোবাদের ‘মহাশ্মশান’ কাব্যের মধ্যে অনুরূপ পার্থক্য আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সর্বাধিক লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, সিরাজী বাংলা সাহিত্য চর্চা করতে গিয়ে কোথায়ও নিজের জাতীয় স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দেন নি। তিনি যে তৌহিদবাদী মুসলমান, তৌহিদের বজ্রকণ্ঠের সাধনা যে তার কবিজীবনের ভিত্তিভূমি, সে কথা তিনি কোথাও ভুলে যান নি। ১৩১১ বঙ্গাব্দে ‘ইসলাম প্রচারক’ এ প্রকাশিত সিরাজীর ‘মহাশিক্ষা’ কাব্যের ‘বন্দনা’ অংশে কবির এই তৌহিদ প্রীতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। গ্রীক কবি হোমর তার বিশ্ববিখ্যাত মহাকাব্য ইলিয়ডের প্রারম্ভে কাব্যদেবীর স্তর রচনা করেন। তিনি দেবী Muse কে লক্ষ্য করে বলেছেন, Hevenly gooddess, sing: আর তারই অনুকরণে বাংলার অমর খ্রীস্টান কবি মাইকেল তার ‘মেঘনাদ বদ কাব্যে’র সূচনাতে গেয়েছেন: ‘কহ হে দেবী অমৃত ভাষিণী।[৭২৫] এসব প্রথাগত কাব্যরীতির মোহ সিরাজীকে বিভ্রান্ত করে নি। তিনি তৌহিদের শ্বাসত সেবক হিসেবে এবং তার পূর্বসূরি পুঁথি রচয়িতা মুসলিম কবিদের উত্তরাধিকারী হিসেবে তার মহাশিক্ষা কাব্যের সূচনায় গেয়েছেন–

“হে এলাহি! দয়াবারি করি বরিষণ
মানস উদ্যান-জাত কবিত্ত্ব-তর“রে
করহ সরম এবে শ্যামল শোভন,
পত্র পুষ্পে সমাবৃত। বড় সাধ মনে
সে কবিত্ত্ব- তর“ হতে চার“ ফুল দল

[725] Lv‡j‘ gvm‡K imj, AwMci“l wmivRx, BmjwgK dvD‡Ûkb evsjv‡‘k, c_g cKvk, Rb, 1983, c. 51|

অবচয়ি' গাঁথিবারে কাব্যের মালিকা
কল্পনার সূক্ষ্ম সূত্রে মনের মতন।"[৭২৬]

মহাশিক্ষা কাব্যে তিনি 'বিষাদসিন্ধু' বা 'জঙ্গনামা'র অনুসরণে এজিদের পরাজয় ও মহাবীর হানিফার কল্পিত বিজয়ের মাধ্যমে উপসংহার করেন।

"লক্ষ লক্ষ নাগরিক লয়ে নানা ভেট
অজথিলা হনিফারে জয়ধ্বনি করি।
মিষ্টবাক্যে সকলেরে অভয় প্রদানি
নগরীর শান্তি রক্ষা ব্যবস্থা করিয়া
সর্বাগ্রে কারায় পশি' বন্দিনী নিয়ে
বিমুক্তিলা আলী জাদা, পুনঃ অশ্রুধারা
প্রবাহিল সকলের নেত্র নীলোৎপলে।"[৭২৭]

কল্পনায় নিরংকুশ উড্ডয়নে অভ্যস্ত কবি ইতিহাসের প্রতি এখানে উপেক্ষা প্রদর্শন করেছেন। মহাকবি কায়কোবাদের মত তিনি ঐতিহাসিক সত্যের অনুরোধে কাব্যসত্যকে ব্যাহত করেননি। অদ্ভুত সৃষ্টি নৈপুণ্যে তিনি নতুন করে ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন এবং তার সৃষ্ট কাল্পনিক চরিত, দামেশক নগরী, জয়নালের অভিষেক, জয়নাল নাগিনার মিলন, হানিফার বিয়োৎসব ও স্বরাজ্যে গমন ইতিহাসের চেয়ে অধিকতর সত্য হয়ে প্রতিভাত হয়েছে। সিরাজী তার 'মহাশিক্ষা' কাব্যের উপসংহারে নিজের কল্পিত রাজ্যে বিচরণ করে গেয়েছেন:

"অনন্তর আলীজাদা সুশৃঙ্খল করি
বিশৃঙ্খল সাম্রাজ্যের, বিপুল ঘটায়
জয়নাল নাগিনা দোঁহে আনন্দ উলণ্চাসে
বাধি পরিণয় পাশে, ফিরিলা স্বরাজ্যে
ভাসিয়া আখির নীরে 'হা হোসেন' বলি।"[৭২৮]

অনল-প্রবাহ কাব্যের শুরু থেকে সিরাজী মুসলিম জাগরণের নকীবের ভূমিকা অবলম্বন করেছেন। তার কালে ভারতবর্ষের মুসলিম সম্প্রদায়ের অনগ্রসরতায় তিনি যে প্রচণ্ড বেদনাবোধ করেছেন তার

---

[726] cÖv¸³, c. 51|
[727] cÖv¸³, c. 53|
[728] cÖv¸³, c. 53|

Dhaka University Institutional Repository

জন্যে তিনি পিছিয়ে পড়া এ জাতিকে সসম্মানে তার অতীতের গৌরবময় মহিমায় উত্তরণ ঘটানোর অঙ্গীকারে জাগিয়ে তোলার কথা বারবার উচ্চারণ করেছেন।

ড. শিশির কর লিখেছেন, মুসলমানদের বিশেষ করে বাঙালী মুসলমানদের জাগানোর চেষ্টা করেছিলেন কবি। শুধু মুসলমানদের হীনতা, দীনতার কথাই কবি বলেননি- সমগ্র প্রাচ্যবাসীর জন্যই কবির বেদনা প্রকাশ পেয়েছে–

পাশ্চাত্যের কাছে প্রাচ্যের হীনতা,
পাশ্চাত্যের কাছে প্রাচ্যের দীনতা,
করহ খ=ণ
হে নৃপভূষণ।[৭২৯] (আমীর অভ্যর্থনা, পৃ. ৯৩)

সিরাজী ছিলেন সচেতন কবি। মুসলমানদের অতীত শৌর্যবীর্য এবং সমৃদ্ধ সম্পদের পুনর"জ্জীবন কামনা করতেন তিনি। তাই এই চেতনা ছিল সমগ্র ভারত উপমহাদেশের মুসলমানদের জন্য। মুসলমানদের গৌরবজনক ইতিহাসকেও তিনি সম্পদ গণ্য করেছেন। ইতিহাসকে জাগিয়ে দেবার সাধনা ছিলো তার। তিনি মুসলমানদের বীরত্বকে অবলম্বন করেছেন। যেভাবে তিনি ভারত উপমহাদেশের মুসলমানদের জাগরণ চেয়েছেন, তেমনি বিশ্ব মুসলিমের প্রতিও তার ছিলো অন্তরের টান। যাকে আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গি বলা যায়।

'অনল প্রবাহ' পড়লে মনে হবে সিরাজী ঐতিহাসিক ইসলামের বিশ্বরূপ আদ্যন্ত দেখেছিলেন। ইসলামের গৌরবময় উত্থান ও শোচনীয় পতনে মুগ্ধ ও আহত হয়েছেন। আজাদ, আত্মনির্ভরশীল ও স্বাধীন ইসলামের যে বিশ্বরূপ তিনি দেখেছিলেন এবং পরাধীন, পরাজিত বিতাড়িত মুসলমানের রূপও তাকে ব্যাথিত করেছিল।

১৯০০ খ্রিস্টাব্দে অনল-প্রবাহ, মূর্ছনা, বীরপূজা, অভিভাষণ, ছাত্রদের প্রতি, মরক্কো সংকট, আমীর আগমনে, দীপনা আমীর, অভ্যর্থনা– এই নয়টি কবিতা নিয়ে 'অনল প্রবাহ' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। অনল প্রবাহে কবি মুসলমানদের বর্তমান দূরবস্থার কথা চিন্তা করেছেন এবং অধিকারী ইংরেজদের বির"দ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। মুসলমানদের অলস জীবন কবিকে পীড়িত করেছে এবং ইসলামের পুনর"জ্জীবনকামী সংস্কারের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি লিখেছেন–

"ইসলামের গৌরবের বিজয় কেতন

---

[729] eB, RvZxq MŠ‡K›', ms¯'wZ welqK gšYvjq, RjvB, 2008, c. 120|

হে মোর আশার দীপ নব্য যুগ॥
মোসলেমের অভ্যুত্থানে
ইসলামের জয়গানে
আবার লড়ুক বিশ্ব নতুন জীবন।
জাগাতে অতীত স্মৃতি
জাগাতে জাতীয় প্রীতি
অনল প্রবাহ খানি করিয়া রচন
বড় আশে বড় সাথে
দিন তোমাদের হাতে
হউক অনলময় অলস জীবন।
আবার উত্থান লক্ষ্যে
বহাও জগৎ বক্ষে
নব-জীবনের খর প্রবাহ পণ্ঢাবন।
আবার জাতীয় কেতু
উড়াও মুক্তির হেতন
উঠুক গগনে পুনঃ রক্তিম তপন।"[৭৩০]

সিরাজীর আগে এত পরিষ্কারভাবে হিন্দু মুসলিম ঐক্য আর কোনো কবি চাননি। এভাবেই সিরাজী হয়ে উঠলেন জাতীয় জাগরণের অন্যতম অগ্রনায়ক। জাতিকে, রাষ্ট্রিক ও সামাজিক প্রয়োজনে অবিস্মরণীয় এক কবি নেমে গেছেন রাজনীতিতে। হাত দিয়েছেন সমাজ সংস্কারে। অনন্য সাধারন বাগ্মী চারণের মতো ছুটে বেড়িয়েছেন সারাদেশে। লিখেছেন উপন্যাস। হয়েছেন সৈনিক, সাংবাদিক। সিরাজী শেষ ৩টি দশকে কাব্য, উপন্যাস, প্রবন্ধ, ভ্রমণকাহিনী, মহাকাব্য মিলিয়ে গ্রন্থ উপহার দিয়েছেন ৩২টি। পরিণত হয়েছে সাহিত্যের সেনাপতিতে রচিত হয়েছেন সর্বজন শ্রদ্ধেয় জাতীয় নেতায়।

সিরাজী উপলব্ধি করেন শুধু বাংলায় নয় সমগ্র মুসলিম উম্মাহর এখন বড় দুর্দিন। অথচ এই মুসলমানগণ এক সময় ছিল সব থেকে অগ্রগামী জাতি। এরাই ছিল নন্দিত শাসক, মানবতার সেবক, মহান যোদ্ধা, বিজ্ঞানী ও সত্য ন্যায়ের দিশারী। একদা মুসলমানদের প্রাসাদ শীর্ষে উড্ডীন ছিল

[730] mvqx' Ave eKi m¤úvw'Z, wkivRx civb, 1g el 1g msL¨v, XvKv, Bmjvg K dvD‡Ûkb (wW‡m¤i 2012), c. 35|

গৌরবোজ্জ্বল পতাকা। দিকে দিকে কীর্তিত হতো মুসলমানদের বিজয়গাঁথা। আজকে তারা পরাভূত, হতমান হীনবল বিতাড়িত। তাদের স্থান দখল করেছে অসভ্য পশ্চাদপদ খৃস্টান জাতি। জগত জুড়ে চলছে তাদেরই আধিপত্য কতৃত্ব।

সিরাজী ছিলেন স্বাধীনতাকামী কবি। তিনি যখন কর্মকোলাহল মুখর জীবন পথের যাত্রী, তখন ভারতের আজাদী আন্দোলন ধীরে ধীরে দানা বেঁধে উঠেছে। এ সময় এই জাগরণমুখর জাতির সামনে তিনি অতীত ইতিহাসের গৌরবময় অধ্যায় তুলে ধরে 'মিশরের অভুত্থান' কবিতায় লিখেন–

"মরক্কো হইতে পূর্বে বোর্নিও অবধি
নিস্তরঙ্গ ছিল সেই ইসলাম-জলধি
সেই জলধির বক্ষে
শত্র‍ুকুল এর লক্ষ্যে
ডুবিয়া ডুবিয়া করি রত্ন আহরণ
লক্ষ পোতে করিতেছি বিদেশে প্রেরণ।"[৭৩১]

'উচ্ছ্বাস' সিরাজীর দ্বিতীয় কাব্য। তিনি একে বলেছেন, জাতীয় কাব্য। আটটি সর্গে সমাপ্ত এই কাব্য অধঃপতিত পৃথিবীতে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর জন্ম ও ইসলাম প্রচার, সমগ্র জগতের ইসলামের ব্যাপ্তি মুসলমানের অতীত গৌরব, বর্তমান পুনর্জাগরণের চেষ্টা, সেই তুলনায় নিষ্ক্রিয় ভারতীয় মুসলমানদের জন্যে আক্ষেপ বর্ণিত হয়েছে। কবি আক্ষেপ করে বলেন–

"এই কি সে জাতি হায়, এই কি সে মুসলমান
কর্মে মত্ত ধর্মে রত, জ্বলন্ত জীবন প্রাণ!
অশ্ব পৃষ্ঠে শয্যা যার, সঙ্গী ছিল তরবার,
কিবা স্থলে কিবা জ্বলে ঝঞ্ঝা গতি ছিল যার।"[৭৩২]

পুনর‍ুত্থানের স্বপ্ন ব্যক্ত করে কবি বলেন–

'একটিও যদি পাই মহাপ্রাণ,
একটিও যদি পাই মুসলমান
তাহলে অচিরেই মহাঅভ্যুত্থান
গাইবো, গভীরে প্রলয় বিষাণ

---

[731] c৷¸ ³, c. 80|
[732] c৷¸ ³, c. 81|

Dhaka University Institutional Repository

দিব ফুৎকারিয়া টলিবে পাষাণ
পদতলে ধরা পড়িত লুটি।”[৭৩৩]

‘মহাশিক্ষা কাব্যে’র প্রথম খণ্ডের কাহিনী পরিকল্পনা মীর মোশাররফ হোসেনের ‘বিষাদ সিন্ধু’র অনুরূপ। কুফাবাসীদের বিশ্বাসঘাতকতায় মোসলেম ও তার দুই শিশুপুত্রের মর্মান্তিক মৃত্যু; পথ ভুল করে ইমাম হোসেনের কারবালায় উপস্থিতি; কারবালার যুদ্ধক্ষেত্রে কাশেমের সঙ্গে সখিনার বিবাহ, এজিদের সৈন্য কর্তৃক হোসেনের কোলে তার শিশুপুত্র আসগরের তীরবিদ্ধ হওয়া, সর্বশেষ ‘শেমর’ এর কৃপাণে হোসেনের শিরচ্ছেদ ইত্যাদি সব ঘটনাই বিষাদসিন্ধু অনুসারী। তবে আদর্শবাদী কবি এসব ঘটনার অন্তরালে মানব জাতির জন্য এক মহাশিক্ষার অনুসন্ধান করেছেন এবং সেই শিক্ষাকেই কাব্য-কাহিনীর তাৎপর্য হিসেবে তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন।

ইমাম হোসেনের চরিত্রের মধ্য দিয়ে কবি অবিচল ধর্ম বিশ্বাস, স্বাধীনতা ও প্রজাতন্ত্রের আদর্শকে বড় করে দেখিয়েছেন। এখানে কবির যুগ চেতনার প্রকাশ দেখতে পাই। সিরাজী রাজতন্ত্রের পরিবর্তে প্রজাতন্ত্রকে কাম্য রাষ্ট্রীয় আদর্শ মনে করতেন এবং স্বাধীনতাকে সর্বোচ্চ স্থান দিয়েছেন।

মুসলিম জাগরণের কবি সিরাজী ইসলামের প্রথম চার খলিফার গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার সমর্থক ছিলেন। এ কারণেই চতুর্থ খলিফা হযরত আলীর ইন্তিকালের পর মুআবিয়া এবং তৎপুত্র এজিদ কর্তৃক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠাকে তিনি জনগণের স্বাধীনতার অবলুপ্তি বলে মনে করেছেন। আলী তনয় মহাবীর হোসেনের মুখ দিয়ে কবি তার রাজনৈতিক আদর্শ ব্যক্ত করেছেন–

“প্রজার সাম্রাজ্য চালাইবে প্রজা
কেবা প্রভুশক্তি? কেবা এর রাজা
প্রজাবৃন্দ যারে নেতা নির্বাচিবে
সেইত প্রকৃত খলিফা হইবে।”[৭৩৪] (১৫শ সর্গ)

মহাশিক্ষা কাব্য ২য় খণ্ডে এজিদ কন্যা নাগিনার সঙ্গে হোসেনের পুত্র জয়নাল আবেদীনের প্রেম, তাতে এজিদের স্ত্রী জরিনার সমর্থন এবং হোসেন পরিবারের প্রতি জরিনার সহানুভূতি সিরাজীর কাহিনী-পরিকল্পনার মৌলিকত্বের নিদর্শন। এজিদ-পুত্র বায়েজিদ ও তার স্ত্রী জোবেদা মধুসূদনের মেঘনাদ ও প্রমীলার আদলে পরিকল্পিত। কবি প্রমীলার অনুকরণে জোবেদাকে বীরঙ্গনারূপে সৃষ্টি করেছেন এবং তার মুখ দিয়ে বলেছেন–

“নৃপেন্দ্র এজিদ যাহার শ্বশুর,

---

[733] cÖ¸³, c. 81|
[734] cÖ¸³, c. 94|

Dhaka University Institutional Repository

স্বামী যার হায়ঃ শূরকুল সুর
মৃত্যুভীতি যার হইয়াছে দূর,
সে নারী ডরিবে কাহারে?"[৭৩৫]

ZZxq cwi‡"Q': wmivRxi Dcb¨v‡m Bmjvgx fveavi

বাঙালী মুসলমানের সাহিত্য সাধনা দুটো বিশিষ্ট পথ ধরেই চলছিল। একটিতে দেখি ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াস। সুধাকর দল এর উদ্যোক্তা এবং অনুসারী। আর একটি নিছক সাহিত্য ধর্মী দল। মুসলিম সাহিত্যকে বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধি সাধন করাই ছিল পরবর্তীকালের বিশেষ লক্ষ্য। এদের আদর্শ ছিলেন তদানিন্তন কালের হিন্দু লেখকেরা। এরা বাংলা সাহিত্যের সেবা করেছেন মুসলিম জাতীয় জীবন রচনা করার জন্য ততটা নয়, যতটা সাহিত্য সৃষ্টি করার জন্য। এ দলে ছিলেন মীর মোশাররফ হোসেন, কায়কোবাদ এবং মোজাম্মেল হক। ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার পর থেকে ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ রদ হবার পূর্ব পর্যন্ত স্বতন্ত্রভাবে ইসলামী সাহিত্য রচনা করার প্রয়াস সত্ত্বেও মুসলমানদের দিক থেকে হিন্দুদের সঙ্গে মিলেমিশে একটা সমন্বয়ধর্মী সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াস চলছিল। বঙ্গভঙ্গ রদ করার জন্য বাংলার হিন্দুরা যে ভূমিকায় অভিনয় করলো তাতে এ প্রয়াসের ভিত্তিমূলে এ শতকের গোড়াতে প্রথমবারের মত প্রচন্ড আঘাত লাগলো। মুসলমানদের তখন কেউ কেউ একথা বুঝতে পারলেন যে হিন্দু-মুসলমানের জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র পথ ধরেই এ দেশে তাকে এগিয়ে যেতে হবে। এ দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই এ শতকের প্রথম দশকে (১৯০৬) যেমন বাংলাদেশেই ঢাকা নগরীতে মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা হয়, সাহিত্যেও তেমনি। এ সময় থেকেই স্বাতন্ত্র্য রক্ষার প্রচেষ্টা চলে।

ইসমাঈল হোসেন সিরাজী, জন্মগতভাবে ওহাবী ছিলেন না। তবু ভাবে চিন্তায় ও কর্মে ওহাবীদের সঙ্গে তাঁর মিল দেখা যায়। ভারতীয় মুসলিমকে সংঘবদ্ধ করতে হলে তাদের অতীত শৌর্যবীর্য আবার ফিরিয়ে আনতে হবে এ revivalist চিন্তা পদ্ধতিও তার মধ্যে মূর্ত হতে দেখা যায়। একদিকে ভারতীয় মুসলমানদের পুনরুজ্জীবনবাদ, অন্যদিকে তেমনি নিখিল বিশ্ব মুসলিমের সংঘবদ্ধতাজনিত 'প্যান ইসলামী' দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর রাজনৈতিক ও সাহিত্যিক জীবনের গতিপথ নির্ধারিত করেছে। এদিক থেকে মুসলমান ইসমাঈল হোসেন সিরাজী বাংলা সাহিত্যে হিন্দু বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশদত্ত, হেমচন্দ্র এবং নবীনচন্দ্রেরই সহধর্মী।

[735] cv¸³, c. 96|

মুসলমানদের ঘুম ভাঙ্গানো ছিল সিরাজীর জন্মগত সাধনা। নিপীড়িত মুসলমান জ্ঞানে, কর্মে, শিল্পে সভ্যতায় সমুন্নত হোক, তার জীবনের এই-ই ছিল ব্রত। এ মানসিকতাই সিরাজী 'রায়নন্দিনী' 'ফিরোজা বেগম', 'তারাবাঈ' এবং 'নূরউদ্দীন' প্রভৃতি উপন্যাস প্রকাশ পেয়েছে।

তার প্রবন্ধগুলোতে যে ভাবাদর্শ ও মতবাদ প্রচারিত হয়েছে, তার উপন্যাসে ঘটনাবিন্যাসে ও চরিত্রবিচিত্রকেও সেই একই মানসাদর্শ প্রতিফলিত হয়েছে। তার কোন উনপন্যাসেই চরিত্র যথাযথভাবে বিকশিত হয়নি, আদর্শের ভাববাহী রূপে তার মতবাদের ক্রীড়ানক হয়ে উঠেছে। ইসলাম ধর্মের মাহাত্ম্য ব্যাখ্যার জন্য মৌলভী মৌলানারা তাঁর উপন্যাসে ভিড় করছে, তাতে চরিত্র ফুটুক বা না ফুটুক, মুসলিম চরিত্রগুলোর আত্মদর্শনে সম্ভব হয়েছে এবং তাদের শৌর্যবীর্যে মুগ্ধ হয়ে বহু হিন্দু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে, আর শিবাজীর কন্যা 'তারাবাঈ' আফজাল খাঁকে প্রেম নিবেদন করে বিয়ের মজলিসে চক্রীর চক্রান্তে নিহত হয়েছে। অন্য পক্ষে 'ফিরোজা বেগম' উপন্যাসে সিরাজী মুসলিম ও মারাঠার দ্বন্দ্ব সংগ্রামে মুসলিম ললনা ফিরোজাকে অনন্ত বিদ্যা বুদ্ধি এবং মহাশক্তির উৎসর"পিনী করে এঁকেছেন। 'নূরউদ্দীন' উপন্যাসে চিতোরের অধিপতি রানা উদয়সিংহের বিধবা ভগ্নি স্বর্ণবাঈ এর সহিত তার সেনাপতি তুর্কবংশ র"মীখানের প্রেম ও বিবাহ এবং তদীয় কন্যা র"ক্রিনী বাঈয়ের সহিত মালবের সোলতান রোকন উদ্দীনের পুত্র নূরউদ্দীনের প্রেম ও বিরহ মিলনের কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন। 'নূরউদ্দীন' উপন্যাসটি একটি সুললিত ও সুখপাঠ্য রোমান্টিক ট্র্যাজেডি-কমেডি। এ থেকে বুঝা যায় এ উপন্যাসগুলোও নিতান্ত উদ্দেশ্যমূলক।

'রায় নন্দিনী'র রচনার পশ্চাতে সিরাজীর যে মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় তা সর্বক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য না হলেও আমরা বলতে পারি যে, তৎকালীন বাংলাদেশের সামাজিক পরিবেশে মুসলমানদের জন্য এ জাতীয় চিন্তাধারার প্রয়োজন ছিল। বরিশালের মৌলভী ফজলুর রহীম চৌধুরী 'রায় নন্দিনী' পাঠ করে সিরাজীকে লিখেছিলেন– 'নৈরাশ্য আধারে মগ্ন মুসলমান সমাজে মহাজীবনের যে বন্যা আপনি বহাইয়াছেন, 'রায়নন্দিনী'র বজ্রমুখ লেখনী দ্বারা মুসলিম বিদ্বেষী সাহিত্যিকদের চিন্তার মূলে কুঠারাঘাত করিয়া যেরূপ নির্ভীকভাবে মুসলিম গৌরবকে রক্ষা করিয়াছেন, সুদূর তুরস্কের মরণ আহরে যোগদান করিয়া ইসলামের বিশ্বভ্রাতৃত্বের বন্ধন সুদৃঢ় সম্পন্ন করিবার জন্য যে ত্যাগ ও সেবার পরিচয় দিয়াছেন, ঐশ্বরিক ক্ষমতা সম্পন্ন বাগ্মীরূপে সমাজের উত্থানের মহামন্ত্র অবিশ্রান্তভাবে প্রচার করিয়া চলিয়াছেন, তদুপরি ব্যক্তিগত জীবনকে আপনি যেরূপ জ্ঞান, চরিত্র, ধর্ম, সত্য ও ন্যায়ের মনিকাঞ্চনে

বিভূষিত করিয়া আদর্শ জীবনে পরিণত করিয়াছেন, তাহাতে আপনার সম্মানের যোগ্য বন্দোবস্ত করিবার মত সুবুদ্ধি আমাদের হইবে কিনা খোদা জানেন।'[৭৩৬]

খ্যাতনামা সাহিত্যিক খান বাহাদুর মৌলভী তসলিম উদ্দীন আহমদ লিখেছেন– "রায় নন্দিনী'র প্রথম অংশ পড়িয়াই শরীর রোমাঞ্চিত হইয়াছে। বিদ্বেষী গ্রন্থকারদের উচিৎ জবাব দিয়া সমাজের অসাধারণ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। মুসলমান সমাজকে কলঙ্কমুক্ত করিবার জন্য আপনি যেরূপ চেষ্টা করিতেছেন, তাহাতে ভবিষ্যৎ বংশধরেরা আপনার জয়গান চিরকাল করিবে।"[৭৩৭]

এম. সেরাজুল হক লিখেন– 'রায় নন্দিনী' তখনি লিখিতে হয়, যখন বাংলা সাহিত্য মোসলেম-বিদ্বেষীদের আড্ডায় পরিণত হইয়া জাতির কলঙ্ক কাহিনী প্রচারিত হইতেছিল। সেই সময় তিনি তাঁহার দাঁতভাঙ্গা জবাব দিয়া মাতৃভাষা চর্চায় ও সাহিত্যরাজ্যে এক নব অধ্যায়ের সূচনা করেন।[৭৩৮]

'রায় নন্দিনী'তে উপন্যাস কাঠামোর মধ্যে সিরাজীর কয়েকটি উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হতে দেখা যায়। তিনি চেয়েছিলেন, এ উপন্যাসে–

১. মুসলিম অতীত গৌরবের কথা শোনাবেন।

২. মুসলিম বীর পুর‍ুষদের উজ্জ্বল মহিমায় চরিত্র চিত্র এঁকে দেখাবেন।

৩. সেকালের হিন্দু নারীরা যে বীর মুসলিম পুর‍ুষদের প্রণয়ধন্য হতেন, তার রূপায়ণ করবেন।

৪. হিন্দুদের বর্ণিত বীর চরিত্রগুলোর প্রকৃতি কলঙ্কময় দিকটি উন্মোচন করবেন।

৫. মুসলিম দরবেশরা তাদের পূতস্নিগ্ধ চরিত্র– মাহাত্ম্যে কিভাবে এদেশের মানুষের মন জয় ও ইসলাম প্রচার করেন তা দেখাবেন।

৬. মুসলিম বীর পুর‍ুষদের বাহুবল, সাহস, দুঃসাহসিক বীরত্ব ও দুর্জয়, মানসিকতার পরিচয় তুলে ধরবেন।

৭. প্রয়োজনের তাগিদে সুদৃঢ়প্রান্ত হতেও এ মুসলমান আরেক মুসলমানের আহ্বানে কিভাবে সাগ্রহে সাড়া দেয় তা দেখাবেন।

উলেণ্টখ্য, এই প্রতিটি বিষয়ের রূপায়ণই তৎকালীন মুসলিম সমাজ দেখতে চেয়েছিল; সিরাজী অত্যন্ত সফলতার সাথে তাদের সে প্রত্যাশা পূরণ করেছেন।

---

[736] cÿ¸ ³, c. 36|
[737] cÿ¸ ³, c. 67|
[738] cÿ¸ ³, c. 132|

সিরাজীর প্রথম ও শেষ লক্ষ্য ছিল মুসলমানদের উন্নয়ন ও জাগরণ, তার সমস্ত সাহিত্যেরও মূল কথা এই: সিরাজীর জীবন উনিশ ও বিশ শতাব্দীতে আধাআধি ভাগ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তার রচনায় বিশ শতাব্দীর কোন প্রভাব পড়েনি। সর্বোতভাবে তিনি উনিশ শতাব্দীর আদর্শবাদী হিতবাদী জাগরণকামী সাহিত্যিক।

সিরাজীর 'রায় নন্দিনী' (১৯১৬) বঙ্কিমের 'দুর্গেশ নন্দিনী'র (১৮৬৫) জবাবে লেখা, 'তারাবাঈ' (১৯১৬) বঙ্কিমের 'রাজসিংহ' (১৮৮২) এর জবাবে লেখা। মূল উপন্যাসের চলিণ্ঢশ পঞ্চাশ বছর পরে সিরাজী তার জবাব দিতে প্রবৃত্ত হয়ে ছিলেন। বঙ্কিম যেমন 'দেবী চৌধুরানী' 'আনন্দমঠ' 'রাজসিংহ' প্রভৃতি উপন্যাসে হিন্দু স্বজাত্যবোধের পরিচয় দিয়েছিলেন, সিরাজী তার পাল্টা জবাব হিসেবে মুসলিম স্বজাত্যবোধের রূপ দিলেন তার উপন্যাসগুচ্ছে।

PZ_ cwi‡”Q‘: wmivRxi ce‡Ü Bmjvgx fveaviv

সিরাজীর গদ্যের ভঙ্গি সহজ-সরল এবং অত্যন্ত সাবলীল। বাংলার সাহিত্যিক গোষ্ঠীর মধ্যে সিরাজীর যে রচনা-রীতি, বাচনভঙ্গী ও ওজস্বল সৃষ্টি নৈপুণ্য, তা বিরল। সিরাজীর সুচিন্তা, আদব-কায়দা শিক্ষা, স্ত্রী শিক্ষা, তুরস্ক ভ্রমণ, তুর্কী নারী জীবন, স্পেনীয় মুসলমান সভ্যতা, সিরিয়া পরিভ্রমণ, মুসলমান জাতি ও হিন্দু লেখক, আত্মশক্তি ও প্রতিষ্ঠা, আদর্শ সতী বিবি রহিমা, তুর্কী নারী জীবন, ইসলাম ও ঐক্যশক্তি, উচ্চ শিক্ষার ফল, বাঙ্গালা সাহিত্য ও হিন্দু মুসলমান, আত্মত্যাগ ও জাতীয় উন্নতি, শিক্ষার পরিণাম, জাতীয় জীবনে স্বাধীনতার প্রয়োজন, ভারতের বর্তমান অবস্থা ও মুসলমানের কর্তব্য, বঙ্গীয় মুসলমান সমাজ, বাঙালী মুসলমানের আত্মপরিচয়, ইতিহাস চর্চার আবশ্যকতা, স্বরাজ ও হিন্দু-মুসলমান, ইসলাম ও ধনবল, জাতীয় প্রতিষ্ঠা, নবনূর ও জেহাদ প্রভৃতি প্রবন্ধ সংকলনের রচনা-রীতি প্রাঞ্জলতা ও প্রাণপ্রাচুর্যে সমুজ্জল। কবি আবদুল কাদির বলেন– ‘তার রচনা শক্তির জন্যই তিনি দীর্ঘদিন স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। শুধু সাহিত্যের ইতিবৃত্তেই তার গৌরবান্বিত আসন লাভ হবে না, দেশের জাগরণের ইতিহাসেও তাঁর উলেণ্টখ হবে সম্ভ্রমময়। স্বদেশের ও স্বসমাজের কল্যাণের জন্য তিনি সর্বশক্তি নিয়োজিত করেছিলেন, সেই দুর্লভ শক্তির আবেগদীপ্ত প্রকাশ রয়েছে তার বিপুল সাহিত্যে। সেই বীর্যবান পুর“ষের জীবন বাণী মূর্ত রয়েছে বলেই তাঁর সাহিত্য কালস্রোত বহুদিন মলিন হবে না।[৭৩৯]

বাঙলার মুসলিম সমাজ জীবনে স্ত্রীজাতির সম্মান ও সম্ভ্রম বৃদ্ধির জন্য এই বীর্যবান পুর“ষ জীবনপণ করেছিলেন। তিনি বাঙলার মুসলিম পুরাঙ্গনাদেরকে জগজ্জননী খাদিজা, ফাতেমা, খাওলা, রিজিয়া, চাঁদ সুলতানা, জাহানারা, জেবুন্নিসার যোগ্য উত্তর সাধিকা হিসেবে দেখতে চেয়েছিলেন। বিংশ শতকের গোড়ার দিকে কলকাতায় বঙ্গীয় মুসলমান শিক্ষা-সমিতির যে তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়, সেই অধিবেশনে বীর্যবন্ত যুবক সিরাজী নারী শিক্ষার উপর একটি সারগর্ভ ভাষণ দিয়েছিলেন, তার সেই ভাষণ ছিল আবেগোচ্ছল, অগ্নিবর্ষী, প্রোজ্জল, উজ্জ্বল ও লেলিহান।

সিরাজীর সৃষ্ট মুসলিম নারী চরিত্রগুলো জাতীয় ভাব ও আদর্শে বিশেষভাবে উদ্দীপ্ত। ‘রায় নন্দিনী’তে ঈসা খাঁর মহীয়সী জননী আয়েশা বলেন– ‘আমি প্রতিমা পূজক কাফিরের কন্যাকে ঘরে এনে বংশ কলুষিত করবো না।... এতে গুরতর জাতীয় অনিষ্ট হচ্ছে। হিন্দুর নিস্তেজ রক্ত মুসলমানের রক্তে মিশ্রিত হয়ে মুসলমানকে ক্রমশ হিন্দুর ন্যায় ভীর“, কাপুর“ষ, ঐক্যহীন, জড়োপাসক, নিবীর্য, নগণ্য

[739] Lv‡j‘ gvm‡K imj, AwMci“l wmivRx, BmjwgK dvD‡Ûkb evsjv‡‘k, c_g cKvk- Rb 1983, c. 78|

জাতীতে পরিণত করবে।.... অন্যদিকে বংশধরেরা মাতৃরক্তের হীনতাবশত কাপুরুষ, বিলাসী এবং চরিত্রহীন হয়ে পড়বে।"[৭৪০]

জাতির মঙ্গল ও কল্যাণের প্রচেষ্টায় সাহিত্যের বাইরেও নিজেকে প্রসারিত করেছিলেন সিরাজী। তিনি ছিলেন একজন অসাধারণ বাগ্মী। তার অনলবর্ষী বক্তৃতা শোনার জন্য বিভিন্ন সভা-সমিতিতে লোকেরা তাকে দাওয়াত করে নিয়ে যেত। সেসব সভায় তিনি যেমন ধর্মের কথা শোনাতেন তেমনি অনগ্রসর মুসলমান সমাজকে জেগে উঠার, নিজের পায়ে দাঁড়াবার আহ্বান জানাতেন। বজ্রগম্ভীর কণ্ঠ, বলিষ্ঠ যুক্তি ও কথার চমৎকারিত্বের কারণে লোকে মন্ত্রমুগ্ধের মত তার বক্তৃতা শুনত। তিনি যেসব স্থানে সভা করতে যেতেন সাধারণত সব স্থানেই সভার পর বালক বা বালিকাদের স্কুল প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করতেন।

সিরাজী গোটা বিশ্বের মুসলমানদের জাগরণ চেয়েছিলেন। বিশ্বব্যাপী মুসলমানরা আবার ইসলামের হারানো গৌরব পুনরুদ্ধার করুক, বিলুপ্ত ক্ষমতা ও মর্যাদা ফিরে পাক, সাম্য-মৈত্রীর-মানবতা-ভ্রাতৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হোক এই ছিল তার জীবনের ঐকান্তিক কামনা। বাঙালি মুসলমানকে অগ্রসরমান বিশ্বের সাথে সংযুক্ত করার জন্য তিনি ঐকান্তিক চেষ্টা করেছেন। স্বাধীনতার একনিষ্ঠ সেবক হিসেবে তিনি ব্রিটিশ সরকারের অধীনে নিজে যেমন কোন চাকরি করার কথা কখনো ভাবেননি তেমনি স্ব-সমাজের লোকদের জন্যও তা কামনা করেননি। তিনি চেয়েছিলেন, মুসলমানরা আধুনিক শিক্ষা লাভ করে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা করুক, ব্যবসা-বাণিজ্যে মন দিক, তারা মনের দিক দিয়ে ও বিত্তের দিক দিয়ে ঐশ্বর্যশালী হোক। তারা এক হাতে কুরআন আরেক হাতে বিজ্ঞান নিয়ে জীবনের চলার পথে অগ্রসর হোক।

জীবন ও কর্মের প্রেক্ষাপটে দেখা যায়, সিরাজী ছিলেন বাঙালি মুসলিম নব জাগরণের অবিসম্বাদিত অগ্রদূত, স্বাধীনতার আহ্বানকারী প্রথম বাঙালি মুসলিম কবি, মীর মোশাররফ হোসেনের পর প্রধান উপন্যাসিক, বিশ শতকের প্রথম দুটি দশকের সর্বপ্রধান লেখক, সমকালের শ্রেষ্ঠ মুসলিম বাগ্মী মুসলমানদের আত্মমর্যাদার প্রতীক, সমাজনেতা ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। তিনি যুগস্রষ্টা না হলেও যুগের অন্যতম এক নায়ক ছিলেন। সমকালীন রাজনৈতিক অঙ্গনে তার ছিল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

সিরাজী তার 'আত্মশক্তি ও প্রতিষ্ঠা' শীর্ষক প্রবন্ধে বাঙলার মুসলমানকে তাদের চলার পথের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলতে চেয়েছেন মুসলমানকে তার হারানো সুদিন ফিরিয়ে আনতে হলে শক্তি অর্জন করতে হবে। মুক্তি আর প্রতিষ্ঠা ভিক্ষার জিনিস নয়। শক্তি প্রয়োগে, জিহাদের মাধ্যমে, মুসলমানকে

[740] cÖv¸³, c. 79|

আবার প্রতিষ্ঠা লাভ করতে হবে। যে জাতি একদা সমগ্র সভ্য দুনিয়ার পথপ্রদর্শক ছিল, সমগ্র ইউরোপের অন্ধকার যুগের ঘন তমাসায় যারা জ্বালিয়েছিলেন সভ্যতা ও জ্ঞানের আলোক তাদেরকে গৌরবোজ্জ্বল অতীত হতে প্রেরণা পেতে হবে, সভ্যতা ও সংস্কৃতির শীর্ষদেশে আরোহণ করবার দুর্বার সংকল্প গ্রহণ করতে হবে। আলোচ্য প্রবন্ধে তিনি জাতিকে নির্দেশ দিয়েছেন– 'অতীতের আলোক ধরিয়া ভবিষ্যতের অন্ধকারাচ্ছন্ন গন্তব্য পথকে আলোকিত করিতে হইবে।'[৭৪১] কবি আবদুল কাদির বলেন– 'অতীতের আলোক' বলতে তিনি প্রকৃত পক্ষে অতীতের মুসলমানের জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনাই বুঝিয়েছেন। কারণ ১৯১৯ সালে প্রকাশিত তার 'স্পেনীয় মুসলমান সভ্যতা' নামক গ্রন্থে এই স্বজাতি প্রেমিক চিন্তানায়ক এ সম্পর্কে দুঃখ প্রকাশ করে বলেন–

'বিজ্ঞান যে মানব জীবনের সর্বাপেক্ষা আলোচ্য ও আবশ্যকীয় বিষয়, বিজ্ঞানই সে অজ্ঞান মানবের উন্নতি-পথ-প্রদর্শক, স্পেনীয় মোসলেমগণই এই মহাসত্য বর্বর ইউরোপীয় মস্তিষ্কে প্রবিষ্ট করাইয়া দিয়াছিলেন। হায় মুসলমান! কবে আবার তোমার মনে বিজ্ঞানের প্রতি গভীর অনুরাগ ফুটিয়া উঠিবে? কবে আবার তোমার হীনতার অন্ধকার দূরীভূত হইবে?'[৭৪২]

ঐক্য রক্ষা করাই যে পরম ধর্ম, আমাদের আলেমরা তাহা ভুলিয়া যাইতেছেন। ঐক্যের জন্য ইসলাম কি গভীর কৌশল বিস্তার ও শিক্ষাদান করেছে, রাসূল (সঃ) সর্বদা মুসলমানদিগকে দলবদ্ধ হয়ে থাকতে বলেছেন এবং দলবদ্ধ হয়ে থাকার ভাব যাতে রক্ত মাংস, অস্থি-মজ্জাতে মিশিয়া স্বাভাবিক হইয়া দাড়ায়, সেজন্য জামাত, জুমআ, ঈদ, হজ্জ প্রভৃতির ব্যবস্থা করিয়াছেন।

মানুষ যখন গৃহকোণে একাকী উপসনা করে, তখনই তাহার মন সিরাজীর দিকে বেশি আকৃষ্ট ও তন্ময় হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। এইরূপ উপাসনা মনের শান্তি ও আরামের জন্য প্রশস্ত। রাসূল (সঃ) পুনঃ পুনঃ এই উপাসনার উৎকর্ষ বর্ণনা করিয়াও জামাআতের নামাজেই বিশেষ জোর দিয়াছেন। "জামাআতে নামাজে একাকী নামাজ পড়া অপেক্ষা ২৭গুণ অধিকতর ছওয়াব এমন কথাও তিনি জলদ-মন্ত্রে ঘোষণা করিয়াছেন।'[৭৪৩] জামাতে নামাজ পড়িলে যতগুলি লোক একসঙ্গে একভাবে এক ইমামের পশ্চাতে নামাজ পড়ে, তাহাদের ভিতরে একটু একতা মনতার ভাব না আসিয়াই পারে না। তাহারা যে একই আলণ্ঢাহর সৃষ্ট জীব ও একই আকাশের নীচে ও একই ধরিত্রীর বক্ষে তাহাদের

[741] cv¸³, c. 86|
[742] cv¸³, c. 86|
[743] Avj-nv‘xm|

জন্মস্থান, তাহারা যে একই ধর্ম ও একই ম¯লীর অন্তর্ভুক্ত– এই সমস্ত ভাব অত্যন্ত প্রবল হওয়ায় একতা বাড়িয়া উঠে। জামাতে পুনঃ পুনঃ নামাজ পড়িলে মুসলিণ্ঢদের মধ্যে–

১. নেতার অধীনতা , ২. পরস্পরের মধ্যে সদালাপ , ৩. সদভাব , ৪. সহানুভূতি , ৫. বিনয় , ৬. সাদর সম্ভাষণ, ৭. আনন্দ, ৮. সাম্য, ৯. অনুরাগ, ১০. সংবাদ আদান প্রদান, ১১. শান্তি, ১২. প্রীতি, ১৩. সচ্চিন্তা, ১৪. সদজ্ঞান, ১৫. হিংসার বিনাশ, ১৬. নীচতার বিনাশ, ১৭. অহংকার বিনাশ প্রভৃতি মহাঐক্যের শক্তিতে শত প্রসারিনী করিয়া তোলাই হইতেছে ২৭ গুণ ছওয়াবের অর্থ। এই ছওয়াব শুধু ইহলৌকিক উন্নতি হয় না উপরোক্ত গুণাবলীর কয়েকটি হৃদয়ে উৎপন্ন হইলেই মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধতা বাড়িয়া যাইবে এবং সেই ঐক্যের সুফলে তাহারা বিজাতি ও বিধর্ম্মীর নিকট সর্বদাই মান্যগণ্য ও শ্রেষ্ঠ হইয়া থাকিবে। কবি বলেন– 'হে মোছলেম যুবক! যদি মহতী একতার বলে পৃথিবীতে কল্যাণ সম্পদের অধিকারী হইতে চাও, তাহা হইলে আবার প্রীতি ও ক্ষমাপূর্ণ অন্তর লইয়া উদার ও মহানুভবে ভ্রাতায় ভ্রাতায় একত্র হইয়া জাতীয় জীবন গঠনে বদ্ধপরিকর হও এবং সকল দ্বন্দ্ব-কলহ ও মতানৈক্য ভুলিয়া গিয়া সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া মহাশক্তি সংগঠনে লাগিয়া যাও এবং সেই ঐক্যবলে আবার তোমরা ভূম¯লে মহাজাতিত্ত্ব ও মহাপ্রভুত্ত্বের প্রতিষ্ঠা কর।'[৭৪৪]

মুসলিম ভারতের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার আদায়ের জন্য সিরাজীর সেই সুচিন্তিত পরিকল্পনা মাত্র দুই দশক পরেই বাস্তবায়িত হয়েছিল। সিরাজীর নির্দেশিত পথে চলেই আমরা আমাদের স্বাধীন আবাসভূমি বাংলাদেশ পেয়েছি। তবে সেই বহু বঞ্চিত জাতীয় আবাসভূমি নিজের চোখে দেখে যাবার মুসলমানের পবিত্র দেশের স্বাধীনমুক্ত বায়ুতে নিঃশ্বাস ফেলবার সুযোগ তিনি পাননি। তার মৃত্যুহীন সাহিত্য-সাধনার অমৃত ফল এবং আজীবনের স্বপ্ন সাধ বাঙালি মুসলিমের আবাসভূমি স্বাধীন বাংলাদেশ তার স্মৃতিকে চিরদিন আমাদের স্মরণে জাগ্রত রাখবে।

সিরাজী ইসলাম ধর্ম ও ইসলামী ভাবধারা নিয়ে অসংখ্য প্রবন্ধ লিখেছেন। তার প্রতিটি লেখাই ছিল ইসলাম কেন্দ্রিক। তিনি কুরআন, হাদীস, মুসলিম জাতি, ইসলাম ধর্মসহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রবন্ধ লিখেছেন। তার প্রতিটি প্রবন্ধ পড়লে ধর্ম ও ইসলামী ভাবধারার উপর বিশদ আলোচনা পাওয়া যায়। তিনি ধর্মের এমন কোন বিষয় বাদ দেননি যে, তিনি আলোচনা করেন নি। সর্বোপরি বলা যায় যে, ইসমাঈল হোসেন সিরাজী ছিলেন একজন ইসলামী ভাবধারার লেখক।

---

[744] Lv‡j ' gvm‡K imj, AwMci"l Avjvn, Bmjwg K dvD‡Ûkb evsjv‡'k, c_g cKvk- Rb 1983, c- 117|

Dhaka University Institutional Repository

Dcmsnvi

পলাশী ট্রাজিডির পর বাঙালি মুসলিম সমাজের উপর নেমে আসে চরম দুর্দশা। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সকল দিক থেকেই তারা নিষ্পেষিত হতে থাকে। হিন্দু সমাজ ইংরেজ শাসনকে মেনে নিয়ে তাদের সার্বিক সহযোগিতা করতে থাকে। ইংরেজ শাসনকে তারা প্রভু বদল বলে গ্রহণ করে। ফলে অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাক্ষেত্রে তারা ইংরেজ প্রশাসনের আনুকুল্য পায় এবং উপযুক্ত ক্ষেত্রে চরম উন্নতি লাভে সক্ষম হয়। অপরদিকে মুসলিম সমাজ একদিনের জন্যও ইংরেজ বেনিয়াদের শাসন মেনে নেয়নি। ফলে মুসলিম সমাজের উপর ইংরেজ প্রশাসন কর্তৃক নেমে আসে নির্মম নিপড়িনের স্টিমরোলার। পরাজিত জাতি হিসেবে কোনঠাসা হয়ে পড়ে সকল দিক দিয়ে। নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হলেও তারা স্বাধীনতার মন্ত্র ভুলে যায়নি। তবে এ কথা সত্য যে, প্রতিষ্ঠিত রাজশক্তির বির"দ্ধে সংগ্রাম করতে করতে মুসলিম সমাজ অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও আধুনিক শিক্ষায় পিছিয়ে পড়ে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে এমন কয়েকজন মনিষীর আবির্ভাব ঘটে যারা বাঙালি মুসলিম সমাজকে নতুন করে স্বপ্ন দেখায়, নতুন করে বাঁচতে শেখায়। তারা শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়া মুসলিম জাতিকে নতুনভাবে উদ্দীপ্ত করে। তাঁদের অন্যতম গাজী ইসমাঈল হোসেন সিরাজী।

গাজী ইসমাঈল হোসেন সিরাজী একটি নাম, একটি আন্দোলন, একটি স্বপ্ন। তিনি ছিলেন একাধারে রাজনীতিবিদ, কবি ও সাহিত্যিক, সমাজ সংস্কারক, স্বাধীনতা সংগ্রামের এক অতন্ত্র প্রহরী, সেই সাথে স্বজাতির অতীত ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনার স্বপ্নে বিভোর এক পতাকাবাহী সিপাহসালার। তাঁর সাহিত্য সাধনার প্রধান উপজীব্য বিষয় ছিল মুসলিম জাতির গৌরবদীপ্ত ইতিহাস ও ঐতিহ্য। তিনি নিছক সাহিত্য প্রীতির জন্য সাহিত্য সাধনায় ব্রতী হননি। বরং বাঙালি মুসলিম জাতির সামগ্রিক কল্যাণ সাধনে তিনি কলম তুলে নিয়েছিলেন। মুসলিম পুনর্জাগরণ ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে তিনি কখনো রাজনীতিবিদ, কখনো বাগ্মী, কখনো কবি, কখনো সাহিত্যিক, কখনো সংগ্রামী সাধক, কখনো সংস্কারক আবার কখনো জাতীয় জাগরণের দোয়েল পাখির ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। তাঁর চিন্তা-চেতনায় আলণ্ঢামা শিবলী নোমানী ও ড. ইকবালের প্রভাব লক্ষ্যণীয়।

বাঙালি সমাজে ইসমাঈল হোসেন সিরাজী এমন এক সময়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন যখন শিক্ষা, সংস্কৃতি, রাজনীতি, শিল্প ও সাহিত্যে মুসলিম সমাজ যথেষ্ট পশ্চাৎপদ ছিল। সে সাথে যুক্ত হয়েছির প্রতিবেশী হিন্দুদের অবজ্ঞা, উপেক্ষা এবং আক্রমণের শিকার। প্রতিবেশী দেশের মনীষীরা তাদের

অবহেলা ও উপেক্ষা করেই ক্ষান্ত হননি, তাদের সাহিত্যেও মুসলমানদের নির্মমভাবে আক্রমণ করেছে। ইসমাঈল হোসেন সিরাজী তাদের আক্রমণের পাল্টা জবাব দিয়ে বাঙালি মুসলিম সমাজের হৃদয়ে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। তবে তিনি যথেষ্ট উদার মানুষ ছিলেন। তিনি কংগ্রেসের রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন। রাজনীতিতে এমনকি সামাজিক জীবনেও হিন্দু-মুসলমানের মিলন প্রয়াসী ছিলেন। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এ ধারণা থেকে তিনি বিচ্যুত হননি। সে কারণে কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও সাম্প্রদায়িক হিন্দুর মত সমমনা মুসলমানদের প্রতিও তিনি একই প্রকার কঠোর ছিলেন।

আরবী ভাষা একটি বিশ্বজনীন ভাষা। বাংলা ভাষার সাথে আরবী ভাষার সম্পর্ক অতি প্রাচীন। বাংলাদেশে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বহু পূর্বেই আরবী ভাষা বাংলায় বিভিন্নভাবে প্রবেশ করে। আরবী শব্দমালা বাংলা ভাষায় অনুপ্রবেশের প্রধান মাধ্যমটি ছিল বাণিজ্য উপলক্ষ্যে আরব বণিকদের আগমন। সুদূর আরব থেকে আগত বণিকদের সাথে পারস্পরিক মেলামেশার ফলেই এমনটি হয়েছে বলে ভাষাবিদগণ মনে করেন। দীর্ঘদিন মুসলিম শাসনের ফলেও বহু আরবী শব্দ বাংলায় প্রবেশ করেছে। বিশেষ করে বাংলা ভাষায় আরবী শব্দ মুসলিম স্বাধীন সুলতানদের আমল থেকে ব্যবহার হয়ে আসছে। তাঁরা বাংলা ভাষায় আরবী শব্দের ব্যবহারটি অতি সূক্ষ্মভাবে করেন। এর পরবর্তী সময়ে সুফী-সাধক, আলেম-ওলামা ও ধর্ম প্রচারকদের মাধ্যমে আরবী শব্দ বাংলা ভাষায় প্রবেশ করে। বাঙালি কবি সাহিত্যিকগণ তাদের কাব্য ও সাহিত্যে আরবী শব্দ প্রয়োগের মাধ্যমে বাঙলা ভাষাকে আরো সমৃদ্ধ করেছেন।

ইসমাঈল হোসেন সিরাজীর কাব্যের এক বিস্তীর্ণ অংশ জুড়ে আছে আরবী শব্দের সুষম ব্যবহার। তিনি আরবী শব্দের ব্যবহারে যথেষ্ট নৈপুণ্যতা দেখিয়েছেন। তার এসব শব্দ ব্যবহারের মূলে ছিল একান্ত ব্যক্তিগত আগ্রহ। মুসলিম অনুষঙ্গ চিত্রায়ণে এবং আরবী শব্দ ও ইসলামী পরিভাষা ব্যবহারে তিনি সাফল্যের অধিকারী। সিরাজীর হাতে আরবী শব্দের ব্যবহার অধিকতর প্রমিত, বিপুল ব্যঞ্জনাময় ও গভীর তাৎপর্যময়।

Dhaka University Institutional Repository

MšcÄ

১. আল-কুরআনুল কারীম।

২. বুখারী শরীফ।

৩. মুসলিম শরীফ।

৪. কাদির; আবদুলঃ সম্পাদিত, শিরাজী রচনাবলী, ডিসেম্বর ১৯৬৭/ পৌষ ১৩৭৮, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

৫. রহমান; খালেদ খালেদুরঃ ছোটদের ইসমাঈল হোসেন সিরাজী, জানুয়ারী ২০০০/ রমজান ১৪২০/ পৌষ ১৪০৬, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

৬. তর্কবাগীশ; মাওলানা আবদুর রহমানঃ সিরাজী সমৃতি, ১৯৮৪/শ্রাবণ ১৪০৭/রবিউস সানি ১৪২৯, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

৭. ইসলামী বিশ্বকোষ।

৮. ইসমাঈল হোসেন সিরাজী স্মারক গ্রন্থ , ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

৯. লেখক চরিত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

১০. কবি সাহিত্যিক চরিত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

১১. লেখক অভিধান, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

১২. বদিউজ্জামান; ইসমাঈল হোসেন সিরাজী, ফেব্রুয়ারী ১৯৯৩, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

১৩. মাহমুদ; হোসেনঃ সম্পাদিতঃ সৈয়দ ইসমাঈল হোসেন সিরাজী, জুন ১৯৯৬/জুন ২০০৩/ আষাঢ় ১৪১০/ রবিউস সানি ১৪২৪, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

১৪. বদিউজ্জামান; ডক্টরঃ ইসমাঈল হোসেন সিরাজী জীবন ও সাহিত্য, অক্টোবর ১৯৮৮/ সেপ্টেম্বর ২০০৫/ আশ্বিন ১৪১২/ শাবান ১৪২৬, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

১৫. শিরাজী; সৈয়দ ইসমাইল হোসেনঃ ইসমাইল হোসেন শিরাজী রচনাবলী, জুন ২০০৬; স্বদেশ প্রকাশ (৩৮/২ক বাংলা বাজার, ঢাকা)।

১৬. বদিউজ্জামান; ডক্টরঃ সৈয়দ ইসমাঈল হোসেন সিরাজী।

১৭. জাহান; সারোয়ারঃ সিরাজীঃ জীবন ও সাহিত্য, আষাঢ় ১৩৭৮, বাংলা একাডেমী পত্রিকা।

১৮. মাহমুদ; হোসেন: সম্পাদনা, প্রবন্ধ সমগ্র, সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজী, একুশে বইমেলা ২০১৩, জ্ঞান বিতরণী, ৩৮/২ বাংলা বাজার, ঢাকা।

১৯. রহমান; মোঃ মাহমুদুর: সম্পাদক, বই, জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্র, জুলাই ২০০৮/ আষাঢ়-শ্রাবণ ১৪১৫, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

২০. হামিদী; মোহাম্মদ মোয়াজ্জদীন: ইসলামে জেলাহ বা মুক্তির বাণী, ১লা ফাল্গুন ১৩৭২, হামিদপুর খুলনা।

২১. আবু বকর; সায়ীদ: সম্পাদক, শিরাজী পুরান, ১ম বর্ষ; ১ম সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০১২।

২২. হার"ন; মোস্তফা: সম্পাদনা, সৈয়দ ইসমাঈল হোসেন সিরাজী, স্মরণিকা, জানুয়ারী ১৯৭৯, সৌখিন প্রকাশনী, ঢাকা।

২৩. মোমেন; খন্দকার আবদুল: সম্পাদিত, প্রেক্ষণ ইসমাঈল হোসেন সিরাজী স্মরণ, বর্ষ- ৪, সংখ্যা- ২, অক্টোবর, নভেম্বর, ডিসেম্বর ১৯৯৮/ ১৭ পৌষ ১৪০৪/ ৩০ শে শাবান ১৪১৮/ ৩১ ডিসেম্বর ১৯৯৭, প্রকাশিত পিসি কালচার হাউজিং, বণ্ঢক- খ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা- ১২০৭।

২৪. রসুল; খালেদ মাসুকে: অগ্নিপুর"ষ সিরাজী, জুন ১৯৮৩/ শাবান ১৪০৩/ জ্যৈষ্ঠ ১৩৯০, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

২৫. শাহাদাৎ; ইমাম হোসেন: মহাশিক্ষা কাব্য (১ম খ"), জুন ১৯৬৯/ আষাঢ় ১৩৭৬, কেন্দ্রিয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড।

২৬. মাহমুদ; হোসেন: বাংলা সাহিত্যে মুসলিম জাগরণের সূচনা, জুন ২০০৪, ডিসেম্বর ২০০৩/ অগ্রহায়ন ১৪০০/ শাওয়াল ১৪১৪, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

২৭. সিরাজী; গাজী সৈয়দ আবু মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন: স্ত্রী শিক্ষা (বক্তৃতা) চৈত্র ১৩২১, প্রকাশক, এম লুৎফর রহমান।

২৮. মাহমুদ; হোসেন: সম্পাদক, কবিতা সমগ্র।

২৯. মান্নান, ড. আবদুল কাজী: সৈয়দ ইসমাঈল হোসেন সিরাজী, প্রকাশ- ১৯৭০, কেন্দ্রিয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা।

৩০. শিরাজী; সৈয়দ ইসমাইল হোসেন: রায়নন্দিনী, এপ্রিল ২০০৬, স্বদেশ প্রকাশ। ৩৮/২, বাংলা বাজার, মান্নান মার্কেট, ঢাকা- ১১০০।

৩১. হোসেন; ইমরান: সুনীল কান্তি দে সম্পাদিত, ছোলতান পত্রিকায় বাংলার সমাজ সংস্কৃতি ও রাজনীতি, প্রকাশ ২০০৮, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

৩২. বাংলা ভাষায় মুসলিম লেখক গ্রন্থপঞ্জি (১৪০০-১৯৮৫), ১ম খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

৩৩. চরিতাভিধান, জুন ১৯৮৫/ জৈষ্ঠ্য ১৩৯২, ২য় সং ফেব্রুয়ারী ১৯৯৭/ মাঘ ১৪০৩, ৩য় সং- জুন ২০১১/ জৈষ্ঠ্য ১৪১৮, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

৩৪. জলিল; ড. আবদুল: আরবী কবিতায় ইসলামী ভাবধারা; জানুয়ারী ২০০৬, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

৩৫. হাকিম; ড. খলিফা আবদুল: ইসলামী ভাবধারা, ৩য় সং- এপ্রিল ২০০৪, আল হিকমাহ পাবলিকেশন্স।

৩৬. কিসমতী; জুলফিকার আহমদ: চিন্তাধারা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

৩৭. ইসলামী সাহিত্য সংস্কৃতি, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ (গবেষণা বিভাগ), এপ্রিল ২০০৪।

৩৮. রহীম; ডক্টর এম.এ; বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস (১ম খণ্ড) (১২০৩-১৫৭৬খ্রী.) অনু-মোহাম্মদ আনিসুজ্জামান, প্রথম প্রকাশ- মার্চ ১৯৮২/ ফাল্গুন ১৩৮৮, ২য় সং- জুন ২০০৮/ আষাঢ় ১৪১৫, প্রকাশক- মোঃ মাহফুজুর রহমান, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

৩৯. রহীম; ডক্টর এম.এ: বাংলা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস (২য় খণ্ড) (১৫৭৬-১৭৫৭ খ্রি.), অনু- মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান ও ফজলে রাব্বি, প্রথম প্রকাশ- জুন ১৯৮২/ আষাঢ় ১৩৮৯, ২য় সং- জানুয়ারী ২০০২/ মাঘ ১৪১৮, প্রকাশক- শাহিদা খাতুন, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

৪০. শিরাজী; সৈয়দ ইসমাইল হোসেন, অনল প্রবাহ: প্র সং- পৌষ ১৩০৭ (বাজেয়াপ্ত ১৩৫৭-১৩৫৮), চতুর্থ সং- (ই.ফা.বা, প্রথম) শ্রাবণ ১৩৮৭, ষষ্ঠ সং- (ই.ফা.বা, ৩য়) এপ্রিল ২০০৪/ বৈশাখ ১৪১১/ সফর ১৪২৫, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

৪১. রহমান; ড. মুহাম্মদ মুজিবুর: সাহাবী কবি কা'ব ও তার বানাত সু'আদ, প্র- ১৯৮৪, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

৪২. মুছলেহ উদ্দিন; আ.ত.ম: আরবী সাহিত্যের ইতিহাস, প্র. প্র- জুন ১৯৮২, চতুর্থ সং- সেপ্টেম্বর ২০০৩/ ভাদ্র ১৪১০/৮ রজব ১৪২৪, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

৪৩. খান; রাইসউদ্দিন; কে. এম: বাংলাদেশ ইতিহাস পরিক্রমা, প্র- ১৯৯৬, খান ব্রাদার্স এন্ড কোম্পানী, ঢাকা।

৪৪. ইসলাম; আজহার: বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস। প্রাচীন ও মধ্যযুগ, ৩য় সং- জুলাই ২০১০, অনন্যা প্রকাশ।

৪৫. দাস; শ্রীশচন্দ্র: সাহিত্য সন্দর্শন, প্রকাশ- ফেব্রুয়ারী বই মেলা ২০১৪, বর্ণবিচিত্রা, বাংলা বাজার, ঢাকা।

৪৬. হুসাইন; শাহ আবদুল হালীম: সাহিত্য ও সাংবাদিকতা, প্র- জুন ২০১০, আল ইরফান পাবলিকেশন্স।

৪৭. শেখর; ড. সৌমিত্র: বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা, ১ম সংস্করণ- ১৪ই জুলাই ২০০৪, অগ্নি পাবলিকেশন্স, ২৮৯, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মার্কেট, ঢাকা।

৪৮. সৈয়দ; আবদুল মান্নান: বাংলা সাহিত্যে মুসলমান, প্র- জুন ১৯৯৮, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

৪৯. রহমান; মুহাম্মদ মতিউর: বাংলা সাহিত্যে মুসলিম ঐতিহ্য: প্রকাশ- ফেব্রুয়ারী ২০০২, বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ, চট্টগ্রাম-ঢাকা।

৫০. আলণ্ঢামী; আবুল ফজল: আইন-ই-আকবরী, প্র. প্র- চৈত্র ১৪০৯/ এপ্রিল ২০০৩, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

৫১. শিরাজী, সৈয়দ ইসমাইল হোসেন: প্রবন্ধ সমগ্র, প্র- একুশে বইমেলা ২০০৩, জ্ঞান বিতরণী, ঢাকা।